পারস্কর গৃহ্যসূত্র

(পরিশিষ্ট, সমীক্ষা ও বঙ্গানুবাদ সহ)

শ্রীঅশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

পারস্কর গৃহ্যসূত্র

[পরিশিষ্ট, সমীক্ষা ও বঙ্গানুবাদ সহ]

শ্রী অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রকাশক ঃ
শ্রী দেবাসিস ভট্টাচার্য্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০০০৬

রথযাত্রা ১৪০৬

মূল্য ঃ [illegible] টাকা

মুদ্রণ ঃ
অভিনব মুদ্রণী
সিমলা স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

বিষয়সূচী

প্রথম কাণ্ড

দ্বিতীয় কাণ্ড

তৃতীয় কাণ্ড

পারস্করগৃহ্যসূত্র পরিশিষ্ট

ভূমিকা

ভারতীয় ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের আকাশে ধ্রুবতারা স্বরূপ গৃহ্যসূত্রের ভূমিকা ও অবদান নিরূপণ করার পূর্বে সামান্য প্রাক্‌কথনের অবকাশ থাকে। যেমন গৃহ্যসূত্রের উৎস কোথায় ? তার বিকাশ ও ব্যাপ্তি কিরূপ ? তার প্রতিপাদ্য বিষয় কি ? এই সমস্যাগুলির উত্তর ও সমাধানের সন্ধান করার সূচনা পর্বেই স্মরণ করতে হয় যে, ভারতীয় সমস্ত বিদ্যা তথা জ্ঞানের মূলবীজটি নিহিত আছে বেদের মধ্যে।

বেদ কি? এরূপ জিজ্ঞাসা স্বতঃই জাগতে পারে। তার উত্তরে প্রথমতঃ বলা হয় বেদ মানে জ্ঞান, পরমজ্ঞান। বেদ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে বিদ্ ধাতু থেকে। এখানে জ্ঞাতব্য হলো যে, বিদ্‌ধাতু কেবল জ্ঞানার্থক নয়। বিদ্‌ধাতু জ্ঞানার্থক, প্রাপ্ত্যর্থক, সত্তার্থক ও বিচারার্থক। তাই বেদ মানে কেবল সাধারণ জ্ঞান নয়, তার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব আছে। বিদ্ ধাতুর যে অর্থভেদ আছে সেগুলি যুগপৎ স্বীকার করে যে অর্থটি দাঁড়ায় তা হ'লো— 'যে শব্দরাশি দ্বারা জ্ঞানভিন্ন ও সত্তাভিন্ন বেদপ্রমাণক পরমব্রহ্ম স্বরূপ সুখকে বিচারপূর্বক লাভ করা যায় তারই নাম বেদ'। প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি প্রমাণদ্বারা পার্থিব জ্ঞান জন্মায়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্-এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বা জ্ঞানেন্দ্রিয় আমাদের অতীন্দ্রিয় জ্ঞান দান করতে পারে না। প্রমাণ, ইন্দ্রিয় ও মন যে রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না সেই অতীন্দ্রিয় 'পরমজ্ঞান' আমরা 'বেদ' থেকে লাভ করে থাকি। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন—

'প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বিদ্যতে।
এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা।।

অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি উপায় দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায় না, সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বেদ থেকে লাভ করা যায় বলেই বেদকে 'বেদ' বলা হয়।'

বেদ কেবল পুরুষার্থসাধক 'সুখের কথাই বলে না, তাকে লাভ করার উপায়ও বলেছেন; অর্থাৎ পুরুষার্থ সাধনের কথাও বেদে আছে। সেই কথাই বেদভাষ্যকার সায়নাচার্য তৈত্তিরীয়.সংহিতা ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যভূমিকায় বলেছেন,—'ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্ট পরিহারয়োরলৌকিকমুপায়ং যো গ্রন্থো বেদয়তি স বেদঃ।' অর্থাৎ যে গ্রন্থ আমাদের ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টবর্জনের অলৌকিক উপায় জানিয়ে দেয় তারই নাম বেদ। প্রকৃতপক্ষে বেদ ভারতবর্ষের চিরন্তন মর্মবাণী। এর মধ্যে নিহিত আছে সকল ধর্মের উৎস, সকল কর্মের প্রেরণা এবং সকল জ্ঞানের চরম পরিণতি। বেদ ধর্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিপাদক। 'ধর্মব্রহ্মণী বেদৈক বেদ্যে।' মনুও বেদকে অখিল ধর্মের মূল বলেছেন, 'বেদো ধর্মমূলম্।' বৃহদারণ্যক উপনিষদে বেদকে অপৌরুষেয় স্বয়ং প্রকাশ বলা হয়েছে;-অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতং যদেতদ্ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদ, অথর্বাঙ্গিরসঃ। ২-৪-১০; ৪-৫-১১। তাই বেদ সম্পর্কে

বলা হয় যে, বেদের কোন রচয়িতা নাই, ঋষিগণ মন্ত্রদ্রষ্টা। পরাশর সংহিতায় বলা হয়েছে, 'ন কশ্চিৎ বেদকর্তাস্তি। ১/২০ এবং নিরুক্তে উক্ত হয়েছে—'এবমুচ্চাবচৈরভিপ্রায়ে ঋষীণাং মন্ত্রদৃষ্টয়ো ভবন্তি।'৭/১/৩ ভারতীয় শাস্ত্র মতে বেদ কেবল অপৌরুষেয়ই নয়, বেদ স্বয়ং-প্রকাশ, সনাতন। মহাভারতে শান্তিপর্বে উল্লেখ আছে—

যুগান্তে অন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্বমনুজ্ঞাতা স্বয়ম্ভুবা।। ম. শা.২১০/১৯

অর্থাৎ যুগান্তে প্রলয়কালে বেদ অপ্রকাশিতভাবে থাকে, যুগপ্রারম্ভে ঋষিগণ পুনরায় তপস্যা দ্বারা বেদকে লাভ করেন।

বেদের আবার কয়েকটি প্রতিশব্দ প্রচলিত আছে। যেমন, শ্রুতি, ত্রয়ী, আগম, ছন্দস্ প্রভৃতি। বেদের এই আখ্যাগুলি বিশেষ অর্থবহ। যেমন শ্রুতিবলার কারণ হলো অনাদি কাল থেকে বেদ, গুরুশিষ্য পরম্পরা ক্রমে শ্রবণ-বিধৃত হয়ে আসছিল। বৈদিক ঋষিগণ ছিলেন সাক্ষাৎ কৃতধর্মা। তাঁরা বেদ-স্বরূপ অবগত হয়ে তাঁদের পরবর্তী অসাক্ষাৎকৃতধর্মাদের উপদেশ দ্বারা তাঁদের দৃষ্ট মন্ত্রসমূহের উত্তরাধিকার দান করতেন। নিরুক্তে উক্ত আছে যে, 'সাক্ষাৎ কৃতধর্মাণ ঋষয়ো বভূবুঃ। তে অবরেভ্যোঽসাক্ষাৎকৃতধর্মভ্য উপদেশেন মন্ত্রান্ সম্প্রাদুঃ। ১/২০/২ এইভাবে শ্রবণ পরম্পরাতে বেদের জ্ঞান বিধৃত থাকত বলেই বেদের আর এক নাম শ্রুতি। এবং যে সমস্ত ঋষি শ্রুতির মাধ্যমে বেদমন্ত্র লাভ করতেন তাঁদের বলা হত 'শ্রুতর্ষি।'

বেদকে যে ত্রয়ী বা ত্রয়ীবিদ্যা আখ্যা দেওয়া হয় তার কারণ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। একটি মত হলো ত্রয়ী বা ত্রয়ীবিদ্যা বলতে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদের সমষ্টিকে বুঝায়। সুতরাং এই মতে অথর্ব বেদকে ত্রয়ীর অন্তর্গত স্বীকার করা হয় না। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে বলেছেন,— সামর্গ্যজুর্বেদাস্ত্রয়স্ত্রয়ী। অথর্ববেদেতিহাসবেদৌ চ বেদাঃ।'১/৩/১ অর্থাৎ সামবেদ, ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদ—এই তিনবেদের নাম ত্রয়ী। অথর্ববেদ ও (মহাভারতাদি) ইতিহাসও বেদপর্যায়ে পড়ে'। কৌটিল্য অথর্ববেদকে ত্রয়ীর অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার না করলেও বেদের পর্যায়ভুক্ত বলে স্বীকার করেছেন।

অপরদলের বক্তব্যই অধিকমাত্রায় প্রণিধানযোগ্য ও স্বীকার্য। তাঁরা বলেন যে, ত্রয়ী বলতে তিন বেদের কথা বলা হয়নি। সাম, ঋক্ ও যজুঃ—এই তিন প্রকার লক্ষণযুক্ত মন্ত্রসমষ্টিকে বুঝায়। মহর্ষি জৈমিনি এই তিন প্রকার মন্ত্রলক্ষণ নির্দেশ করেছেন,—

'তেযাম্ ঋক্ যত্র অথর্বশেন পাদব্যবস্থা'। 'গীতিযু সামাখ্যা'। 'শেষে যজুঃ শব্দঃ'।

অর্থাৎ ঋকমন্ত্র সকলের মধ্যে পদ্যাত্মক মন্ত্রগুলি ঋক্, গীতিরূপ মন্ত্র সাম আর অবশিষ্ট (গদ্যাত্মক) মন্ত্রগুলি যজুঃ। পদ্য গান ও গদ্য—এই তিন প্রকার মন্ত্রই বেদের অন্তর্গত। অথর্ববেদের মধ্যে নিহিত মন্ত্রগুলিও এই তিনপ্রকার লক্ষণবিশিষ্ট, অন্য কোন লক্ষণাক্রান্ত নয়। সুতরাং 'ত্রয়ী' শব্দ দ্বারা অথর্ব বেদও বোধ্য। কেহ কেহ এরূপ মত পোষণ করেন যে,

যজ্ঞের সঙ্গে অথর্ববেদের কোন সম্বন্ধ নাই তাই ত্রয়ীপর্যায়ভুক্ত নয়। কিন্তু এটি ভুল, শান্তি ও পৌষ্টিকাদি সম্পর্কীয় যাগযজ্ঞে অথর্বমন্ত্রের প্রয়োগ আবশ্যক।

বেদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে, বেদ মূলতঃ জ্ঞানভাণ্ডার। স্বতন্ত্র কোন ধর্মগ্রন্থের পর্যায় ভুক্ত নয়। Winternitz এ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থে বলেছেন, 'The word 'Veda' means knowledge and then the knowledge par excellence i.e the sacred, the religious knowledge' and it does not denote any one single literary work like parhaps the word 'Koran' or any compact collection of a definite number of books. Completed at any particular time, like the word 'Bible' (the book for excellence') or like the word 'Tripitika' the 'Bible' of the Buddhist, but a large extent of literature that came into being in the course of many millennia and was transmitted centuries long from generation to generation–of course in the hoary past–it was declared as sacred knowledge as devine revelation' on account of its age as well as its content.

বেদ বলতে প্রধানতঃ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণকেই বুঝায়। কাত্যায়ন ও আপস্তম্ব বেদের লক্ষণ করেছেন, 'মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্' অর্থাৎ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণকে একত্রে বেদ বলা হয়। সায়নাচার্যও বলেছেন, 'মন্ত্রব্রাহ্মণত্মকশব্দরাশির্বেদঃ। কিন্তু বেদ ও বৈদিকসাহিত্য বলতে এক নয়। বৈদিক সাহিত্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রথমতঃ বৈদিক সাহিত্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—১। মন্ত্র বা সংহিতা, ২। ব্রাহ্মণ, ৩। আরণ্যক ও উপনিষৎ। Winternitz বলেছেন 'What is called 'Veda' or 'Vedicliterature' consists of three different classes of literary works, and to each of these three classes belongs also a large or small number of undividual works of which some have been preserved but many have been also lost today. These three classes are : 1. Samhitas. 2. Brahmanas. 3. Aranyakas and upanisads.

সুতরাং সংহিতা থেকে বেদাঙ্গ পর্যন্ত যেবিশাল সাহিত্য ভারতের জ্ঞানভাণ্ডারবে সমৃদ্ধ করেছে তাকেই সামগ্রিকভাবে বৈদিক সাহিত্য হিসাবে নির্ণয় করা হয়।

বৈদিক সাহিত্যের এই ব্যাপকতা স্বীকার করার বিশেষ কারণ হলো যে বেদ থেকে বেদাঙ্গ ভিন্ন সাহিত্য হলেও বিচ্ছিন্ন নয়; মূলতঃ অবিচ্ছিন্ন অপরিহার্য বিষয়। বেদাঙ্গ নামটির মধ্যেই তার উপযোগিতা নিহিত আছে। এখানে অঙ্গ শব্দের অর্থ 'উপকারক' —অঙ্গ্যন্তে জ্ঞায়ন্তে অমীভিরিতি অঙ্গানি'। অর্থাৎ যার দ্বারা কোন বিষয় বা বস্তুর স্বরূপ সহজ সরলভাবে জানা যায় তাকে অঙ্গ বলে। বেদাঙ্গ নামক ছয়টি শাস্ত্র অঙ্গী বেদের শব্দবোধ, অর্থবোধ, ক্রিয়ারসহিত মন্ত্রের সম্বন্ধ পাঠের রীতি প্রভৃতি ব্যাপারে অপরিহার্য বলেই তাদের বেদের অঙ্গ বেদাঙ্গ নাম দেওয়া হয়েছে। এক একটি অঙ্গ দ্বারা বেদের এক এক প্রকার প্রয়োজন সাধিত হয়। ছয়টি অঙ্গের নাম—'শিক্ষা কল্পো ব্যাকারণং নিরুক্ত ছন্দো জ্যোতিষাম্। (মু. উ.১.১) অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ।

অঙ্গের অর্থ যেমন উপকারক, তেমন সাধারণ অর্থ অবয়ব। অবয়ব অর্থেও বেদাঙ্গের নামের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় পাণিনীয় শিক্ষা গ্রন্থে—

ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষু নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে।।
শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যেব ব্রহ্মলোকং মহীয়তে।। (পা. শি. ৪১.৪২)

অর্থাৎ ছন্দ বেদের চরণযুগল, কল্প হস্তদ্বয়, জ্যোতিষ হলো চক্ষু, নিরুক্ত কর্ণ, শিক্ষা নাসিকা এবং ব্যাকরণ বেদের মুখ। এই ছয়টি অঙ্গসহ বেদ অধ্যয়ন করলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ঘটে। অতএব পূর্ণাঙ্গ বেদকে জানতে হলে মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদের সঙ্গে শিক্ষা, কল্পসূত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, পদপাঠ, অনুক্রমণী—সব কিছুই জানতে হবে। আর বুঝতে হবে যে এতগুলি পরিজন নিয়ে গড়ে উঠেছে বৈদিক সাহিত্যের সমৃদ্ধ পরিবার।

ঐ বহু বিস্তৃত সাহিত্যের মধ্যে হিন্দুধর্মের মূল স্রোতটি নিত্যপ্রবহমান। বেদকে দূরে রেখে বা ভিন্ন করে হিন্দু ধর্মের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমন কি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের যত কিছু আচার অনুষ্ঠান আছে—সেগুলির মধ্যেও বেদের কোননা কোন প্রভাব আছেই। বেদ অনুশীলন করলে সহজেই বুঝতে পারা যায়, হিন্দুধর্মানুষ্ঠানে যে সমস্ত সূক্ত ও মন্ত্র ব্যবহৃত হয় তার অধিকসংখ্যকই বেদ থেকে পাওয়া। বিশেষ করে আমাদের গর্ভধানাদি যে সমস্ত সংস্কার আছে, সেগুলিতে প্রযুক্ত মন্ত্রগুলির প্রায় সমস্তই বেদ বা বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং আলোচনাস্রোতের গতি অনুসারে প্রথমেই ঋগাদি সংহিতাগুলির সাধারণ পরিচয় ও ভূমিকা উল্লেখ্য।

ঋক্সংহিতা—চারটি বেদের মধ্যে ঋক্সংহিতা প্রাচীনতম। ম্যাক্‌ডোনেল তাঁর A Vedic Reader of student গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, 'The Rigveda is undoubtedly the oldest literary monument of the Indo European languages' অর্থাৎ ঋগ্‌বেদ হলো ইন্দোয়ুরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর সাহিত্যের প্রাচীনতম স্তম্ভস্বরূপ।

আরও প্রমাণ হলো যে, ঋকসংহিতার বহুমন্ত্র অন্যান্য সংহিতায় দেখতে পাওয়া যায়। যেমন সামবেদ সংহিতায় মাত্র ৭৫টি মন্ত্র ছাড়া সমস্তই ঋক্সংহিতার মন্ত্র। যজুর্বেদেরও তৈত্তিরীয় সংহিতা ও বাজসনেয়ী সংহিতাতে ঋক্সংহিতার বহুমন্ত্র পাওয়া যায়। চরণব্যূহগ্রন্থ মতে যজুর্বেদে ঋক্সংহিতার ১৯০০ মন্ত্র আছে। অথর্ববেদের শৌনক সংহিতায় ঋক্সংহতিার ১২০০ মন্ত্র আছে।

ঋক্সংহিতার দু প্রকার ভাগ আছে। প্রথম প্রকার হলো মন্ডল, অনুবাক্, সূক্ত ও ঋক্। দ্বিতীয় প্রকার হলো অষ্টক, অধ্যায়, বর্গ ও মন্ত্র। প্রথম প্রকারটি অনুষ্ঠানের উপযোগী ও

দ্বিতীয় প্রকার বিভাগটি পাঠের পক্ষে উপযোগী। সমগ্র ঋক্‌সংহিতায় দশটি মণ্ডল, পঁচাশীটি অনুবাক, একহাজার সত্তরেটিসূক্ত ও দশহাজার ছয় শত ঋক্ আছে।

এই ঋক্‌সংহিতায় ধর্মানুষ্ঠানের পূর্ণচিত্র পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন স্থলে দেবতাদের স্তুতি এবং পুরোহিতদের প্রযুক্ত ঋক্ দ্বারা লৌকিক ধর্মের আভাস দৃষ্ট হয়। তাছাড়াও ধর্মীয় বিধিবিধান বিশিষ্ট কিছু সংখ্যক সূক্ত আছে। যেমন বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি এবং গর্ভাধানের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। কর্মকাণ্ডবিষয়ক দৃষ্টিতে বিচার করলে এই সূক্তগুলি অত্যন্ত গৌণ কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করলে এগুলি মানবজীবনের সহিত সম্পৃক্ত বলেই অনুমিত হয়। পরবর্তী যুগের অনুষ্ঠিত বিবাহ[১], অন্ত্যেষ্টি[২] এবং গর্ভাধান[৩] সংস্কারকে এই সূক্তগুলিতে মুকুলিত বিধি-বিধানের বিকসিত পরিণাম বলা যায়। এছাড়াও অন্যান্য বহু ধর্মীয় বা সংস্কার কর্মে বিনিযুক্ত বহু মন্ত্র ঋক্‌সংহিতা থেকে গৃহীত হয়েছে। সুতরাং আমাদের লৌকিক ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ঋক্‌সংহিতার নিবিড় সম্বন্ধ কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না। গৃহসূত্রগুলিতে ঋক্‌সংহিতার অসংখ্য ঋক্ স্থান লাভ করেছে। এরদ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, সংস্কারাদির অনেক অংশ বৈদিক মন্ত্র দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে এবং বৈদিকোত্তর যুগেও হয়ে চলেছে।

সামসংহিতা— সামসূক্তগুলির প্রাণ হলো গান। ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্বারা দেবতাকে আহ্বান করা হয় আর সামবেদের মন্ত্রের দ্বারা দেবতার স্তুতি গান করা হয়। সামবেদের সহস্র শাখা ও একহাজার আটশত দশটি মন্ত্র। এর মধ্যে ৭৫টি মন্ত্র ছাড়া সমস্তই ঋক্‌সংহিতার পুনরাবৃত্তি। তবে পুনরুক্ত হলেও দোষ না হওয়ার কারণ হলো, এগুলি ঋগ্বেদে গানরহিত এবং সামবেদে গান সহিত। সামবেদের হাজারটি শাখার মধ্যে বর্তমানে মাত্র তিনটি শাখা পাওয়া যায়— ১। রাণায়নীয়, ২। কৌথুমী, ৩। জৈমিনীয়। তার মধ্যে কৌথুমী শাখা প্রসিদ্ধ। কৌথুমী শাখা মতে সামবেদ সংহিতা দুইখণ্ডে বিভক্ত। (১) আর্চিক ও (২) উত্তরার্চিক। আর্চিক খণ্ডে ৫৮৫টি ঋক্ বা স্তবক আছে এবং উত্তরার্চিকে চারশতটি সাম আছে। আর্চিকে মন্ত্রগুলি অংশতঃ ছন্দ অনুযায়ী এবং অংশতঃ দেবতা অনুযায়ী সাজান কিন্তু উত্তরার্চিকে প্রধান প্রধান যাগের পারম্পর্য অনুযায়ী সাজান হয়েছে।

সামবেদের মধ্যে সংস্কার বিষয়ক উল্লেখ্য কোনও সামগ্রী পাওয়া যায় না। এটি মুখ্যতঃ স্বর তথা লয়ের জন্যই লোকপ্রিয়। দশরাত্রাদি দীর্ঘসত্র, বিবাহ প্রভৃতি শুভ অনুষ্ঠানগুলিতে বহুসাম গীত হয়। কিন্তু তাহলেও সংস্কারের স্বরূপ সম্পর্কিত কোন মন্ত্র নির্দিষ্ট এরূপ সামবেদে দৃষ্ট হয় না।

যজুঃসংহিতা—জৈমিনি পূর্বমীমাংসা সূত্রে যজুঃমন্ত্রের লক্ষণ করেছেন,—'শেষে যজুঃ শব্দঃ' অর্থাৎ ঋক্‌ও সাম ভিন্ন যা অবশিষ্ট থাকল তার নাম যজুঃ। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ঋক্ পদ্যময়, সাম পদ্যময় ও গানময়। ঋক্ ও সামের মধ্যে গদ্য নাই কিন্তু যজুঃ

* ১। ঋক্ ১০/৫৪। * ২। ৪০/১৪, ১৬, ১৮। * ৩। ১০/১৮৩, ১৮৪।

সংহিতায় গদ্যময় ও পদ্যময় উভয়প্রকার মন্ত্রই আছে। যজুঃসংহিতায় ঋক্‌মন্ত্র থাকলেও গদ্য মন্ত্রগুলি যজুঃর নিজস্ব। যজ্ঞে ঋক্‌মন্ত্রে দেবতার আহ্বান করা হয়, সামমন্ত্রে স্তুতিগান করা হয় আর যজুঃ মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞের সকল কর্ম ও দেবতার উদ্দেশে আহুতি প্রদানাদি করা হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানের যাবতীয় প্রক্রিয়া যজুর্বেদেই পাওয়া যায়। বিশেষ করে শ্রৌত যাগের ক্ষেত্রে যজুর্বের্দের জ্ঞান অপরিহার্য। বায়ু পুরাণের মতে যজ্ঞের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলেই যজুঃসংহিতার নাম যজুঃ হয়েছে—

যচ্ছিষ্টঞ্চ যজুর্বেদে তেন যজ্ঞমযুঞ্জত।
যাজনাদ্ধি যজুর্বেদ ইতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ।।

অর্থাৎ ঋক্ ও সাম ব্যতীত যা যজুর্বেদে অবশিষ্ট থাকল তার দ্বারা যজ্ঞের যোজনা হল। যাজন শব্দের যজ্ ধাতু থেকে যজুঃ শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে; এটি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। যজুঃনামকরণের আর একটি লক্ষণ আছে—যজুর্বেদী পুরোহিতের নাম অধ্বর্যু। অধ্বর মানে যজ্ঞ। অধ্বরং যুনক্তিইতি (অধ্বরযুঃ) অধ্বর্যুঃ। অর্থাৎ যিনি যজ্ঞকে রূপায়িত করেন তিনি অধ্বর্যু।

যজুর্বেদের দুইটি ভাগ—কৃষ্ণযজুর্বেদ বা তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং শুক্লযজুর্বেদ বা বাজসনেয়ী সংহিতা। কৃষ্ণযজুর্বেদের মন্ত্রাদি সম্পর্কে চরণব্যূহ গ্রন্থে উক্ত হয়েছে।

কাণ্ডাস্তু সপ্ত বিজ্ঞেয়াঃ প্রশ্নাশ্চধিক্যকাশ্চতুঃ।
চত্বারিংশত্তু বিজ্ঞেয়া অনুবাকা শতানি ষট্।।
একপঞ্চাশদধিকাঃ সংখ্যাঃ পঞ্চাশদুচ্যতে।

অর্থাৎ সমগ্র কৃষ্ণযজুর্বেদে সাতটি কাণ্ড, চুয়াল্লিশটি প্রশ্ন এবং ছয়শত একান্নটি অনুবাক্ আছে। ভাষ্য থেকে জানা যায় দু হাজার একশ চুরাশীটি কণ্ডিকা বা মন্ত্র নিবদ্ধ আছে। উক্তগ্রন্থে সমগ্র যজুর্বের্দের মন্ত্রসংখ্যা মন্ত্রের পদসংখ্যা, পদের অক্ষর সংখ্যা এবং গদ্যাত্মক বাক্যসংখ্যা পর্যন্ত উল্লিখিত আছে।

দ্বিসহস্রৈঞ্চকশতমষ্টা নবতি চাধিকা।
লক্ষৈকং তু দ্বিনবতিসহস্রাণি প্রকীর্তিতম্।।
পদানি নবতিশ্চৈব তথৈবাক্ষরমুচ্যতে।।
লক্ষদ্বয়ং ত্রিপঞ্চাশৎ সহস্রাণি শতাষ্টকম্।
অষ্টষষ্ট্যধিকং চৈব যজুর্বেদে প্রমাণকম্।।

সমগ্রযজুর্বেদে ঋগ্‌বেদের মন্ত্র ছাড়াও দু হাজার একশত আটানব্বইটি মন্ত্র আছে। সেইমন্ত্র সমূহের পদসংখ্যা একলক্ষ বিরানব্বই হাজার নব্বই এবং অক্ষরের সংখ্যা দুলক্ষ তিপান্ন হাজার আটশত আটষট্টি।

শুক্লযজুর্বেদ বা বাজসনেয়ী সংহিতা চল্লিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। তারমধ্যে তিনশত তিনটি অনুবাক্ ও একহাজার নয়শত পনেরটি কণ্ডিকা আছে।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে শুক্লযজুর্বেদ একটি বিশিষ্টস্থান অধিকার করে আছে। চতুর্বর্ণ প্রতিলোমবর্ণ, অনুলোমবর্ণ, জাতিভেদ, অন্ত্যজ ও অনার্যজাতির নাম, জীবিকা নির্বাহার্থ বিবিধ বৃত্তি ও কুটিরশিল্প, আদিবাসিগণের ধর্ম প্রভৃতি বহুপ্রয়োজনীয় বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই সংহিতায় পাওয়া যায়। যজুর্বেদ ধর্মীয় বিধিবিধানের বিকাশে সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমিকা পালন করে বা প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। যজুর্বেদ-বর্ণিত 'পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ' পরবর্ত্তীকালে পিতৃশ্রাদ্ধাদিরূপে পরিণত হয়েছে। যজুর্বেদে মুখ্যতঃ শ্রৌতযজ্ঞই প্রাধান্য লাভ করেছে। অতএব সংস্কার বিষয়ে জ্ঞানলাভে যজুর্বেদ বিশেষ সহায়তা করে না। এর থেকে কেবল মুন্ডন সম্পর্কে যা পাওয়া যায় তা মূলতঃ শ্রৌত ও গৃহ্যকর্মের মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। বিশেষ করে সংস্কার বিষয়ে সরাসরি যজুর্বেদ থেকে নির্দেশ বা সহায়তা না পেলেও গৃহ্যসূত্রে যজুর্বেদের বহুমন্ত্র সংস্কারাদি কর্মে গৃহীত হয়েছে। এর দ্বারাও ধর্মীয় বিধি-বিধান ও সংস্কার কর্মে যজুর্বেদের ভূমিকা নিঃসংশয়ে অনস্বীকার্য।

অথর্বসংহিতা—অথর্ববেদের প্রাচীন নাম 'অর্থবাঙ্গিরস'। অথর্ব ও আঙ্গিরস দুটি শব্দের যোগে অথর্বাঙ্গিরস শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। দুটি শব্দ হেতু অথর্ব বেদের দুটি বিভাগ বুঝায়। অথর্ব বলতে ভেষজ্যবিদ্যা এবং শান্তি পৌষ্টিক প্রভৃতি মাঙ্গলিক ক্রিয়া বুঝায় এবং আঙ্গিরস শব্দটি শত্রুবধাদিকারক মারণ, উচাটন প্রভৃতি অমঙ্গল অভিচার ক্রিয়াবোধ্য। অথর্বসংহিতার ভৃগ্বাঙ্গিরস (ভৃগু আঙ্গিরস) এবং ব্রহ্মবেদ নামেও দুটি নাম আছে। রথ, হুইটনী প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে ঋগ্‌বেদের ১০ম মন্ডল থেকে অনেক অংশ এই বেদে গৃহীত হয়েছে। মূলতঃ এই বেদে যেমন মাঙ্গলিক ও রিষ্টিশান্তিসূচকমন্ত্র আছে, তেমনই আবার অমঙ্গলজনক অভিশাপ ও অভিচার মন্ত্রও আছে।

প্রচলিত অথর্বসংহিতা কুড়িটি কাণ্ডে বিভক্ত, এই কান্ডগুলিতে মোট আটত্রিশটি প্রপাঠক, নব্বইটি অনুবাক, সাতশত একত্রিশটি সূক্ত বা পর্যায় এবং প্রায় ছয়হাজার মন্ত্র আছে। এর মধ্যে গদ্য এবং পদ্য উভয়রূপ মন্ত্রই আছে, তার মধ্যে পদ্যই বেশি সংখ্যক, গদ্য মন্ত্র আছে ছয় ভাগের একভাগ মাত্র।

অথর্ববেদের নয়টি শাখার মধ্যে এখন কেবল শৌনক ও পিপ্পলাদ শাখা পাওয়া যায়। তার মধ্যে শৌনক শাখাই সুরক্ষিত আছে। পিপ্পলাদ শাখা বর্তমানে পাওয়া গেলেও সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয় নাই।

এরমধ্যে মানবজীবনের অনেক অংশের সঙ্গে সম্পৃক্ত বহু মন্ত্র নিবদ্ধ আছে। বিশেষ করে বিবাহ এবং অন্ত্যেষ্টি সংস্কারবিষয়ক সূক্ত ঋগ্‌বেদ অপেক্ষ অনেক বিস্তৃত। গর্ভাধান বিষয়েও ঋগ্বেদ অপেক্ষা অথর্ববেদে আলোচনা অধিকমাত্রায় দেখতে পাওয়া যায়। অথর্ববেদের অষ্টাদশ কান্ডে 'দীর্ঘায়ুষ্য' বিষয়ক যে প্রার্থনা পাওয়া যায় তা 'আয়ুষ্যকর্ম' সংস্কারের প্রতিরূপ[১]।

---

*১। অথর্ব—১৮/১/৪

সুতরাং গৃহ্যসংস্কার বিষয়ক ধর্মীয় বিধি বিধান সম্পর্কে অথর্ববেদের ভূমিকা থেকে সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ধর্মীয় বিধি-বিধান ও সংস্কারাদি বিষয়ে অথর্ববেদের গুরুত্ব অপরিসীম।

ব্রাহ্মণ : বেদ সম্পর্কে আলোচনা করলে মন্ত্র বা সংহিতার আলোচনার পরই আলোচ্য বিষয় হলো ব্রাহ্মণ। কারণ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ—এই দুটিকে নিয়েই বেদ সম্পূর্ণ হয়। ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মনীষীর ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ থাকলেও ব্রাহ্মণের লক্ষণ প্রসঙ্গে পূর্বমীমাংসায় মহর্ষি জৈমিনি যে সংজ্ঞাটি দিয়াছেন তা সর্বাংশে দোষমুক্ত, গ্রহণীয়। জৈমিনি কৃত সংজ্ঞাটি হলো 'শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ' (পূ. মী. ২-১-৩৩)। অর্থাৎ মন্ত্রব্যতীত বেদের অবশিষ্ট অংশের নাম ব্রাহ্মণ। তবে ব্রাহ্মণে কি কি বিষয়ের আলোচনা আছে তা জৈমিনি প্রদত্ত উক্ত লক্ষণে পাওয়া যায় না। তার জন্য আপস্তম্বের শরণাপন্ন হতে হয়। আপস্তম্ব বলেন, 'কর্মচোদনা ব্রাহ্মণানি'। অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের চোদনা যে গ্রন্থে আছে সেই গ্রন্থের নাম ব্রাহ্মণ। অতএব ব্রাহ্মণ হলো বৈদিককর্মকাণ্ডবিষয়ক গ্রন্থ। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে মুখ্যতঃ শ্রৌতযজ্ঞের সঙ্গে সম্পর্কিত বিধি, অর্থবাদ, নিন্দা, প্রশংসা, পুরাকল্প ও পরাকৃতি এই ছয়টি বিষয়ের সমাবেশ ঘটেছে। তবে মাঝে মাঝে এমন কিছু সন্দর্ভ আছে, যার মধ্যে কোন কোন সংস্কারের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন—অথর্ববেদের একমাত্র ব্রাহ্মণ—'গোপথ ব্রাহ্মণে'[১] উপনয়নের বিবরণ পাওয়া যায়। শুক্লযজুর্বেদের একমাত্র ব্রাহ্মণ 'শতপথ ব্রাহ্মণে'[২] উপনয়নের বিবরণ আছে। সেখানেই বিদ্যার্থীদের জন্য 'ব্রহ্মচর্য' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। ঋগ্বেদের দুটি ব্রাহ্মণ ঐতরেয় ও কৌষীতকি। তারমধ্যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে[৩] উপনয়নের অঙ্গীভূত গুরুগৃহে বাস—এই তত্ত্বকে আশ্রয় করেই 'অন্তেবাসী' শব্দের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়।

সামবেদের আটটি ব্রাহ্মণের মধ্যে এখন জৈমিনীয় ও তাণ্ড্য এই দুটি ব্রাহ্মণই পাওয়া যায়। তার মধ্যে তাণ্ড্য ব্রাহ্মণেই সাবিত্রীপতন জন্য ব্রাত্যদের পুনরায় দ্বিজত্বপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ 'ব্রাত্যস্তোম' যজ্ঞের নির্দেশ পাওয়া যায়। এটিও উপনয়ন সংস্কারের বিধি-বিধান বিষয়ক। এগুলি ছাড়াও শতপথ ব্রাহ্মণে উপনয়ন[৪], দৈনিক স্বাধ্যায়[৫] এবং অন্ত্যেষ্টি[৬] প্রভৃতি বিষয়ে যেরূপ আলোচনা দৃষ্ট হয় সেরূপ অন্য কোন ব্রাহ্মণগ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায় না।

সুতরাং ব্রাহ্মণগ্রন্থ মুখ্যতঃ শ্রৌতযজ্ঞ বিষয়ক হলেও ভারতীয় ধর্মসম্পর্কিত গৃহ্যকর্মকাণ্ডের বিধি-বিধান বা তার মহৎতত্ত্ব আলোচনা থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ হয়নি। ক্ষেত্রবিশেষে আমাদের আহরণীয় তত্ত্বগুলি নিবদ্ধ আছে, তা পর্যালোচনা করলেই বুঝতে পারা যায়।

---

*১। গোপথ—১/১, ২, ১-৮।
*২। শতপথ—১১/৩, ৩/১।
*৩। ঐতরেয়—৩/২, ৬।
*৪। শতপথ—১১/৫/৪
*৫। শতপথ—১১/৪/৭
*৬। শতপথ—১৩।

আরণ্যক ও উপনিষৎ—বেদের পরিচয় দিতে যেমন বলা হয় মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ নিয়ে বেদ, তেমনই ব্রাহ্মণের জ্ঞানাত্মক অংশগুলি নিয়েই গঠিত হয়েছে আরণ্যক ও উপনিষৎ। ব্রাহ্মণ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়াকান্ড আর আরণ্যক ও উপনিষদের প্রতিপাদ্য হলো অধ্যাত্মবিদ্যা, আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, সৃষ্টিরহস্য প্রভৃতি। যজ্ঞীয় ক্রিয়াকান্ডের বিবরণ আরণ্যক ও উপনিষদে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণের দ্রব্যযজ্ঞ আরণ্যক ও উপনিষদে মানসযজ্ঞ বা জ্ঞানযজ্ঞে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন সমস্ত ব্রাহ্মণেই আলোচিত দ্রব্যসাধ্য অগ্নিহোত্র যাগকে আরণ্যকে আন্তর 'অগ্নিহোত্র' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 'আধ্যাত্মিকম্ আন্তরম্ অগ্নিহোত্রমিত্যাচক্ষতে'।[১] এখানে আহবনীয় ও গার্হপত্য-এই দুটি অগ্নিকুণ্ডকে মানুষের শরীরস্থ প্রাণ ও অপান বায়ুরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—('তস্য প্রাণ এবাহবনীয়োঽ পানো গার্হপত্যো..................মনোধূমো মনুরচির্দন্তা অঙ্গারঃ........)[২] এই ব্যাখ্যায় অগ্নিহোত্রের দুগ্ধ, সমিৎ, আহুতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'শ্রদ্ধাপয়োবাক্, সমিৎ সত্যম্ আহুতিঃ প্রজ্ঞাত্মা স রসঃ।'[৩] অর্থাৎ শ্রদ্ধাই দুগ্ধ, বাক্যই সমিৎ, সত্যই আহুতি এবং প্রজ্ঞাই আত্মা।

সুতরাং দার্শনিক তত্ত্ব নির্ভর আরণ্যক ও উপনিষৎ গ্রন্থে সংস্কারাদি গৃহ্যকর্মের বিধি-বিধান বিরলদৃষ্ট, তথাপি তৎকালে বৈদিক যজ্ঞ ও সংস্কার অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়ায় আরণ্যক ও উপনিষদে দার্শনিক তত্ত্বালোচনার মধ্যেও সংস্কারাদি সম্পর্কে ইতস্ততঃ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে যথাকালে বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা নিবদ্ধ হয়েছে। এইগ্রন্থে যথাযোগ্য বয়সে বিবাহের নির্দেশ আছে। অবিবাহিতা কন্যার গর্ভধারণকে পাপ হিসাব নির্ধারণ করা দ্বারাও বিবাহের গুরুত্ব, মাহাত্ম্য তথা উপযোগিতা স্বীকৃত হয়েছে।

উপনিষদে উপনয়ন বিষয়ক বহু সন্দর্ভ আছে। উপনিষদের সন্দর্ভগুলি পর্যালোচনা করলে অনুমিত হয় যে, ঐ সময় থেকেই ব্রহ্মচর্যাদি চতুরাশ্রমের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে অর্থাৎ ঐ সময়েই চতুরাশ্রম সমাজে সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল। শিষ্যের গুরুগৃহে বাস, গোপালন, গুরুসেবা, ব্রহ্মবিদ্যাধ্যয়নের জন্য গুরুর আনুগত্য স্বীকার প্রভৃতি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কৃত্যগুলি ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত সন্দর্ভ ধর্মীয় বিষয়ে অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ।

সূত্রসাহিত্য—বৈদিক যাগযজ্ঞাদি কর্মকান্ড, ধর্মীয়কৃত্য ও সংস্কারাদি ক্রিয়া সম্পর্কে বেদের ভূমিকা বিশেষ বিস্তৃত হয় না। কারণ তার একটি পৃথক আধার আছে যার নাম কল্প বা সূত্র সাহিত্য। এই সূত্র সাহিত্য ত্রয়ী বা বেদের অন্তর্ভুক্ত না হলেও বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত। এটি বেদের নামের সঙ্গে জড়িত, একে বলা হয় বেদাঙ্গ অর্থাৎ বেদের একটি অঙ্গবিশেষ। সূত্র সাহিত্যের প্রধানতঃ দুটি বিভাগ—(১) শ্রৌতসূত্র ও (২) গৃহ্যসূত্র। এই দুটির মধ্যে আবার একটি করে ভাগ নিহিত আছে বলা যায়। যেমন শ্রৌতসূত্রের

---

*১। সাংখ্যায়ন আরণ্যক

*২। ঐ

*৩। ঐ

অঙ্গীভূত হলো শুল্বসূত্র এবং গৃহ্যসূত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত আছে ধর্মসূত্র। এই চারটি সূত্রের একত্র নাম কল্প।

কল্পসূত্র হচ্ছে বেদরূপ পুরুষাকারের দ্বিতীয় অঙ্গ বা অবয়ব[১]। পূর্বেই সে সম্পর্কে পাণিনীয় শিক্ষগ্রন্থে থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে—'ছন্দঃপাদৌতু.......ইত্যাদি'[১]। কল্পসূত্রকে মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদের পরবর্তী ষড় বেদাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও কল্পসূত্র যে আরণ্যক ও উপনিষৎ সাহিত্য রচনার পূর্বেই প্রকাশিত বা বিরচিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় উপনিষৎ থেকেই। মুণ্ডকোপনিষদের সূচনাতেই ঋষি পরা ও অপরাবিদ্যার পরিচয় দেওয়ার প্রসঙ্গে চার বেদ ও ছয় বেদাঙ্গের নাম উল্লেখ করেছেন—দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদোবদন্তি পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোথর্ববেদঃ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথপরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। (মু. উ. ১/১/৪-৫)

অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলেন যে, পরা এবং অপরা-এই দুই বিদ্যাই জানতে হবে। তার মধ্যে ঋক্‌, যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদ এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ— এগুলি অপরা বিদ্যা আর যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর ব্রহ্ম লাভ করা যায় তাকে বলেছেন পরাবিদ্যা। তাই সূত্র সাহিত্যকে ভারতীয় বাঙ্‌ময়ের একটি প্রাচীনতম সাহিত্য হিসাবে অভিহিত করা হয়। বৈদিক সাহিত্যের দৃষ্টিতে বিচার করলে বলা হবে এটি ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের শেষ অধ্যায় বা অব্যবহিত পরবর্তী পর্যায়। ভিন্টারনিৎস্‌ তার History of Indian Literature গ্রন্থে সূত্রসাহিত্যের আলোচনার শুরুতেই বলেছেন, 'The oldest Sutra works are then indeed also those which, in the matter of content, immediately follow the Brahmanas and Aranyakas.'[২]

বেদের মুখ্য প্রয়োজন যজ্ঞ। সেই যজ্ঞের বিধান সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়ার জন্য সৃষ্টি হলো ব্রাহ্মণ ভাগের। কিন্তু ব্রাহ্মণেও যে জটিলতা মুক্তিলাভ করল না তাকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান করার জন্যই কল্পসূত্রে সৃষ্টি। কল্পসূত্রের এই বিশাল ভূমিকা তার নামের মধ্যেই নিহিত আছে। সায়নাচার্য ঋগ্‌ভাষ্যভূমিকায় কল্প সম্পর্কে লক্ষণ করেছেন, 'কল্প্যতে সমর্থ্যতে যাগ প্রয়োগোঽত্র'। অর্থাৎ যার দ্বারা যাগ যজ্ঞাদি কল্পিত তথা সমর্থিত হয় তাকে কল্প বলে। বৃত্তিকার বিষ্ণুমিত্রের মতে 'কল্পো বেদ বিহিতানাং কর্মণামানুপূর্ব্যেণ কল্পনা শাস্ত্রম।'[১] অর্থাৎ কল্প হলো বেদবিহিত কর্মের নিয়মানুসারী ব্যবস্থা বিধায়ক শাস্ত্র। সূত্রসাহিত্যকে বলা যায়, 'বৈদিক ও বৈদিকোত্তর সাহিত্যের মধ্যে একটি দৃঢ় যোগসূত্র স্বরূপ। এদিক

---

* ১। The kalpasutras are improtant in the history of vedic literature for more then one reason. They not only mark a new period of literature and a new purpose in the literary and religious. life of India, but they contributed to the gradual extinction of the numerous brahmanas which to us are therefore.

*১। পা. শি. ৪১, ৪২ *২। H. I. L. Page-252

যেহেতু কল্পসূত্র নামটি তাৎপর্যপূর্ণ। কল্পসূত্রের লক্ষণ হিসাবে সহজ ভাষায় বলা যায়, বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থে যাগযজ্ঞাদির বিবরণ বহুবিস্তৃত ও নানা আখ্যায়িকার সঙ্গে জড়িত। তার সম্পূর্ণ জটিলতা, অতি বিস্তার ও আখ্যায়িকা অংশ বাদ দিয়ে কেবল যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রক্রিয়াদি বিষয়কে সূত্রাকারে রচিত গ্রন্থকে কল্পসূত্র বলা হয়। ভিন্টারনিৎস্ তাঁর গ্রন্থে অনুরূপ কথাই বলেছেন—They were born out of the necessity to complite the rules for the sacrificial ritual in a shorter and more perspicuous and connected manner for the practical pruposes of the prists.' (HIL. Vol. 1. P.253) অর্থাৎ বিস্তৃত আলোচনার সংক্ষেপীকরণ ছাড়া যজ্ঞপ্রণালীকে স্মরণে রাখা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। এই প্রয়োজন থেকেই সূত্রসাহিত্যের সৃষ্টি।

আলোচনার সূত্রধরেই একটি প্রশ্ন আসতে পারে,—সূত্রগ্রন্থ কি তাহলে ব্রাহ্মণের পরিপূরক? তা কিন্তু একান্ত ভাবে নয়। কারণ সূত্রসাহিত্য—বিশেষ করে সূত্রসাহিত্যের অন্তর্গত শ্রৌতসূত্র ব্রাহ্মণ সাহিত্যের মত যাগযজ্ঞের রীতিনীতি কে উপজীব্য করে রচিত হলেও মূলতঃ অনেকাংশে পৃথক। যেমন, ব্রাহ্মণগুলি বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা বলতে গিয়ে বহু বিষয়ের আখ্যায়িকার অবতারণা করেছে, কিন্তু সূত্রগুলি কোনরকম অবান্তর কথার উল্লেখ না করে কেবল বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধি ও রীতিগুলিকে ক্রমানুসারে বর্ণনা করেছে। এমন কি কেবল সারকথাটুকুই পরিবেশন করা হবে—এই মনোভাব নিয়ে সংক্ষেপ করতে করতে কোন কোন জায়গায় বক্তব্যকে দুর্বোধ্য করে ফেলেছেন, তথাপি প্রয়োজনাতিরিক্ত একটি শব্দও উল্লিখিত হয় নি। সূত্রের লক্ষণ হলো—

অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্‌বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ।।

সূত্রের উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রসাহিত্যের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। অল্পকথায় এরূপ বিশাল গভীর তত্ত্বকে প্রকাশ করার নিদর্শন হিসাবে ভারতীয় সূত্রসাহিত্য এক অনবদ্য সৃষ্টি। বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডার পুঙ্খানু পুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করলেও এর সমকক্ষ হিসাবে কোন গ্রন্থসম্ভারকেই উপস্থাপন করা যায় না। ভিন্টারনিৎস্ সূত্রসাহিত্যের মহত্ত্ব সম্পর্কে বলেছেন,—'Perhaps in the entire literature of the world three is nothing similar to these sutras of the Indians. (HIL.VOL. 1 P250).

এই সাহিত্যের সারবত্তা ও অনবদ্যতা সম্পর্কে ও উক্ত পাশ্চাত্ত্য মনীষীর মন্তব্যটি বিশেষ প্রনিধানযোগ্য—'The author of such a work is keen an saying as much as possible in as few words as possible-even at the cost of clarity and understandability. (HIL.Vol. 1. P-250)

বৈয়াকরণ পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে বলেছেন যে, 'সূত্রকার যদি তাঁর সূত্র প্রণয়নে অর্ধমাত্রাও সংক্ষিপ্ত করতে পারতেন তাহলে তিনি পুত্রোৎসবের আনন্দ উপভোগ করতেন।' সুতরাং অতিরিক্ত মাত্রায় বিশদীকরণ যেমন ব্রাহ্মণসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, তেমনই

অতিরিক্তমাত্রায় সংক্ষেপীকরণ হলো সূত্র সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। অনুরূপ সংক্ষেপীকরণের ফলে কোন কোন স্থানে বিষয়বস্তু সহজগম্য হয়নি, বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাকার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু জ্ঞাতব্য কোন বিষয় পরিত্যক্ত হয়নি। বরং শ্রৌতসূত্রে এমন বিষয়েরও সন্নিবেশ ঘটেছে যার সন্ধান ব্রাহ্মণগ্রন্থে পাওয়া যায় না।

বৈদিক সাহিত্য তথা বেদাঙ্গের এই মহত্বপূর্ণ অঙ্গ কল্পসূত্রের রচনাবৈশিষ্ট্য থেকেই তার সৃষ্টির কারণ ও পটভূমি নির্ণয় করা যায়। প্রথমত ধারণা করা যায় যে, সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে বহুধা বিস্তৃত যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকান্ডতত্ত্বকে সহজে মনে রাখার জন্যই সূত্রসাহিত্যের সৃষ্টি। এর সঙ্গে আর একটি ধারণার সংযোজন করতে হয়। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের যুগটি ছিল শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ শ্রুতিনির্ভর। তাই বেদের অপর নাম শ্রুতি। তখন শিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতির একমাত্র মাধ্যম কথন ও শ্রবণ। শ্রুতবিষয়কে স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য যত সাংকেতিক ও সংক্ষিপ্ত শব্দ ব্যবহার করা যায়, ততই কাজটি সুকর হয়, এই ধারণা নিয়েই সম্ভবতঃ ভারতীয় ঋষিকুল সূত্রসাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সুতরাং এই ধারণাকে ভিত্তিকরেই নিঃসংশয়ে বলা যায়যে, বৈদিকক্রিয়াকাণ্ডগুলিকে সূত্রসাহিত্যই দীর্ঘজীবী করেছে। না হলে কালের ব্যবধানে স্মৃতির দুর্বলতায় শ্রুতির বহু তত্ত্ব বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে যেত।

ষড়্‌বেদাঙ্গের মধ্যে কল্পের স্থান সর্বাপেক্ষা মহত্ত্বপূর্ণ। কল্পের মধ্যে আছে সেই বিশাল সূত্র ভাণ্ডার, যাতে বিধৃত আছে যজ্ঞীয় নিয়ম, দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধীয় নিয়ম ও সামাজিক আচরণীয় নিয়ম সমূহ। তাই কল্পসূত্রকে বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাসে অনেক কারণেই মহান ও গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করা হয়। কল্পসূত্র একাধারে প্রাচীন বৈদিকযুগের সার্থক ধারক, নবযুগের দ্যোতক তথা ভারতীয় জনজীবনের মুখ্য পরিচালক। এই কল্পসূত্র থেকেই আমরা অনেক ব্রাহ্মণ গ্রন্থের নাম ও বিষয় জানতে পারি, যে সমস্ত ব্রাহ্মণ গ্রন্থ আজ লুপ্ত।[১]

মূলতঃ কল্পসূত্রকে বলা যেতে পারে বহু শতাব্দীর সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডার বা বহু শতাব্দীর চিন্তন, মনন ও অধ্যয়নের পরিণাম। কিন্তু ভারতীয় পরিণাম বলতে বেদকেই বুঝায়, যা অপৌরুষেয়। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অপৌরুষেয়, ঋষিদের দৃষ্ট; সৃষ্ট নয়। কিন্তু সম্পূর্ণ বেদাঙ্গ বেদে আধৃত হলেও তা মনুষ্যসৃষ্ট এবং বেদ থেকে ভিন্ন। শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ধর্মসূত্র ও শুল্বসূত্র—এগুলিও বেদ থেকে ভিন্ন। তবে এগুলি বেদ থেকে ভিন্ন ও শ্রুতিপর্যায় ভুক্ত না হলেও বৈদিক সাহিত্যান্তর্গত।

যদিও বেদ ও সূত্রের মধ্যে সূক্ষ্মভেদরেখা আছে তথাপি বিষয়বস্তুর বিচারে পরস্পরের সম্পর্ক অতিনিবিড় তা সূত্রগুলিতে বিধৃত বিষয়গুলির নামমাত্র উল্লেখ করলেই বুঝা যায়। শ্রৌতসূত্রের বিষয় হলো অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, পিতৃপিণ্ডযাগ, আগ্রয়নেষ্টি, চাতুর্মাস্য, রূঢ় পশুবন্ধ, সৌত্রামণী, সোমযাগ, গবাময়ন, বাজপেয়, রাজসূয়, অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, একাহযাগ, অহীনযাগ নামক যাগযজ্ঞের বিধি নির্দেশ। সুতরাং শ্রৌতসূত্রগুলি ব্রাহ্মণগ্রন্থের

কাছে অধিকমাত্রায় ঋণী। আবার প্রকারান্তরে ব্রাহ্মণগ্রন্থের সহায়কও বলা যায়।

অপরপক্ষে গৃহ্যসূত্রগুলি গার্হস্থ্যজীবনের বিভিন্ন উপলক্ষ্যে আচরণীয় সংস্কার এবং তৎসংশ্লিষ্ট যাগাদির বিধায়ক। গৃহ্যসূত্রে সামাজিক সকল মানুষের জীবনে তার জন্মের পূর্বে গর্ভাধান থেকে মৃত্যুর পর প্রেতকৃত্য পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্কারমূলক অনুষ্ঠান, পঞ্চমহাযজ্ঞ, পাকযজ্ঞ, বাস্তুশোধন, গৃহনির্মাণ পশুপালন, কৃষি, বালক ও পত্নীর রোগ নিবারণ জন্য আভিচারিক ক্রিয়া প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। তার ফলে ব্রাহ্মণগ্রন্থের নিকট গৃহ্যসূত্রের ঋণ অতি সামান্য। কারণ বেদের মন্ত্রভাগ থেকেই অধিকাংশ মন্ত্র গৃহ্যসূত্রে গৃহীত হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে গৃহ্যসূত্রের অঙ্গীভূত ধর্মসূত্র নামে আর এক শ্রেণীর সূত্রগ্রন্থ আছে। এই সূত্র গ্রন্থে চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের পালনীয় বিধি সংক্রান্ত বিষয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ শ্রেণীর সূত্রকে গৃহ্যসূত্রের অঙ্গীভূত বলার কারণ উভয়ের আলোচ্য বিষয়বস্তুর অনেক ক্ষেত্রে সমতা আছে। যেমন, গর্ভাধানাদি সকল সংস্কার অন্ত্যেষ্টি, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সংক্রান্ত বিধি-বিধানাদি গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্র উভয়েরই অন্তর্ভুক্ত।

গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্র উভয়ের মধ্যে আবার বিষয়গত পার্থক্যও আছে। যেমন, গৃহ্যসূত্রে উক্ত বিষয়গুলির অনুষ্ঠান বা প্রয়োগ সংক্রান্ত বিধি বিধানই পাওয়া যায়; তদিতিরিক্ত কোনরূপ আলোচনা নাই। কিন্তু ধর্মসূত্রে ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানের করণে সুফল এবং অকরণে প্রত্যবায় সম্পর্কে ও আলোচনা আছে। গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্র উভয়ই ভারতীয় গৃহজীবনের শাস্ত্র। তাই উভয়ের বিষয়বস্তুর মধ্যে মিল থাকা স্বাভাবিক। তবে ধর্মসূত্রের বিষয়বস্তু গৃহ্যসূত্র অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক। ধর্মসূত্রে চতুর্বর্ণও চতুরাশ্রমকে সুনিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য চারবর্ণের মানুষের কর্তব্যাকর্তব্য, শিষ্টাচার, রাজার কর্তব্য, অতিথিসৎকার, প্রায়শ্চিত্ত, সম্পত্তির অধিকার নির্ণয়, শৌচাশৌচ প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। তার ফলে ধর্মসূত্রেরও বেদের নিকট ঋণ ও আনুগত্য থেকে গেছে। তাই প্রত্যেক বেদের সঙ্গে সম্পৃক্ত একাধিক শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রের ন্যায় একাধিক ধর্মসূত্রও আছে। ধর্মসূত্রগুলির এই ভিন্নতা ও বেদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন বেদের শাখাভেদ অনুসারেই হয়েছে।

আর শুল্বসূত্র নামে যে আর এক শ্রেণীর সূত্রসাহিত্য পাওয়া যায় সেগুলি শ্রৌতসূত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত। শ্রৌতসূত্রগুলিতে বৈদিকযজ্ঞের পরিচয় পাওয়া যায়, সে সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন প্রকারের বেদি ও কুণ্ডনির্মাণ, বাস্তু, বৃত্ত, অর্ধবৃত্ত, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ প্রভৃতির আকারগুলি নির্ধারণ করা যায় শুল্বসূত্র দ্বারা। শুল্বসূত্রের বর্ণনীয় বিষয় মুখ্যতঃ যজ্ঞবেদীনির্মাণের কৌশল ও যজ্ঞবেদী মাপযোখের কথা।

কল্পসূত্র তার বর্ণনীয় বিষয়বস্তু ও বর্ণনাশৈলীর বিচারে সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ না হলেও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে তার মূল্য অপরিসীম। ভারতীয় সংস্কৃতির আদি নিদর্শন যজ্ঞ বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে হলে যেমন শ্রৌতসূত্র অপরিহার্য। তেমনই প্রাচীন ভারতের প্রতিটি গৃহস্থের জীবন চর্যা ও সংস্কারমূলক অনুষ্ঠান বিষয়ে জানার পক্ষে গৃহ্যসূত্রও অপরিহার্য। সেই সঙ্গে

সুদূর অতীতে ভারতের ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিবার ও সমাজ কিভাবে চালিত ও শাসিত হত তার পরিষ্কার ভাষাচিত্র আমরা ধর্মসূত্রগুলি থেকে আহরণ করতে পারি।

কল্পসূত্রের এরূপ মহত্ত্বপূর্ণ গুরুত্ব উপলব্ধি করেই আচার্য কুমারিল ভট্ট বলেছেন,—

বেদাদ্ ঋতেঽপি কুর্বন্তি কল্পৈঃ কর্মাণি যাজ্ঞিকাঃ।
নতু কল্পৈ বির্না কেচিন্ মন্ত্র ব্রাহ্মণমাত্রকাৎ।।

অর্থাৎ বেদের সাহায্য ও অধ্যয়ন ছাড়াও কেবল কল্পসূত্রের সাহায্যে যজ্ঞ সম্পাদান করা যায়, কিন্তু কল্পসূত্রের সাহায্য ছাড়া বেদ ও ব্রাহ্মণে নিহিত যজ্ঞসম্পর্কীয় জ্ঞান লাভ করে যজ্ঞ সম্পাদন করা কেবল কঠিনই নয়, বরং অসম্ভব বলা যায়।

মূলতঃ কল্পসূত্রের সর্বাঙ্গীন পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় যে, বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিপুল বিধি-বিধান নানাপ্রকার প্রয়োগানুষ্ঠান, নিয়ম, উপনিয়ম, সামাজিক প্রথা-পরম্পরা এবং লৌকিকআচার প্রথার সংক্ষিপ্ত এবং অসন্দিগ্ধরূপে বর্ণনা করাই কল্পসূত্রের অভীষ্ট।

প্রত্যেক বেদেরই পৃথক পৃথক কল্প সূত্র আছে। আবার প্রাচীনকালে চারবেদের যতগুলি শাখা ছিল, ততগুলি কল্পসূত্রও ছিল। বিষ্ণুপুরাণাদি গ্রন্থ থেকে যেরূপ জানা যায়, তা হলো বেদের শাখা ছিল প্রায় ১৩০০ তেরশতটি। কিন্তু আজ সেগুলি প্রায় সমস্তই লুপ্ত। অনুরূপ কথিত হয় যে, পূর্বে কল্পসূত্র ছিল এগারশত ত্রিশটি (১১৩০)। কিন্তু তাও অদৃশ্য। বর্তমানে মোট যে কটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওযা যায় তার তালিকা নিম্নরূপ।

ঋগ্‌বেদ ঃ

শ্রৌতসূত্র—১) আশ্বলায়ন, ২) সাংখ্যায়ন, ৩) পরশুরাম।

গৃহ্যসূত্র—১) আশ্বলায়ন, ২) সাংখ্যায়ন, ৩) কৌষীতক।

ধর্মসূত্র—১) বশিষ্ঠ।

সামবেদ ঃ

শ্রৌতসূত্র—১) লাট্যায়ন বা আর্ষেয় কল্প, ২) দ্রাক্ষ্যায়ন, ৩) জৈমিনীয়।

গৃহ্যসূত্র—১) গোভিল, ২) দ্রাক্ষ্যায়ন, ৩) জৈমিনীয়, ৪) খাদির।

ধর্মসূত্র—১) গৌতম।

শুক্লযজুর্বেদ ঃ

শ্রৌতসূত্র—১) কাত্যায়ন।

গৃহ্যসূত্র—১) পারস্কর ২) বৈজবাপ।

ধর্মসূত্র—১) শঙ্খ, ২) লিখিত।

কৃষ্ণযজুর্বেদ ঃ

শ্রৌতসূত্র—১) বৌধায়ন, ২) মানব, ৩) সত্যাষাঢ় বা হিরণ্যকেশী, ৪) বৈখানস, ৫) বাধুল।

গৃহ্যসূত্র—১) বৌধায়ন, ২) মানব, ৩) আপস্তম্ব, ৪) ভারদ্বাজ, ৫) হিরণ্যকেশী, ৬) বারাহ, ৭) কাঠক, ৮) লোগাক্ষি , ৯) বৈখানস, ১০) বাধুল।

ধর্মসূত্র—১) মানব, ২) বৈখানস, ৩) বৌধায়ন, ৪) আপস্তম্ব, ৫) হিরণ্যকেশী।

অথর্ববেদ ঃ

শ্রৌতসূত্র—১) বৈতান।

গৃহ্যসূত্র—১) কৌশিক।

ধর্মসূত্র—১) পঠিনসী।

উক্ত তিন শ্রেণীর সূত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু হলো—শ্রৌতসূত্রে বৈদিক যাগনিরত আর্যদের, গৃহ্যসূত্রে গার্হস্থ্যাশ্রমবাসী আর্যদের এবং ধর্মসূত্রে ধর্ম, রাষ্ট্র সমাজনিষ্ঠ নাগরিক আর্যদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, বিধি-বিধান প্রভৃতি। সুতরাং এই তিন শ্রেণীর সূত্রসাহিত্য অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে কল্পসূত্র সাহিত্য প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার জীবনযাত্রার ইতিহাসের অমূল্য অপরিহার্য আকর।

গৃহ্যসূত্রের স্বরূপ—'গৃহ্য' শব্দটির মধ্যেই গৃহ্যসূত্রের লক্ষ্য ও স্বরূপ সূচিত হয়েছে। গোভিল গৃহ্যসূত্রের প্রথমেই উল্লেখ আছে,—'অথাতো গৃহ্যকর্মাণ্যুপদেক্ষ্যাম'। এই উক্তিটির দ্বারা অনুমিত হয় যে, এখানে 'গৃহকর্ম' শব্দের অর্থ গৃহস্থাশ্রমীদের ধর্ম, কর্ম বা পত্নীর সঙ্গে করণীয় কর্মসমূহ সম্পর্কে নির্দেশ করা হয়েছে। আশ্বলায়নও বলেছেন,—.......গৃহ্যাণি বক্ষ্যামঃ। বৃত্তিকার নারায়ণ 'গৃহ্য' শব্দের দুটি অর্থ উল্লেখ করেছেন একটি পত্নী ও অন্যটি ঘর। প্রমাণ স্বরূপ মহাভারতের বচনটি উল্লেখ করেছেন,—ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিনী গৃহমুচ্যতে।[১] তয়া হি সহিতঃ সর্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে। (মহা. শা. ১২.১৪৪.৬) অর্থাৎ ঘরকে গৃহ বলা হয় না, গৃহিনীকেই গৃহ বলা হয়, কারণ গৃহিণীর সঙ্গেই পুরুষ সকল প্রকার পুরুষার্থ লাভ করে।

আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্রে বলা হয়েছে, 'কর্মাণ্যচারাদ্যানি গৃহ্যন্তে'।—এখানে হরিহর মিশ্রের আনুকূল ভাষ্যে উল্লেখ আছে, কর্ম দুই প্রকার—১) শ্রুতিলক্ষণ আর আচার লক্ষণ। শ্রুতিলক্ষণ পূর্বে অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, গৃহ্যসূত্রে গৃহ্যাগ্নিসাধ্য বিবাহাদি যে সমস্ত আচার অনুষ্ঠান বর্ণনা করা হবে, সেগুলি প্রত্যক্ষ শ্রুতি থেকে গৃহীত নয়, তাই এগুলিকে স্মার্ত কর্মও বলা হয়। আরও স্মরণীয় যে, গোভিলের ভাষায় গৃহস্থজীবনের সমস্ত কর্ম, সংস্কার যাগ—এগুলিই গৃহ্যসূত্রের উপজীব্য। যে যাগগুলির উল্লেখ আছে সেগুলি কিন্তু গৃহ্যাগ্নিতে সম্পন্ন হয়।

গৃহ্যসূত্রে জনজীবনের আচরণগত বৈশিষ্ট্যগুলি নিহিত থাকায় এর মূলে স্মৃতি পরম্পরা নিহিত হয়েছে। তারফলেই গৃহ্যসূত্রে নির্দেশিত কর্মগুলিকে অনেকে স্মার্তকর্ম বলে থাকেন। এক্ষেত্রে একটি বিভ্রান্তির স্বতঃই সৃষ্টি হয় যে, শ্রৌতকর্মের মত গৃহ্যকর্ম প্রত্যক্ষ শ্রুতির সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট নয় বলে ঐ সমস্ত কর্মকে কি অবৈদিক বলা হবে?

একথা কিন্তু কোন ভাবেই স্বীকার করা যায় না। মহর্ষি কাত্যায়ন এবং কর্কাচার্য প্রমুখ বেদজ্ঞ আচার্যগণও স্মার্তকর্মকে অবৈদিক বলেন না। উপরন্তু কর্কাচার্য বলেছেন, প্রত্যক্ষা হি শ্রুতয়ঃ শ্রৌতেষু স্মার্তেষু পুনঃ কর্তৃসামান্যাদনুমেয়ঃ শ্রুতয়ঃ স্মার্তানামপি হি বেদমূলত্বম্'। অর্থাৎ গৃহ্যকর্মে বা স্মার্তকর্মে শ্রুতি সম্বন্ধ প্রত্যক্ষভাবে না থাকলেও পরোক্ষ-ভাবে সম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়ায় পুরোপুরি বেদমূলক হিসাবেই স্বীকৃত।

আরও একটি প্রবলযুক্তি গৃহ্যসূত্রের পক্ষে উত্থাপন করা যায়। যেমন,—গৃহ্যসূত্রের নির্দেশ মত গর্ভধানাদি উপনয়নান্ত সংস্কারগুলি হলেই শ্রৌতসূত্রের নির্দেশ অনুযায়ী দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করার যোগ্যতা আসে। সুতরাং দুটিই পরস্পর সাপেক্ষ। বরং জনজীবনে শ্রৌতসূত্র অপেক্ষা গৃহ্যসূত্রের গুরুত্ব অধিকতর প্রতিভাত হয়। অনেকেই সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হয়েছেন যে, শ্রৌতকর্ম মানুষের নিত্যকাম্যকর্ম কিন্তু গৃহ্যসূত্র বিবেচিত যে সমস্ত কর্মকে স্মার্তকর্ম নামে চিহ্নিত করা হয়, সেগুলি নিত্যকর্ম।

কর্কাচার্যের ন্যায় কাত্যায়ন, গৃহ্যসূত্র নির্দিষ্ট কর্ম বৈদিক কি অবৈদিক এই বিবাদ উত্থাপন করে নিজেই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, শ্রৌতসূত্রের সঙ্গে গৃহ্যসূত্রও বৈদিক হিসাবেই স্বীকৃত হবে।

গৃহ্যসূত্রের এই বৈদিকতার মাহাত্ম্য অনেক ব্যাপক। বৈদিকমন্ত্রগুলি গৃহ্যসূত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে আরও নতুন সামগ্রী সৃষ্টি করেছে। এতে বিনিযুক্ত মন্ত্রগুলির পৃথক পৃথক সঙ্কলনই তার নিদর্শন। যেমন গোভিল গৃহ্যসূত্রে বিনিযুক্ত সমস্ত মন্ত্র 'মন্ত্রব্রাহ্মণ' থেকে নেওয়া হয়েছে। অনুরূপ আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্রের মন্ত্রগুলি গৃহীত হয়েছে 'মন্ত্রপাঠ' থেকে। সুতরাং গৃহ্যসূত্রের বৈদিকতার ক্ষেত্রে কোনরূপ ন্যূনতা নাই—নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বেদের সঙ্গে নিবিঢ় সম্বন্ধ বিশিষ্ট হয়েও শ্রৌতসূত্র গৃহ্যসূত্রের কাছে ম্লান হয়ে যায় জনজীবনে ব্যাপক প্রভাবের বিচারে। যেমন গৃহ্যসূত্রে বহু প্রকার শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানের সঙ্গেই আবার নির্দেশ করা হয়েছে, 'গ্রামবচনং চ কুর্যুঃ'। এই একটি ছোট সামান্য বিধানের মাধ্যমে গৃহ্যসূত্রের যেরূপ জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়েছে, সেরূপ শ্রৌতসূত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না।

ভারতবর্ষ বিভিন্ন ভাষাভাষীর জন গোষ্ঠীর দেশ। কেবল ভাষাই নয়, খাদ্য, পোষাক, জীবনধারন পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন ধরণের। তথাপি হিন্দুধর্মাবলম্বী সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে একটি নিবিড় সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধটি বৈদিক বা সংস্কৃতভাষা দ্বারা সম্পাদিত হয়—এরূপ বললে কিছুটা ভুল হবে। মূলতঃ যে ভাষায় প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ভারতীয় জনসমষ্টির জীবনচর্যার সাধারণ রীতি-নীতি বা প্রথাগুলি একভাবে সুরক্ষিত হয়ে আছে। তার দ্বারাই আসমুদ্র হিমাচলের ভারতীয় এক প্রকার সংস্কৃতির ধারক হয়ে পারস্পরিক সম্বন্ধের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে। পাশ্চাত্ত্য মনীষী ভিণ্টারনিৎস তাঁর History of Indian Literature গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, The relationship of the Ind-European people is not limited to language but that these peoples, related in language

have also preserve common features from prehistoric times in their manners and customes. (H.I.L. Part 1. P-274)

বিশাল ভারতভূমির অগণিত জনসমষ্টির জীবনচর্যার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হওয়ার ফলেই সম্ভবতঃ গৃহ্যসূত্র সাহিত্য অসীম বিশালতা লাভ করেছিল। সুতরাং সমগ্র গৃহ্যসূত্র সাহিত্যের বিশদ পরিচয় দেওয়া দুঃসাধ্য। তবে তার অনেকগুলিই বর্তমানে নাম-সর্বস্ব হয়ে আছে। আসল রত্নটি বহুকাল পূর্বেই দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেছে। এখন যে কটি গৃহ্যসূত্র পাওয়া যায় তাদেরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় থাকছে উক্ত আলোচনার উপাদান হিসাবে।

প্রথমতঃ **ঋগ্বেদীয় গৃহ্যসূত্রগুলির** নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ্য।

১। **আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র**—চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায়ে আবার কতকগুলি করে খন্ড আছে। এইগ্রন্থে পাকযজ্ঞ, সংস্কার, পিতৃমেধ, অষ্টকাশ্রাদ্ধ, বাস্তু, পঞ্চযজ্ঞ, জপ, শ্রাদ্ধাদির বিধি-বিধান নিহিত আছে।

২। **শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্র**—ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এতে সংস্কারাদি ছাড়াও গৃহনির্মাণ এবং গৃহপ্রবেশ প্রভৃতির বিধিগুলি বর্ণিত হয়েছে।

৩। **কৌষীতক গৃহ্যসূত্র**—এই গ্রন্থ কুরুজনপদনিবাসী শাম্ভব্য কর্তৃক রচিত বলে কথিত আছে। এই গৃহ্যসূত্র পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এর মধ্যে কৃষিকর্ম, সংস্কার এবং পিতৃমেধের বিধানের উল্লেখ আছে।

ঋগ্বেদীয় এই তিনটি গৃহ্যসূত্র ছাড়াও বিভিন্ন স্থলে আরও সাতটি গৃহ্যসূত্রের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রন্থগুলি এখন অলভ্য। সেগুলির নাম-১) শৌনক গৃহ্যসূত্র ২) ভারতীয় গৃহ্য, ৩) শাকল্য গৃহ্য, ৪) পৈঙ্গিরস সূত্র, ৫) পারাশর গৃহ্য, ৬) বাহ্বৃচগৃহ্য এবং ঐতরেয় গৃহ্য।

সামবেদীয় গৃহ্যসূত্র— ১। কৌথুমশাখীয় গোভিলগৃহ্যসূত্র— সামবেদীয় গৃহ্যসূত্রগুলির মধ্যে প্রথম উল্লেখ্য 'কৌথুমশাখীয় গোভিলগৃহ্যসূত্র'। উক্ত সূত্রগ্রন্থটি চারটি প্রপাঠকে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রপাঠকে কতকগুলি করে খন্ডে আছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থে মোট খন্ড সংখ্যা ৩৯টি। বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ হ'লো—প্রথম প্রপাঠকে অগ্ন্যাধানাদি অনুষ্ঠানের সামান্য বিধিগুলির উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় প্রপাঠক থেকে সংস্কারের বিধানগুলি নিবদ্ধ হয়েছে। এর মধ্যে সংস্কারাতিরিক্ত 'যশস্কামকর্ম, পুরুষাধিপত্যকর্ম, বৃত্ত্যবিচ্ছিত্তিকাম কর্ম, পৌষ্টিককর্ম প্রভৃতি এমন কতকগুলি কর্মের বিধি বিধান উল্লিখিত হয়েছে,যা অন্য কোনও গৃহ্যসূত্রে পাওয়া যায় না।

২। **খাদির গৃহ্যসূত্র**—সামবেদের রাণায়ণীয় শাখার গৃহ্যসূত্রের নাম খাদির গৃহ্যসূত্র। এটি মূলতঃ গোভিল গৃহ্যসূত্রের মিশ্ররূপ। তাই এর বৈশিষ্ট্য সেরূপ উল্লেখ্য নয়।

৩। **জৈমিনীয় গৃহ্যসূত্র**— সামবেদের সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট উক্ত সূত্রগ্রন্থটি দুইটি খন্ডে বিভক্ত। এই গ্রন্থের প্রথম খন্ডে ২৪টি কন্ডিকা এবং দ্বিতীয় খন্ডে ছয়টি কন্ডিকা আছে। এর

মধ্যে নিবদ্ধ সমস্ত মন্ত্র সামবেদ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

৪। **কৌথুমগৃহ্যসূত্র**—এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে কৌথুমগৃহ্যসূত্র নামে আর একটি গৃহ্যসূত্র প্রকাশিত হয়েছে; কিন্তু অনেকের অভিমত এটি কোন লুপ্ত পদ্ধতির অশুদ্ধরূপ। তাই এর সমাদর নাই।

সামবেদে আরও দুটি গৃহ্যসূত্রের নাম পাওয়া যায় কিন্তু বর্তমানে অপ্রকাশিত। এই অপ্রকাশিত গ্রন্থ দুটির নাম হলো—১) গৌতমগৃহ্যসূত্র ও ২) ছান্দোগ্য গৃহ্যসূত্র।

শুক্লযজুর্বেদীয় গৃহ্যসূত্র—

শুক্লযজুর্বেদীয় গৃহ্যসূত্র মাত্র দুটি। **১) পারস্কর ও ২) বৈজবাপ**। বিশেষ উল্লেখ্য তথা প্রসিদ্ধ হলো—পারস্কর গৃহ্য।—এই গ্রন্থটি আবার কাতীয় গৃহ্যসূত্র নামেও প্রসিদ্ধ। পারস্কর গৃহ্যসূত্রের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার জয়রাম তাঁর ভাষ্যের প্রারম্ভেও শেষে দুই স্থানেই কাতীয়গৃহ্য' নামটি উল্লেখ করেছেন—

তৎপাদদ্বয়কম্পৃশা কৃতমিদং কাতীয়গৃহ্যস্য সদ্।
ভাষ্যং সজ্জনবল্লভং সুবিদুষাং শ্রেষ্ঠং শিবপ্রীতয়ে।।

এই গ্রন্থের বিস্তৃত বিবরণ পরবর্তী অংশে থাকবে।

শুক্লযজুর্বেদীয় গৃহ্যসূত্রের মধ্যে আর একটির নাম পাওয়া যায়। বৈজবাপ গৃহ্যসূত্র। কিন্তু দুখের বিষয় এ গ্রন্থটিও বর্তমানে লুপ্ত। কারও কারও আলোচনার মধ্যে এই গ্রন্থটির নামের উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় গৃহ্যসূত্র সংখ্যায় অধিক। প্রথম উল্লেখ্য হলো—**১) বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র—** বৌধায়ন গৃহ্যসূত্রটি কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত। এই শাখার আরও চারটি গৃহ্যসূত্র আছে—সেগুলি সম্পর্কে পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হবে। বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র বর্তমানে যে ভাবে পাওয়া যায় তা চারটি প্রশ্নে বিভক্ত; কিন্তু অনেক পাণ্ডুলিপিতে দশটি প্রশ্নের উল্লেখ আছে। এর দ্বারা অনুমান করা হয় যে, এই গ্রন্থটির বহুবার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা হয়েছে।

২) এরপরই উল্লেখ্য **আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র**। এটিও তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত। এই গ্রন্থটি ২৩টি খন্ডে নিবদ্ধ।

৩) **ভারদ্বাজ গৃহ্যসূত্র**—তৈত্তিরীয় শাখার তৃতীয় গৃহ্যসূত্রের নাম ভারদ্বাজ গৃহ্যসূত্র।

৪) **বৈখানস গৃহ্যসূত্র,**

৫) **বারাহ গৃহ্যসূত্র,**

৬) **মাবিল গৃহ্যসূত্র** ও

৭) **মৈতরেয় গৃহ্যসূত্রের** নাম সংস্কাররত্নমালায় উল্লিখিত আছে।

৮) **হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্র**—কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার অন্যতম উল্লেখ্য যোগ্য গৃহ্যসূত্র হলো হিরণ্যকেশী গৃহ্য। এটির অপর নাম **সত্যাষাঢ় গৃহ্যসূত্র**। এটির মধ্যে বহু

অপাণিনীয় প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

৯) **কাঠক গৃহ্যসূত্র**— এটি কৃষ্ণযজুর্বেদের কঠ শাখার অন্তর্গত। এটিকে লোগাক্ষি গৃহ্যসূত্রও বলা হয়। এটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। পাঁচটি অধ্যায়ে মোট ৭৩টি কণ্ডিকা আছে। এই বিশাল গ্রন্থটির উপর আদিত্যদর্শন, ব্রাহ্মণবল ও দেবপালের টীকা পাওয়া যায়—যা বিদ্বৎসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

১০) **মানব গৃহ্যসূত্র**—কৃষ্ণযজুর্বেদের মৈত্রায়নী শাখার অন্তর্গত। এটি দুটি প্রকরণে নিবদ্ধ। দুটি প্রকরণ অনেকগুলি কণ্ডিকায় বিভক্ত।

অথর্ববেদীয় গৃহ্যসূত্র—অথর্ববেদের একমাত্র গৃহ্যসূত্র পাওয়া যায়, নাম—**কৌশিক গৃহ্যসূত্র**। কৌশিক গৃহ্য ২৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই গৃহ্যসূত্রের দুটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। উক্ত দুটি ব্যাখ্যার রচয়িতার নাম যথাক্রমে হারিল এবং কেশব। এই গৃহ্যসূত্রে গৃহ্যকর্মের প্রায় উল্লেখ নাই। এর আলোচ্য বিষয়বস্তু প্রধানতঃ যাতুবিদ্যা, জাদুবিদ্যা, আভিচারিকক্রিয়া এবং বৈদ্যকশাস্ত্র।

গৃহ্যসূত্রের উদ্ভব—

বেদাদি বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীন অংশে গৃহ্যকর্মের বিশেষ উল্লেখনাই। কিন্তু গৃহ্যকর্মগুলির স্বরূপ পর্যালোচনা করে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, গৃহ্যসূত্রে বর্ণিত বহু সংস্কার বৈদিক সূক্ত রচনার পূর্বেও প্রচলিত ছিল। সেই সঙ্গে অনুমান করা যেতে পারে যে, সে সময়ে গৃহ্যকর্মগুলি অত্যন্ত অনড়াম্বর বা সরল ভাবে অনুষ্ঠিত হত। তাতে জুর্মন্ত্রের প্রয়োগই ছিল না। মন্ত্র রচনার পর ওগুলিকে স্থল বিশেযে প্রয়োগ করা হয়েছে। ওল্ডেনবার্গ এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,—কিছু মন্ত্র সম্ভবতঃ প্রাচীন বৈদিক মন্ত্র। কিন্তু সেগুলি যেকোন গৃহ্যকর্মের উদ্দ্যেশ্যে রচিত হয়েছিল কিনা তার প্রমাণ নাই।[১]

ওল্ডেনবার্গের মতে ঋগ্বেদের কালের পরবর্তী কালে বিবাহ এবং অন্ত্যেষ্টি কর্মে মন্ত্রের প্রয়োগ শুরু হয়েছে। ঋগ্বেদের দশম মন্ডলে বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্বন্ধীয় মন্ত্র পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, গৃহ্যকর্মে আহুতি দান ঐ সময়ও ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় শতপথ ব্রাহ্মণে ১/৪/২/১০ এবং ১/৭/১/৩ মন্ত্রে পাকযজ্ঞের উল্লেখ আছে, ১/৭/১/৩ মন্ত্রে স্থালী পাকের কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণযুগে গৃহ্যকর্ম, পাকযজ্ঞ বা স্থালীপাকের বর্ণনা আছে এরূপ গ্রন্থ প্রায় বিরল। যদি ওরূপ রচনা ঐসময় থাকত তাহলে তার কোন না কোন নিদর্শন পাওয়া যেত। অথবা ঐ জাতীয় রচনার উল্লেখও কোননা কোন ব্রহ্মণ গ্রন্থে থাকত। কিন্তু কোনও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে সেরূপ আলোচনা পাওয়া যায় না। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে, তখন গৃহ্যসূত্র রচিত হয়নি। আরও একটি

* ১। Some of these verse indeed are old vedic verse, but we have no proof that they were composed for the purpose of the Grihya ceremonie, ...(*Sacred Books of the East. 30 P.X.*)

প্রমাণ দেখান যায়,—যদি গৃহ্যসূত্র রচিত হতো এবং পাকযজ্ঞাদির নির্দেশ তাতে থাকত তাহলে ব্রাহ্মণগ্রন্থে তার উল্লেখ থাকত না।

উদাহরণস্বরূপ, শতপথ ব্রাহ্মণে উপনয়ন সম্পর্কে (১১/৫/৪) বলা হয়েছে। সেই আলোচনায় এমন একটি শ্লোক আছে, যা গৃহ্যসূত্রে অবিকৃতরূপে অর্থাৎ হুবহু উদ্ধৃত হয়েছে।

এভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণ যুগেই গৃহ্যসূত্রে বর্ণিত ক্রিয়াগুলির বিচারবিবেচনা আরম্ভ হয়েছিল। কোন কোন বিষয়ের আলোচনা পূর্বেই হয়েছিল, যেমন পাকযজ্ঞ।

গৃহ্যসূত্র সম্পর্কে আর একটি বিচার্য বিষয় হলো যে প্রত্যেক গৃহ্যসূত্রেরই কোন না কোন সংহিতার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। এমন কি কোন কোন গৃহ্যসূত্রে তৎসম্বন্ধীয় সংহিতার মন্ত্রও উদ্ধৃত হয়েছে। এই প্রকার প্রত্যেক গৃহ্যসূত্রের পূর্বে যে তৎসম্বন্ধীয় শ্রৌতসূত্র রচিত হয়েছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন কোন শ্রৌতসূত্রে একাধিক মন্ত্র গৃহ্যসূত্রে পাওয়া যায়। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের প্রারম্ভিক সূত্র থেকে বোধ জন্মায় যে, ঐ গৃহ্যসূত্রটি যেন আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের দ্বিতীয়খন্ড স্বরূপ। এর থেকে সংশয় জন্মায় যে, পরস্পর সম্বন্ধী গৃহ্যসূত্র ও শ্রৌতসূত্র গুলি একই আচার্যের রচিত কিনা? এ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়। যেমন ওল্ডেনবার্গ একই আচার্যের রচনা বলে স্বীকার করেন। তাঁর মতে যেমন আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ও আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র একই আচার্যের রচনা। তার প্রমাণ হলো যে আপাস্তম্ব তাঁর রচিত গৃহ্যসূত্রের কোন কোন বিষয় তাঁর ধর্মসূত্রে আলোচনা করেছেন। তা ছাড়া একটি দুটি মন্ত্র বা সন্দর্ভ এই দুটি সূত্রেই দেখতে পাওয়া যায়।

গৃহ্যসূত্রের বিষয় বিস্তার—

মুখ্যতঃ সামাজিক জীবনের প্রতি গুরুত্ব পূর্ণ লক্ষ্য দানই হলো গৃহ্যসূত্রের সবার্ধিক মহত্ত্ব। প্রাচীন হিন্দুজীবনের রূপরেখা যেমন গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে সেরূপ আর কোথাও পাওয়া যায় না। শ্রৌতসূত্রের পরিধি যজ্ঞের মধ্যেই সীমিত; মানুষের সামাজিক জীবনে তার প্রভাব বা অবদান অনেকাংশে অল্পই বলা যায়। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গৃহ্যসূত্রের উপযোগিতা স্বীকার্য। পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব লাভ করতে হলে ব্যক্তিমাত্রেরই গৃহ্যসূত্রে বর্ণিত ক্রিয়াকান্ড অবশ্য করণীয়।

গৃহ্যসূত্রে বর্ণিত মানুষের জীবনের ঘটনাবলী দেখলেই বুঝা যায় যে, এর দ্বারা ব্যক্তির জীবনবৃত্ত রচিত হয়েছে। বৃত্তের মধ্যে যেমন অসংখ্য বিন্দু পরস্পর সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে, কাকেও বাদ দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ হতে পারে না। সেরূপ গৃহ্য কর্মগুলিও মানব জীবনে অবিচ্ছেদ্য। জীবনের দুটি মহত্ত্বপূর্ণ অংশ নির্দেশ করা যেতে পারে। একটি অংশ হলো—বেদাধ্যয়নের কাল—ব্রহ্মচারী থাকার সময়। এই সময়ের আরম্ভ হয় উপনয়নে এবং শেষ হয় সমাবর্তনে। অপর ভাগটি হলো বিবাহিত জীবনের কাল। বিবাহ হচ্ছে গৃহ্যকর্মের মধ্য সর্বাপেক্ষা মহত্ত্বপূর্ণ। বিবাহের সঙ্গে গার্হপত্য অগ্নির ক্রিয়া আরম্ভ হয়।

উপনয়ন ও বিবাহ দুটি কর্মকে নির্ভর করেই গৃহ্যসূত্রগুলির প্রারম্ভিক পাঠ রচিত হয়েছে। কতকগুলি গৃহ্যসূত্রের আরম্ভ হয়েছে উপনয়ন দিয়ে যেমন হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি। পারস্কর, গোভিল প্রভৃতি গৃহ্যসূত্র আরম্ভ হয়েছে বিবাহ দিয়ে।

গৃহ্যসূত্রে হিন্দুগৃহস্থের ব্যক্তিগত জীবনে অনুষ্ঠেয় সংস্কারাদি কর্মের আলোচনা প্রধান হলেও সেই সঙ্গে প্রাতঃকালীন ও সায়ংকালীন আহুতি, মাসে মাসে কৃত্য বলিকর্ম, প্রতিদিন আচরণীয় বলিকর্ম এবং সর্পবলি প্রভৃতি বার্ষিক কর্মগুলিও যথাযথ আলোচিত হয়েছে। অগ্ন্যাধান সমস্ত গৃহ্যকর্মেই আছে। তাই সমস্ত গৃহ্যসূত্রেরই আরম্ভে অগ্ন্যাধান বিধি দৃষ্ট হয়।

পূর্বোক্ত দৈনিক, মাসিক, বার্ষিক ও সংস্কার কর্ম বাদেও এমন কিছু গৃহ্যসূত্রের আলোচ্য বিষয় আছে যেগুলি গার্হস্থ্য জীবনে অপরিহার্য ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন গৃহনির্মাণ (শালাকর্ম) কল্পে ভূমি শোধন, গৃহনির্মাণ বিধি, স্তম্ভ স্থাপন বিধি। উপাকরণ, উৎসর্জন, অনধ্যায় দিন নির্ণয় প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি গৃহস্থের জীবনচর্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই ক্রিয়াগুলি বাদেও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া, পিতৃকর্ম প্রভৃতি অন্যপ্রকার বিষয়গুলিও গৃহ্যসূত্রে আলোচিত হয়েছে। এগুলির কোনটিই গৃহস্থের জীবনচর্যার বহির্ভূত নয়। তাছাড়াও গার্হস্থ্য জীবনে নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাত আছে—তারজন্য প্রয়োজন অনুরূপ প্রতিরোধ। সে সমস্ত বিচার করেই গৃহ্যসূত্রে গৃহস্থের যোগ্য আভিচারিক ক্রিয়াও গৃহ্যসূত্রে বিচার্য বা আলোচ্য বিষয় হিসাবে সংযুক্ত আছে। যেমন, স্ত্রী-পুত্রের রোগ নিবারণ কল্পে অভিচার, পত্নী পরপুরুষগামিনী হলে তা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য অভিচার, চঞ্চল-দুষ্ট ভৃত্যকে বশীভূত করে রাখার জন্য অভিচারগুলি গৃহস্থের জীবনে প্রায়শঃই প্রয়োজন।

প্রায়শ্চিত্তও গৃহ্যসূত্রের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ হলে অবকীর্ণী প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক ; তারজন্য বিধিনির্দেশ গৃহ্যসূত্রে আছে।

গৃহ্যসূত্রের আর একটি বিষয়—অভিমন্ত্রণ। যেমন যাত্রাকালে এবং প্রত্যাবর্তনকালে মাঙ্গলিক মন্ত্রপাঠ, পুত্র-কন্যার প্রতি স্নেহদান কল্পে অভিমন্ত্রণ, বিচারালয়ে বা সভা-সমারোহে নিজের প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে মন্ত্রপাঠ। উক্ত ক্রিয়াগুলি নিত্যপ্রয়োজনীয় না হলেও গার্হস্থ্য জীবনে কখনও কখনও অত্যন্ত আবশ্যকবোধে গৃহ্যসূত্রকার বিষয় বস্তু হিসাবে সন্নিবিষ্ট করেছেন।

গৃহ্যসূত্রের সমস্ত বিষয়বস্তুর বর্গীকরণ করা হলে নয়টি বর্গে ভাগ করা যায়। যেমন

(১) জীবনসম্বন্ধীয় সংস্কার

(২) দৈনন্দিন আহুতি ও বলিদান

(৩) মাসিককৃত্য

(৪) বার্ষিককর্ম

(৫) গৃহনির্মাণাদি জীবনসম্বন্ধীয় কর্ম

(৬) শ্রাদ্ধাদি শ্রৌতকর্ম

(৭) আভিচারিক কর্ম
(৮) প্রায়শ্চিত্ত কর্ম
(৯) অভিমন্ত্রণ

পারস্কর গৃহ্যসূত্র-রচয়িতা—

এই গৃহ্যসূত্রের নামানুসারে প্রায় সকলেই আচার্য পারস্করকেই এই গ্রন্থের রচয়িতা বলে স্বীকার করেন। কিন্তু ওল্ডেনবার্গ এইমতের বিরোধী। গৃহ্যসূত্রের প্রথমে 'কাতীয়' শব্দটির প্রয়োগ থাকায় তিনি পারস্কর গৃহ্যসূত্র গ্রন্থটিকে মহর্ষি কাত্যায়ন প্রণীত কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রের পরিশিষ্ট হিসাবে নির্দেশ করেছেন। পারস্করকে অস্বীকার করার পক্ষে তাঁর একটি বিশেষ যুক্তি হলো যে, 'পারস্কর' কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীতে একটি সূত্র আছে 'পারস্কর প্রভৃতীনি সংজ্ঞায়াম্'। তার দ্বারা বুঝা যায় যে, পারস্কর নামে কোন ব্যক্তির এখানে উল্লেখ করা হয় নি, একটি দেশ বা স্থানকে বুঝান হয়েছে। ডঃ বাসুদেবশরণ অগর্‌বাল মহাশয়ও অনুরূপ মত পোষণ করে তিনি নির্দেশ করেছেন যে, সিন্ধীর পূর্বভাগবর্তী মণ্ডলকে পারস্কর বলা হয়।

তবে উক্তমতবাদ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পূর্বপক্ষিগণ হাজার যুক্তিজাল বিস্তার করলেও ভারতীয় মনীষীদের মতে সর্বাংশে স্বীকার্য নয়। অনেক ভারতীয় মনীষী পারস্করকে অস্বীকার না করে তাঁকে কাত্যায়নের শিষ্য বলে নির্দেশ করেছেন, আবার কোন কোন পণ্ডিত পারস্করকে কাত্যায়নের ভাগিনেয় বা ভ্রাতুষ্পুত্র বলে থাকেন। আবার কেউ কেউ বলেন যে, কাত্যায়নেরই অপর নাম পারস্কর। তবে এগুলি সম্পর্কে তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, কিংবদন্তী মাত্র। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, শ্রৌতসূত্রের পর গৃহ্যসূত্র রচিত হয়েছে; যজুর্বেদীয় শ্রৌতসূত্রের রচয়িতা কাত্যায়ন এবং গৃহ্যসূত্রের রচয়িতা পারস্কর। 'ন পূর্বচোদিত ত্বাৎ সন্দেহঃ' (৩/১৭) এই সূত্রস্থিত 'পূর্ব' শব্দ দ্বারা শ্রৌতসূত্রকার যে পূর্ববর্তী তা স্বীকার করা যায় কিন্তু এর দ্বারাই শ্রৌতসূত্রকার কাত্যায়ন ও পারস্কর গৃহ্যসূত্রকার পারস্কর দুইই একব্যক্তি—এটি কষ্টকল্পনা। এই মতবাদীরা বলতে চান যে মহর্ষি কাত্যায়ন যখন শ্রৌতসূত্র রচনা করেছেন, তখন তিনিই গৃহ্যসূত্র রচনা করেছেন। কিন্তু এ কথা স্বীকার্য নয়। যেমন দেখা যায় দ্রাক্ষায়ণ ও লাট্যায়ন মহর্ষিদ্বয় সামবেদী শ্রৌতসূত্র রচনা করেছেন, কিন্তু তাঁরা গৃহ্যসূত্র রচনা করেন নি।

আনন্দ সরস্বতী তাঁর 'তত্ত্ববোধিনী' টীকায় পারস্করের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণয় করেছেন, 'পারে করোতি যঃ' ইতি ব্যাসবাক্য অনুসারে যিনি মানবজীবনকে ভবসাগর পার হওয়ার জন্য যজ্ঞাদি উপায়গুলির নির্দেশ করেন তিনি পারস্কর। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে দেখা যায়, উত্তর ভারতের প্রায় সমগ্র মানুষ তাঁদের জীবনব্যাপী সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড পারস্কর গৃহ্যসূত্র অনুযায়ী নির্বাহ করে থাকেন। অতএব নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, মহর্ষি পারস্কর উত্তর ভারতেরই কোন এক স্থানের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁর শিষ্যপরম্পরার মধ্যে শুক্ল

যজুর্বেদ পড়ানোর জন্য গৃহ্যসূত্র প্রণয়ন করেন। মহর্ষি পারস্করই মূলতঃ মানুষের কর্তব্যবোধ সৃষ্টি করার জন্য তথা মানুষকে গার্হস্থ্য ধর্মপালনের মধ্যে বৈদিককৃত্য সম্পাদনে সমর্থ করার জন্য গৃহ্যসূত্রটি প্রণয়ন করেছিলেন।

তাছাড়া পারস্কর গৃহ্যসূত্রের উপর কর্কাচার্য, হরিহর, বিশ্বনাথ প্রমুখ বেদবিদ্যা-পারঙ্গম আচার্যগণ ভাষ্যরচনা করেছেন। এ সমস্ত ভাষ্যের মূলে কর্মকাণ্ডের বিষয় যেরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে সেরূপ তার মধ্যে ঐতিহাসিক পরম্পরাও নিহিত আছে। এঁদের উক্তির পাশে ওল্ডেনবার্গ প্রমুখ আলোচকদের উক্তি অনেকাংশে হীনমানের। কারণ ভারতীয় প্রাচীন ভাষ্যকারগণ নিজ নিজ সম্প্রদায় ও শাখানুসারে তথা গুরুমুখপ্রাপ্ত গৃহ্যসূত্রান্তর্গত সামগ্রীগুলির সৈদ্ধান্তিক তথা ব্যবহারিক বিষয়গুলিকে অনুভব বা সম্যক উপলব্ধির দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। এই সমস্ত ভাষ্যকারগণ পারস্কর গৃহ্যসূত্র মহর্ষি পারস্করকৃত বলেই উল্লেখ করেছেন। যেমন আচার্য কর্ক বলেছেন—

পারস্করকৃতস্মার্ত সূত্র ব্যাখ্যা গুরূক্তিতঃ।
কর্কোপাধ্যায়কেনেয়ং তেন নত্বা জগদ্‌গুরুম্।।

হরিহর বলেছেন,— পারস্করকৃতে গৃহ্যসূত্রে ব্যাখানপূর্বিকাম্।
প্রয়োগ পদ্ধতিং কুর্বে বাসুদেবাদি সম্মতাম্।।

বিশ্বনাথ বলেছেন,—পারস্করস্য গৃহ্যস্য পঞ্চখণ্ডাবশিষ্টকম্।

সুতরাং স্বয়ং পারস্করই যে এই গৃহ্যসূত্রের রচয়িতা সে সম্পর্কে আর কোনরূপ সংশয় থাকে না।

রচনাকাল ঃ—বেদ তথা বৈদিক সাহিত্যের রচনাকাল নিয়ে মত, মতান্তর তথা মতবিরোধের অন্ত নাই। মূলতঃ প্রাগৈতিহাসিক যুগের রচনার কাল নির্ণয়ে মতবিরোধ থাকাই স্বাভাবিক। গৃহ্যসূত্রও প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক বাঙ্‌ময়ের অংশ বিশেষ হওয়ায় তারও রচনাকাল মতান্তরের জালে আবদ্ধ হয়ে আছে। সর্বপ্রথম ম্যাক্সমূলর সাহেব চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কালকে সূত্রযুগ হিসেবে নির্ধারণ করেন। তাঁর মতে খ্রী. পূ. ৬০০ অব্দ থেকে খ্রী. পূ. ৩০০ অব্দের মধ্যে সূত্রসাহিত্যসমূহ রচিত হয়েছে।

এই যুগের সূত্রকার সমূহের মধ্যে কাত্যায়ন ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পূর্ববর্তী এবং বুদ্ধের পরবর্তী। শৌনক ছিলেন কাত্যায়ন এবং পাণিনিরও পূর্ববর্তী। তাঁর আবির্ভাবকাল সম্ভবতঃ খ্রী. পূ. ৪০০ অব্দ। ম্যাক্সমূলরের মতে সমগ্রসূত্র সাহিত্য ব্রাহ্মণ সাহিত্যের অব্যবহিত পরেই রচিত হয়েছে; সূত্রসাহিত্য যুগের সূচনাপর্বেই সমস্ত ব্রাহ্মণ সাহিত্যের রচনার সমাপ্তি হয়েছে। আরণ্যক ও উপনিষৎ ব্রাহ্মণ ও সূত্রসাহিত্যের মধ্যবর্তী কালে রচিত বলে অনুমান করা হয়। তবে অনেক আরণ্যকের রচয়িতা আবার সূত্রও রচনা করেছেন। যেমন শৌনকশিষ্য আশ্বলায়ন বিখ্যাত সূত্রকার আবার তাঁকেই ঐতরেয় আরণ্যকের পঞ্চম অধ্যায়ের রচয়িতা হিসাবে স্বীকার করা হয়।[১]

ম্যাক্সমুলরের মতানুসারে কাণে পারস্কর গৃহ্যসূত্রের রচনাকাল নির্ধারণ করেছেন,— খ্রী. পূ. ৬০০ থেকে খ্রী. পূ. ৩০০ অব্দের মধ্যে।[২] সূত্রসাহিত্যের রচনা কাল নিয়ে মধ্যমতি তিলক যাকোবি প্রমুখ মনীষীগণ জ্যোতিষশাস্ত্রের আধারে বিভিন্ন যুক্তি ও মত প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে খ্রী. পূ. ২০০ অব্দের পর বৈদিক সাহিত্যের আর কোন অংশ রচিত হয়নি। সমগ্র বৈদিক বাঙ্ময় উক্ত সময়ের পূর্বেই সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে। বালগঙ্গাধর তিলক জ্যোতিষশাস্ত্রীয় তথ্যের আধারে বিচার করে সমগ্র বৈদিক কালকে চারভাগে ভাগ করেছেন, (১) অদিতিকাল, (২) মৃগশিরাকাল, (৩) কৃত্তিকা কাল ও (৪) অন্তিমকাল। এই চারটি কালের মধ্যে তিনি অন্তিমকালটিকে সূত্রসাহিত্যের রচনাকাল হিসাবে নির্ধারণ করেছেন যার ব্যাপ্তি হলো ১৪০০ থেকে ৫০০ বিক্রমপূর্বাব্দ।

জার্মাণ মনীষী যাকোবি বৈদিককাল নির্ধারণে গৃহ্যসূত্রে প্রাপ্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করেছেন। তিনি জ্যোতিষসম্বন্ধী দুটি আধারকে গ্রহণ করেছেন, একটি হলো বিবিধ ঋতু তথা নক্ষত্রে বর্ষারম্ভ ও দ্বিতীয়টি হলো গৃহ্যসূত্রে উল্লিখিত ধ্রুবদর্শন।

পারস্কর গৃহ্যসূত্রে শ্রাবণীপূর্ণিমায় উপাকর্মের বিধান দেওয়া হয়েছে, যে সময় মধ্যদেশে বর্ষা আরম্ভ হয়। এই সময়টি খৃষ্টপূর্ব ২০০ অব্দ। সুতরাং পারস্কর গৃহ্যসূত্র এই সময়েরই সামান্য পূর্বে বা পরে রচিত হয়েছে।

পারস্কর গৃহ্যসূত্রের বিষয়বস্তু ঃ—

এস্থলে আলোচ্য পারস্কর প্রণীত পারস্কর গৃহ্যসূত্রটি শুক্লযজুর্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার অন্তর্গত। এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর পরিধি বহুবিস্তৃত ও বহুধা ব্যাপ্ত। আকৃতির বিচারে গ্রন্থটি তিনটি কাণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি কাণ্ড আবার কয়েকটি কণ্ডিকায় বিভক্ত। যেমন প্রথম কাণ্ডে আছে ১৯টি কণ্ডিকা, দ্বিতীয় কাণ্ডে ১৭টি কণ্ডিকা এবং তৃতীয় কাণ্ডে ১৫টি কণ্ডিকা; মোট ৫১টি কণ্ডিকায় গ্রন্থটি সম্পূর্ণ। সূত্রকার অনেকক্ষেত্রে এক একটি বিষয়কে একটি কণ্ডিকায় নিবদ্ধ করলেও সর্বত্র সেরূপ প্রয়াস লক্ষিত হয় না। যেমন বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতি বিস্তৃত কর্মগুলি একাধিক কণ্ডিকা নিয়ে বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থে উল্লিখিত প্রতিটি কর্মে প্রযোজ্য মন্ত্রগুলির মধ্যে যেগুলি স্ব শাখোক্ত সেগুলির প্রতীক মাত্র দেওয়া আছে, কিন্তু যেগুলি ভিন্ন শাখার বা সংহিতার অন্তর্গত নয় সেগুলি পুরোপুরি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখানে উদ্ধৃত বৈদিক মন্ত্রগুলি সমস্ত মাধ্যন্দিন শাখার অন্তর্গত। আচার্য পারস্কর এই গ্রন্থ রচনায় কখনও সূত্ররচনার রীতিকে লঙ্ঘন করেন নি। আবার সেই সঙ্গে বিষয়বস্তুর জটিলতা বিচার করে যতদূর সম্ভব বিস্তার ঘটাতেও বিমুখ হন নি। তার ফলে স্থলবিশেষে সংক্ষেপ ও বিশদ দুই ভাবেই বিষয়গুলিকে নিবদ্ধ করেছেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পারস্কর গৃহ্যসূত্রে বর্ণিত বিষয়বস্তু বহু ব্যাপক। যেমন

---

* ১। History of Ancient Sanskrit Literature P. 244-245
* ২। ধর্মশাস্ত্রকা ইতিহাস। প্রথম ভাগ পৃ. ১৪

বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে আছে—মানব জীবনের সঙ্গে নিত্য সম্পৃক্ত সংস্কারসমূহ, দৈনন্দিন হোম তথা অন্নবলি, মাসিকপর্ব সম্পাদনের উপযোগী কর্ম, বার্ষিক কর্ম, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি ভৌতিক সুখশান্তি বিধায়ক কর্ম, বিভিন্ন শ্রৌতযাগ, আভিচারিক কর্ম, প্রায়শ্চিত্ত কর্ম, অভিমন্ত্রন প্রভৃতি।

কাণ্ডানুসারে বিষয়বস্তুগুলির বিন্যাস করলে দেখা যায়,—

প্রথম কাণ্ডে—সাধারণ হোমরিধি, আবসথ্যাগ্নির আধান বা স্থাপন বিধি, অর্ঘ্য বিধি, বিবাহ বিধি, ঔপাসন হোম, বধূর প্রথম পতিগৃহে গমন ও ক্রিয়মাণ কর্ম, চতুর্থী কর্ম, পক্ষাদি কর্ম, পর্বনির্ণয়, আবৃত্তিযোগ্য কর্ম, গর্ভাধানবিধি, পুংসবন বিধি, সীমন্তোন্নয়ন বিধি, সুখপ্রসবহেতু কর্ম, জাতকর্ম ও তার অঙ্গীভূত মেধাজনন ও আয়ুষ্যকরণ বিধি, রক্ষাবিধি, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, সূর্যবীক্ষণ, প্রবাস প্রত্যাবর্তনান্তে করণীয় কর্ম ও অন্নপ্রাশন বিধি বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় কাণ্ডে—চূড়াকরণবিধি, কেশান্ত, উপনয়নবিধি, সমিদাধান প্রভৃতি ব্রহ্মচারীব্রত। সমাবর্তনকাল, উপনয়নের শেযসীমা, পতিত সাবিত্রীকের প্রায়শ্চিত্তবিধি। সমাবর্তনবিধি স্নাতকের ব্রত, পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং উপাকর্ম বিধি, অনধ্যায়, উৎসর্গোত্তর জপ, উৎসর্গবিধি লাঙ্গল যোজন, শ্রবণাকর্ম, ইন্দ্রযজ্ঞ, পৃযাতক এবং সীতাযজ্ঞবিধির বর্ণনা আছে।

তৃতীয় কাণ্ডে—আলোচিত হয়েছে নবান্নপ্রাশন, আগ্রহায়ণী কর্ম, অষ্টকা, শালাকর্ম, মণিকাবধান, শিরোবেদনার চিকিৎসা, উতুলপরিমেহ (ভৃত্যের মনোনিগ্রহ) শূলগব, বৃষোৎসর্গ, দাহবিধি, শাখাপশুবিধি, অবকীর্ণি প্রায়শ্চিত্ত, সভাপ্রবেশাদিকালীন কৃত্য, হস্ত্যারোহণ ও রথারোহণ কালে অভিমন্ত্রণ বিধি। এইভাবে পারস্কর ৫১টি কণ্ডিকায় প্রায় ৬৬টি বিষয়ের বর্ণনা করেছেন। তবে উক্ত ৬৬টি বিষয়ের মধ্যে তথা গৃহ্যকর্মসমূহের মধ্যে সংস্কারগুলি গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম ও দ্বিতীয় কাণ্ডে ঋষি সংস্কার বিষয়ক কৃত্যগুলি বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

সংস্কার—

সংস্কার শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে সম্পূর্বক কৃ ধাতুর সঙ্গে ঘঞ্ প্রত্যয় যোগে[০]। সংস্কার শব্দটি লৌকিক ভাষায় 'প্রথা' অর্থ বহন করে। সাধারণতঃ কোন কিছুর যুক্তি সহ পরিবর্তনকেও লৌকিকে সংস্কার বলা হয়। মূলতঃ 'সংস্কার' শব্দটির মধ্যে বহু অর্থ নিহিত আছে। ইংরাজীতে Ceremony শব্দটিও সংস্কারবোধক। কিন্তু—তার দ্বারা ভারতীয় শাস্ত্রে যে সমস্ত অর্থ বহন করে যে সমস্ত অর্থ প্রকাশ পায় না। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র সংস্কারের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করেছে। যেমন—

(১) মীমাংসক গণ, যজ্ঞাঙ্গভূত পুরোডাশ প্রভৃতির যথাবিধি শুদ্ধিকে সংস্কার বলেন।[১]

* ১। প্রোক্ষণাদিজন্য সংস্কারো যজ্ঞাঙ্গ পুরোডাশেষ্বিতি দ্রব্যধর্ম।—বাচস্পত্যম্।

* ০। সম্পর্যুপেভ্য করোতৌভূষণে—পা.

(২) অদ্বৈতবেদান্তবাদিগণ—জীবের উপর শারীরিক ক্রিয়াদির মিথ্যা আরোপকে সংস্কার বলেন।[২]

(৩) বৈশেষিক দর্শনে—সংস্কার চব্বিশটি গুণের অন্যতম।

(৪) নৈয়ায়িকগণ বলেন, ভাবপ্রকাশক আত্মব্যঞ্জক শক্তিকে সংস্কার বলে। এই সংস্কারগুলি তিন প্রকার হয়ে থাকে—(১) বেগ, (২) ভাবনা এবং (৩) স্থিতিস্থাপক।[৩]

(৫) এ প্রসঙ্গে 'বীর মিত্রোদয় সংস্কার প্রকাশ' গ্রন্থে ধৃত সংস্কারের পরিভাষাটি বিশেষ উল্লেখ্য। আত্মশক্তিশরীরান্তরনিষ্ঠো বিহিতাক্রিয়াজন্যোঽতিশয়বিশেষঃ সংস্কারঃ।

সংস্কৃত সাহিত্যে সংস্কার শব্দের অর্থ বহুব্যাপক। যথা শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রশিক্ষণ, সৌজন্য, পূর্ণতা, ব্যাকরণ সম্বন্ধীশুদ্ধি, সংস্করণ, পরিষ্করণ, শোভা, আভূষণ, প্রভাব, স্বরূপ, স্বভাব, ক্রিয়া, ছাপ, স্মরণশক্তি, স্মরণশক্তির সাহায্যে পাঠে সামর্থ্য, শুদ্ধিক্রিয়া, ধার্মিক বিধি-বিধান, অভিষেক, বিচার, ভাবনা, ধারণা, কার্যের পরিণাম, ক্রিয়ার বিশেষত্ব—এই সমস্তই সংস্কার শব্দের দ্বারা বুঝায়।

এইভাবে দেখা যায় যে সংস্কার শব্দের সঙ্গে বিলক্ষণ অর্থের যোগ আছে। এর মুখ্য অভিপ্রায় হলো শুদ্ধির জন্য ধার্মিক কার্যাবলী তথা ব্যক্তির দৈহিক মানসিক ও বৌদ্ধিক পরিশুদ্ধিজনক অনুষ্ঠান। যার দ্বারা ঐ ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে সামাজিক হয়ে উঠতে পারে। হিন্দু সংস্কারের মধ্যে বহুপ্রকার বিচার, ধর্মীয় বিধি-বিধান, আনুষঙ্গিক নিয়মানুষ্ঠান নিহিত আছে, কিন্তু সেগুলি কেবল ঔপচারিক দৈহিক সংস্কারই নয়, সেগুলি সংস্কার্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিশুদ্ধি ও পরিপূর্ণতা সম্পাদন করে। সাধারণভাবেই জানা যায় যে সংস্কারের বিধিপূর্বক অনুষ্ঠান দ্বারা সংস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিলক্ষণ অবর্ণনীয় গুণের প্রাদুর্ভাব হয়।[৬]

সংস্কার বিষয়ক অনুষ্ঠান, প্রথা এবং মন্ত্রগুলির বিচার বিশ্লেষণ করলে সংস্কারের দ্বারা যে সমস্ত উদ্দেশ্য সাধিত হয় সেগুলিকে নিম্নোক্ত ক্রমে সাজান যায়। যথা—

(১) অবাঞ্ছিত প্রভাব দূরীকরণ,

(২) অভীষ্ট প্রভাবের আমন্ত্রণ ও প্রাপ্তি,

(৩) ধন-ধান্য, পশু, সন্তান, দীর্ঘায়ুঃ, সমৃদ্ধি শক্তি এবং বুদ্ধিলাভ,

(৪) জীবনে বিভিন্ন কারণে সঞ্জাত সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদের অভিব্যক্তি সৃষ্টি,

(৫) গর্ভ তথা বীজ সম্বন্ধীয় দোষের দূরীকরণ,

(৬) সামাজিক বিশেষাধিকার তথা অপরাপর দায়িত্ব পালনে যোগ্যতা সম্পাদন।

---

* ২। স্নানাচামনাদিজন্যাঃ, সংস্কারা দেহে উৎপদ্যমানানি তদভিধানানি জীবে কল্প্যন্তে। বাচস্পত্যম্।

* ৩। সংস্কার ব্যবহারা সাধারণং কারণং সংস্কারঃ। সংস্কারস্ত্রিবিধো বেগো ভাবনা স্থিতিস্থাপকশ্চ।—তর্কভাষা।

* ৬। বীরমিত্রোদয় সংস্কার প্রকাশ—১ পৃ. ১৩২।

যেমন—উপনয়ন সংস্কার দ্বারা বেদাধ্যয়ন ও ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠান করার অধিকার জন্মায়।

(৭) ব্রাহ্মলোক প্রাপ্তি পূর্বক ব্রাহ্মপদলাভ।[৭]

(৮) ব্যক্তির নৈতিক বিকাশ সম্পাদন।

(৯) ব্যক্তিত্বের গঠন ও বিকাশ সম্পাদন।

(১০) দেহ ও মনের শুদ্ধি ও ব্রহ্মতেজের আধার করণ। এ সম্পর্কে অঙ্গিরা বলেছেন যে, ছবি আঁকার সময় যেমন আগে রেখাদি করে তারপর যথাযোগ্য রং দিলে চিত্রটি স্পষ্ট ও সুদৃশ্য হয়, সেরূপ যথাবিধি সংস্কার করলে বালকের দেহ ও মন শুদ্ধ এবং ব্রহ্মতেজের আধার হয়ে থাকে।[৮]

১১। ব্যক্তির অন্তঃকরণে সামাজিক দায়িত্ববোধের উদ্বোধন। বৈদিকশাস্ত্রোক্ত সংস্কারগুলি দ্বারা ব্যক্তিজীবনের উক্ত ১১টি উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

সংস্কারের সংখ্যা—সংস্কারের সংখ্যা বিষয়ে গৃহ্যসূত্রগুলির মধ্যে বিভেদ আছে। যদিও প্রায় সমস্ত গৃহ্যসূত্রেই আরম্ভ হয়েছে বিবাহ সংস্কার দিয়ে কিন্তু শেষ অন্ত্যেষ্টি সংস্কার সব গৃহ্যসূত্রে নাই। যেমন কেবল পারস্কর, আশ্বলায়ন ও বৌধায়ন গৃহ্যসূত্রে অন্ত্যেষ্টির উল্লেখ আছে। গৃহ্যসূত্রগুলিতে বর্ণিত সংস্কারের সংখ্যা ১১ থেকে ১৮ পর্যন্ত পাওয়া যায়।

আবার নামের কিছু কিছু তারতম্য দেখা যায়।

যেমন আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে বর্ণিত সংস্কার হলো ১১টি—বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, চূড়াকর্ম, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, সমাবর্তন ও অন্ত্যেষ্টি।

বৌধায়নে বর্ণিত সংস্কারগুলি পরস্করের অনুরূপ ১৩টি, কিন্তু এখানে কেশান্তের পরিবর্তে আছে কর্ণবেধ এবং অন্ত্যেষ্টির পরিবর্তে পিতৃমেধ।

বারাহে বর্ণিত সংস্কার সংখ্যা ১৩টি হলেও পারস্কর ও বৌধায়নের থেকে অনেক পার্থক্য আছে। এখানে বর্ণিত সংস্কারগুলির ক্রমিক নাম হলো—জাতকর্ম, নামকরণ, দন্তোদগমন, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বেদব্রত, গোদান, সমাবর্তন, বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন। এখানে বিশেষত্ব হলো যে আরম্ভ হয়েছে জাতকর্ম দিয়ে, নিষ্ক্রমণ, কেশান্ত ও অন্ত্যেষ্টি নাই। পরিবর্তে আছে দন্তোদ্গমন, বেদব্রত ও গোদান।

বৈখানস গৃহ্যসূত্রে বর্ণিত সংস্কারের সংখ্যা সর্বাধিক—১৮টি। যেমন ঋতুসঙ্গমন, গর্ভাধান, সীমন্ত, বিষ্ণুবলি, জাতকর্ম, উত্থান, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, প্রবাসগমন, পিণ্ডবর্ধন, চৌলক, উপনয়ন, পারায়ণ, ব্রতবন্ধবিসর্গ, উপাকর্ম, উৎসর্জন, সমাবর্তন ও পাণিগ্রহণ।

ধর্মসূত্রগুলির মধ্যেও সংস্কারের সংখ্যায় বৈষম্য আছে। তাছাড়া ধর্মসূত্রে অধিকাংশ

---

* ৭। নিত্যমষ্টগুণৈর্যুক্তো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মলৌকিকঃ।
ব্রাহ্মংপদমবাপ্নোতি যস্মান্ন চ্যবতে পুনঃ।।—শঙ্খ।

* ৮। 'চিত্রংকর্ম যথানেকৈ রঙ্গৈরুন্মীল্যতে শনৈঃ।
ব্রাহ্মণ্যমপি তদ্বৎ স্যাৎ সংস্কারৈর্বিধি পূর্বকৈঃ।।

স্থলে বিধি ও প্রথার উল্লেখ না থাকায় সংস্কারগুলির সংখ্যাও যথাযথ নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তবে সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন গৃহ্যসূত্রে বর্ণিত সংস্কারগুলির নাম ও সংখ্যার মধ্যে সামান্যই বৈষম্য আছে, সাদৃশ্যের মাত্রাই অধিক। কিন্তু গৌতম ধর্মসূত্রের সঙ্গে সকলেরই সংখ্যাগত বৈষম্য আছে। গৌতম ধর্ম সূত্রে আটটি আত্মগুণ সমেত মোট ৪০টি সংস্কারের উল্লেখ আছে। যেমন—গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চৌল, উপনয়ন, চারটি বেদব্রত, স্নান, সহধর্মচারিণী সংযোগ, পঞ্চমহাযজ্ঞ, অষ্টক, পার্বণ, শ্রাদ্ধ, শ্রাবণী, আগ্রহায়নী, চৈত্রী, আশ্বযুকী—এই সাতটি পাকযজ্ঞসংস্থা, অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, আগ্রহায়ণেষ্টি, নিরূঢ় পশুবন্ধ, সৌমত্রানি—এই সাতটি হবির্যজ্ঞ বা শ্রৌতযাগ, অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্‌থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র, আপ্তোর্যামি—এই সাতটি সোমযজ্ঞসংস্থা।

পরবর্তীকালে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকর্ম, উপনয়ন বা মৌঞ্জীবন্ধন, কেশান্ত, সমাবর্তন, বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টি বা শ্মশান—এই তেরটি সংস্কারই স্বীকার করেছেন। আবার ব্যাস স্মৃতিতে দেখা যায় কিছু নামের পরিবর্তন ধরে নিয়েও পূর্বোক্ত সংস্কারগুলি থেকে অন্ত্যেষ্টি বাদ গেছে এবং কর্ণবেধ, ব্রতাদেশ ও বিবাহাগ্নি পরিগ্রহ যুক্ত হয়ে ১৫টি সংস্কারের উল্লেখ আছে।

তারও পরিবর্তীকালে স্মৃতিনিবন্ধ যুগে নিবন্ধকারগণ গর্ভাধান থেকে বিবাহ পর্যন্ত দশটি সংস্কারের উল্লেখ ও প্রয়োগ বিধি বর্ণনা করেছেন। নিবন্ধকারদের বর্ণিত দশবিধ সংস্কারের নাম হলো—গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ। সমাবর্তনটির নাম ও প্রয়োগবিধির উল্লেখ করলেও রঘুনন্দন প্রমুখ নিবন্ধকারগণ সমাবর্তনটিকে দশবিধ সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত করেন নি।

এখন প্রসঙ্গানুরোধে পারস্কর গৃহ্যসূত্রে বর্ণিত সংস্কারগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের উল্লেখ বিধেয়,—

পারস্কর গৃহ্যসূত্রে বর্ণিত সংস্কারসমূহ—

(বিবাহ)

হিন্দুসংস্কারগুলির মধ্যে বিবাহ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তথা মহত্ত্বপূর্ণ সংস্কার। সমাজে ধর্মীয় চেতনা জাগার পর বিবাহহীন সামাজিকতা স্বীকার করা হয় না বলা যায়। বরং বিবাহকে প্রত্যেক ব্যক্তির একটি অনস্বীকার্য কর্তব্য হিসাবে নির্ণয় করা হয়েছে। বিবাহকে একটি যজ্ঞ এবং কর্তব্য হিসাবে নির্ণয় করা হয়েছে। বিবাহকে একটি যজ্ঞ বলা হয় এবং যে ব্যক্তি বিবাহ করে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করেনি, সে অযজ্ঞীয় বা যজ্ঞহীন হিসাবে নিন্দিত হয়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে—'অযজ্ঞীয়োবা এষ অপত্নীকঃ।' (২/২/২/৬) তাই অধিকাংশ গৃহ্যসূত্রেরই আরম্ভ হয়েছে বিবাহ সংস্কার দিয়ে। পারস্কর গৃহ্যসূত্রেও প্রথমে সাধারণ

হোমবিধির বর্ণনা দিয়েই প্রথমকাণ্ডের তৃতীয় কণ্ডিকাতে সর্বপ্রথম বিবাহ সংস্কারের উল্লেখ আছে। এখানে স্মৃতিশাস্ত্রের মত আট প্রকার বিবাহ, অসগোত্রবিবাহ নিষেধ, অসবর্ণ বিবাহ নিষেধ, কুল-পরীক্ষা, বিবাহযোগ্য বয়স, বর ও বধূর পারস্পরিক যোগ্যতা প্রভৃতির কোনরূপ উল্লেখ নাই। বরং উল্লেখ আছে যে, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করতে পারে। অনুরূপভাবে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দুইবর্ণের কন্যাকে, বৈশ্য, বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করতে পারে এবং শূদ্র কেবল শূদ্র কন্যাকেই অমন্ত্রক বিবাহ করবে। এর দ্বারাই কেবল অনুলোম বিবাহই সমর্থিত হয়েছে। যদিও বিবাহে কোন বয়সের বিচার দেখান হয়নি, তথাপি বিবাহ প্রকরণে সপ্তম কণ্ডিকায় একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে কন্যাকে জন্মের পর থেকে প্রথমে সোম পরিগ্রহ করেন, তারপর সূর্য বা গন্ধর্ব তারপর অগ্নি পরিগ্রহ করেন এইভাবে তৃতীয় দৈব পতির পর চতুর্থ মনুষ্যপতি স্বীকার করায় বিবাহের বয়স কমপক্ষে ১৫ বৎসরের পর স্বীকার্য। বিবাহ বিষয়ে আর একটি তথ্য প্রকাশ ও অপ্রকাশের আলোছায়ার মধ্যে নিহিত আছে। যেমন বিবাহে সূর্যদর্শন থাকায় অনেকে মনে করেন যে পারস্কর সম্ভবতঃ দিবাভাগে বিবাহ প্রবর্তন করেছিলেন, কিন্তু পারস্কর অনুসারী পদ্ধতিগুলিতে কোথাও দিবা-ভাগে বিবাহের নির্দেশ নাই। সেক্ষেত্রে যুক্তি হলো পারস্করই বিবাহকালে কন্যাকে ধ্রুব দর্শনের নির্দেশ করেছেন। তার দ্বারাই অনুমিত হয় যে, পারস্কর রাত্রিতেই বিবাহের নির্দেশ করেছেন।

বিবাহ বর্ণনে পারস্কর অর্ঘদান থেকে পাতিব্রত্যের প্রথম উপদেশ পর্যন্ত মোট ২৯টি বিষয় নির্দেশ করেছেন। তার মধ্যে 'গ্রামবচনং কুর্যুঃ'—এই একটি নির্দেশ অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ। এই নির্দেশটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পারস্কর স্বয়ং শাস্ত্রকার হয়ে শাস্ত্রীয় নির্দেশ পালনের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক রীতিনীতিকে মান্য করার নির্দেশ করেছেন। তার ফলেই দেখা যায়—বর-বধূর মাঙ্গল্যসূত্র ধারণ, মালাবদল, গ্রন্থিবন্ধন প্রভৃতি বিবাহে প্রচলিত অত্যাবশ্যক আনুষঙ্গিক ক্রিয়াগুলির উল্লেখ গৃহসূত্রেও না থাকা সত্ত্বেও গৃহ্যসূত্রানুযায়ী প্রয়োগ পদ্ধতিতে লৌকিক রীতি থেকেই প্রবেশ করেছে।

গর্ভাধান—গর্ভাধান হলো মানুষের প্রাগ্‌জন্ম সংস্কার তথা স্ত্রীর গর্ভসংস্কার। শাস্ত্রমতে—যে কর্ম দ্বারা পুরুষ স্ত্রীর মধ্যে নিজ বীজ স্থাপন করে সেই কর্মের নাম গর্ভাধান।[১] শৌনক সামান্য পৃথকভাবে এই পরিভাষাটিকে ব্যক্ত করেছেন, যেমন—যে কর্মের সমাপ্তিতে স্ত্রী (স্বামীপ্রদত্ত) বীর্যধারণ করে তাকে গর্ভালম্ভন বা গর্ভাধান বলে।[২]

এই দুটি আর্ষবচন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গর্ভাধান কর্মটি একটি কাল্পনিক ধর্মীয় কৃত্যমাত্র নয়, বরং এটি যথার্থ সংস্কার কর্ম।

---

* ১। গর্ভঃসংধার্যতে যেন কর্মণা তদ্‌গর্ভাধানমিত্যনুগতার্থ কর্মনামধেয়ম্। পূর্বমীমাংসা, ৭/৪/২

* ২। নিষিক্তো যৎ প্রয়োগেণ গর্ভঃসংধার্যতে স্ত্রিয়া।
তদ্‌গর্ভালম্ভনং নাম কর্ম প্রোক্তংমনীষিভিঃ।। বী. মি. সংস্কারে উদ্ধৃত।

গর্ভাধান সংস্কারটিও বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারতে জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত। গৃহ্যসূত্রে লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্ববর্তী কালেই যে এর বিকাশ ঘটেছে তার নিদর্শন—ঋগ্বেদের কয়েকটি সূক্ত[৩]। তৈত্তিরীয় সংহিতার মন্ত্র[৪], অর্থবেদের সূক্ত নিচয়।[৫]

পারস্কর গৃহ্যসূত্র মতে বিবাহের চতুর্থ রাত্রির পর প্রথম গর্ভাধান করা বিধেয়। গর্ভাধানের পূর্বে অগ্নি, সোম প্রভৃতির উদ্দেশ্যে ৮টি ঘৃতাহুতি দিয়ে বধূর মূর্ধাভিষেক করিয়ে তাকে চরু ভক্ষণ করাতে হয়। তারপর ঋতুকাল অতিক্রান্ত হলে সহবাস করতে হয়। এ প্রসঙ্গে পারস্কর বিশেষ দিনক্ষণের উল্লেখ না করে কেবল বলেছেন যে, ঋতুকালের নিয়মানুসারে অথবা স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে সহবাস করতে হয়। এখানে বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রের প্রভাব লক্ষণীয়। পরবর্তীকালে স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত সহবাসের দিনক্ষণের বিষয় নিবদ্ধ হয়েছে।

গর্ভাধান সংস্কারের উদ্দেশ্য মূলতঃ সন্তান প্রাপ্তি, তথাপি তার মধ্য দিয়ে স্বামী স্ত্রীর একাত্মতাবোধ ও আনন্দানুভব রূপ উদ্দেশ্যগুলিকেও প্রাধান্য দেওয়া। চরুভক্ষণের সময় বলতে হয় এর দ্বারা আমাদের উভয়ের প্রাণের সঙ্গে প্রাণ, অস্থির সঙ্গে অস্থি মাংসর সঙ্গে মাংস, ত্বকের সঙ্গে ত্বক মিলিত হয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে।[১] আবার সহবাসের পর স্বামী হাতটি স্ত্রীর ডান কাঁধের উপর দিয়ে বুকে রেখে বলবে—ওগো সীমন্তিনি কন্যে তোমার হৃদয় আমাকে জানে, আমিও তোমার হৃদয়কে জানি, আমরা শতবৎসর ধরে যেন চক্ষু, কর্ণ সহ সুস্থ শরীরে আনন্দ উপভোগ করি।[২]

এরপর যদি স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার না হয় তাহলে যেদিন চন্দ্রের সঙ্গে পুষ্যানক্ষত্র যুক্ত থাকবে সেদিন উপবাস থেকে রাত্রিতে পুষ্পযুক্ত শ্বেতকণ্টকারী লতা মূল সহ উপড়ে এনে রাখবে। তারপর পুনর্বার রজো-দর্শন হলে চতুর্থদিনে স্ত্রী স্নান করে শুদ্ধ হলে রাত্রিতে জলের সঙ্গে ঐ মূলটি বেটে 'ইয়মোষধী' মন্ত্র বলতে বলতে স্ত্রী ডান নাকে দিতে হয়। এই প্রক্রিয়াটির মধ্যে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে।

গর্ভাধান সংস্কারের নির্দেশ পারস্কর গৃহ্যসূত্রের প্রথম কাণ্ডের একাদশ কণ্ডিকায় নিবদ্ধ আছে।

---

* ৩। পুত্রাসো যত্র পিতরো ভবন্তি। ঋ. বে. ১/৮৯/৯

প্রজাং চ ধত্তং দ্রবিণং চ ধত্তম্। ঐ ৮/৩৫/১০

ইহ প্রজামিহ রয়িং ররাণ প্রজনয়স্ব প্রজয়া পুত্রকামঃ। ঋ. বে. ১০/১৮৩/১

অপশ্যং ত্বা মনসা ...... " " ১০/১৮৩/২

অহংগভমদধামোষ ...... " " ১০/১৮৩/৩

বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপানি পিংশতু। ...... ।। " " ১০/১৮৪/১

গর্ভং ধেহি সিনীবালি ...... " " ১০/১৮৪/২

* ৪। জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভির্ঋণবান্ জায়তে ব্রহ্মচর্যেণ ঋষিভ্যোযজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ। এষ বা অনৃণো যঃ পুত্রো যজ্বা ব্রহ্মচারী বা স্যাদিতি। তৈ. সং ১/৩/১০/৫

* ৫। তদ্বৈপুত্রস্য বেদনং তৎ স্ত্রীষ্বাভরামসি।। অ. বে. ৬/৯

পুংসবন—

প্রথম কাণ্ডের চতুর্দশ কণ্ডিকায় পুংসবন সম্পর্কে নির্দেশ আছে। গর্ভাধান সংস্কার মিটে গেলে গর্ভাধারণ নিশ্চয়রূপ অনুভূত হলে পুংসবন নামক সংস্কার করা হয়। পারস্করের মতে গর্ভগত সন্তানের স্পন্দন অনুভূত হলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাস গর্ভকালে উক্তসংস্কার করতে হয়। পুংসবন বলতে বুঝায় যে, যে অনুষ্ঠান দ্বারা পুং = পুমান্(পুরুষ) সন্তানের জন্ম হয় সেই অনুষ্ঠানের নাম পুংসবন[৩]।

মনুষ্যসমাজে মাতা পিতা যেমন পুত্র সন্তানকে অধিকভাবে কামনা করে[৪], সেরূপ সকলেই পুত্রসন্তানের জন্মদাত্রী মাতাকে অধিকমাত্রায় প্রশংসা বা আদর করে—তা লৌকিকে সর্বজন বিদিত।

উক্ত অনুষ্ঠান সম্পাদন বিষয়ে পারস্করের নির্দেশ হলো চন্দ্রমা পুংজাতীয় নক্ষত্রের[৫] সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন যে কোন একদিন গর্ভিণী উপবাস থাকবে। সেদিন ঐ নারীকে স্নান করিয়ে একটি নূতন বস্ত্র পরাবে। রাত্রিতে তোলা বটশুঙ্গগুলি জল দিয়ে পিষে গৃহ্যসূত্রে ধৃত মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে গর্ভিণীর ডান নাকে ঢেলে দেবে। কোন কোন আচার্য বলেন তার সঙ্গে সোমলতাও মিশিয়ে দেবে। যদি স্বামী স্ত্রীর গর্ভে বীর্যবান বলবান পুত্র কামনা করে তাহলে স্ত্রীর কোলে একটি জলপূর্ণ সরা রেখে পত্নীর গর্ভে হাত দিয়ে 'সুপর্ণোঽসি ......' ইত্যাদি মন্ত্রটি পাঠ করবে।

পারস্কর যে বটশুঙ্গার রস নাসিকায় দেওয়ার বিধান করেছেন, তার মধ্যে নিহিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের জ্ঞান আয়ুর্বেদ শাস্ত্র থেকে প্রাপ্ত। সুশ্রুত মতে—বটবৃক্ষে এমন গুণ নিহিত আছে যার দ্বারা গর্ভকালীন সমস্ত কষ্ট, দাহ প্রভৃতির নিবারণ হতে পারে।[৬] সুশ্রুত আরও বলেছেন যে, পুত্রপ্রাপ্তির জন্য সুলক্ষ্মণা, বটশুঙ্গ, সহদেবী এবং বিশ্বদেবী—এগুলির মধ্যে যে কোন একটি ওষধিকে দুধের সঙ্গে বেটে সেইরস তিন বা চার ফোঁটা গর্ভিণীর ডান নাকে দিতে হয়; এবং গর্ভিণী যেন থু থু করে ফেলে না দেয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়।[৭]

এই সংস্কারটি পারস্কর দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে হওয়ার নির্দেশ দিলেও বৃহস্পতি কিছুটা

---

* ১। প্রাণৈস্তে প্রাণান্ ...... পা. গৃ. সূ. ২/১১
* ২। সুষীমে, হৃদয়ংদিবি ...... ঐ
* ৩। পুমান্ প্রসূয়তে যেন কর্মণা তৎ পুংসবনমীরিতম্। —শৌনক, বীর মিত্রোদয় সংস্কার প্রকাশ।
* ৪। পুমাংসং পুত্রং জনয় তং পুমানম্ভ জায়তাম্।
  ভবাসি পুত্রাণাং মাতা জাতানাং জনয়াশ্চ যান্।। অ. বে. ৩/২৩/৩
* ৫। রত্নকোশ অনুসারে হস্তা, মূলা, শ্রবণা, পুনর্বসু, মৃগশিরা ও পুষ্যা
* ৬। সুশ্রুতসংহিতা, সূত্রাস্থান—৩৮ অধ্যায়।
* ৭। লব্ধগর্ভায়াশ্চৈতেষ্বহঃ সুলক্ষ্মণা-বটশুঙ্গ-সহদেবী-বিশ্বদেবানামন্যতমং ক্ষীরেণাভিকুট্য
  ত্রীংশ্চতুরো বিন্দূন্ দদ্যাদ্দক্ষিণে নাসাপুটে পুত্রকামায়ৈ ন তন্নিষ্ঠীবেৎ। ঐ, শরীরস্থান ২য় অধ্যায়।

ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তবে জাতুকর্ণ, শৌনক প্রমুখ সকলেই তৃতীয় মাসকেই উপযুক্ত কাল হিসাবে নির্ণয় করেছেন। স্মার্ত মতে পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন ক্ষেত্রসংস্কার হিসাবে প্রথমবার গর্ভকালেই কর্তব্য, দ্বিতীয়বার আর করতে হয় না।[৮]

সীমন্তোন্নয়ন—সীমন্তোন্নয়ন সংস্কারটিও গর্ভাধানের মত গর্ভসংস্কার, তবে প্রাগ্‌জন্ম সংস্কার নয়। এই সংস্কারটির এরূপ নামকরণের সার্থকতা হলো যে, এই কর্মে গর্ভিণীর 'সীমন্তের উন্নয়ন বা উত্তোলন করা হয়।[১] উক্ত সংস্কার সম্পর্কে নির্দেশগুলি পারস্কর গৃহ্যসূত্রে প্রথম কাণ্ডের পঞ্চদশ কণ্ডিকায় নিবদ্ধ আছে।

এই সংস্কারের আবশ্যকতাকে অনেকখানি প্রচলিত বিশ্বাসমূলক বলা যায়। আশ্বালায়ন স্মৃতিতে উক্ত বচনের [২] ভিত্তিতে মানুষের বিশ্বাস যে, রক্তপিপাসু রাক্ষসীরা পত্নীর প্রথমগর্ভ ভক্ষণ করতে আসে; স্বামী এই সমস্ত রাক্ষসীদের আক্রমণ নিবারণ করার জন্য শ্রীর আবাহন করেন। যাদ্বারা গর্ভিণী দুষ্টা রাক্ষসীদের আক্রমণ থেকে মুক্ত হয়ে সুরক্ষিত থাকে। আর একটি ধর্মীয় আবশ্যকতা হলো যে, এই সংস্কারের ফলে স্ত্রীর ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হয় এবং ভ্রূণাকারে জাত গর্ভস্থ শিশুর দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্তি ঘটে। শেষ প্রয়োজনটির নির্দেশ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও পাওয়া যায়। সুশ্রুত সংহিতায় উল্লেখ আছে—গর্ভের পঞ্চম মাসে শিশুর মন এবং ষষ্টমাসে বুদ্ধির বিকাশ হয়।[৩] সে কারণ গৃহ্যসূত্রকার এই সংস্কারের কাল নির্দেশ করেছেন,—প্রথমগর্ভের ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে।

এই সংস্কারে গর্ভিণীর সীমন্তের উন্নয়নের যে উল্লেখ আছে, তা প্রতীক স্বরূপ বলা যায়। অর্থাৎ এই কেশসংস্কারের দ্বারা বুঝান হয়েছে যে, এসময়ে গর্ভিণী যেন কোনরূপ শারীরিক আঘাত না পায় সেরূপ সাবধানে রাখতে হবে।[৪]

এই সংস্কারের আর একটি উদ্দেশ্য হলো—পত্নীর (গর্ভিণীর) আনন্দবর্ধন করা। এই অনুষ্ঠানটি চন্দ্র পুংনক্ষত্রযুক্ত হলে সেকালে করা বিধেয়।

এই সংস্কারে কর্মের বাহ্যিক আড়ম্বর সামান্যই। পুংসবন কর্মের মতই স্ত্রী উপবাস করে স্নানের শেষে নূতন বস্ত্র পরে স্বামীর ডান দিকে বসলে স্বামী সাধারণ কুশণ্ডিকা,

---

* ৮। এতে চ পুংসবন সীমন্তোনয়নে ক্ষেত্রসংস্কার কর্মত্বাৎ সকৃদেব কার্যে ন প্রতিগর্ভম্।
—যাজ্ঞবল্ক্য ১/১১ মিতাক্ষরা।
* ১। সীমন্ত উন্নীয়তে যস্মিন্ কর্মাণি তৎ সীমন্তোন্নয়নমিতি কর্মনামধেয়ম্। বী. মি. সং, ১ম ভাগ।
* ২। পত্ন্যাঃ প্রথমজং গর্ভমত্তুকামাঃ সুদুর্ভগাঃ। আয়ান্তি কাশ্চিদ্রাক্ষস্যো রুধিরাশনতৎপরাঃ।।
তাসাং নিরাসনার্থায় শ্রিয়মাবহয়েৎ পতিঃ। সীমন্তকরিণী লক্ষ্মীস্তামাবাহতি মন্ত্রতঃ।।
আশ্বলায়ন স্মৃতি— বী. মি. সং—১ম ভাগ।
* ৩। পঞ্চমে মনঃ প্রবুদ্ধতরং ভবতি, ষষ্ঠে বুদ্ধিঃ। সুশ্রুত সং, শরীরস্থান, অধ্যায়—৩৩.
* ৪। গদাধর তাঁর পদ্ধতিতে গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীধর্মগুলি কারিকাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন—
'অঙ্গার ভস্মাস্থি কপালচুল্লী শূর্পাদিকেষূপবিশেন্ন নারী।
সোলুখলাদ্যে দৃষদাদিকে বা যন্ত্রে তুষাদ্যে ন তথোপবিষ্টা।।

স্থালীপাক ও আজ্যভাগান্ত কর্ম শেষ করে মূলে লিখিত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক পত্নীর কেশ বিনয়ন ও উন্নয়ন করবে।

এখানে বিনিযুক্ত 'অয়মূর্জাবতো বৃক্ষঃ' প্রভৃতি মন্ত্রটিও তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ এই উদুম্বর বৃক্ষ উর্বর, এরই সমান এই রমণী বহু (ফলবতী) সন্তানবতী হোক। এই মন্ত্র পাঠ করে স্বামী গর্ভিণী স্ত্রীর বেণী বন্ধন করে দিয়ে দুজন বীণাবাদককে দিয়ে গাথাগান গাওয়াবেন। সে গাথাগানেরও বৈশিষ্ট্য আছে—গাথাটি হবে কোন বীরপুরুষের বীরত্বব্যঞ্জক। গাথাগানের শেষে ঐ গর্ভিণী স্ত্রী একটি নদীর তীরে গিয়ে 'সোম এব মে ...... ইত্যাদি গাথাটি পাঠ করবে। যার অর্থ হলো—'ওগো নদি! চন্দ্র আমার স্বামী আর তুমি স্বয়ং সোমরূপা, এজন্য তোমার অবিমুক্ত তীরে মনুষ্য প্রজাগণ বাস করে; অতএব তুমি আমায় রক্ষা কর।' এই গাথাগানের উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ গর্ভমধ্যে এরূপ একটি বীরত্বপূর্ণ বাতাবরণ উৎপন্ন হোক, যার দ্বারা গর্ভস্থ বালক শৌর্য-বীর্য লাভ করে।

জাতকর্ম—সন্তানভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই যে সংস্কারটি হয় তার নাম 'জাতকর্ম'। সুতরাং গর্ভস্থ সংস্কার বাদ দিলে জাতকর্মই জাতসন্তানের প্রথম সংস্কার। উক্ত সংস্কার সম্পর্কে বিধি নির্দেশসমূহ পারস্কর গৃহ্যসূত্রের প্রথম কাণ্ডের ষোড়শ কণ্ডিকায় নিবদ্ধ আছে।

জাতকর্ম সংস্কারটি প্রাচীনকাল থেকে অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ হিসাবে স্বীকৃত ও সমাদৃত। **গার্ডনর এবং জেবন্স, গ্রীক এণ্টিক্বিজ এর উদ্ধৃতি** অনুসারে বলা যায়, আদিমকালে মনুষ্য সমাজে শিশুর জন্ম দৃশ্যটি ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী তথা মর্মস্পর্শী। এই জন্মের বিস্ময়জনকতায় অভিভূত হয়ে এর মধ্যে এক অতিমানবীয় শক্তির কল্পনা করা হয়েছে। এসময় বহুপ্রকার সঙ্কট ও বিপদের আশঙ্কা চিন্তা করে তার প্রতিকার বা শান্তির জন্য বহু নিষেধ, ব্রত এবং বিধিবিধান কল্পিত হয়েছে।*

সুতরাং জাতকর্ম সংস্কারের পটভূমি হিসাবে দেখা যায় যে, সদ্যঃপ্রসূতা মাতার শারীরিক অক্ষমতা প্রভৃতি দৃশ্য দেখে স্বভাবতঃই মানবহৃদয় বিচলিত হয়। সেই সঙ্গে প্রাকৃত তথা অতিপ্রাকৃত সংকট থেকে শিশুকে রক্ষার জন্য যত্নবান হওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। এইভাবে আদিম যুগের মানুষের বিস্ময়, প্রাকৃত তথা অতিপ্রাকৃত শক্তির থেকে ভয় এবং চিন্তার ভাবই কালক্রমে সদ্যঃপ্রসূতা মাতা ও সদ্যোজাত শিশুর রক্ষা এবং শুদ্ধির জন্য নির্ণীত ক্রিয়াকাণ্ডই জাতকর্ম নামধারণ করেছে।

পারস্কর গৃহ্যসূত্রে জাতকর্মের মধ্যে সোষ্যন্তী, মেধাজনন ও আয়ুষ্যকর্ম নামে তিনটি অঙ্গ কর্ম যুক্ত আছে। সোষ্যন্তী কর্ম মূলতঃ জাতকর্মের প্রথম ভাগ। স্ত্রীর গর্ভযন্ত্রণা দর্শন করে স্বামী যথাসম্ভব শীঘ্র সুখ প্রসবের জন্য, এজতু দশমাস্যো ...... মন্ত্রে জলাভিষেকের

---

* নো মার্জনী গোময়পিণ্ডকাদৌ মূত্রং পুরীষং শয়নং বা কুর্যাৎ।
নো মুক্তকেশী বিবশা থবাস্যাদ্ ভুঙ্‌ক্তে ন সন্ধ্যাবসরে ন শেতে।
না মঙ্গলং বাক্যমুদীরয়েৎসা শূন্যালয়ং বৃক্ষতলং ন যায়াৎ।।

নাম সোষ্যন্তী কর্ম।

এরপর শিশুভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র নাড়ীচ্ছেদনেরও পূর্বে পিতা নবজাতকের মুখে মধুমিশ্রিত ঘৃত দিয়ে 'ভূস্ত্বয়ি দধামি' ইত্যাদি মন্ত্রে মেধাজনন কর্ম সম্পাদন করেন। 'মেধাজনন' কর্মানুষ্ঠানটি সম্ভবতঃ শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য করা হয়। শিশুকে জন্মমাত্র মধু ও ঘৃত লেহন করানর দ্বারা তার মানসিক বিকাশ ঘটানরূপ চিন্তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সুশ্রুত ঘৃতকে সৌন্দর্যোৎপাদক ও মেধাবর্ধক এবং মধুকে অপস্মার, শিরঃপীড়া, মৃগীজ্বর, অজীর্ণ, প্লীহা আদি রোগনাশক হিসাবে নির্দেশ করেছেন।

মেধাজননের পরবর্তী অঙ্গকর্ম আছে আয়ুষ্য কর্ম। জাতকের নাভি বা দক্ষিণ কর্ণের নিকট আটটি মন্ত্র জপের নির্দেশ আছে। তারপরও অতিরিক্ত সুদীর্ঘ জীবন কামনায় বাৎসপ্রীভলিন্দ কর্তৃক দৃষ্ট এগারটি ঋক্ পাঠের নির্দেশ আছে।

তারপর পিতা জাতকের ভূমিষ্ঠ স্থান স্পর্শ করে 'বেদতে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে শিশুকে স্পর্শ করে 'অশ্মাভব' ইত্যাদি পুত্রের আয়ুষ্কামনাত্মক মন্ত্র পাঠ করবেন।

'তারপর পিতা নিজে শিশুকে মাতার স্তন পান করিয়ে শিশুর মাথার কাছে একটি জলপাত্র রেখে জলদেবতার নিকট সন্তান সহ প্রসূতির মঙ্গল প্রার্থনা করে সূতিকাগৃহের দ্বারদেশেই অগ্নিস্থাপন করে সাধারণ কুশণ্ডিকারপর 'শণ্ডামর্কা' ও 'অলিখন্নিমিষ' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করতে করতে দুবার তন্ডুলমিশ্রিত সর্ষপ আহুতি দেবেন।

জাতকর্ম সংস্কারে দিনক্ষণ বিচারের প্রশ্ন আসে না। ব্রহ্মপুরাণ ও আদিত্য পুরাণের বর্ণনানুসারে—পুত্র জন্মানর পর তার সংস্কার দেখার জন্য দেবতাগণ ও পিতৃগণ গৃহে আগমন করেন। সুতরাং ঐ দিনটি শুভ তথা মহত্ত্বপূর্ণ।

পারস্করের একটি সিদ্ধান্ত পরবর্তী শাস্ত্রকারদের থেকে বিশেষ লক্ষণীয়। যেমন পারস্কর সকল কর্মের শেষে ব্রাহ্মণ ভোজন কর্মের নির্দেশ করলেও জাতকর্মের পর ব্রাহ্মণভোজনের উল্লেখ করেন নি। পরবর্তীকালের অনেকে পুত্রজন্মদিনে পুণ্যদিন হিসাবে দানাদির কথা উল্লেখ করেছেন, বীরমিত্রোদয়ে পুত্রের জন্মদিনে ভূমি, গো, অশ্ব, ছত্রাদি দানের নির্দেশ আছে। ব্যাসের বচন হলো—'পুত্রজন্মনি যাত্রায়াং শর্বর্য্যাং দানমক্ষয়ম্'। অর্থাৎ পুত্রের জন্মদিনে, তীর্থাদিযাত্রাকালে, রাত্রিকালে যা দান করা হয় তা অক্ষয় রূপে বিরাজ করে। কিন্তু পারস্করের সিদ্ধান্তটিই বিশেষ যুক্তি গ্রাহ্য। কারণ পুত্র জন্মানোর পরই পিতা-মাতাও সপিণ্ডদের অশৌচ হচ্ছে। অশৌচকালে দান-পূজা-স্বাধ্যায়—সমস্তই নিষিদ্ধ। সুতরাং জাতকর্মে ব্রাহ্মণভোজন করালে অশাস্ত্রীয় হবে।

নামকরণ—

নামকরণ সংস্কারটি ব্যবহারিকক্ষেত্রে সমস্ত সংস্কারের মধ্যে বিশেষ সার্থক, গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত। মনুষ্যসমাজে যে সময় ভাষার বিকাশ ঘটেছে, সে সময় থেকেই মানুষ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক প্রতিটি বস্তু বা বিষয়ের নামকরণের জন্য যত্নশীল হয়েছে।

কারণ কোন একটি মানুষের একটি বিশেষ নাম ছাড়া সমাজে চিহ্নিত করা অসম্ভব, তার ফলে নামহীন দলবদ্ধ মানুষ নিয়ে সমাজও গঠিত বা সঞ্চালিত হতে পারে না। তাই হিন্দুগণ অতি প্রাচীনকালেই ব্যক্তিগত নামের মহত্ত্ব অনুভব করে ঐ নামকরণ প্রথাটিকে একটি ধর্মীয় সংস্কারে রূপান্তরিত করেছিলেন। বৃহস্পতি এই নামকরণের যৌক্তিকতা তথা সার্থকতাকে অত্যন্ত কবিত্ব পূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। —'নাম হলো সমস্ত প্রকার ব্যবহারের হেতু শুভাবহ এবং কর্মসমূহে ভাগ্যের কারণ। নামের দ্বারাই মানুষ কীর্তিলাভ করে; সুতরাং নামকরণ একটি প্রশস্ত কর্ম।'[১]

পারস্করের মতে শিশুর জন্ম দিন থেকে দশ দিনের মধ্যে নামকরণ নামক সংস্কারটি করতে হয়। এক্ষেত্রে করণীয় কর্মবিষয়ে পারস্কর বিশেষ নির্দেশ করেন নি কেবল উক্ত দিনমধ্যে প্রথমে ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে তারপর নামকরণের কথা বলেছেন। নাম সম্পর্কে কয়েকটি নির্দেশ করেছেন, যেমন সন্তানের নাম হবে প্রথমত দুই বা চার অক্ষর বিশিষ্ট। আদিতে ঘোষবর্ণ থাকবে, মধ্যে অন্তঃস্থ বর্ণ থাকবে। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত হবে কিন্তু তদ্ধিতান্ত হবে না। আবার কন্যার ক্ষেত্রে তদ্ধিতান্ত হবে। পারস্কর গৃহ্যসূত্রের প্রথম কাণ্ডের সপ্তদশকণ্ডিকায় নামকরণের নির্দেশ পাওয়া যায়।

মানুষের নামের মধ্য দিয়েই তার মানসিক বিকাশ ও আত্মবিকাশ অনেকাংশ লক্ষিত হয়, তাই নামকরণটিকে সাধারণ প্রথামাত্র ভেবে অবজ্ঞা না করে বিশেষ বিচার বিবেচনা পূর্বক করা উচিত।

নিষ্ক্রমণ—

নিষ্ক্রমণ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো বহির্গমন। সংস্কারের ক্ষেত্রেও এই অর্থটি উপেক্ষিত হয় নি, বরং তাৎপর্যমণ্ডিত হয়েছে। সন্তান জন্মানোর সাথে সাথেই মাতা-পিতার অন্তরে ঐ সন্তানকে কেন্দ্র করে বহু আকাঙ্ক্ষা জাগে। বিশেষ করে ঐ সন্তান বহির্জগতে সামাজিক হিসাবে উন্নতিলাভ করবে—এই কামনা মাতা পিতার অন্তরে স্বতঃই জাগে। নিষ্ক্রমণ সংস্কার যেন মাতা-পিতা ঐ কামনারই প্রতীক।

পারস্কর গৃহ্যসূত্রে প্রথম কাণ্ডের সপ্তদশ কাণ্ডিকায় নিবদ্ধ এই সংস্কার সম্পর্কে বলা হয়েছে সন্তানের জন্মের পর চতুর্থ মাসে পিতা মাতার কোলে বসিয়ে শিশুকে ঘরের বাহিরে আনবেন। ঘরের বাহিরে এনে পিতা নবজাত পুত্রকে সূর্যদর্শন করাবেন। এখানে এই সামান্য দুটি কর্মের মাধ্যমে শিশুর শারীরিক আবশ্যকতা ও মাতার ব্যবহারিক উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। যেমন একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর শিশুর শরীরে সূর্যের কিরণ ও উন্মুক্ত বায়ুর প্রয়োজন আছে। শিশুর দৈহিক ও মানসিক গঠনের জন্য এই চতুর্থমাস থেকে উন্মুক্ত আলো বাতাস

---

* ১। নামাখিলস্য ব্যবহারহেতুঃ শুভাবহং কর্মসু ভাগ্যহেতুঃ।
নাম্নৈব কীর্তিং লভতে মনুষ্যস্ততঃ প্রশস্তং খলু নামকর্ম।।
বৃহস্পতি, বী. মি. সং. প্রথম ভাগ। পৃ-২৪১

গায়ে লাগানোর অভ্যাস অত্যাবশ্যক। সেই সঙ্গে মাতাও এযাবৎ কাল শিশুকে নিয়ে সীমিত ঘরের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন। এরপর তিনিও পারিবারিক জীবনে পুনরায় অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করবেন। মাতার পুনরায় পারিবারিক কর্মে অংশগ্রহণ, দায়িত্বগ্রহণ—ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীনকালে হিন্দুগণ এই শিশু ও মাতার এই সময়সীমাকে বিধি-বদ্ধ করার ইচ্ছায় এটিকে সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। বর্তমানে এই সংস্কারবিধিকে উপেক্ষা করার ফলে শিশুর দৈহিকগঠন হচ্ছে দুর্বল, আয়ুঃ অল্প আর মাতা হচ্ছেন ব্যাধিগ্রস্তা। তৎকালে শাস্ত্রকারগণ আয়ুর্বেদশাস্ত্র পর্যালোচনা করেই প্রতিটি বিধিবিধান প্রণয়ন করেছিলেন।

নিষ্ক্রমণ সংস্কারের অন্যান্য কৃত্য পদ্ধতির মধ্যে নিহিত থাকলেও সূত্রকার আর সে সম্পর্কে অন্য কোন বিধি নির্দেশ করেন নি।

অন্নপ্রাশন—

অন্নপ্রাশন সংস্কারটি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সংস্কারটিকে প্রথা বলে ধারণা করা অত্যন্ত ভুল। বিশেষ করে অন্যান্য কোন কোন শাস্ত্রকার অন্নপ্রাশনের কাল, জন্ম থেকে ষষ্ঠ, অষ্টম, নবম, দশম, দ্বাদশ এমন কি অবশেষে একবৎসর শেষ হয়ে যাওয়ার পরও কোনও একদিন করার নির্দেশ[১] দিলেও পারস্কর দিন নির্ধারণ করেছেন—'ষষ্ঠে মাসেঽন্নপ্রাশনম্' তা একাধারে ধর্মীয় তথা বিজ্ঞান ভিত্তিক। শিশুর ক্রমশঃ বিকাশশীল শরীরের আবশ্যকতা অনুসারে পর্যাপ্ত আহারদানের প্রয়োজন আবশ্যস্বীকার্য। আয়ুর্বেদশাস্ত্রেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। সুশ্রুতের মতে জন্মের ষষ্ঠ মাস থেকে শিশুকে স্তন্যদুগ্ধ ছাড়াও লঘু ও হিতকারী অন্নজাতীয় খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন।[২]

পারস্কর তাঁর গৃহ্যসূত্রের ১ম কাণ্ডে ঊনবিংশ কণ্ডিকায় অন্নপ্রাশনের কালের সঙ্গে বিধি এবং বিনিযুক্ত মন্ত্রগুলিরও যথাযথ উল্লেখ করেছেন। অন্নপ্রাশনের পদ্ধতি রচনায় প্রায় আর অন্য কোন স্থান থেকে বিধান ও মন্ত্র সংগ্রহের আবশ্যকতা নাই।

আমাদের দেশে শিশুর মাতুলকে দিয়ে শিশুমুখে প্রথম অন্ন দেওয়ার একটি লৌকিক রীতি আছে। কিন্তু পারস্কর প্রমুখ কোনও সূত্রকারই এরূপ নির্দেশ করেন নি। এই রীতির উৎস অজ্ঞাত। পারস্করের নির্দেশ হলো পিতাই হোমের শেষে দক্ষিণান্ত করে সমস্তপ্রকার সরস লেহ্য, পেয় ও চোষ্য খাদ্যগুলি একত্র করে শিশুকে ভক্ষণ করাবেন। এখানে লক্ষণীয় যে চর্ব্য খাদ্যের উল্লেখ করেন নি।

আর একটি পারস্করের বৈশিষ্ট্য শিশুকে অন্নভক্ষণের কালে পারস্কর কেবল হন্ত বা 'হন্তকারং মনুষ্যা উপজীবন্তি' কথাটি পিতা উচ্চারণ করবেন। কিন্তু আশ্বলায়ন এক্ষেত্রে

---

* ১। জন্মতো মাসি ষষ্ঠে বা সৌরেণোত্তমন্নদম্। তদভাবেঽষ্টমে মাসে নবমে দশমেঽপি বা।।
দ্বাদশে বাপি কুর্বীত প্রথমান্নাশনং পরম্। সংবৎসরে বা সম্পূর্ণে কেচিদিচ্ছন্তি পণ্ডিতা।।
নারদ.বী.মি. মং

* ২। ষন্মাসঞ্চৈনমন্নং প্রাশয়েল্লঘু হিতঞ্চ। সুশ্রুত, শরীরস্থান১০.৬৪।

একটি বিশেষ মন্ত্রের উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে অন্নপ্রাশনে শিশুকে মাংস না দিলে ও মৎস্যাদি সামিষ অন্ন খাওয়ান হয়ে থাকে-তার নির্দেশ ও পারস্করের নিকট পাওয়া যায়। যদিও তা বিভিন্ন কামনায় বিভিন্ন মাংস ভক্ষণ করানোর নির্দেশ আছে। শিশু যাতে বেগবান হয় তার জন্য মৎস্য ভক্ষণের নির্দেশ আছে। তবে প্রতিটি পিতাই তো তাঁর সন্তানের সকল প্রকারগুণ ও দীর্ঘজীবন কামনা করেন। তাই ঋষি শেষে বিভিন্ন কামনার জন্য নির্দিষ্ট সকল খাদ্যই কিছু কিছু নিয়ে খাওয়াতে বলেছেন।

চূড়াকরণ—

প্রথমকাণ্ডে অন্নপ্রাশন সংস্কার পর্যন্ত নিবদ্ধ আছে। দ্বিতীয়কাণ্ডের প্রথম কণ্ডিকাতেই চূড়াকরণ নামক তাৎপর্যমণ্ডিত সংস্কারটি বর্ণিত হয়েছে। চূড়াকরণ—এই নামটির মাধ্যমেই মূল কৃত্যটি লক্ষিত হয়ে থাকে। চূড়াকরণ সংস্কার থেকে দ্বিজাতির শিখা রাখা আরম্ভ হয়। এই সংস্কারটি ও চিকিৎসাশাস্ত্রমতে শারীরবিজ্ঞান মূলক। এই বিশেষ সময়ে কেশ, নখ ছেদন—তাদ্বারা শরীরে আনন্দ, ক্ষিপ্রতা, সৌন্দর্য ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। সেইসঙ্গে ধর্মীয় তত্ত্ব হলো যে পাপ ও দূরীভূত হয়। এই শরীরতত্ত্ব পাওয়া যায় আয়ুর্বেদশাস্ত্র প্রণেতা সুশ্রুতের উক্তি থেকে।[১] মহর্ষি চরকও অনুরূপ কথাই বলেছেন[২] চরকের মতে চুল, দাড়ি, নখ কেটে প্রসাধন করলে পৌষ্টিকতা, বল, আয়ুঃ, শুচিতা এবং সৌন্দর্যের উপলব্ধি জন্মায়।

চূড়াকরণ সংস্কারে চুল-নখ ছেদনের সঙ্গে আর একটি কৃত্য হলো শিখা রাখা। শিখা রাখার উপযোগিতাও যে শারীরবিজ্ঞান সম্মত—তা আধুনিকতার প্রভাবে আমরা ভুলে গেছি। শিখা নিয়ে সম্প্রতি আমাদের দেশে ব্যঙ্গের ছড়াছড়ি। কিন্তু সুশ্রুতের বিচারে শিখা হলো জীবনসুরক্ষার একটি প্রধান সাধন। তিনি শিখাস্থানটিকে বিশ্লেষণ করে বলেছেন—মস্তকের ভিতরে উপরিভাগে শিরসম্বন্ধি সন্নিপাত আছে;(শিখা রক্ষা) ঐ রোমাবর্তই হলো শিরসম্বন্ধি সন্নিপাতের অধিপতি। ঐ স্থানে কোনপ্রকার আঘাত লাগলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হতে পারে।[৩] সুতরাং ঐ স্পর্শকাতর স্থানটিকে সুরক্ষিত রাখার জন্যই ধর্মীয় বিধানের দ্বারা শিখা রূপ কেশগুচ্ছ রাখার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। অতএব চূড়াকরণ সংস্কারটি প্রতিটি মানুষের অবশ্য করা উচিত বললে কোনরূপ অসঙ্গত উক্তি করা হবে না।

চূড়াকরণের কাল সম্পর্কে এক বৎসর থেকে তিন বৎসর বয়স পর্যন্ত মুখ্য কাল বলা যায়। তারপর পারস্কর ১৬ বৎসর পর্যন্ত কুলাচার অনুযায়ী বয়সে করারও নির্দেশ দিয়েছেন। তবে বিচার করে বললে এটিকে গৌণকাল বলা হবে।

---

* ১। পাপোপশমনং কেশ নখরোমাপমুর্জনম্।
  হর্ষলাঘবসৌভাগ্যকরমুৎসাহবর্ধনম্।। সুশ্রুতসং চিকিৎসাস্থান ২৪/৭২
* ২। পৌষ্টিকং বৃষ্যমায়ুষ্যং শুচিরূপ বিরাজনম্।
  কেশশ্মশ্রু নখদীনাং কর্তনং সম্প্রসাধনম্।। চরক সং
* ৩। মস্তকাভ্যন্তরোপরিষ্টাৎ শিরসম্বন্ধিসন্নিপাতো রোমার্তোধিপতিস্তত্রাপি সদ্যোমরণম্। সুশ্রুত সং।

যদিও চূড়াকরণে জাতকের প্রথম কেশ, নখ ছেদন ও শিখারক্ষণ মুখ্য কৃত্য, তথাপি অনেকগুলি ধর্মীয় কৃত্য আছে। সে সম্পর্কে ঋষি পারস্কর মূলে বিশদ আলোচনাত্মক নির্দেশ করেছেন।

এই কন্ডিকায় একটি নির্দেশ সামান্য জটিলতা আছে। সম্ভবতঃ এখানে দুটি সংস্কার নিবদ্ধ হয়েছে—একটি চূড়াকরণ—যা এক বৎসর থেকে তিন বৎসর মধ্যে করণীয় আর দ্বিতীয়টি কেশান্ত সংস্কার—যা ষোড়শবর্ষে কর্তব্য।

একথার পক্ষে প্রথম যুক্তি ৩য় সূত্রটি— ষোড়শবর্ষস্য কেশান্ত।

দ্বিতীয় যুক্তি,—সপ্তমসূত্র। 'কেশশ্মশ্রিতি চ কেশান্তে। অর্থাৎ চূড়াকরণের সময় তিন বৎসরের মধ্যে শ্মশ্রুছেদনের অবকাশ না থাকায় মন্ত্রে 'কেশান্‌বপ' বলা হয়েছে। কিন্তু ষোড়শবর্ষে শ্মশ্রুর উদ্‌গম সম্ভব হওয়ায় 'কেশশ্মশ্রুবপ' বলার নির্দেশ আছে। তৃতীয়যুক্তি—ত্রয়োবিংশ সূত্র। দ্বাবিংশসূত্রে চূড়াকরণে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিতে বলা হয়েছে মাত্র; কোন দ্রব্যের উল্লেখ নাই, কিন্তু ত্রয়োবিংশসূত্র হলো 'গাংকেশান্তে' অর্থাৎ কেশান্ত সংস্কারের দক্ষিণা হিসাবে গো দান কর্তব্য। অতএব দ্বিতীয়কান্ডের প্রথম কন্ডিকায় চূড়াকরণ ও কেশান্ত দুইটি সংস্কার নিবদ্ধ হয়েছে।

দুইটি সংস্কারেরই কৃত্য একপ্রকার; কেবল একটি স্থলে মন্ত্রের মধ্যে সামান্য পরিবর্তন আছে।

এখানে 'কেশান্ত' বলায় শিখা পর্যন্ত ছেদ হবে কিনা একটি বিচারের অবকাশ থাকে। তারও সমাধান ঋষি একবিংশ সূত্রে করে দিয়েছেন। ঋষি কুলপ্রথাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে এ প্রসঙ্গে ধীরভাবে বিচার করলে বুঝা যায় যে, 'কেশান্ত সংস্কার' কালের বিচারে মুখ্যতঃ উপনয়নের পর হয়। চূড়াকরণে শিখা রাখা হলো কিন্তু উপনয়নে আছে সশিখমুণ্ডন। অতএব সশিখ মুণ্ডনের পর আবার কেশোদগম হলে ষোড়শবর্ষে কেশান্ত সংস্কারে পুনরায় শিখা রাখা হবে। কারণ দ্বিজাতির উপবীতের মত শিখা রাখাও সর্বকালীন কর্তব্য। উপবীত ও শিখা বিহীন দ্বিজাতির কোন কার্যই শুদ্ধ তথা সিদ্ধ হয় না[৪]।

চূড়াকরণ ও কেশান্তের উপযোগিতা ও কার্যপদ্ধতি একপ্রকার বলেই সম্ভবত ঋষি পরবর্তী কালীন সংস্কার কেশান্তকেও একত্র উল্লেখ করেছেন।

উপনয়ন—

হিন্দু সমাজে উপনয়ন সংস্কারটি অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ। উপনয়ন সংস্কারটি মুখ্যতঃ মানুষের বিদ্যারম্ভ মূলক অনুষ্ঠান। প্রাচীন ভারতবর্ষে সন্তানগণ কৈশোরের সূচনাতেই গুরুগৃহে গিয়ে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করবে—এই ছিল রীতি। এই সংস্কারটির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অপরিসীম। উপনয়ন শব্দের অর্থ বিচার প্রসঙ্গে স্মৃত্যর্থসারে বলা হয়েছে যে, 'আচার্যস্য

* ৪। সদোপবীতিনা ভাব্যং সদাবদ্ধশিখেন চ।
বিশিখো ব্যুপবীতশ্চ যৎকরোতি ন তৎ কৃতম্।। দেবল.বী. মি. সং.

উপ (সমীপে) নয়নমিতি উপনয়নম্'। অর্থাৎ বালককে শিক্ষার জন্য আচার্যের নিকট প্রেরণের নামই হলো উপনয়ন। সুতরাং উপনয়ন দ্বারা মানুষের সাংস্কৃতিক তথা বৌদ্ধিক বা মানসিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা আছে ; আবার সেই সঙ্গে তার সামাজিক উৎকর্ষ ও প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির ব্যাপারটিও উপনয়নের মধ্যে নিহিত আছে।

উপনয়নে দণ্ডধারণ, অজিনধারণ, ভিক্ষাচারণ প্রভৃতি যে অনুষ্ঠানগুলি নিহিত আছে সেগুলির দ্বারা বিদ্যার্থীর কৃচ্ছ্রসাধন যে আবশ্যস্বীকার্য সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। একটি নীতিবাক্য আছে—'সুখার্থীচেৎকুতো বিদ্যা বিদ্যার্থী চেৎ কুতঃ সুখম্'। সমগ্র উপনয়ন সংস্কারটির মধ্যে এই নীতিবাক্যের সার্থক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। সম্যক বিদ্যার্জনের জন্য বিদ্যার্থীর প্রয়োজন সুস্থ দৃঢ় শরীর, দীর্ঘ আয়ু এবং স্বচ্ছবুদ্ধি। উপনয়নে প্রযুক্ত মন্ত্রগুলির মধ্যে এই গুলির প্রার্থনা থাকায় এগুলির অত্যাবশ্যকতা সূচিত হয়েছে। সুতরাং উপনয়ন সংস্কারের মধ্যে সংসারের চিরন্তন ব্যবহারিক বিষয়গুলিও পরিপূর্ণ গুরুত্ব লাভ করেছে। প্রকৃত সামাজিক হতে হলে মানুষের কর্ম নিষ্ঠা ও বাক্‌সংযম প্রথম প্রয়োজন। হিন্দু সন্তানের সে শিক্ষাও হয় উপনয়নেই। অতএব উপনয়ন বিদ্যারম্ভমূলক অনুষ্ঠান বলতে কেবল পুঁথিগত বিদ্যার্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃত শিক্ষা বলতে যা বুঝায় মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ,—সেই শিক্ষাই উপনয়নে নিহিত আছে।

তাই তৎকালে অনুপনীতগণ সমাজে ব্রাত্য হিসাবে উপেক্ষিত ছিল পারস্কর উপনয়নের মুখ্যকাল নির্দেশ করেছেন গর্ভ থেকে অষ্টম বা অষ্টম বর্ষ। আর শেষ সীমা করেছেন, ষোড়শবর্ষ। এই সময় নির্দেশটি ব্রাহ্মণদের জন্য। তবে তখন সমাজে চতুর্বর্ণের বিধান প্রবলই ছিল। তাই পারস্কর ক্ষত্রিয়দের জন্য কাল নির্ধারণ করেছেন—এগার বছর বয়স থেকে বাইশ বছর পর্যন্ত এবং বৈশ্যদের বারো বছর থেকে চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত। শূদ্রদের উপনয়নের বিধান নাই। তখন হিন্দু সমাজে উপনয়নের এরূপ মর্যাদা ও গুরুত্ব ছিল যে যদি কেহ এই নির্দিষ্ট কালের মধ্যে উপনীত না হতো তাহলে সমাজে তার তুল্য কেহ নিন্দিত হতো না। তাদের সম্পর্কে পারস্কর, আশ্বলায়ন প্রমুখ গৃহ্যসূত্রকারগণ বলেছেন,— পতিতসাবিত্রীদের (অর্থাৎ নির্দিষ্ট কালের মধ্যে অনুপনীতদের) আর কেহ উপনয়ন দেয় না, কেহ পড়ান না, কেহ তাদের দিয়ে যজ্ঞাদি যাজন ক্রিয়া করান না, তাদের সঙ্গে কেহ অন্য কোন রকম ব্যবহার করেন না। অন্য কোন রকম বলতে আশ্বলায়ন থেকে জানা যায়, কোন ব্যক্তি কন্যা দানও করেন না। অতএব একথা সহজ বোধ্য যে, একালেও মূর্খজনেরা সমাজে উপেক্ষিত অবজ্ঞাত হয়ে থাকে কিন্তু নিকৃষ্ট পতিতের মতো অস্পৃশ্য হয় না, কিন্তু তৎকালে অনুপনীত মানেই শিক্ষাবর্জিত মূর্খ জন ছিল পতিত-অস্পৃশ্য। কারণ তখন এখনের মত আর্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠে নি। তখন সমাজে শিক্ষা—বিদ্যা-জ্ঞানই ছিল মহাধন বা মহারত্নস্বরূপ। এখন অশিক্ষিত মূর্খও যদি ধনবান হয়, তাহলে সমাজে তার আদর, প্রতিষ্ঠা, মান, মর্যাদা কোন কিছুই লাভ করতে অসুবিধা হয় না। তৎকালীন

হিন্দুসমাজের যোগ্যতম সাক্ষী রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণেতিহাসাদি পাঠ করলে দেখা যায়, তৎকালীন ব্রাহ্মণ, মুনি, ঋষিগণ পার্থিব ধনসম্পদের অধিকারী না হয়েও মূলতঃ কপর্দক শূন্য হয়েও কেবল জ্ঞান বলে ও সদাচার নিষ্ঠায় অমিতবলশালী রাজাদেরও উপদেশক হয়েছিলেন।

উপনয়নের এরূপ অনিবার্যতা লক্ষ্য করেই ঋষি কিছু বিকল্প বিধান দিয়েছেন। কারণ সমাজে সামাজিক মানুষদের বহুবিধ বাধা, বিপত্তি, অন্তরায়ের সম্ভাবনা থাকে। সেরূপ বাধা-বিপত্তি, অন্তরায়ের ফলে কারও যদি নিয়তকালের মধ্যে উপনয়ন না হয়, তাহলে তাকে আমৃত্যুকাল ব্রাত্যজীবন ধারণ করে থাকতে হবে এরূপ বিধান রক্ষণশীলতার চরম। কিন্তু তৎকালে মধ্যযুগীয় অজ্ঞানান্ধকার না থাকায় এরূপ কঠোর রক্ষণশীলতা ছিল না— যার দ্বারা মানুষের জীবনভার দুর্বহ দুর্বিষহ হবে। তাই ঋষি এরূপ তৎকালিক ব্রাত্য বা পতিতদের উদ্ধারের জন্যই পথ নির্দেশ করেছেন। নিয়তকাল অতিক্রান্ত হলেও শ্রৌতবিধি অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করার পর উপনয়ন সংস্কারের যোগ্যতা লাভ করা যায়। অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষার্থী হলে নির্দিষ্ট বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পরও হিন্দুসন্তান যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করে শিক্ষলাভ করার সুযোগ লাভ করত।

উপনয়নের মধ্যে ধর্মীয় ভাবধারারও উদ্বোধন ঘটে। যেমন যজ্ঞোপবীত বলে যে সূত্রটি ধারণ করতে হয় তা প্রতীকী হলেও ঐ তিনদণ্ডী সূত্র ধারণের সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, 'তুমি ঋষিঋণ' পিতৃঋণ ও দেবঋণ ধারণ করে আছ। এগুলি থেকে মুক্ত হওয়ায় জন্য তুমি নিরন্তর পঞ্চযজ্ঞাদি কৃত্য গুলি করবে। সুতরাং অল্পকথায় বলা যায় যে উপনয়ন সংস্কার দ্বারা কিশোরকে জ্ঞান ও কর্মের ব্রতে দীক্ষিত করে ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।

মানুষের মনুষ্যত্বের উদ্বোধন না হলে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ না ঘটলে মনুষ্য সমাজে, ব্যক্তি সংসারে জন্মগ্রহণ, স্থান লাভ নিরর্থক। ঋষিগণ এই মনুষ্যজীবন বা ব্যক্তিজীবন যাতে নিরর্থক না হয়ে সার্থক হয় তার জন্য তদনুরূপ বিধি নিদের্শ সম্বলিত করে উপনয়ন সংস্কার বিধি প্রণয়ন করেছেন।

উপনয়ন সংস্কারটি মহিমার ফলে ঋষি পারস্কর দ্বিতীয় কাণ্ডের দ্বিতীয় কণ্ডিকা থেকে পঞ্চম কণ্ডিকা পর্যন্ত মোট চারটি কণ্ডিকায় ব্যক্ত করেছেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষে উপনয়ন যে একটি অনিবার্য অনস্বীকার্য সংস্কার ছিল তা পূর্বেই একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে; তার কারণ ও নির্ণীত। তথাপি বর্তমানে এই গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারটির গুরুত্বহীনতার কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পূর্ব সূত্র ধরে বলতে হয় যে, উপনয়ন সংস্কারের সাথে সাথে প্রাচীনকালে বেদাধ্যয়ন আরম্ভ হতো এবং বিদ্যার্থীকে গুরুকুলে বাস করতে হতো। কিন্তু আধুনিক যুগে শিক্ষার গতি-প্রকৃতির আমূল পরিবর্তনের ফলে গুরুকুল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শাস্ত্রনির্দিষ্ট আচার্য বা গুরু হবেন,—'সত্যবাক্ ধৃতিমান্ দক্ষঃ সর্বভূত

দয়াপরঃ। আস্তিকো বেদনিরতঃ শুচিরাচার্য উচ্যতে।।' কিন্তু গুরু সমীপে ছাত্রানয়ন বাক্যটি এখন অর্থহীন। উপনয়ন সংস্কারকালীন যে সমস্ত শিক্ষামূলক ও তত্ত্বনির্ভর উক্তি আছে সেগুলি সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার অবলুপ্তির ফলে বর্তমানের আনুষ্ঠানিক আচার্য ও মাণবক দুজনের কাছেই দুর্বোধ্য। তারা দুজনে 'কি বলাবলি করছে' তা তাদের না জানার ফলে এখন উপনয়ন সংস্কারের নাম 'পৈতা হওয়ায়' দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের ভারতীয় বলে পরিচয় দিতে হলে এবং বিন্দুমাত্র জাতীয়তাবোধ জাগ্রত রাখতে হলে উপনয়ন সংস্কারটির যথাযথ মূল্যায়ন ঘটান কর্তব্য। প্রতিটি হিন্দু সন্তানের পূর্বের ন্যায় স্বাধ্যায় আরম্ভ করা আশুবিধেয়।

পারস্কর উপনয়ন সংস্কারটি চারটি কণ্ডিকায় সুন্দরভাবে ক্রমানুসারে ক্রিয়াগুলির বিন্যাস করে এবং প্রতি ক্রিয়ায় প্রযোজ্য মন্ত্রগুলির নির্দেশ করে অত্যন্ত সহজ সরলভাবে উপস্থাপন করেছেন। এস্থলে তিনি সূত্রকার হয়েও পদ্ধতিকারের ভূমিকা অনেকাংশে পালন করেছেন।

সমাবর্তন—ঋষি পারস্কর তাঁর সংহিতার দ্বিতীয়কাণ্ডে ৬ষ্ঠ কণ্ডিকায় 'স্নান' নামে সমাবর্তন সংস্কারের বর্ণনা করেছেন। ব্রহ্মচর্য পালনের কাল শেষ হওয়ার পর সমাবর্তন সংস্কারটি সম্পাদন করা হয়। অর্থাৎ উপনয়নের পর ১২ বছর বা ২৪ বছর বা ৩৬ বছর বা ৪৮ বছর যাবৎ যথাক্রমে একটি বা দুটি বা তিনটি বা ৪টি বেদ ষড় বেদাঙ্গসহ অধ্যয়ন শেষ করে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশের সূচক হলো সমাবর্তন নামক সংস্কারটি। স্মার্ত মতে সমাবর্তনের অর্থ হলো—'বেদাধ্যয়নের পর গুরুকুলে থেকে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন।'[১] পারস্কর সমাবর্তন শব্দটি না ব্যবহার করে স্নান শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সম্ভবতঃ সমাবর্তন সংস্কারে পারস্কর প্রথমেই অধীতবেদ বিপ্রের স্নান করার বিধি উল্লেখ করেছেন বলে এই সংস্কারটিকে 'স্নান' নামে অভিহিত করেছেন।

এই সংস্কারটির কাল ও উদ্দেশ্য বিচার করলেই বুঝা যায় যে, এটির ধর্মীয় তথা সামাজিক গুরুত্ব কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র যে গার্হস্থ্য আশ্রমকে চতুরাশ্রমের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বলে উল্লেখ করে সেই গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করার অভিশংসা পত্র হলো সমাবর্তন বা স্নান। গার্হস্থ্য আশ্রমটি যেমন মানুষের পার্থিব কামনা বাসনা চরিতার্থ করার যোগ্য স্থান, সেরূপ আবার সকলপ্রকার কামনা বাসনা পূরণ করার জন্য চাই দৃঢ় শরীর ও ভাস্বর ব্রহ্মতেজ। এই শাশ্বত আবশ্যকতাকে উপলব্ধি করেই সমাবর্তনে 'তেন মামভিষিঞ্চামি ......।। ২/৬/১১। অভিষেক মন্ত্রটি প্রণয়ন করেছেন।

সমাবর্তনই যে ব্রহ্মচর্য পালনের সমাপ্তি তা প্রাকৃতজনেরও যাতে বোধ জন্মায় সেজন্যই স্নাতকের মেখলা মোচন, দণ্ডত্যাগ এবং পৃথক বস্ত্রধারণ—এই বাহ্যিক ক্রিয়াগুলি করার

* ১। তত্র সমাবর্তনং নাম বেদাধ্যয়নানন্তরং গুরুকুলাদ্ স্বগৃহাগমনম্। বী. মি. সং প্রথম ভাগ।

নির্দেশ আছে। আর স্নাতক যে ব্রহ্মচর্য শেষ করে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করছেন এও সুষ্ঠুরূপে উপলব্ধি করানর জন্য ভোগ-বিলাসের উপকরণ মাল্য, ভূষণ, ছত্র, পাদুকা প্রভৃতি ধারণের নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং ঋষি পারস্কর সংস্কারটির উক্ত প্রয়োগাত্মক নির্দেশের দ্বারা সমাবর্তনের আন্তঃ ও বাহ্য—দুয়েরই সার্থকতা সম্পাদন করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় বিচার্য। 'সমাবর্তন' শব্দটির অর্থগত সঙ্গতি পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়; কিন্তু 'স্নান' শব্দটির সঙ্গতি কেবল ঐ স্নান শব্দটির ব্যবহার আছে বললে স্বীকার করার মধ্যে কুণ্ঠা থেকে যায়। এ ব্যাপারে গদাধরের সামঞ্জস্য বিধানটি অত্যন্ত অর্থবহ। গদাধর বলেছেন, উপনয়ন থেকে যে ব্রহ্মচর্য পালন চলতে থাকে তা দীর্ঘকাল-সাধ্য যজ্ঞসদৃশ। যজ্ঞের শেষে অবভৃত স্নানের বিধান আছে; এখানেও তাই ঋষি ব্রহ্মচর্য পালনান্তে স্নানের বিধান করেছেন। সুতরাং সংস্কারটির 'স্নান' নামকরণ নিরর্থক বা অসঙ্গত বলা যায় না। বর্তমান কালেও শিক্ষাজগতে যে 'স্নাতক' শব্দটির প্রচলন আছে, তা সম্ভবতঃ পারস্করেরই অবদান।

পারস্কর স্নাতকদের তিনভাগে ভাগ করেছেন,—(১) বিদ্যাস্নাতক, (২) ব্রতস্নাতক ও (৩) বিদ্যাব্রতস্নাতক। এই সংজ্ঞা তিনটির অর্থ হলো,—যিনি বেদাধ্যয়ন শেষ করলেও নিয়তকালব্যাপী ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন না করেই সমাবর্তন—স্নান করেন তাঁকে বলা হয় বিদ্যাস্নাতক। আবার যিনি নিয়তকালব্যাপী ব্রহ্মচর্য ব্রতপালন করলেও বেদাধ্যয়ন শেষ করেন নি, তিনি ব্রতস্নাতক। আর যিনি ব্রত ও অধ্যয়ন দুটিই যথাযথভাবে সমাপন করে সমাবর্তন করেছেন তাঁকে ব্রতবিদ্যা স্নাতক বলা হয়। এই তিনশ্রেণীর স্নাতকের মধ্যে ব্রতবিদ্যা স্নাতকই শ্রেষ্ঠ।

বর্তমানে সমাবর্তন পর্বটি উপনয়নের সঙ্গেই মিটিয়ে ফেলা হয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা এই অনুষ্ঠানগুলির তাৎপর্য ও গুরুত্ব যথার্থ অনুধাবন করতে না পারার ফলে সাধারন প্রথার মত কাজগুলি করে কর্তব্য সম্পাদন করার আত্মতুষ্টি লাভ করছি।

পারস্কর স্নাতকের যে শ্রেণী বিন্যাস করেছেন—তার নিদর্শনও শেষ হয়ে যায় নি। এখনও সমাজে শিক্ষার কাল ও সংসারধর্ম পালনের কাল বিরাজ করছে। এখনও কেহ কেহ শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সমস্ত সময়ব্যাপী শিক্ষালাভ না করেই কোনক্রমে প্রয়োজনানুরূপ শিক্ষালাভ করেই সংসার ধর্ম পালনে ব্যাপৃত হচ্ছেন, কেহ কেহ বা কোনরূপ শিক্ষালাভ না করে এবং তদনুরূপ সময়ও প্রতিপালন না করেই 'যেন তেন প্রকারেণ' চালাবে—এই নীতি মাথায় রেখে সংসার ধর্মপালনে নিযুক্ত হচ্ছে। সামান্য সংখ্যক মানুষ যথাযথ শিক্ষালাভ করে যথাকালে বিবাহাদি করে সংসার ধর্মে প্রবেশ করছেন। মনুষ্যসমাজে এই তিনটি ধারা এখনও সমভাবে বিদ্যমান। সুতরাং বিষয়টির ভূমিকা বা গুরুত্ব পূর্ববৎ সমভাবে বিরাজ করছে, কেবল হারিয়ে গেছে এর অর্থবোধ। তার ফলে আজ হিন্দুসমাজে উপনয়ন, সমাবর্তন প্রভৃতি সংস্কারগুলি কেবল বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানমূলক কৃত্য হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে।

এগুলি যে কেবল ধর্মীয়কৃত্য নয় এগুলির ব্যবহারিক ও সামাজিক মূল্য আছে—এই বোধের পুনরুদ্বোধন হওয়া প্রয়োজন। তবে একথা বিশ্ববাসীকে স্বীকার করতে হবে যে পাশ্চাত্ত্যের ভাববন্যায় আমাদের ভারতসংস্কৃতির ধারা কিন্তু শুষ্ক হয়ে যায়নি। এখনও এমন হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবার প্রায় নাই বলা যায় যে পরিবারে সন্তানদের উপনয়ন, সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয় না। বেদের অনেকশাখা হারিয়ে গেছে, নিত্য বেদাধ্যয়ন প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে, কিন্তু বৈদিক মন্ত্রানুপ্রাণিত অনুষ্ঠানগুলি আজও বাংলার হিন্দুসমাজে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান বললে অযথার্থ উক্তি করা হবে না।

যাহোক, যে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশের জন্য সমাবর্তন, সে গার্হস্থ্য আশ্রমটিকে জ্যেষ্ঠাশ্রম বলা হয়, তার কারণ হলো এই আশ্রমটির মত কঠিন আর কোন আশ্রমই নয়। এখানে প্রতিনিয়ত ঘাত-প্রতিঘাত, বাধা-বিপত্তি একদিকে চলার পথকে কণ্টকিত করে, অপরদিকে কর্তব্যের কশাঘাত তাড়িয়ে নিয়ে চলে। এই স্থানে যেমন পদে পদে ভুল করার সম্ভাবনা সেরূপ ভুল করামাত্র তার মাশুল গণার দুর্ভোগও বিদ্যমান। তাই এস্থানে থেকে যশঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে সর্বপ্রথম সাবধানী পদক্ষেপের প্রয়োজন। তার জন্য আবশ্যক সংযম। ঋষি পারস্কর সমাবর্তনের পর দ্বিতীয়কাণ্ডে সপ্তম ও অষ্টম কণ্ডিকায় **যম ও ত্রিরাত্রব্রত** নামে কতকগুলি বিধি নির্দেশ করেছেন। উক্ত বিধিগুলি সুদূর বৈদিকযুগে নির্ণীত হলেও সেগুলির মধ্যে চিরন্তন আবেদন আছে। অর্থাৎ পারস্করোক্ত বিধিগুলি চিরকালের সকল মানুষেরই পালনীয়।

পঞ্চমহাযজ্ঞ—পারস্কর সংহিতায় দ্বিতীয় কাণ্ডের ষষ্ঠ কণ্ডিকায় সমাবর্তন সংস্কারের বিধিনির্দেশ করে সপ্তম ও অষ্টম কণ্ডিকায় সমাবর্তনেরই অঙ্গীভূত 'যম' ও ত্রিরাত্রিব্রত সম্পর্কে বর্ণনা করেই নবম কণ্ডিকায় অন্তিম সংস্কার 'অন্ত্যেষ্টি' সংস্কারের বিষয় উল্লেখ না করেই গার্হস্থ্য আশ্রমের প্রধান কৃত্য পঞ্চমহাযজ্ঞ সম্পর্কে নির্দেশ করা হয়েছে।

সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে 'অন্ত্যেষ্টি' বিষয়ে আলোচনা না করে 'পঞ্চমহাযজ্ঞের' আলোচনাকে আপাতদৃষ্টিতে প্রসঙ্গাতিক্রম মন হলেও আলোচনার ধারাবাহিকতা প্রকৃতপক্ষে রক্ষিত হয়েছে।

সমাবর্তনের পর যিনি গার্হস্থ্য ধর্ম পালনের ব্রতী হলেন—তাঁর অবশ্য কৃত্যগুলি সমাবর্তনের পরই আলোচ্য। সুতরাং এরূপ বিচারে পারস্কর সংহিতার বিষয়গত গুরুত্বের সঙ্গে গঠনশৈলীও প্রশংসনীয়। বিষয়বিন্যাসের দক্ষতার জন্য ঋষি পারস্করের আসনটি অতিউচ্চস্থানে স্থাপিত থাকবে।

গার্হস্থ্যধর্মাবলম্বীদের যাবতীয় কৃত্যের মধ্যে পঞ্চমহাযজ্ঞ সর্বপ্রথম অবশ্য করণীয়। পঞ্চমহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। (১) ব্রহ্মযজ্ঞ, (২) দেবযজ্ঞ, (৩) পিতৃযজ্ঞ, (৪) নৃযজ্ঞ ও (৫) ভূতযজ্ঞ—এই পাঁচটি যজ্ঞের সমবায়েই হয় পঞ্চমহাযজ্ঞ।

প্রথম যজ্ঞটি হল ব্রহ্মযজ্ঞ। এই যজ্ঞে একমাত্র কৃত্য হলো স্বাধ্যায়, বেদাধ্যয়ন ও

অধ্যাপন। ব্রহ্মযজ্ঞের কৃত্য সম্পর্কে পারস্কর কোনরূপ নির্দেশ করেন নি। তার কারণ সম্ভবতঃ এ বিষয়টির নির্দেশ প্রয়োজনাতিরিক্ত মনে করা হয়েছে।

(২) দেবযজ্ঞ হলো দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতিদান।

(৩) পিতৃযজ্ঞ হলো পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ।

(৪) নৃযজ্ঞ—ব্রাহ্মণ ও অতিথিদের অন্নাদি দান দ্বারা সেব-সৎকার।

(৫) ভূতযজ্ঞে—নানা প্রকার বলিপ্রদান রূপ কৃত্য থাকলেও মুখ্যতঃ সকলপ্রাণীকে খাদ্যদানই হলো ভূতযজ্ঞ। —এই পাঁচটি যজ্ঞ মহত্ত্বের বিচারেই মহাযজ্ঞ আখ্যা পেয়েছে। পাঁচটি কৃত্যেরই গুরুত্ব তথা মহত্ত্ব বিশেষ লক্ষণীয়।

(১) ব্রহ্মযজ্ঞের মুখ্য উদ্দেশ্য নিজের জ্ঞানের সাধনা করা এবং অপরকে জ্ঞানসাধনায় সাহায্য করা। জ্ঞানের তুল্য সম্পদ ত্রিভুবনে নাই। তাই প্রতিটি গৃহস্থকে সর্বদা সেই বিষয়ে সমৃদ্ধ হওয়ার প্রেরণা দেওয়া হয়েছে এই ব্রহ্মযজ্ঞের মাধ্যমে।

(২) দেবযজ্ঞে যে অগ্নিতে দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়ার নির্দেশ আছে তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো গৃহস্থের অন্তরে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা রূপ সদ্‌গুণগুলিকে ক্রমশঃ জাগিয়ে তোলা।

(৩) পিতৃযজ্ঞে যে মৃত পিতা পিতামহাদির উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দান করা হয় তা বাহ্যিক কৃত্য, কিন্তু তার মধ্যে যে তত্ত্বটি নিহিত আছে, তা হলো পিতৃপুরুষদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও প্রিয় স্মৃতি। এদুটি অন্তরে না থাকলে কেবল দম্ভ, অহংকার প্রভৃতি আসুরিক বৃত্তিগুলিই প্রকাশ পাবে।

(৪) নৃযজ্ঞে যে অতিথি সৎকারের নির্দেশ আছে—ভূতযজ্ঞে যে মনুষ্যেতর প্রাণীদেরও নিত্য অন্নদানের বিধান আছে তার ব্যবহারিক মহত্ত্ব তো প্রত্যক্ষ করাই যায়; তা ছাড়াও এই কৃত্যগুলির দ্বারা মানুষের দয়া, উদারতা ও সহিষ্ণুতার ভাব প্রকাশ পায়। তাই পঞ্চমহাযজ্ঞের ব্যবহারিক ও সামাজিক উপযোগিতা তথা গুরুত্ব অতুলনীয়।

সকল গৃহস্থের পক্ষে সবসময় বহু ব্যয়সাপেক্ষ বহুদিন সাধ্য শ্রৌতযজ্ঞ করা সম্ভব হয় না; কিন্তু প্রতিদিন অগ্নিতে মাত্র কয়েকটি সমিধ আহুতি দিয়ে সকল দেবতার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন সহজসাধ্য তথা সম্ভবপর।

শ্রৌতযজ্ঞের সঙ্গে পঞ্চমহাযজ্ঞের তুলনা করলে দেখা যায়—প্রথমতঃ পঞ্চমহাযজ্ঞে গৃহস্থের নিত্য কিছু বিধিবদ্ধ কর্ম থাকছে এবং সেগুলি গৃহস্থের নিজের করণীয়। সেখানে দৈব কৃত্য, পিতৃকৃত্য সমস্তই আছে, কিন্তু কোনরূপ ঋত্বিক বা পুরোহিতের প্রয়োজন নাই। সম্পূর্ণ গৃহস্থেরই ভূমিকা। অপরদিকে শ্রৌতযজ্ঞে নিত্য কর্তব্য হিসাবে কোনরূপ কর্ম নাই; উপরন্তু সেস্থলে ঋত্বিক বা পুরোহিতেরই মুখ্যভূমিকা। গৃহস্থ কেবল পরোক্ষফলের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করবেন মাত্র। কর্মের বিচারে গৃহস্থের ভূমিকা গৌণ।

দ্বিতীয়তঃ পঞ্চমহাযজ্ঞে গৃহস্থ নিষ্কামভাবে দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ ও সমগ্র প্রাণিগণের

প্রতি কর্তব্য পালন করে যুগপৎ দয়া, উদারতা ও নিষ্কাম কর্মের উদাহরণ স্থাপন করেন। অপরদিকে শ্রৌতযজ্ঞে আছে কেবল পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, স্বর্গকামনা প্রভৃতি কামনা-বাসনার নগ্নচিত্র।

সুতরাং উদ্দেশ্যের বিচারে পঞ্চমহাযজ্ঞে শ্রৌতযজ্ঞ অপেক্ষা অনেক বেশিমাত্রায় নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও প্রগতিশীলতা নিহিত আছে।

পরবর্তী কণ্ডিকাগুলিতে বর্ণিত অন্যান্য গৃহ্যকর্ম—

উপাকর্ম—পারস্কর গৃহ্যসূত্রের দ্বিতীয় কাণ্ডের দশম কণ্ডিকায় 'উপাকর্ম' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উপাকর্ম বিষয়টি হলো মুখ্যতঃ বার্ষিক পাঠক্রমনুসারী বেদাধ্যয়নারম্ভ।

পারস্কর এই অনুষ্ঠানটি করার জন্য শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত শ্রাবণী পূণিমা বা হস্তা নক্ষত্রযুক্ত শ্রাবণী পঞ্চমী—এই দুটি দিন নির্ধারণ করেছেন। পরের দিনটির যৌক্তিকতা প্রবল হিসাবে মান্য করা হয়। কারণ হস্তা নক্ষত্রাধিপতি দেবতা সূর্য এবং বেদাধ্যয়ন আরম্ভ হয় গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা তারও দেবতা সূর্য। তাই পরবর্তী দিনের বিধানটি অধিকতর যুক্তনির্ভর। এই উপাকর্ম অনুষ্ঠানে এগারটি বেদমন্ত্রের প্রয়োগ আছে।

অনধ্যায়—পরবর্তী কণ্ডিকায় অর্থাৎ দ্বাদশ কণ্ডিকায় প্রথমে 'অনধ্যায়ে'র দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ব্যবহারিক গুরুত্ব আজও নষ্ট হয়নি। বর্তমান যুগেও শিক্ষালয়গুলিতে অনুরূপ অধ্যয়নে বিরতির অনুকরণে প্রতি সপ্তাহে একদিন ও বিভিন্ন পর্বদিনে অধ্যয়ন অধ্যাপনা বন্ধের রীতি আছে।

উৎসর্গ—তারপর দ্বাদশ কণ্ডিকায় 'উৎসর্জন' বা 'উৎসর্গ' বিধি বিশেষ ভাবে কথিত হলেও একাদশ কণ্ডিকাতেই সূত্রকার তার সূচনা করেছেন। বেদাধ্যয়ন আরম্ভের পর সাড়ে ছ মাস বাদে বেদ উৎসর্গ করার নির্দেশ আছে। দিনক্ষণ হিসাবে পৌষমাসের রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত দিনে বা কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে বেদোৎসর্গের দিন প্রশস্ত। উৎসর্গের পর তিনদিন বিরতি তারপর আবার উপাকর্ম; অর্থাৎ নূতন পাঠগ্রহণ করতে হয়। উক্ত বেদোৎসর্গ অনুষ্ঠানটি বর্তমান যান্মাসিক পরীক্ষার আদিমরূপ।

লাঙ্গলযোজন—সমাবর্তন অনুষ্ঠান বর্ণনের পর গার্হস্থ্যধর্মের পালনীয় বিধিগুলি সূত্রকার ক্রমঅনুসারে সাজিয়ে নির্দেশ করেছেন। উপাকর্মের মধ্যে যেমন শাস্ত্রানুশীলনের কথা আছে সেরূপ জীবিকানির্বাহের পথ নির্দেশ করাও সূত্রকারের কর্তব্যবোধে ঋষি পারস্কর তাঁর গৃহ্যসূত্রের ত্রয়োদশ কণ্ডিকায় 'লাঙ্গল যোজন' অর্থাৎ কৃষিকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রারম্ভিক কর্ম সম্পর্কে নির্দেশ করেছেন। এখানে লক্ষণীয়, যে কৃষিকর্ম জীবের জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত, সেই কর্মকে কখনই অবজ্ঞা করা উচিত নয়—এই সাধারণ তত্ত্ব বুঝাতেই যেন সূত্রকার এর সঙ্গে কয়েকটি ধর্মীয়কৃত্যকে যুক্ত করে এই লাঙ্গলযোজন কর্মটিকে গৃহস্থের নিকট শ্রদ্ধেয় তথা শ্লাঘ্য কর্ম হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন।

শ্রবণাকর্ম—পারস্কর পরবর্তী অর্থাৎ চতুর্দশ কণ্ডিকায় 'শ্রবণাকর্ম' নামে একটি অনুষ্ঠান বিধির নির্দেশ করেছেন। এই অনুষ্ঠানটি করা হয় মুখ্যতঃ সর্পভয় নিবারণ কামনায়। গার্হস্থ্যজীবনে কত প্রকার বিপদ অশান্তি আছে তার ইয়ত্তা নাই। তথাপি যে সমস্ত আধিভৌতিক বিপদ্গুলি সচরাচর গৃহস্থকে বিব্রত করে সেগুলির মধ্যে সর্পদংশন প্রধানতম বলা যায়। তাই তার নিরাকরণ বিধি সর্বাগ্রে জানা কর্তব্য। ঋষি পারস্কর শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমায় এই শ্রবণাকর্মটি করার বিধিনির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমানে শ্রাবণী পঞ্চমী নাগপঞ্চমী নামে চিহ্নিত। ঐদিনেও গৃহস্থগণ সর্পভয় নিবারণ কামনায় নাগ ও নাগমাতা মনসার পূজা করে থাকেন।

ইন্দ্রযজ্ঞ, পৃষাতক ও সীতাযজ্ঞ—এরপর ঋষি পারস্কর পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ কণ্ডিকায় যথাক্রমে ইন্দ্রযজ্ঞ পৃষাতক ও সীতাযজ্ঞের বিধিগুলি বর্ণনা করেছেন পৃষাতক কর্ম পারস্কর ভাদ্রমাসের পূর্ণিমায় এবং ইন্দ্রযজ্ঞ পরবর্তী আশ্বিনী পূর্ণিমায় করার নির্দেশ করেছেন। এ অনুষ্ঠান দুটির বর্তমানে কোনরূপ নিদর্শন নাই। এটি সম্পূর্ণ রূপে ধনবান বা রাজার দ্বারাই করা সম্ভব।

সীতাযজ্ঞটি সাধারণের সাধ্য; এটি মুখ্যতঃ কৃষিজীবীদের কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি ভাবনাত্মক অনুষ্ঠান।

নবান্নপ্রাশন—কৃষিকর্মের সূচনা ও উন্নতিবিধায়ক চিন্তার বর্ণনা দিয়ে দ্বিতীয় কাণ্ডের সমাপ্তি সূচিত হয়েছে। তারপর তৃতীয় কাণ্ডে প্রথমেই সেই কৃষিতে উৎপন্ন শস্য ভক্ষণমূলক অনুষ্ঠানটি প্রথম কণ্ডিকায় বর্ণনা করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানটির আধুনিক রূপ নবান্ন।

আগ্রহায়ণী—তৃতীয় কণ্ডিকার দ্বিতীয় কাণ্ডে আগ্রহায়ণী কর্ম বর্ণিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানটি অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমায় করতে হয়। এতে কয়েকটি অগ্নিসাধ্য কৃত্য থাকলেও খাটের উপর শয্যা ত্যাগই অনুষ্ঠানটির মুখ্য প্রতিপাদ্য। সম্ভবতঃ শ্রাবণ মাস থেকে সর্পভয়; এযাবৎ কাল গৃহস্থগণ খাটে শুতেন তারপর শীতের প্রারম্ভে আর সর্পভয় থাকে না বলে পুনরায় ভূমিতে শয্যার ব্যবস্থাগ্রহণের নির্দেশ করা হয়েছে।

অষ্টকা—পা. গৃ. সূ. তৃতীয় কাণ্ডের তৃতীয় কণ্ডিকায় 'অষ্টকা' নামে শ্রাদ্ধবিষয়ক কৃত্যের নির্দেশ আছে। অনেকে এটি মাসিক শ্রাদ্ধেরই রূপান্তর বলে মনে করেন।

শালাকর্ম—পারস্কর এরপর চতুর্থ কণ্ডিকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাস্তুগৃহ নির্মাণ সম্পর্কে নির্দেশ করেছেন। এস্থলে ঋষি গৃহনির্মাণ ও গৃহপ্রবেশ দুটি বিষয়ের বিশদরূপে নির্দেশ করেছেন। গার্হস্থ্য ধর্মপালন করতে গৃহ অপরিহার্য। তাই গ্রন্থের বিষয়বিন্যাস ব্যাপারে তথা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কণ্ডিকাটির গুরুত্ব সামাজিক মানুষের কাছে চিরন্তন।

মণিকাবধান—পরবর্তী কণ্ডিকাতে পারস্কর 'মণিকাবধান' সম্পর্কে বিধি নির্দেশ করেছেন। 'মণিকাবধান' বলতে জলপাত্র স্থাপন। গৃহনির্মাণ করে গৃহে সুস্থির হয়ে বসবাস

করতে হলে জলের আবশ্যকতা অপরিহার্য। তৎকালে ঘরে ঘরে নলকূপ বা সরকার কর্তৃক জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু জলের প্রয়োজন এখনের থেকে কোন অংশে কম ছিলনা। তাই প্রতিগৃহে একটি করে জলপাত্র থাকত, যার থেকে দৈনন্দিন জলের প্রয়োজন মিটতে পারে। সেই কাজটিকে ঋষি ধর্মীয় আবরণে আবৃত করেছেন মানুষকে যথাকালে প্রেরিত করার জন্য।

শীর্ষরোগভেষজ—ষষ্ঠ কণ্ডিকায় গৃহস্থের প্রায়ই প্রয়োজন উপলব্ধি করে পারস্কর শিরোরোগের চিকিৎসা সম্পর্কে কয়েকটি বিধি নির্দেশ করেছেন।

উতুল পরিমেহ—সপ্তম কণ্ডিকায় বশীকরণ মূলক একটি কৃত্য সম্পর্কে বিধি দেওয়া হয়েছে। দুর্বিনীত ভৃত্যকে বশীভূত করায় জন্য পারস্কর কয়েকটি পথের নির্দেশ দিয়েছেন। এই বিষয়টিই গ্রন্থে উতূল পরিমেহ নামে সঙ্কেতিত হয়েছে।

শূলপর্ব—অষ্টম কণ্ডিকায় পারস্কর স্বর্গকামী ব্যক্তিদের জন্য একটি পশুযজ্ঞের নির্দেশ করেছেন, সেটি 'শূলগব' নামে চিহ্নিত হয়েছে।

বৃষোৎসর্গ—নবম কাণ্ডে পারস্কর বৃষোৎসর্গ নামে আর একটি যজ্ঞের বিধান দিয়েছেন। এটি মানুষ ধন, পুত্র, যশ, আয়ু প্রভৃতির কামনায় করে। পারস্কর বৃষোৎসর্গ বিধিটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন।

উদককর্ম বা অন্ত্যেষ্টিকর্ম—পারস্কর বর্ণিত দশম কণ্ডিকার বিষয়টি সংস্কার বিশেষ। তৃতীয় কাণ্ডে এই একটি সংস্কারই বিধৃত হয়েছে। ভিন্ন প্রসঙ্গে আসার কারণ সম্ভবতঃ কালের বিচারেই হয়েছে। পারস্কর প্রতিটি বিষয় ক্রম অনুসারে সাজিয়েছেন। অন্ত্যেষ্টি সংস্কারটি জীবনের চরম শেষ পর্যায়ের, তাই সমস্ত প্রয়োজনীয় কৃত্যগুলি সম্পর্কে বিধিবিধান প্রণয়ন করে শেষপর্যায়ে ঋষি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বিধিনির্দেশ করেছেন। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াটি অতিবিশদভাবে আলোচিত হয়েছে, প্রতিটি বিধিও ক্রমঅনুসারে বিন্যস্ত হয়েছে। এখানে শবানুগমনকারীদের গেয় যমগাথাটি অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত।

পশ্বালম্ভন। অবকীর্ণিপ্রায়শ্চিত্ত, সভাপ্রবেশ, রথারোহণ, হস্ত্যারোহণ—পারস্কর এরপর একাদশ কণ্ডিকাথেকে পঞ্চদশ কণ্ডিকা পর্যন্ত পশ্বালম্ভনাদি যে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে বিধিনির্দেশ করেছেন সেগুলি প্রায় পরিশিষ্ট পর্যায়ভুক্ত। কেবল দ্বাদশ কণ্ডিকায় যে অবকীর্ণি-প্রায়শ্চিত্তের বিধিবিধান প্রণয়ন করেছেন সেটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। —অবকীর্ণী বলতে স্খলিত ব্রহ্মচর্য ব্যক্তিকে বুঝায়। যে ব্যক্তির চারিত্রিক দুর্বলতা বশতঃ ব্রহ্মচর্যের স্খলন হয় এবং তজ্জনিত পাপের স্খালনের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। এই প্রায়শ্চিত্তকেই বলা হয়—'অবকীর্ণী প্রায়শ্চিত্ত'।

উপসংহার—ঋষি পারস্কর তাঁর গৃহ্যসূত্রে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গৃহ্যকর্মগুলি এমন ক্রমানুসারে সাজিয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, যারফলে সাধারণ শিক্ষার্থীর আর কোন কর্মটির পর কোন কর্মটি হবে—সেরূপ প্রশ্ন করার অবকাশ থাকে না। বিষয়বস্তুর বিচারে হিন্দুসমাজে

গৃহ্যসূত্রগুলির অবদান সীমাহীন—একথা পূর্বেই একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। যে বাঙ্গালীজাতিকে অবৈদিক বলে উত্তরাখণ্ডের মানুষেরা ঘৃণাপ্রদর্শন করেন, এই গৃহ্যসূত্র দ্বারাই তাঁদের সে ভ্রান্তির নিরাকরণ হয়। গৃহ্যসূত্রে প্রদত্ত সমস্ত কৃত্য ভারতের গৃহবাসী সাধারণ মানুষের জন্যই রচিত এবং সেই কৃত্যগুলির মধ্যে যতসংখ্যক বৈদিকমন্ত্র আছে সেই সমস্ত মন্ত্র বাঙ্গালীর জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত কৃত্যগুলির অনুষ্ঠানের মধ্যে উচ্চারিত হওয়ার পর আর কোনক্রমেই বাঙ্গালীকে বেদবিমুখ বা অবৈদিক বলা যায় না।

সুতরাং পারস্কর গৃহ্যসূত্র ভারতীয় জনসমষ্টির কাছে যতখানি গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রদ্ধেয় তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণে বাঙ্গালীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ও আদরণীয়। পারস্কর গৃহ্যসূত্রটি বহ্নিস্থাপন বিধির পর গার্হস্থ্যাশ্রমের আদি বিবাহবিধি থেকে শুরু করে গার্হস্থ্য জীবনের চরমলক্ষ্য ধন-জন-বাহন প্রাপ্তির প্রতীক স্বরূপ হস্ত্যারোহণ বিধি দিয়ে শেষ করা হয়েছে। এরূপ বিষয় বিন্যাসে গ্রন্থটি একদিকে বিধি ও প্রয়োগমূলক ধর্মশাস্ত্র হয়েও ভারতীয় হিন্দুদের সমাজদর্শন, সমাজবিজ্ঞান তথা সামাজিক জীবনেতিহাসে পরিণত হয়েছে। মুখ্যতঃ গৃহ্যসূত্রের ভূমিকা ও উপযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করলে শেষ সিদ্ধান্ত হবে যে, বৈদিক ধর্ম ও তদাশ্রয়ী সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের বিকাশ তথা ব্যাপ্তির পূর্ণ রূপরেখা প্রত্যক্ষ করতে হলে গৃহ্যসূত্রগুলির নিরন্তর পাঠাভ্যাস আবশ্যক। বঙ্গসমাজে অন্যান্য গৃহ্যসূত্রগুলি অপেক্ষা পারস্কর গৃহ্যসূত্রের গুরুত্ব অধিক মাত্রায় বিদ্যমান। তার কারণ হলো, বঙ্গসমাজে ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তি মাত্রেরই সমস্ত গৃহ্যকর্ম অনুষ্ঠিত হয় যজুর্বেদ (শুক্লযজুর্বেদ অনুসারে); ব্রাহ্মণদের মধ্যেও কমপক্ষে শতকরা ২৫ ভাগ ব্রাহ্মণ যজুর্বেদী; তাঁদেরও গৃহ্যকর্মসমূহ যজুর্বেদ অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়। অপরদিকে শুক্লযজুর্বেদীয় গৃহ্যসূত্র বলতে একমাত্র পারস্কর গৃহ্যসূত্রই বিদ্যমান। তাই বাঙ্গালীর কাছে পারস্কর গৃহ্যসূত্র কেবল আদরণীয়ই নয়, একমাত্র অবলম্বন হিসাবে গ্রহণীয়।

পারস্কর গৃহ্যসূত্রম্

প্রথম কাণ্ড ॥ প্রথম কণ্ডিকা

১। অথাতো গৃহ্যস্থালী পাকানাং কর্ম। ১।

অথ—গ্রন্থারম্ভকালে মঙ্গলসূচক একটি অব্যয়, আবার কারও মতে শ্রৌতকর্ম বিধানের পর[১] এখানে অথ শব্দটি প্রারম্ভিক মঙ্গল হিসাবে গ্রহণ করাই যুক্তি সঙ্গত।

অতঃ—শ্রৌতকর্ম সকল সম্পন্ন হয়েছে ; অতএব।[২]

অনু:—শ্রৌতকর্ম বিধানের পর এবার গৃহস্থাশ্রমে ধর্মীয় পাকক্রিয়াগুলি সম্পর্কে বলা হচ্ছে।১

১। গোভিলগৃহ্যসূত্রের ১ম সূত্রে 'অথাতঃ' শব্দের ব্যাখ্যায় সত্যব্রত সামাশ্রমী বলেছেন,—

' 'অথ' গ্রন্থারম্ভদ্যোতকোঽয়ং নিপাতঃ'।

দয়ালকৃষ্ণ শর্মা গোভিলগৃহ্যসূত্রে টীকায় লিখেছেন, 'অথ বেদাধ্যয়নানন্তরম্'

পারস্কর গৃহ্যসূত্রের হরিহরভাষ্যে বলা হয়েছে,—'অথ শ্রৌতকর্মবিধানানন্তরম্'।

২। অতঃ সম্পর্কে হরিহরভাষ্য—'যতঃ শ্রৌতানি কর্মাণি বিহিতানি স্মার্তানি তু বিধেয়ানি অতো হেতোঃ।

সত্যব্রতসামাশ্রমী গোভিল গৃহ্যসূত্রের ভাষ্যে বলেছেন, তদানীন্তনাচার্যাণাং বচোভঙ্গীপ্রযুক্তমিদম্'।

দয়ালকৃষ্ণ কৃত গোভিগৃহ্যভাষ্যে—'অত ইতি যতঃ অন্যে আশ্রমিণঃ গৃহস্থাশ্রয়াঃ অত ইত্যর্থঃ॥

Sacred Books of the East Series Vol. 29. Page No 269. পাদটীকায়—

Comp. Sankhayana-Grihya 1. Asvalayana Grihya 1. 1. &c. It Secms to me that Professor Stenzler is not Quite right in giving to the Opening words of the text Athatah, which he translates 'nun also' the explanation : 'das heisst. nach Beendigung des Srauta-Sutra von katyayana'. I think rather it can be Shown that atah does not contain a reference to something preceding ; thus the srauta-sutra which forms the first part of the

২। পরিসমূহ্যোপলিপ্যোল্লিখ্যোদ্ধৃত্যাভ্যুক্ষ্যাগ্নিমুপসমাধায় দক্ষিণতো ব্রহ্মাসনমাস্তীর্য প্রণীয় পরিস্তীর্যার্থবদাসাদ্য পবিত্রে কৃত্বা প্রোক্ষনীঃ সংস্কৃত্যার্থবৎপ্রোক্ষ্য নিরূপ্যাজ্যমধিশ্রিত্য পর্যগ্নি কুর্যাৎ। ২।

অনুঃ—[এখন অগ্ন্যাধানের কথা বলা হচ্ছে—প্রথমেই জানতে হবে যে, গৃহে অবসথ্যাধানাদি সমস্ত কর্মে যজমানই কর্তা, অন্য কোন ঋত্বিক্ নয়। সুতরাং এবার যজমান অর্থাৎ অগ্নিস্থাপন কর্তা—হাত-পা ধুয়ে আচমন করে শুদ্ধভূমিতে সপ্তবিংশতি অঙ্গুল অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে একহাত পরিমিত মণ্ডলে] (পরিসমূহ্য) তিনটি কুশদ্বারা মণ্ডলের পাংসুগুলি সরিয়ে[১] (উপলিপ্য) গোময় দ্বারা লেপন করে (উল্লিখ্য) তিনটি কুশদ্বারা দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে পূর্বাগ্র স্থণ্ডিল পরিমিত তিনটি রেখা করে (উদ্ধৃত্য) উক্ত রেখা থেকে অনামিকা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পাংসু তুলে অরত্নি পরিমিত দূরে ঈশান কোণে ফেলে[২] (অভ্যুক্ষ্য) জলপাত্র থেকে জল নিয়ে অভুক্ষণ করে[৩] অর্থাৎ ছিটিয়ে কার্যসাধনোপযোগী অগ্নিকে আত্মাভিমুখে স্থাপন করে অগ্নির দক্ষিণ দিকে ব্রহ্মার আসন পেতে অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন জলধারা দিয়ে তার উপর কুশ বিছিয়ে (প্রণীয়) ব্রহ্মস্থাপন করে[৪] [ব্রহ্মা—কোন তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তার অভাবে ছত্র বা উত্তরীয় বা জলপূর্ণ কমণ্ডলু অথবা কুশনির্মিত ব্রাহ্মণ[৫]] (পরিস্তীর্য) পূর্ব-সংগৃহীত কুশ দ্বারা প্রাগগ্র করে ঈশান কোণ থেকে আরম্ভ করে উত্তর দিক পর্যন্ত অগ্নিকে পরিস্তরণ করে কার্যসাধনোপযোগী দ্রব্যগুলিকে অগ্নির উত্তরে বা পশ্চিমে

---

whole sutra collection. is opened in the same way by the words Athatox dhikarah.

কিন্তু Oldenberg এর এই মত কর্ক প্রভৃতি প্রাচীন ভাষ্যকারদের মতের সঙ্গে মিলে না; তাই এই মত স্বীকার্য নয়।

অথ শব্দের আভিধানিক অর্থ—মঙ্গলানন্তরারম্ভ প্রশ্ন কাৎস্ন্যেষু অথো অথ।

১। ভূমে সমূহনং কৃত্বা গোময়েনোপলেপয়েৎ। গৃ. সং. পরি.

২। উৎকরং গৃহ্য রেখাভ্যোঽরত্নিমাত্রে নিধাপয়েৎ।
দ্বারমেতৎ পদার্থানাং প্রাগুদীচ্যাং দিশি স্মৃতঃ॥ গৃ. সং. প.

৩। উত্তানেনৈব হস্তেন প্রোক্ষণং সমুদাহৃতম্।
ন্যঞ্চতাভ্যুক্ষণং প্রোক্তং তিরশ্চাবোক্ষণং স্মৃতম্॥ গৃহ্যান্তরোক্তম্।

৪। উদগ্‌ধারামবিচ্ছিন্নামাগ্ন্যমারভ্য দক্ষিণাৎ।
দদ্যাদ্ ব্রহ্মাসনস্থানে সর্বকর্মসু নিত্যশঃ॥ গোভিলপুত্রকৃত গৃহ্যাসংগ্রহ।

কুশনির্মিত ব্রাহ্মণ সম্পর্কে গৃহ্যাসংগ্রহ পরিশিষ্ট বচন—

৫। ঊর্ধ্বকেশো ভবেদ্ ব্রহ্মা লম্বকেশস্তুবিষ্টরঃ।
দক্ষিণাবর্তকো ব্রহ্মা বামাবর্তস্তুবিষ্টরঃ॥

সাজিয়ে নিয়ে (পবিত্র কৃত্বা) প্রাদেশ প্রমাণ সাগ্র দুটি কুশ দ্বারা পবিত্র[৬] রচনা করে প্রোক্ষণীপাত্র সংস্কার করে হোমের উপযোগী আজ্যস্থালী প্রভৃতি বস্তুগুলিতে জলের ছিটা দিয়ে আজ্যস্থালীতে আজ্য এবং চরুস্থালীতে চাল দিয়ে প্রণীতোদকের দ্বারা সিঞ্চন করে (অধিশ্রিত্য) আজ্যস্থালী[৭] বা চরুস্থালীটি[৮] আগুনে চাপিয়ে (একটি জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে) উক্ত আজ্যস্থালী বা চরুস্থালীর উপর চারদিকে ঘুরাতে হবে।২

৩। স্রুবং প্রতপ্য সংমৃজ্যাভ্যুক্ষ্য পুনঃপ্রতপ্য নিদধ্যাৎ ॥ ৩

অন্বঃ—স্রুবটিকে[৯] আগুনে তাতিয়ে[১০] (সংমৃজ্য) [সম্মার্জন কুশের মূল দ্বারা স্রুবের অগ্রভাগ থেকে নিম্নদেশ ও নিম্নদেশ থেকে অগ্রভাগ পর্যন্ত] মার্জন করে (প্রণীতোদক দ্বারা) অভ্যুক্ষণ করে অর্থাৎ অধোমুখ হাতে জলের ছিটা দিয়ে পুনরায় (পূর্বের মত আগুনে) তাতিয়ে (ডানদিকে) রাখতে হবে।৩

গোভিলপুত্রকৃত গৃহ্যাসংগ্রহে—

কতিভিস্তু ভবেদ্ ব্রহ্মা কতিভিবিষ্টরঃ স্মৃতঃ।
পঞ্চাশদ্ভির্ভবেদ ব্রহ্মা তদর্ধেন তু বিষ্টরঃ॥ গৃ. ১।৮।৮৯
ওঁকারেনৈব মন্ত্রেণ দ্বিজঃ কুর্যাৎ কুশদ্বিজম্॥

৬। কাত্যায়ন—অনন্তগর্ভিণং সাগ্রং কৌশদ্বিদলমেব চ।
প্রাদেশমাত্রং বিজ্ঞেয়ং পবিত্রং যত্র কুত্রচিৎ॥ কর্মপ্রদীপ

৭। আজ্যস্থালী চ কর্তব্যা তৈজসদ্রব্যসম্ভবা।
মহীময়ী বা কর্তব্যা সর্বাস্বাজ্যহুতীষু চ॥
আজ্যস্থাল্যাঃ প্রমাণং তু যথাকামং।
সুদৃঢ়ামব্রণাং ভদ্রামাজ্যস্থালী প্রচক্ষতে॥ ক. প্র.

আজ্য—অগ্নিনাচৈব মন্ত্রেণ পরিত্রেণ চ চক্ষুষা।
চতুর্ভিরেব যৎ পূতং তদাজ্যমিতরদ্ ঘৃতম্॥
ঘৃতং বা যদি বা তৈলং পয়ো বা যদি যাবকং।
আজ্যস্থানে নিযুক্তানামাজ্যশব্দো বিধীয়তে॥ গৃ. সং

৮। তির্যগূর্ধ্বং সমিন্মাত্রদৃঢ়া নাতিবৃহন্মুখী।
মৃন্ময্যৌডুম্বরো বাপি চরুস্থালী প্রশস্যতে॥ ক. প্র.

৯। খাদিরো বাথ পার্ণো বা দ্বিবিতস্তিঃ স্রুবঃ স্মৃতঃ।
স্রুক্ বাহুমাত্রা বিজ্ঞেয়া বৃত্তস্তু প্রগ্রহস্তয়োঃ॥
স্রুবাগ্রে ঘ্রাণবৎখাতং দ্ব্যঙ্গুষ্ঠ পরিমণ্ডলম্।
জুহ্বাঃ শরাববৎ খাতং স্রুচশ্চার্ধং ষড়ঙ্গুলম্॥

১০। ডানহাতে স্রুবটিকে নিয়ে পূর্বাগ্র ও অধোমুখ করে আগুনে তাতিয়ে বাঁহাতে নিয়ে ডানহাতে করে সম্মার্জন কুশের অগ্রভাগ দ্বারা মূল থেকে অগ্রপর্যন্ত মর্দন করতে হয়।

৪। আজ্যমুদ্বাস্যোৎপূয়াবেক্ষ্য প্রোক্ষণীশ্চ পূর্ববদুপযমনান্ কুশানাদায় সমিধোঽভ্যাধায় পর্যুক্ষ্য জুহুয়াৎ ॥ ৪

অনুঃ—আজ্য উদ্বাসন[১১] করে পবিত্র দিয়ে উৎপূনন করে[১২] (অবেক্ষ্য) নিরীক্ষণ করে [অর্থাৎ আজ্যমধ্যে কোন অপদ্রব্য পড়েছে কিনা দেখে তা ফেলে দিয়ে] প্রোক্ষণী পাত্রের জলও (পবিত্র দ্বারা) পূর্বের মত উৎপূনন করে উপযমন কুশগুলি ডানহাতে করে নিয়ে বাঁহাতে রেখে দাঁড়িয়ে কতকগুলি সমিধ[১৩] (অভ্যাধায়) আগুনে নিক্ষেপ করে (পর্যুক্ষ্য) [প্রোক্ষণী পাত্রের জল দিয়ে আগুনের ঈশান কোণ থেকে ঈশান কোণ পর্যন্ত] জলধারা দিয়ে বেষ্টন করে (জুহুয়াৎ) হোম করবে (আঘারাদি[১৪]) ।৪

৫। এষ এব বিধির্যত্র ক্বচিদ্ধোমঃ ॥ ৫

অনুঃ—যে কোন লৌকিক বা স্মার্ত হোম হলে (এষ এব বিধিঃ) এইটিই নিয়ম (অর্থাৎ পূর্বোক্ত পরিসমূহন থেকে পর্যুক্ষণ ও আঘারাদি হোম পর্যন্ত করতে হয়)।

ইতি প্রথম কণ্ডিকা

১১। আজ্যটিকে তুলে চরুর পূর্বদিকে নিয়ে গিয়ে অগ্নির উত্তর দিকে রেখে চরুটিকে তুলে আজ্যের পশ্চিমে নিয়ে গিয়ে আজ্যের উত্তরদিকে রাখা হলে—এই চরু ও আজ্যের স্থাপনের নাম উদ্বাসন।

১২। পবিত্রমন্তরে কৃত্বা স্থাল্যামাজ্যং সমাবপেৎ।
এতৎ সম্পূয়নং নাম পশ্চাদুৎপবনং স্মৃতম্ ॥ গৃ. সং ১।১০৬

১৩। নাঙ্গুষ্ঠাদধিকাগ্রাহ্যা সমিৎস্থূলতয়া ক্বচিৎ।
ন বিযুক্তত্বচাচৈব ন সকীটা ন পাটিতা ॥
প্রাদেশান্নাধিকা নোনা ন ত্বচা স্যাদ্বিশাখিকা।
ন সপর্ণা ন নির্বীর্যা হোমেষু চ বিজানতা ॥ ক. প্র.

১৪। হোমবিধি—
উত্তানেনৈব হস্তেন হঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ পীড়িতম্।
সংহতাঙ্গুলিপাণিস্তু বাগ্‌যতো জুহুয়াদ্ধবিঃ ॥ গোভিল পরি.

* সংস্কৃত পাত্রে পুনরায় আজ্য নিলে আর সংস্কার করতে হয় না। কারণ—
যথা সিমন্তিনী নারী পূর্বগর্ভেণ সংস্কৃতা।
এবমাজ্যস্য সংস্কারঃ সংস্কারবিধি চোদিতঃ ॥ গৃহ্যাসংগ্রহ

সংস্কৃত স্রুব কোন কারণে অপরিষ্কার হলে কুশ দ্বারা মার্জন করে গরমজলে ধুয়ে আগুনে তাতিয়ে নিতে হয়।

কাত্যায়ন—তেষাং প্রাক্‌শঃ কুশৈঃ কার্য্যঃ সম্প্রমার্গ জুহ্বতা।
প্রতাপনঞ্চ লিপ্তানাং প্রক্ষাল্যোষ্ণেণ বারিণা ॥

প্রথম কাণ্ড—দ্বিতীয় কণ্ডিকা

১। আবসথ্যাধানং দারকালে ।১

অনুঃ—বিবাহকালে অর্থাৎ দারপরিগ্রহের[১] সময় আবসথ্য অর্থাৎ গৃহ্যাগ্নি আধান বা গ্রহণ করতে হয় ।১

২। দায়াদ্যকাল একেষাম্ ।।২

অনুঃ—(একেষাম্) কোন কোন আচার্যের মতে (দায়াদ্যকালে) ভ্রাতৃগণেরমধ্যে পিতৃধন বিভাগের সময়ই গৃহ্যাগ্নি সমাধান বা গ্রহন কর্তব্য ।২

(এখানে বিকল্প মত হলো যে, অভ্রাতৃকগণ বিবাহকালেই উক্ত আবসথ্যাধান করবে।)

৩। বৈশ্যস্য বহুপশোর্গৃহাদগ্নিমাহৃত্য ।।৩

অনুঃ—(আবসথ্যাধান করার উদ্দেশ্যে অগ্ন্যাধান কর্তা স্নানাদি সমাপন করে ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে গিয়ে)

বহু গবাদি পশু সম্পদে সমৃদ্ধ কোন বৈশ্যের গৃহ হতে অগ্নি আহরণ করে—।৩

৪। চাতুষ্প্রাশ্য পচনবৎ সর্বম্ ।।৪

অনুঃ—সমস্ত অনুষ্ঠানটি চাতুষ্প্রাশ্য পাক[৪] সদৃশ হওয়া বিধেয় ।৪

১। অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু ক্ষণমাত্রমপি দ্বিজঃ। আশ্রমেন বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ' ॥ ইতি

বচনাৎ বাগ্দানোত্তরমেবাগ্ন্যাধানং কর্তব্যমিত্যবধেয়ং। গো গৃ. সূ

২। আধানস্য তু চত্বারঃ উক্তাঃ কালাঃ পৃথক্ পৃথক্। (১) অন্ত্যাসমিদ, (২) বিবাহশ্চ (৩) বিভাগঃ (৪) পরমেষ্ঠিনঃ ॥ গৃ. সং

৩। তুলনীয় গোভিল গৃহ্য সূত্রে 'বৈশ্যকুলাদ্বা…১।১।১৫—১৭ গৃহান্তরে—ব্রাহ্মণকুলাদ্ব্রহ্মবর্চসকামো অগ্নিমাহৃত্যাদধীত, রাজন্যাদোজোবীর্যকামঃ, বৈশ্যাৎপুত্রপশুকামঃ, অম্বরীষাদ্ধনধান্যকামঃ, আরণেয়মুরুপুণ্যকাম ইতি।

৪। চাতুষ্প্রাশ্যপাক—The Katushprasya food is prepared at the time of setting up of the Srauta fires, for the four chief officiating priests of the srauta fires. Comp. Satapatha Brahamana 11. 1. 4. Katyayana's corresponding rules with regard to the Adhana of the srauta fires are found at to 7. 15. 16.

Sa B. of the bast vol 29. P 271.

৫। অরণি প্রদানমেকে ।।৫

অনু:—(একে) কোন কোন আচার্য বলেন, অরণি মন্থনজনিত* অগ্নি গ্রহণীয় ।৫

৬। পঞ্চমহাযজ্ঞা ইতি শ্রুতেঃ ।।৬

অনু:—পঞ্চমহাযজ্ঞ শ্রৌতকর্মের অন্তর্গত বলে অরণিমন্থনজনিত অগ্নিতে গৃহ্যানুষ্ঠান করা উচিত—ইহাই শ্রুতিসঙ্গত ।৬

৭। অগ্ন্যাধেয় দেবতাভ্যঃ স্থালীপাকং শ্রপয়িত্বা আজভাগাবিষ্টবা আজ্যাহুতি র্জুহোতি ॥ ৭

অনু:—(অগ্ন্যাধেয় দেবতাভ্যঃ) [শ্রৌতদেবতা ১) পবমান অগ্নি, ২) পাবক অগ্নি, ৩) শুচ্যগ্নি ও ৪) আদিত্যাগ্নি]

—এই অগ্ন্যাধেয় দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্থালীপাক পাক করে (আজ্যভাগেঃ) অগ্নি ও সোমের আঘার আজ্যভাগ—দুটি হোম করে (বক্ষ্যমানানুরূপ ক্রমে) আজ্যাহুতি দেওয়া হয় ।৭

৮। ত্বন্নোঽগ্নে সত্বন্নোঽগ্ন ইমম্মে বরুণ তত্ত্বায়ামি যে তে শতময়াশ্চাগ্ন উদুত্তমং ভবতন্ন ইত্যষ্টৌ পুরস্তাৎ ॥ ৮

---

* আবসাথ্যাধানের অর্থবাদ গৃহ্যকাণ্ডে—

নাবসাথ্যাৎ পরো ধর্মো নাবসাথ্যাৎপরং তপঃ ।
নাবসাথ্যাৎ পরং দানং নাবসাথ্যাৎ পরং ধনম্ ॥
নাবসাথ্যাৎ পরং শ্রেয়ো নাবসাথ্যাৎ পরং যশঃ ।
নাবসাথ্যাৎপরা সিদ্ধির্ণাবসাথ্যাৎপরা গতিঃ ॥
নাবসাথ্যাৎ পরং স্থানং নাবসাথ্যাৎপরং ব্রতম্ ॥

৫। যজ্ঞপার্শ্বকারিকায় উক্ত অরণিলক্ষণ—

অশ্বত্থো যঃ শমীগর্ভঃ প্রশস্তোর্বীসমুদ্ভবঃ ।
তস্য যা প্রাঙ্মুখীশাখা উদীচী চোর্ধ্বগাপি বা ॥
অরণিস্তন্ময়ী জ্ঞেয়া তন্ময্যেবোত্তরারণিঃ ।
সারবদ্দারবং চাত্রমোবির্মী চ প্রশস্যতে ॥
সংসক্তমূলো যঃ শম্যাঃ স শমীগর্ভ উচ্যতে ।
অলাভে ত্বশমীগর্ভাদাহরে দবিলম্বিত্বঃ ॥
চতুর্বিংশঙ্গুলা দীর্ঘা বিস্তারেণ ষড়ঙ্গুলা ।
চতুরঙ্গুলমুৎসেধা অরণির্যাজ্ঞিকৈঃ স্মৃতা ।
মূলাদষ্টাঙ্গুলংত্যক্ত্বা অগ্রাচ্চ দ্বাদশাঙ্গুলম্ ।
অন্তরং দেবযোনিস্যাৎ তত্র মথ্যো হুতাশনঃ ।

অম্লুঃ—(পুরস্তাৎ) স্থালীপাক অর্থাৎ চরু আহুতির পূর্বে—১) 'ত্বন্নো অগ্নে') ২) 'সত্বন্নো অগ্নে', ৩) 'ইমং মে বরুণ', ৪) 'তত্ত্বায়ামি', ৫) 'যে তে শতং, ৬) 'অয়াশ্চাগ্নে', ৭) 'উদুত্তমং', ৮) 'ভবতম'—এই অটেটি মন্ত্র পাঠ করতে করতে আটটি (আজ্যদ্বারা) আহুতি দিতে হবে।৮

১। মন্ত্র—ত্বং নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেড়ো অবযাসি সীষ্ঠাঃ।
যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বা দ্বেষাগুঁসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ ॥

(যজু ২১।৩)

ঋষি—বামদেব, ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ, দেবতা—অগ্নি, বরুণ, বিনিয়োগ—প্রায়শ্চিত্ত হোম।

মন্ত্রার্থ—হে অগ্নিদেব! তুমি সর্বজ্ঞ, যাগাদি কর্মের প্রধান, হবিবাহক, অতিশয়, দীপ্তিমান, আমাদের প্রতি বরুণদেবের ক্রোধ প্রশমিত কর এবং সমস্ত দুর্ভাগ্য আমাদের থেকে দূর কর।

২। মন্ত্র—স ত্বং নো অগ্নেঽবমো ভবোতী নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ।
অব যক্ষ্ব নো বরুণগুঁররাণো বীহি মৃড়ীকগুঁ সুহবো ন এধি ॥

(যজু ২১।৪)

ঋষ্যাদি—পূর্বানুরূপ।

মন্ত্রার্থ—হে অগ্নিদেব! তুমি এই ঊষাকালে আমাদের সমৃদ্ধি সম্পন্ন করার জন্য নিজের রক্ষাসাধন-সমন্বিত হ'য়ে আমাদের নিকটবর্তী হও, আমাদের রক্ষা কর। হবি-প্রদানকারী আমাদের রাজা বরুণকে তৃপ্ত কর। তুমি আমাদের সুখকর হবি ভক্ষণ কর। তোমাকে আহ্বান করছি।

৩। মন্ত্র—ইমং মে বরুণ শ্রুধী হবমদ্যা চ মৃড়য়। ত্বামবস্যুরা চকে ॥

(যজু ২১।১)

ঋষি—শুনঃশেপ ছন্দঃ—গায়ত্রী, দেবতা—বরুণ, বিনিয়োগ—প্রায়শ্চিত্তহোম।

মন্ত্রার্থ—হে বরুণদেব! তুমি আমার এই আহ্বান শোন এবং আমাদের সকল-প্রকার সুখ দান কর। নিজের রক্ষার জন্য আমি তোমাকে আহ্বান করছি।

৪। মন্ত্র—তত্ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমান স্তদা যজমানো হবির্ভিঃ।
অহেড়মানো বরুণেহ বোধ্যুরুশংস গুঁস মা ন আয়ুঃ প্রমোষীঃ ॥

(যজু ২১।২)

ঋষি—শুনঃশেপ, ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ, দেবতা-বরুণ, বিনিয়োগ-পূর্ববৎ।

মন্ত্রার্থ—হে বরুণদেব। যে কামনায় যজমান তোমায় হবিপ্রদান করে, আমি বেদের দ্বারা স্তুতি করে সেই অভীষ্ট কামনা করছি। হে বহুস্তুত ! ক্রোধ না করে আমার প্রার্থনা অবগত হও ; আমাদের আয়ু হরণ করো না।

৫। মন্ত্র—যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং যজ্ঞিয়াঃ পাশাঃ বিততা মহান্তঃ।
তেভি র্নো অদ্য সবিতোহত বিষ্ণু র্বিশ্বে মঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ।
(কাত্যা শ্রৌ, সূ ২৫।১।২)

ঋষি—বামদেব, ছন্দঃ—জগতী, দেবতা—বরুণ। বিনিয়োগ—পূর্ববৎ।

মন্ত্রার্থ—তোমার বহুসংখ্যক পাশগুলি অসংখ্য যজ্ঞ থেকে উৎপন্ন হয়ে বিস্তৃত ও অপরিহার্য রূপে বিরাজ করছে। আমি তার দ্বারা আবদ্ধ হয়েছি। সর্ব-পূজ্য সবিতৃদেব, বিষ্ণু এবং মরুদ্‌গণ আমায় তা থেকে মুক্ত করুন।

৬। মন্ত্র—অয়াশ্চাগ্নেস্যানভিশস্তিপাশ্চ সত্যমিত্ত্বময়া অসি।
অয়ানো যজ্ঞং বহাস্যয়ানো ধেহি ভেষজম্ ॥ (কাত্য শ্রৌ, সূ, ১।১)

ঋষি—বামদেব, ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ, দেবতা—অগ্নি। বিনিয়োগ—পূর্ববৎ।

মন্ত্রার্থ—হে অগ্নিদেব! তুমি ভিতরে বাহিরে সর্বত্র বিরাজমান। শাপমুক্ত ব্যক্তিকে তুমি নিজের করে নিয়ে শোধন কর। প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান দ্বারা তার কার্যের পালক হও। ইহা সত্য যে, তুমি শুভংকর। এজন্য তুমি আমার পবিত্র হৃদয়ে অবস্থান করে যজ্ঞকে বহন করে থাক—আমায় ভেষজ্য দান কর।

৭। মন্ত্র—উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমগুঁশ্রথায়।
অথা বয়মাদিত্যব্রতে তবা নাগসোহদিতয়ে স্যাম ॥ (যজু ১২।১২)

ঋষি—শুনঃশেপ। ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ, দেবতা—বরুণ। বিনিয়োগ—পূর্ববৎ।

মন্ত্রার্থ—হে বরুণদেব। তুমি প্রাণিগণের বন্ধন ও সন্তাপ থেকে মুক্তিদাতা। তুমি আমাদের মস্তক, কণ্ঠ আদি উত্তমাঙ্গস্থিত পাশগুলি নাশ কর। কটি আদি মধ্যমাঙ্গস্থিত পাশ নাশ কর, পাদাদি অধঃস্থ অঙ্গস্থিত পাশবন্ধন ছিন্ন করে দাও। যার দ্বারা অপরাধমুক্ত মনে তোমার (যাগাদি) অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হতে পারি। হে অদিতিনন্দন বরুণ! তুমি আমাদের দীনতা শূন্য করে অখণ্ডঐশ্বর্যলাভের যোগ্য কর।

৮। মন্ত্র—ভব তং নঃ সমনসৌ সচেতসাবরেপসৌ। মা যজ্ঞ গুঁ হিং গুঁ
সিষ্টং মা যজ্ঞপতিং
জাতবেদসৌ শিবৌ ভবতমদ্য নঃ ॥ (যজু ৫।৩)

ঋষি—প্রজাপতি। ছন্দঃ—পঙ্‌ক্তি। দেবতা—জাতবেদা। বিনিয়োগ—পূর্ববৎ।

মন্ত্রার্থ—হে জাতবেদোদ্বয়। তোমরা উভয়ে আমাদের প্রতি সমান প্রীতিযুক্ত, পরস্পর সমান চিত্তযুক্ত ও পাপরহিত হও। আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তোমরা আমাদের অপরাধ হয়েছে ভেবে ক্রোধ করো না, আমাদের যজ্ঞ নষ্ট করো না, যজমানকে হত্যা করো না; আমাদের জন্য মঙ্গলময় হও।

৯। এবমুপরিষ্টাৎ স্থালীপাকস্যাগ্ন্যাধেয় দেবতাভ্যো হুত্বা জুহোতি॥ ৯

অনুঃ—(অগ্ন্যাধেয় দেব-হোমে যে আটটি মন্ত্র পাঠ করে আটটি আজ্যাহুতি দানের পর) স্থালীপাক অর্থাৎ চরুদ্বারা পবমানাগ্নি, পাবকাগ্নি, শুচ্যগ্নি এবং আদিত্যাগ্নি—এই চার অগ্ন্যাধেয় দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিয়ে 'ত্বন্নো অগ্নে' ইত্যাদি আটটি মন্ত্রে পুনরায় (চরুদ্বারাই) আটটি আহুতি দেওয়া হয়।৯

১০। স্বিষ্টকৃতে চ। ১০।

১১। অয়াস্যগ্নের্বষট্‌কৃতং যৎকর্মণাত্যরীরিচং দেবাগাতু বিদ ইতি ॥১১

অনুঃ—[পূর্বোক্ত বিধানে চরুদ্বারা ১২টি আহুতি দানের পর] 'অয়াস্যগ্নেঃ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির উদ্দেশে একটি আহুতি দিতে হবে। ১০-১১

মন্ত্র—অয়াস্যগ্নের্বষট্‌কৃতং যৎ কর্মণাত্যরীরিচং দেবাগাতু বিদঃ॥

শ. ব্রা. ১৪।৯. ৪. ২৪

ঋষি—গৌতম। ছন্দঃ—গায়ত্রী, দেবতা—গাতুবিদ। বিনিয়োগ—চরুহোম।

মন্ত্রাথ—হে যজ্ঞবেত্তা দেববৃন্দ! অগ্নির নিমিত্ত বষট্‌কার করে আমি যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিকারী হয়েছি। সুতরাং তোমরা প্রসন্ন হয়ে সর্বদা আমার প্রতি কৃপাপরায়ণ হও।

---

* ব্রাহ্মণ ভোজনের কথা বলা হলেও সংখ্যার উল্লেখ না থাকায় এ বিষয়ে একটি সংশয়ের সৃষ্টি হয়। এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে ভাষ্যকারদের মধ্যে মতপার্থক্য ঘটেছে। ভাষ্যকার কর্ক, জয়রাম, হরিহর ও গদাধরের সিদ্ধান্ত হলো যে একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাতে হবে। কোন কোন আচার্যের সিদ্ধান্ত হলো, একাধিক অর্থাৎ বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণকে ভোজন করান উচিত; কারণ পারস্কর কর্তৃক বহুবচনের প্রয়োগ আছে। ভাষ্যকার বিশ্বনাথ উক্ত দুইপক্ষের সিদ্ধান্তই অস্বীকার করে নির্দিষ্ট সংখ্যার উল্লেখ করে বলেছেন, তেত্রিশজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করান বিধেয়; তবে একান্তপক্ষে সম্ভব না হলে একজন ব্রাহ্মণকেই ভোজন করাতে হয়।

১২। বর্হিহূর্ত্বা প্রাশ্নাতি ॥ ১২

অনুঃ—পরিস্তরণ কুশ অগ্নিতে আহুতি দিয়ে সংস্রব প্রাশন কর্তব্য। [সংস্রব প্রাশন বলতে প্রোক্ষণী পাত্রস্থ ঘৃতবিন্দু পান করা।১২

১৩। ততো ব্রাহ্মণভোজনম্ ॥ ১৩

অনুঃ—তারপর ব্রাহ্মণভোজন করান বিধেয়।১৩

ইতি দ্বিতীয় কণ্ডিকা

প্রথম কাণ্ড—তৃতীয় কণ্ডিকা

১। ষড়র্ঘ্যা ভবন্ত্যাচার্য ঋত্বিগ্‌বৈবাহ্যো রাজা প্রিয়ঃ স্নাতক ইতি ॥১।

অনুঃ—ছয়জন অর্ঘদানেরযোগ্য, (এই ছয়জন হলো) ১) আচার্য[১] (অর্থাৎ যিনি উপনয়ন বেদাধ্যয়ন করান), ২) ঋত্বিক[২] (যিনি শ্রৌত স্মর্তাদি কর্ম সম্পাদন করান), ৩) বৈবাহ্য[৩] (অর্থাৎ বর), ৪) রাজা (অভিষেকাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট হয়ে প্রজাপালনে নিযুক্ত ক্ষত্রিয়), ৫) প্রিয় (অর্থাৎ উচ্চবর্ণ বা সমান বর্ণের বন্ধু) এবং ৬) স্নাতক (ব্রহ্মচর্য আশ্রম প্রতিপালন করে ক্রমাগত)। ১।

২। প্রতিসংবৎসরানর্হয়েয়ুঃ ॥২।

---

* ঔপসনাগ্নি—আশ্বলায়ন প্রভৃতি আচার্যগণের মতে বৈবাহিক অগ্নিরই অপর নাম ঔপাসনাগ্নি। কারণ বিবাহ হোমকেই পত্নী ও হোমের সংস্কারক বলে স্বীকার করা হয়। কিন্তু ভাষ্যকার হরিহরের সিদ্ধান্ত হ'লো, পারস্কর 'আবসথ্যাধানং দারকালে'—বচন দ্বারা অগ্নি সংস্কারের পৃথক বিধান করেছেন। সুতরাং এই সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত অগ্নিই হলো 'ঔপাসনাগ্নি'।

১। উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্ দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্যং প্রচক্ষতে ॥ ম. সং ২।১৪০

২। অগ্ন্যাধানং পাকযজ্ঞমগ্নিষ্টোমাদিকান্ মখান্।
যঃ করোতি বৃতো যস্য স তস্য র্ত্বিগিহোচ্যতে ॥ ২।১৪৩

৩। বৈবাহ্য শব্দ সম্পর্কে Sacred Books of the East Series এর শাঙ্খ্যায়ন গৃহ্যসূত্রের পাদ টীকায় বলা হয়েছে—

Here the fourth person mentioned is the Svasura, while in the Grihya text the expression 'Vaivahya' is used. It is difficult not to believe that both words are used in the same sense, and accordingly Narayana says vivahyah Svasurah. কিন্তু এ অর্থ এখানে

অনুঃ—প্রতিবৎসরাই (গৃহে আগত পূর্বোক্ত আচার্যাদি ছয়জনকে) অর্ঘ্য দান করে পূজা করতে হয় ।২

৩ । যক্ষ্যমাণাস্তৃত্বিজঃ ॥৩।

অনুঃ—(যক্ষ্যমানাঃ) যজ্ঞানুষ্ঠানকারী যজমানগণ যাজকগণকে অর্ঘ দ্বারা পূজা করবেন ।৩

৪ । আসনমাহার্যাহ সাধুভবানাস্তামর্চয়িষ্যামো ভবন্তমিতি ॥৪।

অনুঃ—(কিভাবে পূজা করবে ?—এই প্রশ্নের উত্তর হিসাবে বলা হচ্ছে)—

(আসনম্) বারণাদি দারুময় পীঠাদি (আহার্য) ভৃত্যাদি দ্বারা আনিয়ে বলবেন,—পূজ্য আপনি স্বছন্দে বসুন, আমরা[৫] আপনাকে পূজা করব ।৪

৫ । আহরন্তি বিষ্টরং পাদ্যং পাদ্যং পাদার্থমুদকমর্ঘমাচনীয়ং মধুপর্কং দধিমধুঘৃতমপিহিতং কাংস্যে কাংস্যেন ॥৫।

অনুঃ—বিষ্টর[৬] (পাদ্যং) পা রাখার জন্য দ্বিতীয় বিষ্টর, পা ধোয়ার জন্য জল, অর্ঘ্য, আচমনীয় মধুপর্ক[৭]—দই, মধু ঘি একটি কাংস্য পাত্রে নিয়ে অন্য একটি কাংস্যপাত্র দ্বারা আবৃত করে (স্বীয় পরিজনের সঙ্গে যজমানেরা) আনবেন ।৫

স্বীকার্য নয় । গৃহ্যসূত্রের প্রাচীন ভাষ্যকারগণ বৈবাহ্য শব্দে 'জামাতা' কে নির্দেশ করায় 'বর' অর্থ গ্রহণ করাই পরম্পরাবাহী ও প্রয়োগসিদ্ধ । নারায়ণ মুখ্যতঃ শ্রৌতসূত্রের ভাষ্যকার, গৃহ্যসূত্রের নন । শ্রৌতসূত্রের সঙ্গে গৃহ্যসূত্রের পার্থক্য বহুবিষয়ে । তাই শ্রৌতসূত্রভাষ্যে স্বীকৃত অর্থ এখানে স্বীকার্য নয় । বৈবাহ্য শব্দের অর্থ জামাতা বা বরই এখানে গ্রহণীয় ।

৪ । অর্ঘ্য—দধ্যক্ষতসুমনস আপশ্চেতি চতুষ্টয়ম্ ।
অর্ঘ্য এব প্রদাতব্যো গৃহে যে অর্ঘ্যার্হাঃ স্মৃতাঃ ॥ গৃ. ২।৬২

অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য—দধ্যক্ষতসুমনসো ঘটং সিদ্ধার্থকা যবাঃ
পানীয়ঞ্চৈব দর্ভাশ্চ অষ্টাঙ্গো হ্যর্ঘ্য উচ্যতে ॥

৫ । বরণে 'অর্চয়িষ্যামঃ' এই বহুবচন প্রয়োগের সার্থকতা হলো যে স্ত্রীপুত্রাদি পরিজনকেও এই কার্যে গ্রহণ করা । শ্রুতির নির্দেশ—'যত বা অর্হন্নাগচ্ছতি সর্বগৃহা ইব বৈ তত্র চেষ্টয়ন্তীতি ।

৬ । পঞ্চাশতা ভবেদ্ ব্রহ্মাতদর্ধেন তু বিষ্টরঃ ।
ঊর্ধ্বকেশো ভবেদ্ ব্রহ্মা লম্বকেশস্তু বিষ্টরঃ ॥
দক্ষিণাবর্ত ব্রহ্মা চ বামাবর্তস্তু বিষ্টরঃ ॥

৭ । সর্পিষা মধুনা দধ্না অর্চয়েদর্হয়ন্ সদা ।
ঋষিপ্রোক্তেন বিধিনা মধুপর্কেন যাজ্ঞিকঃ ॥

৬। অন্যাস্ত্রিস্ত্রিঃ প্রাহ বিষ্টরাদীনি ।৬।

(অন্যঃ—পূজ্য ও পূজক ভিন্ন অপর ব্যক্তি।)

অনুঃ—পূজক ছাড়া অন্য একজন 'বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ'—এই ভাবে প্রতিটি দ্রব্যের নাম তিন বার তিন বার করে বলবেন ।৬

[বাংলাদেশে প্রচলিত নিয়ম,—যাজক নিজেই বলেন।]

৭। বিষ্টরং প্রতিগৃহ্ণাতি ।৭।

অনুঃ—[পশ্চিম মুখে উপবিষ্ট পূজক বা যজমান প্রদত্ত] বিষ্টরটি (পূর্ব মুখে উপবিষ্ট পূজ্য কোন কথা না উচ্চারণ করে) গ্রহণ করবেন ।৭

৮। বর্ষ্মোঽস্মি সমানানামুদ্যতামিব সূর্যঃ।

ইমং তমভিতিষ্ঠামি যো মা কশ্চাভিদাসতীত্যেনমভ্যুপবিশতি ।৮।

(বিষ্টরটি গ্রহণ করে) 'বর্ষ্মোঽস্মি…প্রভৃতি মন্ত্রটি বলে ঐ বিষ্টরটি আসনের উপর উত্তরাগ্র করে রেখে বসাবেন ।৮

মন্ত্র—বর্ষ্মোঽস্মি……দাসতি।

মন্ত্রার্থঃ—যেমন উদীয়মান নক্ষত্রাদির মধ্যে সূর্যের মত আমি যেন সজাতীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হই। আমাকে যে উপক্ষীণ করার কামনা করে আমি তাকে অভিভূত করে এই আসনে উপবেশন করছি।

উক্ত মন্ত্রের ঋষি অথর্বণ, ছন্দঃ—অনুষ্টুপ্, দেবতা-বিষ্টর এবং বিনিয়োগ—আসনোপবেশন।

৯। পাদয়োরন্যং বিষ্টর আসীনায় ।৯।

(আসীনায়)—উপবিষ্ট পূজ্যকে (পাদয়োঃ)—পা দুটি রাখার জন্য

(অন্যং বিষ্টর)—অপর একটি বিষ্টর (পূর্বোক্ত ক্রমে দেওয়া হবে।)

অনুঃ—উপবিষ্ট পূজ্যকে তাঁর পা দুটি রাখার জন্য পূজক (তিন বার বিষ্টরঃ কথাটি বলে) আর একটি বিষ্টর দেবেন। (পূজকও পূর্বোক্ত ক্রমে বিষ্টরটি নিয়ে বর্ষ্মোঽস্মি—ইত্যাদি মন্ত্রটি পাঠ করে পা দুটির নীচে রাখবেন।) ৯

কংসে ত্রিতয়মাসিচ্য কংসেব পরিসংবৃতম্।

পরিত্রিতেষু দেয়ঃস্যান্ মধুপর্কমিতি ধ্রুবম্॥ গৃ. সং

কর্মপ্রদীপে—সাক্ষতং সুমনোযুক্তমুদক্ দধিসংযুতম্।

অর্ঘ্যং দধি মধুভ্যাঞ্চ মধুপর্কো বিধীয়তে॥

কাংস্যাপিধানং কাংস্যস্থং মধুপর্কং সমর্পয়েৎ॥

মধুপর্কে উচ্ছিষ্টতাভাবঃ—মধুপর্কে চ সোমে চ অপ্সু প্রাণাহুতিষু চ।

নোচ্ছিষ্টস্তু ভবেদ্‌বিপ্রো যথাত্রেবর্চনং যথা॥

১০। সব্যং পাদং প্রক্ষাল্য দক্ষিণং প্রক্ষালয়তি ।১০

অনু ঃ—(তারপর অপর ব্যক্তি পাদ্যং পাদ্যং পাদ্যং এই ভাবে তিনবার উচ্চারণ করলে যাজক কর্তৃক প্রদত্ত) পাদ্য জলটি অর্চনীয় ব্যক্তি নিয়ে আগে বাম পা ধুয়ে পরে ডান পা ধোবেন ।১০

১১। ব্রাহ্মণশ্চেদ্ দক্ষিণং প্রথমম্ ।১১

অনু ঃ—(যদি অর্চনীয় বা অর্ঘ্য পুরুষ) ব্রাহ্মণ হন তাহলে ডান পা প্রথম ধোবেন ।১১

১২। বিরাজো দোহোঽসি বিরাজো দোহমশীয় ময়ি পাদ্যা বিরাজো দোহ ইতি ।১২।

অনুঃ—(ব্রাহ্মণ এই মন্ত্রটি পাঠ করে আগে ডান পাটি ধোবেন ।) ।১২

মন্ত্র—বিরাজো……দোহঃ ।

মন্ত্রার্থ ঃ—হে জলদেবতা ! তুমি যে অন্নরস বিশিষ্ট দীপ্তি দ্বারা পূর্ণ হয়ে আছ, তার দ্বারা আমাকেও ব্যাপ্ত কর । তোমার পদ পরিচর্যার জন্য আমি এই (মন্ত্র দ্বারা) অভিমন্ত্রিত জলের প্রয়োগ করছি ।

প্রজাপতি ঋষি, জলদেবতা, বিনিয়োগ—দক্ষিণ পাদপ্রক্ষালন ।

১৩। অর্ঘং প্রতিগৃহ্নাত্যাপঃ স্থ যুষ্মাভিঃ সর্বান্ কামানবাপ্নবানীতি ।১৩।

(অর্ঘং প্রতিগৃহ্নাতি)—(পাদ্য গ্রহণের পর অর্ঘ—শব্দটি তিনবার উচ্চারণ করা হলে যজমান প্রদত্ত) অর্ঘটি (অর্চনীয় ব্যক্তি) গ্রহণ করবেন ।

আপঃস্থ…অবাপ্নবানীতি—এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করে গ্রহণ করবেন । ১৩

মন্ত্র—আপঃস্থ……অবাপ্নবান্—

মন্ত্রার্থঃ—হে জলদেবতা ! আপনি স্থির হন । যেহেতু আপনি কৃপা দ্বারা আমার সকল মনোবাসনা সিদ্ধ করতে পারেন ।

ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দঃ—যজুষ্, দেবতা—জলদেবতা, বিনিয়োগ—অর্ঘ গ্রহণ ।

১৪। নিনয়ন্নভিমন্ত্রয়তে, সমুদ্রং বঃ প্রহিণোমি স্বাং যোনিমভিগচ্ছত । অরিষ্টা অস্মাকং বীরা মা পরাসেচিমৎপয় ইতি ।১৪।

অনু ঃ—(নিনয়ন্নভিমন্ত্রয়তে)—(গৃহীত অর্ঘ মস্তকে স্পর্শ করিয়ে ভূমিতে [অর্ঘের জলটি] ঢালতে ঢালতে ('সমুদ্রংবঃ ইত্যাদি মন্ত্রটি) পাঠ করবেন ।১৪

মন্ত্র—সমুদ্রংবঃ……পরাসেচিমৎপয় ।

মন্ত্রার্থঃ—হে জলদেবতা ! (তুমি আমাদের মনোরথ পূর্ণ করেছ, সুতরাং) আমি তোমাকে তোমার উৎপত্তিস্থল সমুদ্রে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি তোমার উৎপত্তিস্থলে চলে যাও। (তোমার কৃপায়) আমার পুত্র পৌত্রাদি পরিজনগণ সুস্থ আছে। আমার যেন কখন ও অর্ঘগত জলের অভাব না হয়।

ঋষি—অথর্বণ, ছন্দঃ—অনুষ্টুপ্, দেবতা—জলদেবতা, বিনিয়োগ—অর্ঘবারি-সেচন।

১৫। আচামত্যামাগন্ যশসা সংসৃজ বর্চসা।

তং মা কুরু প্রিয়ং প্রজানামধিপতিং পশূনামরিষ্টিং তনূনামিতি ।১৫।

অনুঃ—(আচামতি)—('আচমনীয়ম' শব্দটি অন্যজন তিনবার উচ্চারণ করার পর যাজক আচমনীয় জলটি দিলে পূজ্য তা গ্রহণ করে) 'আমাগন্' ইত্যাদি মন্ত্রটি পাঠ করে আচমন করবেন ।১৫

মন্ত্র—আমাগন্……তনূনাম্।

মন্ত্রার্থ—হে জলদেবতা ! তুমি আমাকে যশস্বী এবং ব্রহ্মবর্চস্বী কর। তুমি আমাকে লোকসমাজে লোকপ্রিয় এবং পশু ও ধনের অধিপতি কর, আমার শরীরের অবয়বগুলি সুস্থ করে রাখ।

ঋষি—পরমেষ্ঠী, ছন্দ ঃ—বৃহতী, দেবতা—জলদেবতা- বিনিয়োগ—আচমন।

১৬। মিত্রস্য ত্বেতি মধুপর্ক প্রতীক্ষতে ।১৬।

অনু ঃ—(অর্ঘ গ্রহণাদির পর 'মধুপর্কঃ' শব্দ পূর্বের মত তিনবার উচ্চারণ করার পর যজমান মধুপর্ক দেবেন এবং পূজ্যে তা 'মিত্রস্য ত্বা চক্ষুষা প্রতীক্ষে'* মন্ত্রটি পাঠ করে মধুপর্কটি দেখবেন।

ঋষি—প্রজাপতি। ছন্দঃ—পঙ্‌ক্তি। দেবতা—মিত্রদেব। বিনিয়োগ—মধুপর্ক—প্রতীক্ষণ।

১৭। দেবস্য ত্বেতি প্রতি গৃহ্ণাতি ।১৭।

অনু ঃ—(যজমান প্রদত্ত মধুপর্কটি—'দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণোর্হস্তাভ্যাং প্রতিগৃহ্ণামি ॥—মন্ত্রটি পাঠ করে (ডানহাত দিয়ে) গ্রহণ করেন ।১৭

মন্ত্রার্থ—হে মধুপর্কের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ! সবিতা দেবতার আদেশে অশ্বিনী

---

* উক্ত মন্ত্রটি শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতায় পাওয়া যায় না। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে উদ্ধৃত আছে 'মিত্রস্য ত্বা প্রতীক্ষেতি প্রাশিত্রং প্রতীক্ষতে'। ২।২।১৩

কুমারদ্বয়ের বাহু[1] যুগলদ্বারা তথা পূষ্ণদেবতার হস্ত[2] যুগল দ্বারা মধুপর্ক গ্রহণ করছি।

ঋষি—পরমেষ্ঠি, ছন্দঃ—গায়ত্রী, দেবতা—সূর্য, বিনিয়োগ—মধুপর্ক গ্রহণ।

১৮। সব্যে পাণৌ কৃত্বা দক্ষিণস্যানামিকয়া ত্রিঃ প্রযৌতি

নমঃ শ্যাবাস্যায়ান্নসনে যত্ত আবিদ্ধং তত্তে নিষ্কৃন্তামীতি ।১৮

অনু ঃ—মধুপর্ক বামহাতে নিয়ে ডানহাতের অনামিকা দ্বারা তিনবার আলোড়ন করবে (ঘাটবে) নমঃশ্যাবস্যা ইত্যাদি মন্ত্রটি বলতে বলতে ।১৮

মন্ত্র—নমঃ······নিষ্কৃন্তামি।

মন্ত্রার্থঃ—হে কপিশমুখ, অন্নাশন, অগ্নিদেব। তোমায় প্রণাম, খাদ্যে যা কিছু অশুদ্ধ, তা সমস্ত আমি বাইরে পরিত্যাগ করছি।

ঋষি—কুৎস, ছন্দঃ—জগতি, দেবতা—মধুপর্কদেব, বিনিয়োগ—মধুপর্ক-মন্থন।

১৯। অনামিকাঙ্গুষ্ঠেন চ ত্রির্নিরুক্ষয়তি ॥১৯

অনু ঃ—তারপর অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে (মধুপর্কের কিছুটা অংশ)—তিনবার পাত্র থেকে বাইরে ফেলবে ।১৯

২০। তস্য ত্রিঃ প্রাশ্নাতি যন্মধুনো মধব্যং পরমং রূপমন্নাদ্যম।

তেনাহং মধুনো মধব্যেন পরমেণ রূপেণান্নাদ্যেন পরমো মধ্যব্যোঽসানীতি ।২০

অনু ঃ—সেই মধুপর্কের একটু একটু করে নিয়ে তিনবার খাবে। প্রতিবারই "যন্মধুনো মধব্যম্" ইত্যাদি পাঠ করতে হবে। অর্থাৎ প্রথমবার ঐ মন্ত্রটি পাঠ করে একবার খাবে তারপর আবার ঐ মন্ত্র বলে দ্বিতীয় বার খাবে আবার ঐ মন্ত্রটিই বলে তৃতীয় বার খাবে ।২০

মন্ত্র—যন্মধুনো······অসানি।

মন্ত্রার্থ ঃ—হে দেবগণ! এই মধুর সমস্ত কিছুই উত্তম। এ শরীরকে করে রূপবান, এবং অন্নের তুল্য প্রাণ ধারক। এর দ্বারা আমি গুণবান হয়ে মধুপর্ক গ্রহণের যোগ্য অধিকারী হব এবং উত্তম অন্নের ভোক্তা হব।

ঋষি—কুৎস, ছন্দঃ—জগতী, দেবতা—মধুপর্কদেব ও দেবগণ, বিনিয়োগ—মধুপর্ক প্রাশন।

১। অংসমণিবন্ধয়োর্মধ্যভাগো দীর্ঘ দণ্ডাকারো বাহুঃ। মহীধর।

২। পঞ্চাঙ্গুলিযুক্তাগ্রভাগো হস্তঃ। মহীধর

২১। মধুমতীভির্বা প্রত্যৃচম্ ।২১

অনু ঃ—অথবা 'মধুবাতা...ইত্যাদি তিনটি ঋক্ প্রতিবার পাঠ করে* তিনবার মধুপর্ক খাবে। ২১

ঋক্ তিনটি হলো—

মন্ত্র (১) মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।

মাধ্বীর্ণঃ সন্ত্বোষধীঃ। য, সং ১৩।২৭

মন্ত্রার্থ ঃ—(ঋতায়তে) যজ্ঞকারীর প্রতি মধুময় বাতাস বইছে, নদীসকল মধুর জল ক্ষরণ করছে, ওষধি সকল মাধুর্য বিশিষ্ট হোক।

ঋষি—গোতম, ছন্দঃ—গায়ত্রী, দেবতা—বিশ্বদেব। বিনিয়োগ—মধুপর্ক-প্রাশন।

মন্ত্র—(২) মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।

মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। য, সং ১৩।২৮

মন্ত্রার্থ ঃ—রাত্রি এবং ঊষা মধুময়ী হোক। মাতৃভুতা পৃথিবী মধুররসবতী হোক এবং পিতৃকল্প দ্যুলোকও মধুর হোক।২০

ঋষিঃ ছন্দঃ প্রভৃতি পূর্ববৎ।

মন্ত্র (৩) মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ২ অস্তু সূর্যঃ।

মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। য, সং ১৩।২৯

মন্ত্রার্থ ঃ—(বনস্পতি) অশ্বত্থ প্রভৃতি অথবা ওষধিপতি সোম রসবান হোক, (সূর্য) যজ্ঞসাধনভূত সূর্য সন্তাপরাহিত্য লক্ষণ বিশিষ্ট এবং আনন্দকর হোক, (গাবঃ) যজ্ঞসাধনভূত পশুসকল অথবা রশ্মিসকল মধুময় হোক।

ঋষিঃ ছন্দঃ প্রভৃতি পূর্ববৎ।

২২। পুত্রায়ান্তে বাসিনে বোত্তরত আসীনায়োচ্ছিষ্টং দদ্যাৎ ॥ ২২

অনু ঃ—উত্তর দিকে উপবিষ্ট পুত্রকে বা শিষ্যকে ভুক্তাবশিষ্ট[১] মধুপর্কটি দেবে ॥২২

২৩। সর্বং বা প্রশ্নীয়াৎ ।২৩

অনু ঃ—অথবা নিজে সমস্ত মধুপর্কই খাবে।

১। মধুপর্কে উচ্ছিষ্ট বিচার করা হয় না।

মধুপর্কে চ সোমে চ অপ্সু প্রাণাহুতিষু চ।

নোচ্ছিষ্টম্ভ ভবেদ্বিপ্রো যথাঽত্রের্বচনং যথা ॥

ওমপ্রকাশ পাণ্ডে পা০ গৃ০ সূ—পৃ—২৩

২৪। প্রাগুদাহসম্বরে নিনয়েৎ ।২৪

অনু ঃ—অথবা ভুক্তাবশিষ্ট পূর্বদিকে জনশূন্য জায়গায় ফেলে দেবে ।২৪

২৫। আচম্য প্রাণান্ সংমৃশতি বাঙ্‌ম আস্যে নসোঃ প্রাণোঽক্ষ্ণোশ্চক্ষু কর্ণয়োঃ শ্রোত্রং বাহ্বোর্বলমূর্বোরোজোঽরিষ্টানি মেঽঙ্গানি তনুস্তন্বা মে সহেতি ॥২৫

অনু ঃ—আচমন করে বাঙ্‌ম্ আস্যে…ইত্যাদি মন্ত্র বলতে বলতে (প্রাণান্) ইন্দ্রিয়গুলিকে স্পর্শ করবে ।২৫ তার ক্রম হলো যে,

'আস্যেঽস্তু'—বলে আঙ্গুলগুলির অগ্রভাগ দিয়ে মুখ স্পর্শ করবে।

'নসোর্মে প্রাণোঽস্তু' বলে তর্জনী অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ ও বাম নাসারন্ধ্র স্পর্শ।

'অক্ষ্যোর্মে চক্ষুরস্তু' বলে অনামিকা-অঙ্গুষ্ঠদ্বারা চক্ষু দুটি স্পর্শ করবে।

'কর্ণয়োর্মে শ্রোত্রমস্তু' বলে পূর্বের মত কান দুটি স্পর্শ করে।

'বাহ্বোর্মে বলমস্তু বলে পূর্বের মত দুটি হাত " "

'ঊর্বোর্মে ওজোঽস্তু'—বলে " " উরু " "

'অরিস্টানি মেঽঙ্গানি তনুস্তন্বা মে সহ সন্তু'—বলে হাত দুটি দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ স্পর্শ করবে ।২৫

২৬। আচান্তোদকায় শাসমাদায় গৌরিতি ত্রিঃ প্রাহ ।২৬।

অনুঃ—(আচান্তোদকায়) যিনি জলে আচমন করেছেন তাঁর উদ্দেশ্যে অর্থাৎ পূজ্য-পুরুষের উদ্দেশে (শাসম্) একটি খড়্গ হাতে নিয়ে গৌঃ শব্দটি তিনবার বলবে ।২৬

২৭। প্রত্যাহ। মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ।
প্রোনুবোচং চিকিতুষে জনায়মাগা মনাগামদিতিং বধিষ্ট।
মম চামুষ্য চ পাপ্মানং হনোমীতি যদ্যালভেৎ ।২৭

অনু ঃ—তখন পূজ্যপুরুষ প্রতিবচন হিসাবে 'মাতা রুদ্রানাম্…ইত্যাদি মন্ত্রটি পাঠ করবে।

আর যদি গরুটিকে স্পর্শ করে, তাহলে বলতে হবে যে, আমার এবং যজমানের যত পাপ আছে সমস্ত নষ্ট করছি ।২৭

মন্ত্র—মাতা……ব্যাধিষ্ট।

মন্ত্রার্থ ঃ—এই গাভী রুদ্রদিগের জননী, বসুদের কন্যা এবং আদিত্যের ভগিনী। এর নাভিতে অমৃত আছে। (অতএব) আমার কথা হলো যে, আমার মত একটি ক্ষুদ্রপ্রাণীকে তুষ্ট করার জন্য এই নিরপরাধ অখণ্ডনীয় দেবজননীকে বধ করো না।

ঋষি—ব্রহ্মা, ত্রিষ্টুপ ছন্দঃ, গো-দেবতা, বিনিয়োগ—গো মোক্ষণ।

২৮। অথ যদি উৎসিসৃক্ষেন্মম চামুষ্য চ পাপ্মা হত ওমুৎসৃজত

তৃণান্যত্ত্বিতি ব্রূয়াৎ ॥২৮

অনু ঃ—অথবা পূজ্য পুরুষ যদি গরুটিকে উৎসর্গ করতে ইচ্ছা করেন তাহলে
বলবেন, আমার এবং যজমানের পাপ নষ্ট হয়েছে। ওম্ মন্ত্রটি মনে মনে উচ্চারণ করে
গরুটিকে উৎসর্গ করবেন এবং (উচ্চস্বরে বলবেন গোরুটি) তৃণ ভক্ষণ করুক।২৮

২৯। ন ত্বেবামাংসোঽর্ঘঃ স্যাৎ।২৯

অনু ঃ—অর্ঘ কখনও মাংসহীন হবে না।২৯

৩০। অধিযজ্ঞমধিবিবাহং কুরুতেত্যেব ব্রূয়াৎ ॥৩০

অনু ঃ—গবালম্ভনের সম্বন্ধে উভয় প্রকার মত নিয়ে পারস্কর শেষে আবার বললেন
যে, যজ্ঞে এবং বিবাহে গবালম্ভনের বিধান স্বীকরণীয়।৩০

৩১। যদ্যপ্যসকৃৎ সংবৎসরস্য সোমেন যজেত কৃত্বার্ঘ্যা এবৈনং

যাজয়েয়ুর্নাকৃতার্ঘ্যা ইতি শ্রুতেঃ ॥৩১

অনু ঃ—যদি বছরের মধ্যে অনেকবার সোমযাগ করা হয়, তাহ'লে (প্রতিযাগেই
ঋত্বিককে অর্ঘ দান করতে হয়। কারণ শ্রুতিবচন হ'লো অর্ঘদ্বারা অভ্যার্থিত ঋত্বিক
দ্বারা যজ্ঞ করতে হয়।৩১

ইতি তৃতীয় কণ্ডিকা

জ্ঞাতব্য ঃ এই কাণ্ডে যে 'গবালম্ভন' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে, তার অর্থ নির্ণয়ে
অনেক আছে। ভাষ্যকার কর্ক, জয়রাম, হরিহর, গদাধর এবং বিশ্বনাথ কেহই এ সম্পর্কে
বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন না। অভিধানে এই শব্দের অর্থ—স্পর্শ করা, ধরা মারা—
তিনটি আছে। এর মধ্যে কোনটি এক্ষেত্রে স্বীকার্য সে সম্পর্কে সংশয়। তবে পঠ্যমান
মন্ত্রে বধের নিষেধই সূচিত হয়। বিশেষ করে পরাশর স্মৃতিতেও উক্তি রয়েছে—

যজ্ঞাধানং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তিঃ কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥

যদিও আচার্য মধুপর্কে গবালম্ভের কথা উল্লেখ করেছেন তথাপি কলিতে ইহা
অবিধেয় বলেই ধরা হয়।

প্রথম কাণ্ড—চতুর্থ কণ্ডিকা

১। চত্বারঃ পাকযজ্ঞা হুতোঽহুতঃ প্রহুতঃ প্রাশিত ইতি ।১

অনুঃ—পাকযজ্ঞ[১] চারপ্রকার—(১) হুত অর্থাৎ কেবল হোম, যেমন সায়ং ও প্রাতঃ-কালীন অগ্নিহোত্র ; (২) অহুত—বলি ও হোমবিহীন কর্ম, যথা—প্রস্তরারোহণ ; (৩) প্রহুত—যেখানে হোম ও বলিকর্মভক্ষণ দুইই থাকে, যথা—পক্ষাদিকর্ম এবং (৪) প্রাশিত—অর্থাৎ যেখানে কেবল প্রাশন—ভোজনই বিদ্যমান, বলি ও হোম কোনটিই নাই। যেমন ব্রাহ্মণভোজন ।১

২। পঞ্চসু বহিঃশালায়াং বিবাহে চূড়াকরণ উপনয়নে কেশান্তে সীমান্তোন্নয়ন ইতি ॥২

(পঞ্চসু)—বিবাহ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, কেশান্ত এবং সীমন্তোন্নয়ন—এই পাঁচটি সংস্কার কর্মে।

(বহিঃশালায়াম্)—ঘরের বাইরে মণ্ডপে [অনুষ্ঠানগুলি করতে হয়।]

অনুঃ—বিবাহ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, কেশান্ত অর্থাৎ গোদান কর্ম এবং সীমন্তোন্নয়ন —এই পাঁচটি সংস্কার কর্মে ঘরের বাইরে মণ্ডপ (রচনা করে—অগ্নিস্থাপনাদি অনুষ্ঠানগুলি) করতে হয়। [অন্যগুলি ঘরের মধ্যেই করণীয়।]২

৩। উপলিপ্তঽউদ্ধৃতাবোক্ষিতেঽগ্নিমুপসমাধায় ॥৩

(উপলিপ্তে) গোময় দ্বারা লেপন করে, (উদ্ধৃতে) বালুকায় রেখাকরণ করে উৎকর নিরসন করে, (অবোক্ষিতে) জলের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করে (অগ্নিমুপসমাধায়)—অগ্ন্যাধান করে।

অনুঃ—(প্রথম কণ্ডিকায় উক্ত 'এষ এব বিধির্যত্র ক্বচিদ্ধোম ইতি' বচন অনুসারে উপলেপনাদি পঞ্চভূসংস্কার করে অগ্ন্যাধান করা হবে ; তবে এখানে সবগুলির উল্লেখ নাই।) (গোময় দ্বারা) উপলেপন করে উদ্ধরণ ও অভ্যুক্ষণের পর অগ্ন্যাধান করে (অনুষ্ঠান করা হবে) ।৩

৪। নির্মথ্যমেকে বিবাহে ।৪

অনুঃ—(একে) কোন কোন আচার্য বলেন, [বিবাহে) পাণি গ্রহে (নির্মথ্যম্) অরনি মন্থনজাত (অগ্নিতে বৈবাহিক হোমাদি করণীয়।) ৪

১। বৈবাহিকেঽগ্নৌ কুর্বীত গার্হ্যং কর্ম যথাবিধি।
পঞ্চযজ্ঞবিধানং চ পঙ্‌ক্তিং চান্বাহিকী গৃহী॥ মনু ৩।৬৭
মনুর এই নির্দেশ অনুসারে দৈনন্দিন পাক গৃহ্যাগ্নিতে স্বীকৃত।

অথবিবাহার্থ্যং কর্মাহ—

৫। উদগয়ন আপূর্য্যমান পক্ষে পুণ্যাহে কুমার্য্যাঃ পাণিং গৃহ্ণীয়াৎ ॥৫

অনু:—(উদগয়নে) সূর্যের উত্তরায়নে, (আপূর্যমান পক্ষে)—শুক্লপক্ষে, (পুণ্যাহে)—জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত বিষ্ট্যাদি দোষশূন্য শুভদিনে, (কুমার্য্যাঃ)—অনূঢ়া কন্যার (পাণিং গৃহ্ণীয়াৎ) স্বগৃহ্যোক্ত বিধানে পাণিগ্রহণ করবে।৫

অস্মিন্ অয়নপক্ষাদিনানি নিয়ম্য নক্ষত্র নিয়মমাহ—

৬। ত্রিষু ত্রিষূত্তরাদিষু ॥৬

অনুঃ—উত্তরা থেকে আরম্ভ করে তিন তিন নক্ষত্রে। (যেমন—উত্তরাফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা ; উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ; উত্তরাভাদ্রপদ, রেবতী এবং অশ্বিনী নক্ষত্রে পাণিগ্রহণ কর্ম কর্তব্য বা শুভ)। ৬

৭। স্বাতৌ মৃগশিরসি রোহিণ্যাং বা ॥৭

অনুঃ—অথবা স্বাতী মৃগশিরা এবং রোহিণী (নক্ষত্রেও পাণিগ্রহণ কর্ম করা যায়)। ৭

৮। তিস্রো ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুপূর্বেণ ॥৮

(ব্রাহ্মাণস্য)—ব্রাহ্মণের।

(বর্ণানাপূর্বেণ)' (তিস্রঃ) ব্রহ্মণ কন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্য কন্যার [পাণিগ্রহণ বিধিসম্মত]।

অনুঃ—ব্রাহ্মণ বর্ণের অনুলোমক্রমে (ব্রাহ্মণ. ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) তিন জাতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করতে পারে। ৮

৯। দ্বে রাজন্যস্য ॥৯। ১০॥ একা বৈশ্যস্য ।১০

অনুঃ—(রাজন্যস্য) ক্ষত্রিয়ের (দ্বে) ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতীয়া কন্যা বিবাহ্যা ।৯ এবং বৈশ্যের কেবল বৈশ্যকন্যা বিবাহ্যা ॥১০

১১। সর্বেষাং শূদ্রমপ্যেকে মন্ত্রবর্জম্ ॥১১

(একে) কোন কোন আচার্য বলেন—

(সর্বেষাম্) সকলবর্ণের পুরুষেরই।

(শূদ্রাম্) শূদ্রজাতীয়া কন্যা (বিবাহ্যা), (মন্ত্রবর্জম্) কিন্তু তা হবে অমন্ত্রক।

অনুঃ—কোন কোন আচার্যের মতে সকলবর্ণের পুরুষই শূদ্রজাতীয়া কন্যার অমন্ত্রক পাণিগ্রহণ করতে পারে। ১১

১২। অথৈনাং বাসঃ পরিধাপয়তি জরাং গচ্ছ পরিধৎস্ব বাসো

ভবাকৃষ্টিনামভিশস্তি পাবা শতং চ জীব শরদঃ সুবর্চা রয়িং চ পুত্রাননু সব্যয়স্বায়ুঅতীদং পরিধৎস্ব বাস ইতি ॥১২

(অগ্নিস্থাপনের পর) 'জরাং গচ্ছ……পরিধৎস্ব বাসঃ মন্ত্রটি পাঠ করে বর-কন্যাকে বস্ত্র পরাবে। [এ স্থলে হরিহর ভাষ্যে উক্ত আছে—বরমন্ত্রটি পাঠ করে কন্যাকে একটি নিখুঁত বস্ত্র দেবেন এবং কন্যা নিজেই সেই বস্ত্রটি পরবে।]১২

মন্ত্র—জরাং গচ্ছ……বাস।

মন্ত্রার্থঃ—হে কন্যে ! তুমি বার্ধক্যদশা পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকো, এই বস্ত্রটি পরো, মানুষকে অভিশাপ থেকে রক্ষা কর, তুমি পতিব্রতা তেজে তেজস্বিনী হয়ে শতবৎসর জীবন ধারণ করো। তুমি পুত্র লাভ কর, ধনরাশি লাভ কর। হে আয়ুষ্মতী ! এই বস্ত্রটি পরে নাও। ১২

ঋষিঃ—প্রজাপতি, ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ, দেবতা—তন্তুদেবীগণ, বিনিয়োগ—বস্ত্র-পরিধাপন।

১৩। অথোত্তরীয়ম্। যা অকৃতন্ন বয়ং যা অতন্বত যাশ্চ দেবী তন্তুনভিতো ততংথ। তাস্ত্বা দেবীর্জরসে সংব্যয়স্বায়ুষ্মতীদং পরিধৎস্ব বাস ইতি ॥১৩

[কাপড়খানি পরার পর] 'যা অকৃত……বাস ইতি' মন্ত্রটি পাঠ করে উত্তরীয় পরাবে।

মন্ত্র—যা আকৃতন্ন……বাসঃ।

মন্ত্রার্থঃ—হে আয়ুষ্মতি। যে দেবীগণ এই উত্তরীয়ের সুতাগুলি তৈরী করেছেন, যাঁরা এটি বয়ন করেছেন এবং যাঁরা ঐ সুতাগুলিকে বিস্তার দান করেছেন, সেই দেবীরা তোমাকে নির্দোষ জরাবস্থা লাভের জন্য এই উত্তরীয়টি পরতে অনুমতি করছেন, তুমি পর।

ঋষিঃ—প্রজাপতি। ছন্দঃ—গায়ত্রী, দেবতা—বস্ত্রবিধাত্রী দেবী। বিনিয়োগ—উত্তরীয় পরিধাপন।

১৪। অথৈনৌ সমঞ্জয়তি। সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ, সম্মাতরিশ্বা সংধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতুনাবিতি ॥১৪

[বস্ত্রাদি পরিধানের পর] (কন্যার পিতা) 'পরস্পর সম্মুখবর্তী হও' বলে বর ও কন্যাকে পরস্পরাভিমুখী করে বসাবে। (এসময়) বর সমঞ্জন্ত……দধাতুনাবিতি মন্ত্রটি পাঠ করবে।১৪

মন্ত্র—সমঞ্জন্তু……দধাতুনৌ।

মন্ত্রার্থ—হে কন্যে। আমাদের হৃদয়ের সমীচীন প্রীতি দ্বারা বিশ্বদেবগণ, জলদেব, মাতরিশ্বা, প্রজাপতি এবং ধর্মাদির নির্দেশ বাণী সংস্কৃতকর, সুস্থিরকর।

ঋষি—অথর্বা, ছন্দঃ—অনুষ্টুপ্, দেবতা—বিশ্বেদেবাদি, বিনিয়োগ—সম্মুখী-ভবন।

১৫। পিত্রাপ্রত্তামাদায় গৃহীত্বা নিষ্ক্রামতি যদৈষি মনসা দূরং দিশোঽনু-পবমানো বা হিরণ্যবর্ণে বৈ কর্ণঃ সত্বা মন্মনসাং করোত্বিত্যসাবিতি ॥২৫

[অতঃপর কন্যাপ্রদান বিধি [—(বর) পিতৃপ্রদত্ত কন্যাকে গ্রহণ করে কন্যার হাত ধরে 'যদৈষি......ইত্যাদি মন্ত্রটি বলতে বলতে গৃহমধ্য বা মণ্ডপ (ঐ স্থান) থেকে বাইরে আসবে। ১৫

মন্ত্র—যদৈষি......করোত্বিত্যসৌ।

মন্ত্রার্থ :—হে কন্যে, তোমার যে মন এই নিজগৃহ হতে দূরে, বহু দূরবর্তী পূর্বাদি দিকে বায়ুর মত চালিত হচ্ছে, ঐ বায়ুদেবতা বৈকর্ণ তোমার হৃদয় আমার সঙ্গে যুক্ত হওয়া অনুমোদন করুন।

অথর্ব ঋষি, অনুষ্টুপ ছন্দঃ, পবমান দেবতা, হৃদয়ৈক্যকরণ বিনিয়োগ।

১৬। অথৈনৌ সমীক্ষয়তি। অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনঃ সুবর্চাঃ বীরসূর্দেবকামাস্যোনাশন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে।[১] সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্বো বিবিদ উত্তরঃ। ঽতৃতীয়োঅগ্নিষ্টে পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ[২] সোমোঽদদদ্‌গন্ধর্বায় গন্ধর্বোঽদদদ্‌গ্নয়ে। রয়িং চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নির্মহ্যমথো ইমাম্[৩] ॥ সা নঃ পূষা শিবতমা মৈ রয়সা নঽউরূ উশতী বিহর। যস্যামুশন্তঃ প্রহরাম শেপং যস্যামুকামা বহবো নিবিষ্ট্যায় ইতি ॥১৬

তারপর (বিবাহমণ্ডপ থেকে নিষ্ক্রমনের পর কন্যার পিতা বর-কন্যা পরস্পরকে দর্শন করাবে। তখন বর কন্যাকে দর্শন করতে করতে 'অঘোর চক্ষুঃ......নিবিষ্ট্যৈ চারটি মন্ত্র পাঠ করবে।

(i) মন্ত্র—অঘোর......চতুষ্পদে।

মন্ত্রার্থ :—[প্রতি মন্ত্রেরই ঋষি প্রজাপতি, কুমারীদেবতা এবং বিনিয়োগ—বধূ-সমীক্ষণ।]

---

* এখানে 'পিতা' পদটি উপলক্ষণ। 'পিতা পিতামহো ভ্রাতা সাকুল্যো জননী তথা। কন্যাপ্রদঃ পূর্বনাশে প্রকৃতিস্থঃ পরঃপরঃ।'' এই যাজ্ঞবল্ক্য বচন দ্বারা পিতা ব্যতীত অপরের কন্যাদানেও একই বিধি।

(i) হে কন্যে—তুমি সৌমাদৃষ্টিসম্পন্ন হও, পতিঘাতিনী হও না, সকল পশুর প্রতি কল্যাণময়ী হও, প্রসন্ন চিত্তা এবং তেজস্বিনী হও। বীরসন্তান প্রসবিনী হও, দেবতাদের প্রিয়ভাজন হও, মানুষ এবং পশুয় সুখকরী এবং কল্যাণকারিনী হও।

(ii) মন্ত্র—সোম······মনুষ্যজঃ।

(ii) হে কন্যে। তোমার জন্মের পর সর্বপ্রথম সোম তোমাকে (পত্নী রূপে) লাভ করেছেন। তারপর গন্ধর্ব লাভ করেছেন। তারপর তোমার তৃতীয় পতি হলেন অগ্নি এবং এখন মনুষ্যযোনিতে উৎপন্ন (আমি) তোমার চতুর্থ পতি হলাম।

উক্ত দুটি মন্ত্রের ছন্দঃ—অনুষ্টুপ। এবং পরবর্তী দুটি মন্ত্রের ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ।

(iii) মন্ত্র—সোমোঽদদদ্······হ্মাম।

(iii) হে কন্যে। সোম তোমার গন্ধর্বকে দান করেন ; গন্ধর্ব দান দান করেন অগ্নিকে। শেষে পুত্র এবং ধনসম্পত্তির সঙ্গে অগ্নি তোমায় আমাকে দান করেন।

মন্ত্র—সা নঃ······নিবিষ্ট্যৈ।

(iv) আমাদের সুখ এবং ধন কামনা করতে করতে তুমি উরু বিস্তীর্ণ কর। আমি সাযুজ্য মুক্তি হেতু পুত্র এবং রতি নিমিত্তিক আনন্দের জন্য নিজের শিশ্ন প্রবিষ্ট করাব।

ইতি চতুর্থ কণ্ডিকা

প্রথম কাণ্ড—পঞ্চম কণ্ডিকা

১। প্রদক্ষিণমগ্নিং পর্যাণীয়ৈকে।১।

(একে)—কোন কোন আচার্যের মত, অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিয়ে। (পর্যানীয়)—বস্ত্র পরিধাপন, সমঞ্জন ও সমীক্ষণ প্রভৃতি কর্তব্য।

অনুঃ—কোন কোন আচার্যের মত—(বর কন্যাকে) অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়ে, বস্ত্র পরিধান করাবে এবং সমীক্ষণ অর্থাৎ শুভদৃষ্টি করবে।১।

অন্য আচার্যদের মত হলো—

২। পশ্চাদগ্নেস্তেজনীং কটং বা দক্ষিণপাদেন প্রবৃত্যোপবিশতি।২।

(অগ্নেঃ পশ্চাৎ)—অগ্নির পশ্চিমদিকে। (দক্ষিণ পাদেন)—বধূ ডানপায়ের দ্বারা। (তেজনীং)—তৃণগুচ্ছ, বা—অথবা, (কটং)—বেনার চেটাইটিকে (প্রবৃত্য)—বিছিয়ে, (উপ-বিশতি)—বসবে।

অনুঃ—(সমীক্ষণাদির পর অগ্নি প্রদক্ষিণ করে) (বধূ) অগ্নির পশ্চিমে (পূর্ব-মুখে) একটি তৃণগুচ্ছ বা বেনার তৈরী চেটাইটিকে ডানপায়ের দ্বারা (বসার জায়গায়) বিছিয়ে (বরের ডান দিকে বধূকে রেখে উভয়েই) বসবে ।২।

৩। অন্বারব্ধ আঘারাবাজ্য ভাগৌ মহাব্যাহৃতয়ঃ সর্বপ্রায়শ্চিত্তং প্রাজাপত্যং স্বিষ্টকৃচ্চ ।৩।

এবার বৈবাহিক হোমের ক্ষেত্রে সর্বদা করণীয় বিষয়ে আচার্য নির্দেশ করেছেন ।

(অন্বারব্ধে)—অন্বারব্ধ দক্ষিণ হস্ত অর্থাৎ বামহস্ত দক্ষেণহস্তে সংলগ্ন করে—

(আঘারাবাজ্যভাগৌ)—আঘার নামক দুটি আজ্যাহুতি অর্থাৎ মনে মনে প্রজাপতয়ে স্বাহা বলে মনের দ্বারাই ত্যাগ করে 'ইন্দ্রায় স্বাহা' ইদম্ ইন্দ্রায় । (আজ্যভাগৌ) আজ্যভাগ নামক দুটি হোম । যথা অগ্নয়ে স্বাহা, ইদম্ অগ্নয়ে সোমায় স্বাহা, ইদং সোমায় ।

(মহাব্যাহৃতয়ঃ)—ভূঃ স্বাহা, ইদমগ্নয়ে । ভুবঃ স্বাহা, ইদং বায়বে, স্বঃ স্বাহা ইদয়ং সূর্যায় ।

(সর্বপ্রায়শ্চিত্তং)—ত্বন্নো অগ্নে...ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্রে[১] পাঁচটি আহুতি ।

(প্রজাপত্যং স্বিষ্টকৃৎ চ)—প্রজাপতি দেবতার হোম এবং স্বিষ্টকৃৎহোম ।

অনুঃ—(এর পর বর) অণ্বারব্ধ দক্ষিণ হস্তে আঘারাহুতি অর্থাৎ মনে মনে প্রজাপতি ও ইন্দ্রকে দুটি আহুতি দিয়ে. (অগ্নয়ে স্বাহা, ইদম্ অগ্নয়ে ও সোমায় স্বাহা, ইদং সোমায়) দুটি আজ্যাহুতি দিবে। তারপর মহাব্যাহৃতি হোম করে ('ত্বন্নো অগ্নে···ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্রে পাঁচটি আহুতি) সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত হোম, (ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা—ইদং প্রজাপতয়ে এবং অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা) প্রজাপতি ও স্বিষ্টকৃতের হোম করবে ।৩

৪। এতন্নিত্যং সর্বত্র ।৪।

অনুঃ—উপরি উক্ত চোদ্দটি আহুতি নিত্য, সকল হোমেই দিতে হয় ।৪

৫। প্রাক্ মহাব্যাহৃতিভ্যঃ স্বিষ্টকৃদন্যচ্চেদাজ্যাদ্ধবিঃ ।৫।

কর্মবিশেষে পূর্বকথিত অন্তোর্বহিত 'স্বিষ্টকৃৎ' হোমের অন্যসময় প্রয়োগ সম্পর্কে বলা হয়েছে ।

(মহাব্যাহৃতিভ্য) প্রাক্ঃ—মহাব্যাহৃতি আহুতির পূর্বে ।

(স্বিষ্টকৃৎ)—স্বিষ্টকৃৎ হোম ।

(অন্যৎ হবিঃ চেৎ আজ্যাৎ)—যদি ঘৃত ব্যতীত চরু প্রভৃতি অন্য কিছু হবিঃ হিসাবে ব্যবহার করা হয় ।

অনুঃ—যদি আজ্য অর্থাৎ ঘৃতের পরিবর্তে (চরু আদি) অন্য কোন দ্রব্য হবি হিসাবে আহূতি দেওয়া হয়। তাহ'লে মহাব্যাহৃতি হোমের পূর্বেই স্বিষ্টকৃত হোম করা হবে।৫

৬। সর্বপ্রায়শ্চিত্তং প্রাজাপত্যান্তরমেতদাবাপস্থানং বিবাহে।৬।

অনুঃ—বিবাহে অর্থাৎ বৈবাহিক হোমে ত্বন্নো অগ্নে' ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্র দ্বারা পঞ্চ আহূতি রূপ প্রায়শ্চিত্ত হোম এবং প্রাজাপত্য আহূতির মধ্য স্থান হ'লো আবাপ স্থান অর্থাৎ রাষ্ট্রভৃৎ প্রভৃতি হোমগুলির অবসর স্থল। অর্থাৎ বৈবাহিক হোমে প্রায়শ্চিত্ত হোম ও প্রাজাপত্য হোমের মধ্যভাগে রাষ্ট্রভৃৎ প্রভৃতি হোমগুলি হবে।৬

৭। রাষ্ট্রভৃত ইচ্ছন জয়াভ্যাতানাংশ্চ জানন্।৭।

(বৈবাহিক হোম কর্মে) রাষ্ট্রভৃতঃ—রাষ্ট্রভৃৎ নামক ১২টি আহূতি হবে।

জয়াভ্যাতানাংশ্চ—জয়া নামক ১৩টি এবং অভ্যাতান নামক ১৮টি আহূতি দিতে হবে। জানন্—এই আহূতিগুলি ফল কামনা করলে।

অনুঃ—(বৈবাহিক হোমে পূর্বোক্ত মন্ত্রানুসারে আবাপ স্থানে) রাষ্ট্রভৃৎ নামক বারটি আহূতি' জয়া নামক তেরোটি আহূতি এবং অভ্যাতান নামক আঠারটি আহূতি দিতে হবে—কামনা করলে।৭। কি কামনা করলে ?—এই প্রশ্নের উত্তরে—

৮। যেন কর্মণেচ্ছেদিতি বচনাৎ।৮।

অনুঃ—'যে কর্মের যে ফল জানলে'—এই বচন অনুসারে (অর্থাৎ রাষ্ট্রভৃৎ প্রভৃতি হোমগুলি ফল কামনা করলে যথোক্ত স্থানে আহূতিগুলি দান করবে।৮

৯। চিত্তং চ চিত্তিশ্চাকুতং চাকুতিশ্চ বিজ্ঞাতং চ বিজ্ঞাতিশ্চ মনশ্চ শক্করীশ্চ দর্শশ্চ পৌর্ণমাসং চ বৃহচ্চ রথন্তরং চ প্রজাপতির্জয়া নিন্দ্রায় বৃষ্ণে প্রাযচ্ছদুগ্রঃ পৃতনা জয়েষু॥ তস্মৈ বিশঃ; সমনমন্ত সর্বাঃ সউগ্রঃ সইহব্যো বভূব স্বাহেতি।৯।

জয়া নামক ১৩টি আহূতির মন্ত্র এখানে বিধৃত আছে।

এখানে 'চিত্তং' থেকে 'রথন্তরং' পর্যন্ত ১২টি পদের সঙ্গে স্বাহা যুক্ত করে ১২টি আহূতি এবং 'প্রজাপতি থেকে বড়ব স্বাহা পর্যন্ত ত্রয়োদশ আহূতির মন্ত্র। পূর্বোক্ত ১২টি মন্ত্রকে চতুর্থ্যন্ত করে স্বাহা যুক্ত করে আহূতি দেওয়ার কথা কোনকোন আচার্য স্বীকার করলেও পারস্কর গৃহ্যসূত্র ভাষ্যকার হরিহর স্বীকার করেন না,—তাঁর মতে এগুলি কোন দেবতার নাম নয়; মন্ত্র। আর সেজন্যই মন্ত্র যেরূপ আছে তদনুরূপ সেভাবেই প্রয়োগ করতে হবে।

কিন্তু অপর ভাষ্যকার বিশ্বনাথ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি প্রয়োগ

পদ্ধতিতে চতুর্থ্যন্ত করে ব্যবহার করে দেখিয়েছেন। যথা—চিত্তায় স্বাহা, ইদং চিত্তায় চিত্ত্যৈ স্বাহা ইদং চিত্ত্যৈ প্রভৃতি। প্রচলিত পদ্ধতিগুলিতে হরিহরভাষ্য অনুযায়ী জয়াহোমের উল্লেখ আছে—

১) চিত্তঞ্চ স্বাহা, ইদং চিত্তায়।
২) চিত্তিশ্চ স্বাহা, ইদং চিত্ত্যৈ।
৩) আহূতিশ্চ স্বাহা, ইদমাহূত্যৈ।
৪) আকুতঞ্চ স্বাহা, ইদমাকুতায়।
৫) আকুতিশ্চ স্বাহা, ইদমাকুতয়ে।
৬) বিজ্ঞাতঞ্চ স্বাহা, ইদং বিজ্ঞাতায়।
৭) মনশ্চ স্বাহা, ইদং মনসে।
৮) শক্করী স্বাহা, ইদং শক্কর্যৈ।
৯) দর্শশ্চ স্বাহা, ইদং দর্শায়।
১০) পৌর্ণমাশ্চ স্বাহা' ইদং পৌর্ণমাসায়॥
১১) বৃহচ্চ স্বাহা, ইদং বৃহতে।
১২) রথন্তরঞ্চ স্বাহা, ইদং রথন্তরায়! এই প্রয়োদশ আহুতির মন্ত্র—
১৩) ওঁ প্রজাপতির্জয়া······হব্যো বভূব স্বাহা, ইদং প্রজাপতয়ে, জয়ানামধি-পতয়ে।

উক্ত মন্ত্র দুটির অর্থাদি নিম্নরূপ—

(১) চিত্তঞ্চ·· ···রথন্তরং চ।

মন্ত্রটির ঋষিপরমেষ্টী, ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ, দেবতা—মন্ত্রোক্ত দেবতা সকল বিনিয়োগ —বৈবাহিক আজ্যহোম/অথবা জয়া হোম।

মন্ত্রার্থ—(প্রজাপতি যেভাবে ইন্দ্রকে বিজয়ী করেছেন, সেইভাবে) হৃদয়' চেতনা, কর্মেন্দ্রিয়, তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, শিল্পাদি জ্ঞান, অপরোক্ষ জ্ঞান, মন, মানসিক শক্তি দর্শ (অমাবস্যা), পৌর্ণমাস, বৃহৎ এবং রথন্তর সাম (আমাদিগকে বিজয়শীল করুন।)

(২) প্রজাপতির্জয়ানিন্দ্রায়······ইহব্যো বভুব।

ঋষি—পরমেষ্ঠী, ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ, দেবতা—প্রজাপতি।

মন্ত্রার্থ ঃ—প্রজাপতি অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ইন্দ্রকে জয়া নামক মন্ত্র দান করেন। এই মন্ত্র লাভ করে সেনাবিজয় কাজে প্রচণ্ড হ'য়ে উঠেন—এবং তাঁকে সমগ্র প্রজা প্রণাম করে তাঁকে নিজেদের নেতা বলে স্বীকার করেন। তার ফলে ইন্দ্র প্রচুর শক্তিশালী এবং যজ্ঞভাগের অধিকারী হন।

১০। অগ্নির্ভূতানামধিপতিঃ সমাবত্বিন্দ্রো জ্যেষ্ঠানাং যমঃ পৃথিব্যাঃ বায়ুরন্তরিক্ষস্য সূর্যো দিবশ্চন্দ্রমানক্ষত্রাণাং বৃহস্পতি ব্রহ্মণো মিত্রঃ সত্যানাং বরুণোঽপাং সমুদ্রঃ স্রোত্যানামন্নং সাম্রাজ্যানামধিপতিস্তন্মামবতু সোম ওষধীনাং সবিতা প্রসবানাং রুদ্রপশূনাং ত্বষ্টা রূপাণাং বিষ্ণুঃ পর্বতানাং

মরুতো গণানামধিপতয়স্তে মাবন্তু পিতরঃ পিতামহাঃ পরেবরে ততাস্ততা-মহাঃ। ইহ মাবন্ত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষত্রেহস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহেতি সর্বত্রানুষজতি।১০।

উক্ত মন্ত্রটিতে 'অভ্যাতান হোম'-এর নির্দেশ আছে। অভ্যাতান হোমে ১৮টি আজ্যাহুতি দান করতে হয়। এখানে প্রতিটি মন্ত্রের সঙ্গে 'মাবন্ত্বস্মিন্ ক্ষেত্রেহস্যামা-শিষ্যস্যাং পুরোধায়াস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাংস্বাহা' বাক্যটি যোগ করতে হয়। সুতরাং 'অভ্যাতান হোমে'.১৮টি আহুতির মন্ত্র বক্ষ্যমানারূপ হবে—

১) ওঁ অগ্নির্ভূতানামধিপতিঃ স মাবস্ত্বস্মিন ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেহস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা॥ ইদমগ্নয়ে ভূতানামধিপতয়ে।

২) ওঁ ইন্দ্রোজ্যেষ্ঠানামধিপতিঃ স মাবন্ত্বস্মিন্......দেবহূত্যাং স্বাহা॥ ইদং ইন্দ্রায় জ্যৈষ্ঠনামধিপতয়ে॥

৩) ওঁ যমঃ পৃথিব্যামধিপতিঃ „ ইদং যমায় পৃথিব্যামধিপতয়ে।

৪) ওঁ বায়ুরন্তরিক্ষস্যাধিপতিঃ „ ইদং বায়বে অন্তরিক্ষস্যাধিপতয়ে॥

৫। ওঁ সূর্যে দিবোহধিপতিঃ „ ইদং সূর্যায় দিবোহধিপতয়ে।

৬) ওঁ চন্দ্রমানক্ষত্রানামধিপতিঃ স মাবন্ত্বস্মিন্...দেবহূত্যাং স্বাহা। ইদং চন্দ্রায় নক্ষত্রাণামধিপতয়ে॥

৭) ওঁ বৃহস্পতির্ব্রহ্মণোহধিপতিঃ „ ... „ ব্রহ্মণোহধিপতয়ে॥

৮) ওঁ মিত্রঃ সত্যানামধিপতিঃ „ ... „ ইদং মিত্রায় সত্যানামধিপতয়ে।

০) ওঁ বরুণোহপানাধিপতিঃ „ ... „ ইদং বরুণায় অপানাধিপতয়ে।

১০) ওঁ সমুদ্রঃ স্রোত্যানামধিপতিঃ „ ... ইদং সমুদ্রায় স্রোত্যানামধিপতয়ে॥

১১) ওঁ অন্নং সাম্রাজ্যানামধিপতিঃ „ ... „ ইদমন্নায় সাম্রাজ্যা-নামধিপতয়ে॥

১২) ওঁ সোম ওষধীনামধিপতিঃ „ ... ইদং „ সোমায় ওষধীনামধিপতয়ে।

১৩) সবিতা প্রসবানামধিপতিঃ „ „ ইদং সবিত্রে

১৪) রুদ্রঃ পশুনামধিপতিঃ „ ... „ ইদং রুদ্রায় পশুনাম-ধিপতয়ে॥

১৫) ত্বষ্টারূপানামধিপতিঃ " ... " ইদং ত্বষ্ট্রে রূপানামধিপতয়ে ॥

১৬) বিষ্ণুঃ পর্বতানামধিপতঃ " ... " ইদং বিষ্ণবে পর্বতনামধিপতয়ে।

১৭) মরূতোগণানামধিপতয়ঃ " ...," ইদং মরূদ্‌ভ্যো গণানামধিপতিভ্যঃ ।

১৮) ওঁ পিতরঃ পিতামহাঃ পরেবরে ততাস্ততামহা ইহ মাবন্ত্ব ক্ষেত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পূরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা॥ ইদং পিতৃভ্যঃ পিতামহেভ্যঃ,পরেভ্যঃ অবরেভ্যঃ ততেভ্যঃ, ততামহেভ্যঃ ।

এই ভাবে ১৮টি মন্ত্রে ১৮টি আহূতি দ্বারা 'অভ্যাতান' নামক হোম নিষ্পন্ন হয় ।

উক্ত মন্ত্রগূলির ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দঃ—পঙ্‌ক্তি । দেবতা—মন্ত্রোক্ত দেবতা সকল এবং বিনিয়োগ—বিবাহকর্মণি অভ্যাতান হোমে বিনিয়োগঃ ।

মন্ত্রার্থ—প্রাণীদের অধিপতি অগ্নি, শ্রেষ্ঠাধিপতি ইন্দ্র, পৃথিবীর অধিপতি যম, অন্তরিক্ষাধিপতি বায়ূ, স্বর্গাধিপতি/দ্যূলোকপতি সূর্য ,নক্ষত্রপতি চন্দ্র, বেদাধিষ্ঠাতা বৃহস্পতি, সত্যরক্ষক মিত্র, জলাধিপতি বরূণ, সরিৎপতি সমূদ্র, সাম্রাজ্য পালক অন্ন, আমাকে রক্ষা করূন, বনস্পতিসমূহের অধিষ্ঠাতা সোম, সৃষ্টির অধিষ্ঠাতা সবিতৃদেব, পশূপতিরূদ্র, শিল্প এবং বাস্তুপতি ত্বষ্টা, পর্বতস্বামী বিষ্ণু, গণাধিপতি মরূৎগণ, আমাকে রক্ষা করূন। এবং পিতা, পিতামহ এবং অন্য পূর্বজগণ এই ব্রহ্ম কর্মে এবং প্রজাপালন রূপ ক্ষত্রিয়কর্মে আমাকে রক্ষা করূন। আমার সম্মূখে স্থিত এই আপনি আশীর্বাদ দ্বারা কৃতার্থ করূন। এই দেবাহ্বান নির্ভর যজ্ঞের প্রত্যেকটি আহূতি সূহূত হোক।

[স মাবন্তবস্মিন্......দেবহূত্যাং স্বাহা অংশটি প্রতিটি ক্ষেত্রে যূক্ত হবে।] ১০

এরপর জলস্পর্শ করে পাঁচটি আজ্যাহূতির নির্দেশ আছে।

১১। অগ্নিরৈতু প্রথমো দেবতানাং সোঽস্যৈ প্রজাং মূঞ্চতু মৃত্যুপাশাৎ তদয়ং রাজা বরূণোঽনূমন্যতাং যথেয়ং স্ত্রী পৌত্রমঘংন রোদাৎ স্বাহা।

ইমামগ্নিস্ত্রায়তাং গার্হপত্যঃ প্রজামস্যৈ নয়তু দীর্ঘমায়ূঃ অশূন্যোপস্থা জীবতামস্তু মাতা পৌত্রমানং দমভিবিবূধ্যতামিয়ং স্বাহা ॥ স্বস্তি নো অগ্নে দিব আ পৃথিব্যা বিশ্বানি ধেহ্যযথা যজত্র যদস্যাং মহি দিবি জাতং প্রশস্তং তদস্মাসূ দ্রবিণং ধেহি চিত্রগূঁ স্বাহা॥ সূগন্নূ পন্হা প্রদিশন্ন এহি জ্যোতিষ্মধ্যে হ্যজরন্ন আয়ূঃ অপৈতু মৃত্যুরমৃতন্ন আগাদ্ বৈবস্বতো নোঽভয়ং কৃণোতুস্বাহা ইতি॥১১।

১২। পরং মৃত্যোবিতি চেকে প্রাশনান্তে ॥১২।

এখানে ১১ সংখ্যাক মন্ত্রে ৪টি স্বাহান্ত বিশিষ্ট ৪টি আহুতির মন্ত্রের উল্লেখ আছে এবং ১২শ সংখ্যাক মন্ত্রে সংস্রব প্রাশনান্তে একটি আহুতির জন্য শুক্লযজুর্বেদের ১টি মন্ত্রকে নির্দেশ করা হয়েছে।

প্রথম মন্ত্র—অগ্নিরৈতু·····পৌত্রমঘন্নরোদাৎ স্বাহা।,

প্রজাপতিঋষি, ত্রিষ্টুপছন্দঃ, অগ্নি ও বরুণ দেবতা, বৈবাহিক হোমে বিনিয়োগ ঃ

মন্ত্রার্থ—যজ্ঞভাগের অধিকারী দেবতাদের মধ্যে প্রথম অগ্নি এখানে উপস্থিত হয়ে এই স্ত্রীর ভাবী সন্তানকে মৃত্যুপাশ হতে মুক্ত করুন। রাজা বরুণ ও এরূপ অনুমোদন করুন, যাতে এই স্ত্রী সন্তান জন্মানর দুঃখ হেতু যেন রোদন করে না।

দ্বিতীয় মন্ত্র—ইমামগ্নিস্ত্রায়তাম্······বিবুধ্যতামিয়ং স্বাহা।

ঋষি ছন্দ সমস্তই পূর্ববৎ, কেবল দেবতা একমাত্র অগ্নি।

মন্ত্রার্থ—অগ্নিদেব এই স্ত্রীর সন্তানদের দীর্ঘায়ুঃ দান করুন। এই (স্ত্রীর) গর্ভাধান যেন বিফল না হয়, (এর) পুত্র জীবিত থাকুক, (এই কন্যা) পুত্রপৌত্রদের জন্মানর সুখ অনুভব করুক।

তৃতীয় মন্ত্র—স্বস্তিনো অগ্নে······দ্রবিণং ধেহি চিত্রগুঁ স্বাহা।

ঋষ্যাদি দ্বিতীয় মন্ত্রের অনুরূপ।

মন্ত্রার্থ—হে যজমান রক্ষক অগ্নিদেব! তুমি আমাদের অনুকূল-প্রতিকূল সকল প্রকার কাজকে শুভময় ও মঙ্গলময় কর। দ্যুলোক থেকে ভূলোক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত তোমার মহিমায়—এই স্ত্রীকে মহিমান্বিতা কর। পার্থিব এবং স্বর্গীয়—উভয় প্রকারের বিবিধ ধনরাশি আমাদের দান কর।

চতুর্থ মন্ত্র—সুগন্নু পন্হাং······অভয়ং কৃণোতু।

ঋষ্যাদি পূর্ববৎ

মন্ত্রার্থ—হে অগ্নিদেব! এখানে এসে অর্চ প্রভৃতি সুপথে চালিত হওয়ার উপদেশ দিয়ে ঊর্জস্কর এবং জরারহিত জীবন দান কর, তোমার কৃপায় মৃত্যু দূর হোক, অমৃতানন্দ সৃষ্টি লাভ করুক,—যম আমাদিগকে সর্বদা নির্ভয় করুন।

পঞ্চম মন্ত্র—পরং মৃত্যো অনু পরেহি পন্হাং যস্তে অন্য ইতরো দেবযানাৎ চক্ষুষ্মতে শৃন্বতে তে ব্রবীমি মানঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্।

যজুঃ ৩৫।৭

ঋষি—সংকসুক, ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ, দেবতা-মৃত্যু, বিনিয়োগ—বৈবাহিক হোমে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্রার্থ—হে মৃত্যু তুমি পরাঙ্মুখ হয়ে দেবযান পথ থেকে অন্য পিতৃযান পথে যাও। তোমার না দেখা বা না শোনা কিছুই নাই। তুমি আমাদের সন্ততি ও পুত্রদের হিংসা করো না।

জয়া হোমের পূর্বেই রাষ্ট্রভৃদ্ধোমের নির্দেশ দেওয়া হ'লেও তার মন্ত্র সম্পর্কে আর এখানে কোনরূপ নির্দেশ করা হয় নাই। হরিহর ভাষ্যে জয়া হোমের পূর্বেই 'ঋতাষাড়ৃত ধামাগ্নিঅগন্ধর্ব' ইত্যাদি যজুর্বেদের অষ্টাদশ অধ্যায়ের ১২টি মন্ত্র দ্বারা বারটি আহুতির মাধ্যমে রাষ্ট্রভৃদ্ধোম নিষ্পন্ন করার নির্দেশ আছে। প্রচলিত পদ্ধতিতেও অনুরূপভাবে রাষ্ট্রভৃদ্ধোমের প্রয়োগ উল্লেখ করা হয়েছে।

রাষ্টভৃদ্ধোমের মহীধরের নির্দেশ অনুসারে—প্রতিটি মন্ত্র দুভাগ করে আহুতি হবে। যেমন পূর্বভাগে থাকবে ঋতাষাড়ৃতধামাগ্নিগন্ধর্বঃ স ন ইদং ব্রহ্মক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্। ইদমমৃতাষাহে ঋতধানে অগ্নয়ে গন্ধর্বায়।

১। ঋতাষাড়ৃতধামাহগ্নির্গন্ধর্বস্তস্যৌষধয়োঽপ্সরসো মুদো নাম। স ন ইদং ব্রহ্মক্ষত্রং পান্তু তস্মৈ স্বাহা বাট্ তাভ্যঃ স্বাহা ॥ যজুঃ ১৮।৩৮

* উত্তর ভাগ—ঋতাষাড়ৃতধামাগ্নি গন্ধর্বঃ তস্যোপ্ষধয়োঽসরসো মুদো নাম তাভ্যঃ স্বাহা ॥ ইদংওষাধিভ্যঃ, অপ্ সরোভ্যঃ মুদ্ভ্যঃ।

মন্ত্রার্থঃ সত্যকে যে সহ্য করে সত্য যার স্থান সেই অগ্নিরূপ গন্ধর্ব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আমাদের রক্ষা করুন, তাঁকে স্বাহা ও বষট্ মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। সেই গন্ধর্ব সকলের আনন্দদায়ক ওষধি নামক অপ্সরা আছে, সেই ওষধিসকলকেও স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি।

২। সংহিতো বিশ্বসামা সূর্যো গন্ধর্বস্তস্য মরীচয়োঽপ্সরস আয়ুবো নাম। স ন ইদং ব্রহ্ম······স্বাহা। ঐ ১৮।৩৯

মন্ত্রার্থঃ—দিনরাতের মিলনকারী সকল সামের প্রতিপাদক সূর্যরূপ গন্ধর্ব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আমাদের রক্ষা করুন, স্বাহা ও বষট মন্ত্রে তাঁকে আহুতি দিচ্ছি। তাঁর সকল স্থানে পরিব্যাপ্তা এমন যে মরীচি নামক অপ্সরা আছে তাঁদেরও স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি।

৩। সুষুম্নঃ সূর্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্বস্তস্য নক্ষত্রাণ্যপ্সরসো ভেকুরয়ো নাম। স ন···স্বাহা ॥ ঐ ৪০

মন্ত্রার্থঃ—যজ্ঞদ্বারা সুখপ্রদ, সূর্যের কিরণতুল্য চন্দ্রমারূপ গন্ধর্ব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আমাদের রক্ষা করুন, স্বাহা ও বষট্ মন্ত্রে তাঁকে আহুতি দিচ্ছি। তাঁর কান্তি বিকিরণকারী নক্ষত্র নামে যে অপ্সরা আছে তাঁদের ও স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি।

৪। ইষিরো বিশ্বব্যচা ব্যতো গন্ধর্বস্তস্যাপো অপ্সরসঊর্জো নাম। স ন...স্বাহা ॥ ১৮।৪১

মন্ত্রার্থ—শীঘ্রগামী ও সর্বত্র গতিশীল বায়ুরূপ গন্ধর্ব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আমাদের রক্ষা করুন। তাঁকে স্বাহা ও বষট্ মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। তাঁর ধান্য উৎপাদনে জীবনদায়ী জল নামক যে অপ্সরা আছে, তাঁদের ও স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি।

৫। ভুজ্যুঃ সুপর্ণো যজ্ঞো গন্ধর্বস্তস্য দক্ষিণা অপ্সরসস্তাবা নাম। স ন...স্বাহা ১৮।৪২

মন্ত্রার্থঃ—প্রাণিগণের পালক, স্বর্গগমনশীল যজ্ঞনামক গন্ধর্ব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আমাদের রক্ষা করুন, তাঁকে স্বাহা ও বষট্ মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। তাঁর স্তুতিকারী দক্ষিণা নামক যে অপ্সরা আছে, তাঁদের ও স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি।

৬। প্রজাপতিবিশ্বকর্মা মনো গন্ধর্বস্তস্য ঋক্‌সামান্যপ্সর স এষ্টয়ো নাম। স ন...স্বাহা ॥ ৪৩

মন্ত্রার্থঃ—প্রজাপালক, সকল কর্মকারক মনরূপ গন্ধর্ব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আমাদের রক্ষা করুন, তাঁকে স্বাহা ও বষট মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। তাঁর অভীষ্টকামী ঋক্‌সাম নামক যে অপ্সরা আছে, তাঁদেরও স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি।

এ পর্যন্ত 'বষট্' মন্ত্রে পুরুষ জাতীয় এবং স্বাহা মন্ত্রে স্ত্রী জাতীয়ের হোম করার উল্লেখ করা হয়েছে।

ইতি পঞ্চম কণ্ডিকা

প্রথম কাণ্ড—ষষ্ঠ কণ্ডিকা—লাজহোম

রাষ্ট্রভৃদ্ধোম, জয়াহোম, আভ্যাতান হোম ও পঞ্চআজ্যাহুতির পর লাজ হোম।

১। কুমার্যা ভ্রাতা শমীপলাশমিশ্রাংল্লাজান ঞ্জলিনাঞ্জলাবাবপতি।১।

অনুঃ—কন্যার ভ্রাতা শমীপত্রমিশ্রিত কিছু খই অঞ্জলি কন্যার অঞ্জলিতে দেবে।

[কন্যার নিজের ভাই না থাকলে কাকার, মামার, মাসীর বা পিসির ছেলে—ভাই সম্পর্কীয় যে কেহ দেবে।] ১

---

১) ভ্রাতৃস্থানে পিতৃব্যস্য মাতুলস্য চ য. সুতঃ
মাতৃস্বসুঃ সুতস্তদ্বৎ পিতৃস্বসুঃ।
অন্যো ভ্রাতুরভাবে স্যাদ্ বান্ধবো জাতিরেব চ॥

২। তাং জুহোতি সংহতেন তিষ্ঠতী।২।

অনুঃ—কন্যা দাঁড়িয়ে মিলিত হস্তে (অর্থাৎ অঞ্জলি ফাঁক না করে ([সেই শমী-মিশ্রিত লাজগুলি) অগ্নিতে আহুতি দেবে।[১] (এখানে তিনটি আহুতির জন্য তিনটি মন্ত্রের উল্লেখ আছে। এখানে প্রতিবার কন্যার অঞ্জলিতে শমীমিশ্রিত লাজ দেওয়া হবে এক একটি মন্ত্র পাঠ করে করে এক এক অঞ্জলি দেবে।)[২]

প্রথম লাজাহুতির মন্ত্র—

অর্যমনং দেবং কন্যাগ্নিমযক্ষত।
স নো অর্যমা দেবঃ প্রেতো মুঞ্চতু মা পতেঃ স্বাহা ।।

অথর্বা ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, অগ্নিদেবতা, লাজ হোমে বিনিয়োগ।

মন্ত্রার্থ—এই কন্যা অর্যমাদেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি দিচ্ছে, সে অর্যমা দেব আমাকে পিতৃকুল থেকে মুক্ত করুক কিন্তু পতিকুল থেকে নয়।

দ্বিতীয় লাজাহুতির মন্ত্র—

ইয়ং নার্যুপব্রূতে লাজানাবপন্তিকা।
আয়ুষ্মানস্তু মে পতিরেধন্তাং জ্ঞাতয়ো মম স্বাহা ॥

ঋষ্যাদি পূর্ববৎ।

মন্ত্রার্থঃ—এই পরিণীতা কন্যা লাজ হোম করতে করতে বলছে, (হে অর্যমন্!) আমার পতিকে দীর্ঘায়ুঃ কর এবং অন্যান্য পরিজনদের সমৃদ্ধ কর।

তৃতীয় লাজ হোমের মন্ত্র—

ইমাল্লাজানাবপাম্যগ্নৌ সমৃদ্ধিকরণং তব।
মম তুভ্যং চ সংবননং তদগ্নিরনুমন্যতামিয়ং স্বাহা ॥

ঋষ্যাদি পূর্ববৎ ॥

মন্ত্রার্থঃ—(পরিণীতা কন্যা বরকে বলবে) আমি এই লাজ আমার এবং তোমার সমৃদ্ধির জন্য অগ্নিতে আহুতি দিচ্ছি। আমাদের পারস্পরিক অনুরাগ অগ্নিদেব অনুমোদন করুন।

---

২) লাজহোমের স্থলে কন্যা আহুতি দেবে কিন্তু প্রতিটি মন্ত্র বর পাঠ করবে। গোভিল গৃহ্য সূত্রে উল্লেখ আছে লাজহোম কালে বরের হাতও অঙ্গলিবদ্ধভাবে কন্যার হাতের সঙ্গে যুক্ত থাকবে।

কন্যার আহুতি দানের নিয়ম সম্পর্কে নির্দেশ—

'অঙ্গুল্যগ্রেন হোতব্যং তথৈবাঞ্জলি ভেদতঃ।
অঞ্জলির্বামপার্শ্বে লাজাহোমো বিধীয়তে ॥'
'বামভাগস্তু নারীণাং দেবভাগ ইতি স্মৃতঃ।'

(লাজ হোমের পর) বর (নিজের ডান হাত দিয়ে) কন্যার ডান হাতটি অঙ্গুষ্ঠের সঙ্গে ধরবে। (কন্যার অঙ্গুষ্ঠ ধরে নিম্নোক্ত তিনটি মন্ত্র পাঠ করবে।)

১। গৃভ্ণামিতে সৌভগত্বায় হস্তং ময়াপত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ।
ভগোঽর্যমা সবিতা পুরন্ধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবঃ॥

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি। ত্রিষ্টুপছন্দঃ, মন্ত্রোক্তদেবতা। পাণিগ্রহণে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্রার্থঃ—কন্যে, আমি সৌভাগ্য কামনায় তোমার হাত গ্রহণ করেছি। তুমি আমার সঙ্গে বার্ধক্যকাল পর্যন্ত জীবিত থাক। ভগ, অর্যমা এবং সবিতা পুরন্ধি দেবতাগণ গার্হস্থ্যজীবনের আনন্দলাভের জন্য আমাকে তোমায় দান করেছেন।

২। অমোঽহমস্মি সা ত্বং সাত্বমস্যমোঽহম্।
সামাহমস্মি ঋক্ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবীত্বম্॥

ভরদ্বাজ ঋষি, উষ্ণিক্ ছন্দ, বিষ্ণু দেবতা, পাণিগ্রহণে বিনিয়োগ। হে কন্যে! আমি বিষ্ণু, তুমি লক্ষ্মী; আমি সাম, তুমি ঋক্; আমি স্বর্গ, তুমি পৃথিবী॥

৩-৪। তাবেহি বিবাহাবহৈ সহরেতো দধাবহৈ প্রজাং প্রজনয়াবহৈ পুত্রান্ বিন্দ্যাবহৈ বহূন্ তে সন্তু। জরদষ্টয়ঃ সংপ্রিয়ৌ রোচিষ্ণু সুমনস্যামানৌ পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতমিতি॥

অথর্বা ঋষি, প্রজাপতি ঋষি, বিষ্ণু দেবতা, পাণিগ্রহণে বিনিয়োগঃ। হে কন্যে। এসো, আমরা বিবাহ করি, আমাদের বীর্য একসাথে ধারণ করি। আমরা সন্তান উৎপন্ন করি, আমাদের বহুসংখ্যক পুত্র হোক, আমাদের সন্তান দীর্ঘায়ুঃ হোক, আমরা পরস্পর প্রীতিযুক্ত, প্রভাবিশিষ্ট ও সুন্দর মনের অধিকারী হয়ে শত বৎসর পর্যন্ত জীবন ধারণ করব, শত শরৎদর্শন করব, শত শরৎ শুনব। (অর্থাৎ সব ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে জীবন ধারণ করব।)

ইতি ষষ্ঠ কণ্ডিকা

প্রথম কাণ্ড—সপ্তম কণ্ডিকা

১। অথৈনামশ্মানমারোহয়ত্যুত্তরতোঽগ্নের্দক্ষিণ পাদেন। আরোহেমমশ্মানমশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব। অভিতিষ্ঠ পৃতন্যতোববাধস্ব পৃতনায়ত ইতি ॥১

অনু ঃ—(পাণিগ্রহণের পর বরবধূকে ধরে অগ্নির উত্তরে স্থাপিত শিলার উপর বধূর ডানপাটি রাখাবে) 'আরোহেমমশ্মানম্' মন্ত্রটি বলতে বলতে। [এখানে কর্তৃত্ব বরেরই, তাই মন্ত্রটি বরই পাঠ করবে]।১

মন্ত্রটির ঋষি অথর্বা, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, বধূর্দেবতা অশ্মারোহণে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্রার্থ—হে বধূ! তুমি ঐ সামনে রাখা শিলাটির উপর আরোহণ কর। আরোহণ দ্বারা সংস্কৃত শিলাটির মত দৃঢ়াঙ্গী হও। আমার উপর আক্রমণকারীদের তুমি ব্যর্থ করে দাও।১

২। অথ গাথাং গায়তি সরস্বতিপ্রেদমব সুভগে বাজিনীবতি।
যাং ত্বা বিশ্বস্য ভূতস্য প্রজায়ামস্যাগ্রতঃ।
যস্যাং ভূতং সমভবদ্যস্যাং বিশ্বমিদং জগৎ।
তামদ্য গাথাং গাস্যামি যা স্ত্রীণামুত্তমংযশ ইতি ॥২

অনু ঃ—বধূকে শিলায় আরোহণ করিয়ে বর 'সরস্বতি……ইত্যাদি গাথাটি পাঠ করবে।)

(গাথাটি হ'লো মূল সূত্রে উদ্ধৃত 'সরস্বতি…যশঃ')

মন্ত্রটির ঋষি—বিশ্বাবসু, ছন্দঃ—অনুষ্টুপ্, দেবতা—সরস্বতী, বিনিয়োগ—গাথাগানে বিনিয়োগ।

মন্ত্রার্থ ঃ—দেবি সরস্বতি! (বৈখরীবাক্) (সুভগে)—কল্যাণি, বাজিনাবতী—(বাজ-অন্নং তদস্তি অস্যামিতি) অর্থাৎ অন্নবতী, (প্রেদমব—ইদং প্রাব) এই দুটি কর্ম তুমি রক্ষা কর। (যাং ত্বাং—যে তোমাকে (বিশ্বস্য ভূতস্য) এই সমগ্র জগতের জাত পদার্থ বা প্রাণীর অথবা পৃথিব্যাদির (প্রজায়াং) প্রকৃষ্ট জননী (বলা হয়) (অগ্রতঃ) প্রথমা। অর্থাৎ প্রকৃতিরূপা তুমিই আদ্যা জননী। আবার প্রকৃতিরূপা তোমাতেই এই বিশ্বচরাচর জগৎ লীন হয়। আমি আজ সেই গাথাই গাইছি, যাদ্বারা নারীরূপিনী তোমার নানাপ্রকার যশস্কর কর্মের বর্ণনা হয়।

৩। অথ পরিক্রামতঃ তুভ্যমগ্নে পর্যবহন্সূর্যাং বহতু না সহ।
পুনঃ পতিভ্যো জায়াং দাগ্নে প্রজয়া সহেতি ॥৩

অনু ঃ—গাথাগান শেষ হ'লে বরও বধূ 'তুভ্যম্...প্রজয়াসহ' মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে অগ্নিকে একবার প্রদক্ষিণ করাবে। (মন্ত্রটি বরই পাঠ করবে) ।৩

মন্ত্রটির ঋষি—অথর্বা, ছন্দ—অনুষ্টুপ, দেবতা—অগ্নি, অগ্নিপ্রাদক্ষিণ্যে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্রার্থ ঃ—হে অগ্নিদেব। তোমার জন্য প্রথমে সোমপ্রকৃতির দেবতাগণ জন্মদিন থেকে এ পর্যন্ত পরিগ্রহ করেছেন, এবার সূর্যসম্বন্ধিনী বা নবোদ্গতকান্তিসম্পন্না এই ভার্যাকে সোম প্রভৃতি দেবতাদের কাছ থেকে আপনি গ্রহণ করুন। তারপর আপনি ভোগ করে পরমপুরুষার্থ ও সন্তানের সহিত জায়াকে আমায় দান করুন।

৪। এবং দ্বিরপরং লাজাদি।

অনুঃ—এই ভাবে দ্বিতীয়বার ও তৃতীয় বার লাজহোমাদি কৃত্যগুলি হবে। অর্থাৎ ১) লাজাহুতি, ২) কন্যার হস্তগ্রহণ, ৩) অশ্মাক্রমণ, ৪) গাথাগান এবং ৫) অগ্নি প্রদক্ষিণ—এই পাঁচটি কাজ আরও দুবার করতে হবে।

৫। চতুর্থং শূর্পকুষ্ঠয়া সর্বাঁল্লাজানাবপতি ভগায় স্বাহেতি ।৫

অনু ঃ—(চতুর্থং) চতুর্থবার হোমের সময় (শূর্প) কুলার একটি কোণ দিয়ে কন্যার ভাই অবশিষ্ট (লাজ) খৈগুলি কন্যার অঞ্জলিতে ঢেলে দেবে এবং কন্যা 'ভগায় স্বাহা' বলে অগ্নিতে আহুতি দেবে ।৫

হরিহর মতে—চতুর্থবার আহুতি দিয়ে বরবধূ কোন মন্ত্র না বলে অগ্নি প্রদক্ষিণ করে নিজেদের আসনে বসবে।)

৬। ত্রিঃ পরিণীতাং প্রাজাপত্যং হুত্বা ।৬

অনুঃ—(ত্রিপরিণীতাং) তিনবার প্রদক্ষিণের পর অথবা সোম, অগ্নি ওঁ বর—এই ক্রমে তিনবার পরিণীতা কন্যাকে নিয়ে 'প্রজাপতয়ে স্বাহা' মন্ত্রে আহুতি দিয়ে (পরবর্তী সূত্রের 'উদীচীং পরিক্রাময়তি' পদটির অন্বয় হবে) অর্থাৎ উত্তরাভিমুখে যাত্রা করতে প্রস্তুত হবে।)

ইতি সপ্তম কণ্ডিকা

প্রথম কাণ্ড—অষ্টম কণ্ডিকা

১। অথৈনামুদীচীং সপ্ত পদানি প্রক্রাময়তি।

একমিষে দ্বে ঊর্জে ত্রীণি রায়স্পোষায় চত্বারি মায়োভবায় পঞ্চ পশুভ্যঃ ষড় ঋতুভ্যঃ সখে সপ্তপদা সা মামনুব্রতা ভব ॥১

২। **বিষ্ণুস্ত্বা নয়ত্বিতি সর্বত্রানুষজতি ।২**

অনুঃ—(অথ) পরিণয় বা প্রাজাপত্য হোমের পর বর কন্যাকে উত্তরমুখী করিয়ে সপ্তপদ গমন করাবে। প্রতিপদের মন্ত্র যথা—১) একমিষে বিষ্ণুস্ত্বানয়তু, ২) দ্বেউর্জে বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু, ৩) ত্রীণি রায়স্পোষায় বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু, ৪) চত্বারি মায়োভবায় বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু, ৫) পঞ্চপশুভ্যঃ বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু, ৬) ষড়্ ঋতুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু এবং ৭) সখে সপ্তপদা ভব, সা মামনুব্রতা ভব বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু ।১ 'বিষ্ণু স্ত্বা নয়তু' মন্ত্রটি প্রতিটি মন্ত্রের সঙ্গেই যুক্ত হবে। (বর মন্ত্রগুলি পাঠ করতে করতে প্রতিবারই কন্যার ডান পাটি আগে নিক্ষেপ করাবে।)

মন্ত্রটির সামগ্রিক অর্থ হলো—হে কন্যে ! তোমার প্রথম পা (পদক্ষেপ) অন্নের নিমিত্ত দ্বিতীয় পদক্ষেপ শক্তির নিমিত্ত, তৃতীয় পদক্ষেপ ধনপুষ্টির নিমিত্ত, চতুর্থ পদক্ষেপ সুখোৎপত্তির নিমিত্ত, পঞ্চম পদক্ষেপ পশুর নিমিত্ত, ষষ্ঠ পদক্ষেপ ষট্ ঋতুর সুখভোগের জন্য এবং সপ্তম পদক্ষেপ সুখসম্পাদন নিমিত্ত হোক তথা ইহলোক ও পরলোকের বন্ধু সেই তুমি ভূঃ ভুবঃ প্রভৃতি সপ্তলোকে প্রসিদ্ধা হও এবং আমার অনুবর্তিনী হও ।১-২

৩। **নিষ্ক্রমণ প্রভৃত্যুদকুম্ভং স্কন্ধে দক্ষিণতোঽগ্নের্বাগ্যতঃ স্থিতো ভবতি ।৩**

৪। **উত্তরত একেষাম্ ।৪**

অনু—(সপ্তপদীগমনের জন্য) নিষ্ক্রমণের সময় থেকে কোন একজন পুরুষ জল-পূর্ণ একটি কলসী কাঁধে নিয়ে বরবধূর পিছনে তথা অগ্নির দক্ষিণ দিকে চুপ করে (কথা না বলে) দাঁড়িয়ে থাকবে ।৩

অন্য আচার্য বলেন অগ্নির উত্তরে দাঁড়াবে ।৪

৫। তত এনাং মূর্ধণ্যাভিষিচতি ।

আপঃ শিবাঃ শিবতমাঃ শান্তা শান্ততমাস্তাস্তে কৃন্বন্তু ভেষজমিতি ॥৫

অনু—তারপর উক্ত জলকুম্ভ থেকে সামান্য জল নিয়ে বর 'আপঃ শিবতমা... ভেষজম্' মন্ত্রটি বলতে বলতে বধূর মাথায় ছিটিয়ে দেবে।

মন্ত্রার্থ ঃ—যে (আপঃ) জল (শিবাঃ) কল্যাণকর (শিবতমাঃ) অত্যন্ত অভ্যুদয়-কারী (শান্তাঃ) সুখকর (শান্ততমাঃ) পরমানন্দদায়ক (তা আপঃ) সেই জল (তে) তোমাকে (ভেষজম্) আরোগ্য (কৃন্বন্তু) করুক) ।

প্রজাপতি ঋষিঃ, যজুর্মন্ত্রঃ, আপো দেবতা, বিনিয়োগ—মূর্ধাভিষেক।

৬। **আপো হিষ্ঠেতি চ তিসৃভিঃ ।৬**

(পুনরায় ঐ ভাবে সেই জল নিয়ে আপো হিষ্ঠা……প্রভৃতি তিনটি ঋগ্‌মন্ত্র পাঠ করতে করতে বধূর মাথায় ছিটা দেওয়া হবে।৬

মন্ত্র ও মন্ত্রার্থ ঃ—(১) আপো হিষ্ঠা ময়ো ভুব স্তান উর্জে দধাতন। মহেরণায় চক্ষসে। ঋক্ ১০।৯।১। যজুঃ ১১।৫০

(হি) যেহেতু (আপঃ) জল তুমি (ময়োভুবঃ) সুখের আধার স্বরূপ (স্থ) হয়ে থাক। (সে কারণ) (তাঃ) সেই তুমি জল (নঃ) আমাদের (ঊর্জে) অন্ন (দধাতন) বিধান কর বা দাও। (মহে) অতীব (রণায়) রমণীয় (চক্ষসে) দর্শন জ্ঞান দান কর।

(২) যো বঃ শিবতমোরসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিবমাতরঃ॥ ঐ ২ ঐ ৫১

(হে আপঃ) হে জল! (বঃ) তোমাদের (যঃ রস,) যে রস (শিবতমঃ) অতি সুখকর (ইহ) এই জগতে (তস্য) সেই রসের (নঃ) আমাদিগকে (ভাজয়ত) ভাগীদার কর। (উশতীরিব) পুত্রের সমৃদ্ধি অভিলাষিণী (মাতরঃ) জননীর ন্যায়। অর্থাৎ মা যেমন সন্তানকে স্তন্যরস দান করেন তদ্রূপ।

(৩) তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ॥

ঐ ৩। ঐ ৫২

(হে আপঃ) হে জল! তোমরা (যস্য) যে পাপের (ক্ষয়ায়) বিনাশের জন্য (অরং) ক্ষিপ্রতার সঙ্গে (বঃ) তোমাদিগকে (গমাম) মস্তকে নিক্ষেপ করছি। (নঃ) আমাদের (জনয়থ) বংশ বৃদ্ধি কর।

উক্ত তিনটি মন্ত্রের ঋষি—সিন্ধুদ্বীপ। ছন্দ—গায়ত্রী, দেবতা—অপ্ বা জল। বিনিয়োগ—আপোমার্জন।

৭। অথৈনাং সূর্যমুদীক্ষয়তি তচ্চক্ষুরিতি।৭

তারপর 'তচ্চক্ষুঃ……ইত্যাদি মন্ত্র বলে বধূকে সূর্যদর্শন করাবে। এক্ষেত্রে হরিহর ভাষ্যে উক্ত আছে—বধূ বরের দ্বারা প্রেরিত হয়ে নিজেও এই মন্ত্রটি বলতে বলতে সূর্য দর্শন করবে। তবে এই ক্রিয়াটি দিবাবিবাহ ক্ষেত্রে।৭

মন্ত্র ঃ—তচ্চক্ষুর্দেবহিতং শুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতম্॥ ঋক্ ৭।৬৬।১৬

মন্ত্রার্থ—(তৎ) প্রসিদ্ধ সে (চক্ষুঃ) সকলের প্রকাশক (দেবহিতম্) দেবতাদের হিতকর (শুক্রং) নির্মল সূর্যমণ্ডল (উচ্চরৎ) উদিত হচ্ছেন। (তাহা যেন আমরা) (শরদঃ শতং) শত সম্বৎসর (পশ্যেম) দেখতে পাই। (এবং আমরা যেন) (শরদঃ শতং) শত বৎসর (জীবেম) বেঁচে থাকি।

ঋষি—বসিষ্ঠ। ছন্দঃ—পুরউষ্ণিক্। দেবতা—সূর্য। বিনিয়োগ—সূর্যোদীক্ষণ।

৮। অথাস্যৈ দক্ষিণাংসমধি হৃদয়মালভতে। মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মমচিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু মম বাচমেকমনা জুষস্ব প্রজাপতিষ্টা নিযুনক্তু মহ্যামিতি।৮

সূর্যবীক্ষণের পর—

অনু—বর, মম ব্রতে·····ইত্যাদি মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে নিজের ডান হাতটি বধূর ডান কাঁধের উপর দিয়ে হৃদয় স্পর্শ করবে।

মন্ত্র—মম ব্রতে···মহ্যম্।

মন্ত্রার্থ ঃ—হে কন্যে! (ব্রত) শাস্ত্র বিহিত নিয়ম পালনের উদ্দেশ্যে আমি তোমার হৃদয়কে ধারণ করছি। তোমার চিত্তবৃত্তি আমার অনুকূল হোক। তুমি একনিষ্ঠ হয়ে আমার বাক্য পালন কর। প্রজাপতি তোমাকে আমার সঙ্গে যুক্ত করেছেন—তুমি সর্বতোভাবে আমার সহযোগিনী হও।

ঋষি—পরমেষ্ঠী। ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ্। দেবতা—প্রজাপতি। বিনিয়োগ—হৃদয়ালম্ভ।

৯॥ অথৈনামভিমন্ত্রয়তে। সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত। সৌভাগ্য মস্যৈ দত্ত্বা যথাস্তং বিপরেতনেতি।৯

অনু ঃ—তারপর বর, 'সুমঙ্গলীরিয়ং·····ইত্যাদি মন্ত্রটি বলে বধূকে অভিমন্ত্রিত করবে।

মন্ত্র—সুমঙ্গলীরিয়ং···বিপরেতন।

মন্ত্রার্থ ঃ—হে বিবাহাধিষ্ঠাত্রী দেবতা। (ইয়ং বধূঃ সুমঙ্গলী) এই বধূ মঙ্গলময়ী। (অতঃ ইমাং কন্যাং) এই কন্যাকে (সমেত) সম্মিলিত হয়ে (পশ্যত) মঙ্গলদৃষ্টি দ্বারা অবলোকন কর। (অস্যৈ এই কন্যাকে সৌভাগ্যং) সৌভাগ্য অর্থাৎ মঙ্গলময় আশীর্বাদ (দত্ত্বা) দান করে (অস্তং) স্ব স্ব স্থানে (যাত) গমন কর। (ন বিপরেতনেতি) বিমুখ হও না।

ঋষি—প্রজাপতি। ছন্দঃ—অনুষ্টুপ। দেবতা—বিবাহাধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বিনিয়োগ—কন্যাভিমন্ত্রণ।

১০। তাং দৃঢ়পুরুষ উন্মথ্য প্রাগ্বোদগ্বানুগুপ্ত আগার আনডুহে রোহিতে চর্মন্যুপবেশয়তি-ইহ গাবো নিষীদন্ত্বিহা শ্বা ইহ পুরুষাঃ। ইহ সহস্রদক্ষিণো যজ্ঞ ইহ পূষা নিষীদান্ত্বিতি ॥১০

অনু—তারপর কোন্ বলশালী পুরুষ (হরিহর ভাষ্য মতে বর) কন্যাকে তুলে

নিয়ে পূর্বদিকে বা উত্তর দিকে বস্ত্রাচ্ছাদিত ঘরে বিছান রক্তবর্ণ বৃষ চর্মের উপর 'ইহ গাব……ইত্যাদি মন্ত্রটি বলতে বলতে বসিয়ে দেবে।১০

মন্ত্রার্থঃ—এই আসনে গরু অশ্ব এবং পুরুষ উপবেশন করুক। এই আসনেই সহস্র গরু দ্বারা যজ্ঞকারী পূষাও উপবেশন করুন।

ঋষি—প্রজাপতি। ছন্দঃ—অনুষ্টুপ। দেবতা—গো, অশ্ব, পুরুষ, পূষা। বিনিয়োগ—বধূপ্রবেশন।

১১। গ্রামবচনং চ কুর্যুঃ।১১

অনু—তারপর (বৃদ্ধা স্ত্রীগণ) গ্রাম্য কথা বলবে। (এটি লোকাচার মাত্র।) কোন কোন স্মৃতিতে উল্লেখ আছে—বিবাহে এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শাস্ত্রীয় আচার ছাড়াও কুলগত স্ত্রী আচার স্বীকার্য।১১

১২-১৩। বিবাহশ্মশানয়োগ্রামং প্রবিশতাদিতি বচনাৎ।১২

তস্মাত্তয়োর্গ্রামপ্রমাণমিতিশ্রুতেঃ॥১৩

অনুঃ—কোন কোন স্মৃতির নির্দেশ হ'লো,—বিবাহে এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শাস্ত্রীয় বিধানের অতিরিক্ত নিজ নিজ বংশে অনুষ্ঠিতআচার সম্পর্কে অভিজ্ঞা প্রাচীনা রমণীদের বচন স্বীকার করা উচিত। এখানে শ্রুতি বচন হলো 'গ্রাম প্রমানম্' ॥ অর্থাৎ উক্ত দুটি ব্যাপারে—

১৪। আচার্যায় বরং দদাতি।১৪

অনুঃ—(বর) এর পর আচার্যকে দক্ষিণা দেবেন।১৪

১৫। গৌ ব্রাহ্মণস্য বরঃ।১৫

অনুঃ—ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা স্বরূপ গরু দান করা উচিত।১৫

১৬। গ্রামো রাজন্যস্য।১৬

অনুঃ—ক্ষত্রিয়কে দক্ষিণা হিসাবে দিতে হয় গ্রাম।১৬

১৭। অশ্বো বৈশ্যস্য।১৭

অনুঃ—আর বৈশ্যকে দক্ষিণা স্বরূপ অশ্ব দিতে হয়।১৭

১৮। অধিরথং শতং দুহিতৃমতে।১৮

অনুঃ—যদি কোন ব্যক্তির পুত্র না থাকে, কেবল কন্যাই থাকে তাহলে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করতে হলে বর সেই ব্যক্তিকে একশটি গরু এবং একটি রথ দান করে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করবে।১৮ কারণ মনুর বচন হলো—

'যস্যাস্ত্ত ন ভবদ্ভ্রাতা ন বিজ্ঞায়েত বা পিতা।
নোপযচ্ছেত তাং কন্যাং পুত্রিকাধর্মশঙ্কয়া॥ সুতরাং সেই কন্যার পরিক্রয় জন্যই রথ এবং শত গরু কন্যার পিতাকে দিতে হয়।

১৯। অস্তমিতে ধ্রুবং দর্শয়তি।

ধ্রুবমসি ধ্রুবংত্বা পশ্যামি ধ্রুবৈধিপোষ্যে ময়ি মহ্যং ত্বাদাদ্-

বৃহস্পতির্ময়া পত্যা প্রজাবতী সংজীব শরদঃ শতমিতি ॥১৯

অনুঃ—(দিবা বিবাহ স্থলে) সূর্যাস্ত হলে বর বধূতে 'ধ্রুবমসি……শতম্' এই মন্ত্রটি পড়তে পড়তে ধ্রুব নক্ষত্র দেখাবে। (রাত্রিতে বিবাহ হলে গো-দানের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দক্ষিণার পর উক্ত মন্ত্রটি পাঠ করতঃ ধ্রুব দর্শন করাবে।)১৯

মন্ত্রার্থ—ধ্রুবমসি ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি প্রজাপতি, ছন্দ ঃ—পঙ্ক্তি,

দেবতা—প্রজাপতি এবং বিনিয়োগ—ধ্রুবদর্শন

(হে বধূ) (ত্বং ধ্রুবম্ অসি) তুমি শাশ্বতী বা সুস্থিরা হও। (যতঃ ত্বা ধ্রুবং পশ্যামি) যেহেতু তোমাকে ধ্রুব নক্ষত্র দর্শন করাচ্ছি। (অতঃময়ি ধ্রুবা পোষ্যে এধি) তুমি চিরকাল আমার সন্তানদের পোষণকারিণী হও। (বৃহস্পতি ত্বা মহ্যম্ অদাৎ) এই জন্যই বৃহস্পতি তোমায় আমাকে দান করেছেন। (অতঃময়া পত্যা প্রজাবতী শরদঃ শতম্ সংজীব) অতএব পতি আমার সঙ্গে সন্তানবতী হয়ে শত বৎসর জীবিত থাক।

২০। সা যদি ন পশ্যেৎ পশ্যামীত্যেব ব্রূয়াৎ ।২০

অনুঃ—বধূ যদি ধ্রুব নক্ষত্র না দেখতে পায়, তথাপি বলবে—'দেখছি'। ('দেখছি না—একথা কোন সময়ই বলবে না'।) ২০

২১। ত্রিরাত্রমক্ষারালবণাশিনৌ স্যাতামধঃ শয়ীয়াতাং সংবৎসরং ন

মিথুনমুপেয়াতাং দ্বাদশরাত্রং ষড়্‌রাত্রং ত্রিরাত্রমন্ততঃ ॥২১

অনুঃ—(বিবাহ দিন থেকে) তিনদিন যাবৎ বর বধূ—অক্ষারলবণ হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করবে এবং ভূমিতে শয়ন করবে (এক্ষেত্রে কর্কাচার্যাদির অভিমত হ'লো খটাবুদাসা-থোঽয়মধঃশব্দো নাস্তরণ ব্যুদাসার্থঃ। অর্থাৎ খাট-পালঙ্কে শয়ন নিষিদ্ধ, কিন্তু ভূমিতে বিছানা করে শয়ন নিষিদ্ধ নয়।) একবৎসর যাবৎ বর-বধূ মৈথুন কর্ম করবেনা। [এক বৎসরকাল ব্রাহ্মচর্য পালনে অসমর্থ হলে মৈথুনরহিত ভাবে) বারদিন, তা না পারলে ছদিন তাও না সম্ভব হলে কমপক্ষে তিনরাত্রি মৈথুম বর্জন করতেই হবে। ত্রিরাত্র বিষয়ে ভাষ্যকারদের অভিমত—'চতুর্থী কর্মানন্তরং পঞ্চম্যাদি রাত্রাবভিগমনম্। চতুর্থীকর্মণঃ প্রাক্ তস্যা ভার্যাত্বমেব নোৎপন্নং বিবাহৈকদেশত্বাচ্চতুর্থীকর্মণঃ ॥' অর্থাৎ চতুর্থী কর্মের পর পঞ্চম রাত্রি থেকে অভিগমন স্বীকার্য, কারণ চতুর্থীকর্ম বিবাহেরই একটি অঙ্গ বিশেষ বলে চতুর্থীকর্মের পূর্বে কন্যার ভার্যাত্ব পুরোপুরি স্বীকৃত হয় না।২১

ইতি অষ্টম কণ্ডিকা

প্রথম কাণ্ড—নবম কণ্ডিকা—নিত্যহোম

১। উপযমন প্রভৃত্যৌপাসনস্য পরিচরণম্ ।১

[বিবাহিত ব্যক্তি প্রতিদিন]

অনুঃ—(উপযমন প্রভৃতি) উপযমন কুশগ্রহণ প্রভৃতি অর্থাৎ কুশকণ্ডিকোক্ত বিধি দ্বারা (ঔপাসনস্য) অবসথ্য অগ্নির (পরিচরণম্) পরিচর্যা করবে। (অগ্ন্যাধান করে অগ্নিহোত্র করবে।)১

২। অস্তমিতানুদিতয়ো র্দধ্নাতণ্ডুলৈরক্ষতৈর্বা ।২

অনু ঃ—(নিত্য হোমের কাল সম্পর্কে নির্দেশ)—সূর্য অস্তমিত হলে এবং সূর্য উদয়ের পূর্বে। ছন্দোগপরিশিষ্টে অস্তমিতের লক্ষণ বলা হ'য়েছে—'যাবৎ সম্যঙ্ ন ভাব্যন্তে নভস্যৃক্ষানি সর্বতঃ। ন লোহিতামাপৈতি তাবৎ সায়ংতু হূয়তে। অনুদিত হলো—তত্রানুদিতস্পষ্টতরকোপলক্ষিতঃ ততঃ পরমুদয়াৎপ্রাক্ সময়াধ্যুষিতঃ।' এ সম্পর্কে মনুবচন হ'লো—

উদিতেঽনুদিতেচৈব সময়াধ্যুষিতে তথা।
সর্বথা বর্ততে যজ্ঞ ইত্যর্থা বৈদিকী শ্রুতিঃ ॥

(এই হোমের দ্রব্য সম্পর্কে নির্দেশ হ'লো)—দধি দ্বারা ; অথবা তণ্ডুল দ্বারা, অথবা অক্ষত দ্বারা (অক্ষত হল সত্বক্ যব)। (এখানে স্মরণীয় যে এই তিনটি দ্রব্যের পূর্বের পূর্বেরটির অভাবে পরের পরেরটির দ্বারা করণীয় ।২

৩। অগ্নয়ে স্বাহা প্রজাপতয়ে স্বাহেতি সায়ম্ ।৩

অনু ঃ—[উভয়কালীন হোমের মন্ত্র নির্দেশ] সায়ংকালে অগ্নয়ে স্বাহা বলে পূর্বাহুতি এবং প্রজাপতয়ে স্বাহা বলে উত্তরাহুতি মন্ত্রে এই দুটি আহুতি দেওয়া হবে ।৩

৪। সূর্যায় স্বাহা প্রজাপতয়ে প্রাতঃ ।৪

অনু ঃ—প্রাতঃ কালে সূর্যায় স্বাহা মন্ত্রে পূর্বাহুতি এবং প্রজাপতয়ে স্বাহা মন্ত্রে উত্তরাহুতি—এই দুটি আহুতি।

৫। পুমাংসৌ মিত্রাবরুণৌ পুমাংসাবশ্বিনাবুভৌ পুমানিন্দ্রশ্চ সূর্যশ্চ পুমাংসং বর্ততাং ময়ি পুনঃ স্বাহেতি পূর্বাং গর্ভকামা ।৫

অনু ঃ—বধূ গর্ভ কামনা করলে (নিত্য আহুতির আগে 'পুমাংসৌ…স্বাহা মন্ত্রে একটি আহুতি দেবে। (এই একটি আহুতিই কেবল স্ত্রী দেবে। পরবর্তী আহুতি দুটি পুরুষ দেবে।)৫

এ বিষয় কর্কাচার্য ও জয়রাম ভাষ্য-বচন হলো—গর্ভকামেতি স্ত্রীপ্রত্যয় নির্দেশাৎ

পশ্লোন জুহোতি। অয়ং চ পূর্বাহুতিবিকারঃ। অত্রৈব চ স্ত্রী। উত্তরাহুতৌ তু যজমান এব মুখ্যত্বাৎ।

এই অগ্নিহোত্র যজমানের নিজেরই করণীয়। স্মৃত্যর্থসারের বচন হলো—যজমানঃ প্রধানং স্যাৎ পত্নী পুত্রশ্চ কন্যকা। ঋত্বিক্ শিষ্যো গুরুর্ভ্রাতা ভাগিনেয়ঃ সুতাপতিঃ। এতৈরেব হুতং যচ্চ তদ্ধুতং স্বয়মেব তু। পত্নী কন্যা চ জুহুয়াদ্ বিনা পর্যুক্ষণক্রিয়ামিতি ॥

প্রয়োগরত্নে উদ্ধৃত স্মৃতি বচন—
পত্নী কুমারী পুত্রো বা শিষ্যোবাপি যথাক্রমম্। পূর্বপূর্বস্য চাভাবে বিদধ্যা-
দুত্তরোত্তরঃ ॥

অত্র বচনাৎপত্ন্যাদীনাং মন্ত্রপাঠেঽধিকারঃ কেবলং পর্যুক্ষণেঽনধিকারঃ ॥ (গদাধর) অগ্নিহোত্রত্—ন বা কন্যা ন যুবতী নাল্পবিদ্যো ন বালিশঃ। হোমেস্যাদগ্নিহোত্রস্য নার্তো-নাসংস্কৃতস্তথা। ইতি বচনাৎ পত্ন্যাদীনামনধিকারঃ। (গদাধরভাষ্যে ধৃত)

পুনরপি স্মৃত্যর্থসার বচনম্—
সন্ধ্যাকর্মাবসানে তু স্বয়ং হোমো বিধীয়তে। স্বয়ং হোমে ফলং যৎস্যান্ন তদন্যেন-
লভ্যতে ॥

হোমে যৎফলমুদ্দিষ্টং জুহ্বতঃ স্বয়মেব তু। হূয়মানে তদন্যেন ফলমর্ধং প্রপদ্যতে ॥

মন্ত্রার্থঃ—পুমাংসৌ মিত্রাবরুণৌ) মিত্র ও বরুণ এই যুগল পুরুষ দেবতা, (পুমাংসৌ অশ্বিনৌ উভৌ) পুরুষদেবতা যুগল অশ্বিকুমারদ্বয়, (পুমান্ ইন্দ্রশ্চ সূর্যশ্চ) পুরুষ দেবতা ইন্দ্র এবং সূর্য (এই সমস্ত যুগল পুরুষ দেবতাগণ আমার প্রদত্ত আহুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে) (ময়ি) আমার বিষয়ে অর্থাৎ আমার গর্ভে (পুমাংসং গর্ভং) পুরুষ লক্ষণ বিশিষ্ট গর্ভ অর্থাৎ পুত্রসন্তান (বর্তাম্) উৎপাদন করুন।

ইতি নবম কণ্ডিকা

প্রথম কাণ্ড—দশম কণ্ডিকা

নৈমিত্তিক হোম—

১। রাজ্ঞোঽক্ষভেদে নদ্ধবিমোক্ষে যানবিপর্যাসেঽন্যস্যাং বা ব্যাপত্তৌ স্ত্রিয়াশ্চোদ্বহনে তমেবাগ্নিমুপসমাধায়াজ্যং সংস্কৃত্যেহরতীরিতি জুহোতি নানামন্ত্রভ্যাম্ ।১

অনু ঃ—[যাত্রাকালে] (রাজ্ঞঃ অক্ষভেদে) রাজার রথের অক্ষ ভেঙ্গে গেলে, (নদ্ধ-বিমোক্ষে) রথের বাঁধন খুলে গেলে, (যান বিপর্যাসে) রথ উল্টে গেলে, (অন্যস্যাং বা

বিপত্তৌ) অথবা অন্য কোন বিপত্তি ঘটলে, (স্ত্রিয়াশ্চোদ্বহনে) অথবা স্ত্রীর পিতৃগৃহ হতে পতিগৃহে যাত্রা কালে (উক্তরথাক্ষভেদাদি দুর্নিমিত্তগুলি ঘটলে) রাজার ক্ষেত্রে প্রাস্থানিক সেনাগ্নি, স্ত্রীর যাত্রার ক্ষেত্রে বৈবাহিক অগ্নিকে (উপসমাধায়) পঞ্চভূসংস্কার-পর্বেক স্থাপন করে [ব্রহ্মোপবেশনাদি পর্যুক্ষণান্ত কুশকণ্ডিকা করে] এভাবে আজ্য সংস্কার হলে [এখানে হরিহরভাষ্যে উক্ত পুনরাজ্যং সংস্কৃত্যেতি বচন আঘার হোমাৎ প্রাগেব] (ইহরতিরিতি জুহোতি নানামন্ত্রাভ্যাম্) ইহরতি রিহরমধ্বং ইহ ধৃতিরিহ স্বধৃতি স্বাহা' মন্ত্রে প্রথম আহুতি এবং 'উপসৃজন্ ধরুণং মাত্রে ধরুণো মাতরন্ধয়ন্ । রায়স্পোষমস্মাসু দীধরৎ স্বাহা'—মন্ত্রে দ্বিতীয় আহুতি দেবে ।১

মন্ত্র—ইহরতি রিহরমধ্বং ইহধৃতিরিহস্বধৃতি স্বাহা । যজু সং ৮।৫১

সত্রোত্থান মন্ত্র । দেবদৃষ্ট । যজুঃ ছন্দঃ ।

মন্ত্রার্থ—(হে গাভীগণ), (ইহরতিঃ) এই যজমানে তোমাদের রতি হোক । (ইহরমধ্বম্) এখানে তোমরা আনন্দ লাভ কর । (ইহ ধৃতিঃ) এই যজমানে তোমাদের সন্তোষ থাক । (ইহ স্বধৃতিঃ) নিজেদের ধৈর্য এখানেই থাক । (স্বাহা আহুতি সুষ্ঠু হোক ।

দ্বিতীয়াংশ—উপসৃজন্…ধরুণং মাত্রে ধরুণো মাতরং ধয়ন্ রায়স্পোষ-মস্মাসু দীধরৎ স্বাহা । যজুঃ ৮।৫১ (শেষার্ধ)

ঋষিচ্ছন্দ পূর্ববৎ ।

মন্ত্রার্থ—(মাত্রে ধরুণং) মাতা পৃথিবীর ধারক অগ্নিকে (উপসৃজন্) নিকটে এনে (মাতরং) মাতা পৃথিবীকে বা পার্থিব হবি (ধয়ন্) ভক্ষন করে, (ধরুণঃ) অগ্নি (অস্মাসু) আমাদের বিষয়ে (রায়স্পোষম্) পশুপুত্রসুবর্ণাদি ধনের (দীধরৎ) ধারণ করুন ।

২। অন্যদ্ যানমুপকল্প্য তত্রোপবেশয়েদ্ রাজানং স্ত্রিয়ং বা প্রিতক্ষত্র ইতি যজ্ঞান্তেনাত্বাহার্ষমিতি চৈতয়া ।২

অনু ঃ—(পূর্বোক্ত আহুতির পর) (অন্যদ্যানমুপকল্প্য) অপর রথাদি যান বা বাহন ব্যবস্থা করে তার উপর পুরোহিত রাজা বর বা স্ত্রীকে 'প্রতিক্ষত্রে…ইত্যাদি এবং আত্বাহার্ষম্…ইত্যাদি মন্ত্র দুটি পাঠ করতে করতে আরোহণ করাবে ।২

পাঠ্যমন্ত্র (১) প্রতিক্ষত্রে প্রতিতিষ্ঠামি রাষ্ট্রে প্রত্যশ্বেষু প্রতিতিষ্ঠামি গোষু । প্রত্যঙ্গেষু প্রতিতিষ্ঠাম্যাত্মন্ প্রতি প্রাণেষু প্রতিতিষ্ঠামি পুষ্টে প্রতিদ্যাবাপৃথিব্যোঃ প্রতিতিষ্ঠামি যজ্ঞে । যজু সং ২০।১০

মন্ত্রার্থ—প্রজাপতি ঋষি, অতিশক্করী ছন্দঃ, বিশ্বেদেব দেবতা, রথারোহণে

বিনিয়াগ। (অহং) (প্রতিক্ষত্রে প্রতিতিষ্ঠামি) আমি ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠাযুক্ত হব, (রাষ্ট্রে…গোষু) আমি রাষ্ট্রে, অশ্বে, গাভীতে প্রতিষ্ঠিত হব। (প্রত্যঙ্গেষু… যজ্ঞে) আমি হস্তপদাদি প্রতি অঙ্গে, আত্মায়, প্রাণে, পুষ্টিতে, সমৃদ্ধিতে, স্বর্গলোকে, ইহলোকে এবং জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত হব।

(২) আ ত্বাহার্ষমন্তরভূর্ধ্রুবস্তিষ্ঠাবিচাচলিঃ। বিশস্ত্বা সর্বা বাঞ্ছন্তু মা তদ্রাষ্ট্রমধিভ্রশৎ। যজু সং ১২।১১

ধ্রুব ঋষি, অনুষ্টুপ ছন্দ, অগ্নি দেবতা, রথারোহণে বিনিয়োগ।

মন্ত্রার্থ—হে অগ্নে, (ত্বা আহার্ষম্) আমি তোমায় আহরণ করেছি। (অন্তরভূঃ) তুমি অন্তঃকরণ মধ্যে আবস্থান কর। (অবিচাচলিঃ) চলনরহিত (ধ্রুবঃ তিষ্ঠ) এবং স্থির হয়ে অবস্থান কর।

(সর্বাঃ বিশঃ) সমস্ত প্রজা (ত্বা বাঞ্ছন্তু) তোমায় কামনা করুক। (রাষ্ট্রং ত্বৎ মা অধিভ্রশৎ) তোমার থেকে এই জনপদ বিচ্যুত না হোক। অর্থাৎ এই রাজ্যে থেকে সকল প্রজাকে পালন কর।

৩-৪। ধুর্যৌ দক্ষিণা।৩ প্রায়শ্চিত্ত।।৪

অনুঃ—দুটি বৃষ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা স্বরূপ দিতে হবে।৩।

এটি প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ।৪

৫। ততো ব্রাহ্মণ ভোজনম্।

অনু ঃ—তারপর অর্থাৎ পূর্বোক্ত কর্মগুলি শেষ হলে ব্রাহ্মণ ভোজন করান বিধি।৫

ইতি দশম কণ্ডিকা

প্রথম কাণ্ড—একাদশ কণ্ডিক (গর্ভাধান)

১। চতুর্থ্যামপররাত্রেঽভ্যন্তরতোঽগ্নিমুপসমাধায় দক্ষিণতো ব্রহ্মাণমুপবেশ্যোত্তরত উদপাত্রং প্রতিষ্ঠাপ্য স্থালীপাকং শ্রপয়িত্বা আজ্যভাগাবিষ্ট্বা আজ্যাহুতীর্জুহোতি।১

অনু ঃ—(বিবাহের) বিবাহতিথি থেকে চতুর্থ রাত্রির শেষ প্রহরে ঘরের মধ্যে বৈবাহিক অগ্নি স্থাপন করে দক্ষিণে ব্রহ্মাকে উপবেশন করিয়ে উত্তর দিকে জলপাত্র স্থাপন করে চরুপাক করে অগ্নি ও সোমকে দুটি ঘৃতাহুতি দেওয়া হবে।১

অতঃপর নিম্নোক্ত মন্ত্রগুলি দ্বারা পাঁচটি আজ্য আহুতি দেওয়া হবে।

২। ক) অগ্নেপ্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাঽস্যৈ পতিঘ্নী তনূস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা।

খ) বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাঽস্যৈ প্রজাঘ্নী তনূস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা।

গ) সূর্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাঽস্যৈ পশুঘ্নী তনূস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা।

ঘ) চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাঽস্যৈ গৃহঘ্নী তনূস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা।

ঙ) গন্ধর্ব প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাঽস্যৈ যশোঘ্নী তনূস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা।

উক্ত পাঁচটি মন্ত্রেরই ঋষি—পরমেষ্ঠী, ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ, বিনিয়োগ—ঘৃতহোম। দেবতা—প্রথমাদি মন্ত্রের যথক্রমে অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র ও গন্ধর্ব।

মন্ত্রার্থ—(প্রায়শ্চিত্তে অগ্নে) (হে সর্বদোষাপহারক অগ্নিদেব) (ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি) তুমি দেবতাদের প্রায়শ্চিত্তি অর্থাৎ দোষ নিবারক। (ব্রাহ্মণঃ নাথকামঃ) আমি ঐশ্বর্য ও আশীর্বাদাভিলাষী বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ (ত্বা উপধাবামি) তোমাকে আরাধনা করছি।

(অস্যৈ যা পতিঘ্নী তনু) এই বধূর পতিবিঘাতক যে অংশ আছে (অস্যৈ তাম্ নাশয়) সেই অংশটি নাশ কর।

দ্বিতীয় মন্ত্রে হে সর্বদোষাপহারক বায়ুদেব !…অপত্যবিঘাতক অংশটি নাশ কর।
তৃতীয় মন্ত্রে হে " সূর্যদেব !…পশুবিঘাতক "
চতুর্থ মন্ত্রে হে " চন্দ্রদেব !…গৃহবিঘাতক "
পঞ্চম মন্ত্রে হে " গন্ধর্বদেব !…যশোবিঘাতক "
পাঁচটি মন্ত্রে যথাক্রমে পূর্বোক্ত ভিন্নতা থাকবে।২

৩। স্থালীপাকস্য জুহোতি প্রজাপতয়ে স্বাহেতি।৩

৪। হুত্বা হুত্বৈতাসামাহুতীনামুদপাত্রে সংস্রবান্ত সমবনীয় তত এনাং মূর্ধন্যাভিষিঞ্চতি। যাতে পতিঘ্নী প্রজাঘ্নী পশুঘ্নী গৃহঘ্নী যশোঘ্নী নিন্দিতা তনুর্জারঘ্নীং তত এনাং করোমি সা জীর্য ত্বং ময়া সহাসাবিতি।৪

অনু—সপ্তম আহুতির পর এই আহুতিগুলির অবশিষ্ট অংশটি জলপাত্রে রেখে

তারপর সেই (প্রত্যাহুতি যুক্ত) জল 'যাতে পতিঘ্নী...সহাসো' মন্ত্রটি বর পাঠ করতে করতে বধূর মাথায় ছিটিয়ে দেবে ।৩-৪

মন্ত্রার্থ—উক্ত মন্ত্রের ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দঃ—অনুষ্টুপ, বিনিয়োগ মূর্ধাভিষেক । (কর্কাচার্য মতে মূর্ধাভিষেক সকলের শেষে হয়—'মূর্ধাভিষেকশ্চাগন্তুকত্বাৎ ।)

হে কন্যে ! তোমার যে পতি, পুত্র, পশু, গৃহ ও যশোঘাতিনী নিন্দিত তনু আছে, তা (এই অভিষেক দ্বারা) দোষ বিঘাতিকা করছি । তুমি, পতি আমার সঙ্গে নির্বিঘ্ন বৃদ্ধাবস্থা লাভ কর অর্থাৎ নির্বিঘ্ন বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত আনন্দ লাভ কর ।

৫ । অথৈনাং স্থালীপাকং প্রাশয়তি প্রাণৈস্তে প্রাণান্তসংদধামি অস্থিভির-স্থীনি মাংসৈমাংসানি ত্বচা ত্বচমিতি ।৫

অনুঃ—(অথ) মূর্ধাভিষেকের পর বর (এনাং) বধূকে অবশিষ্ট চরু 'প্রাণৈস্তে... ত্বচম্' মন্ত্র পাঠ করতে করতে ভক্ষণ করাবে ।৫

উক্তমন্ত্রের ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দ-যজুঃ, দেবতা-বধূ, বিনিয়োগ—স্থালীপাকপ্রাশন ।

মন্ত্রার্থ—হে কন্যে ! আমার প্রাণের সঙ্গে তোমার প্রাণ, অস্থির সঙ্গে অস্থি, মাংসের সঙ্গে মাংস এবং ত্বকের সঙ্গে ত্বক সংযুক্ত করছি ।

৬ । তস্মাদেবংবিচ্ছ্রোত্রিয়স্য দারেণ নোপহাসমিচ্ছেদুত হ্যেবংবিৎপরো ভবতি ।৬

অনুঃ—(তস্মাৎ) এই চরু প্রাশন দ্বারা পতির সঙ্গে পত্নীর ঐক্যপ্রাপ্তি হেতু (শ্রোত্রিয়স্য দারেন) বিদ্বান পতির পত্নীরসঙ্গে (ন উপহাসম্ ইচ্ছেৎ) উপহাস করতে ইচ্ছা করে না । (উত এবং বিৎ যদি কোন ব্যক্তি এরূপ করে তাহলে) সে শ্রোত্রিয় বা বিদ্বান পতির (পরঃ ভবতি) শত্রু হয় ।৬

৭ । তামুদুহ্য যথর্তু প্রবেশনম্ ।৭

অনুঃ—(তাম্) সেই কন্যাকে এই প্রকারে (উদুহ্য) বিবাহ করে (যথর্তু) ঋতুকালে (প্রবেশনম্) অভিগমন করা উচিত ।৭

৮ । যথাকামী বা কামমাবিজনিতোঃ সম্ভবামেতি বচনাৎ ।৮

অনুঃ—অথবা স্ত্রীর কামনা অনুসারে সঙ্গম করা উচিত । যেহেতু—প্রজাপতি ইন্দ্রের কাছ থেকে স্ত্রীগণ বর পেয়েছিল যে, 'কামমাবিজনিতোঃ সম্ভবামেতি' । অর্থাৎ যখন আমি ইচ্ছা করব তখনই পতির সঙ্গে সহবাস করব ।৮

৯ । অথাস্যৈ দক্ষিণাংসমধিহৃদয়মালভতে । যত্তে সুসীমে হৃদয়ং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতম্ । বেদাহংতন্মাং তদ্বিদ্যাৎ পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতমিতি ।৯

অনুঃ—(অথ) সহবাস বা বরবধূর মৈথুনের পর বর বধূর ডান কাঁধের উপর

দিয়ে হাতটি নিয়ে গিয়ে বধূর হৃদয় স্পর্শ করে 'যত্তে সুসীম……শতম্' মন্ত্রটি পাঠ করবে ।৯

উক্ত মন্ত্রের ঋষি প্রজাপতি ছন্দ-অনুষ্টুপ, দেবতা-বধূ, বিনিয়োগ—বধূহৃদয়ালম্ভন ।

মন্ত্রার্থ—(হে সুসীমে) হে শোভন সীমন্তিনি কন্যে । (যত্তে) যে তোমার (হৃদয়ং) মন. (দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতম্) দ্যুলোকস্থ ও চন্দ্রমাস্থিত, (তদ্ অহং বেদ) তা আমি জানি । (তৎ মাং বিদ্যাৎ) তা আমাকে জানুক । এভাবে পরম্পরানুগুণিত হৃদয়ে সন্তানাদির সঙ্গে আমরা শতবৎসর দর্শন করব । জীবনধারণ করব এবং শ্রবণ করব ।

১০ । এবমত ঊর্ধ্বম ।১০

অনু ঃ—এভাবে ঋতুকালে অভিগমন নামক কর্ম করা উচিত ।১০

ইতি একাদশ কণ্ডিকা ।

প্রথম কাণ্ড—দ্বাদশ কণ্ডিকা (পক্ষাদি কর্ম)

১ । পক্ষাদিষু স্থালীপাকং শ্রপয়িত্বা দর্শপূর্ণমাস দেবতাভ্যো হুত্বা জুহোতি ব্রহ্মণে প্রজাপতয়ে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো দ্যাবাপৃথিবীভ্যামিতি ।১

অনু ঃ—সকল পক্ষের আদিতে অর্থাৎ প্রতিপদ গুলিতে চরুপাক করে (চরুদ্বারা) দর্শ এবং পৌর্ণমাস দেবতাদের উদ্দেশে আহুতি দিয়ে ব্রহ্মা, প্রজাপতি বিশ্বেদেব এবং দ্যাবাপৃথিবীর উদ্দেশেও আহুতি দেওয়া হবে ।১

এখানে পক্ষাদিগুলিতে আহুতিদানের প্রসঙ্গে হরিহর ভাষ্যে বলা হয়েছে—"অত্র যদ্যপি পক্ষাদিষ্বিত্যুক্তং তথাপি সন্ধিমভিতো যজেতেতি বচনাৎ । 'পর্বনীয়শ্চতুর্থাংশ আদ্যঃ প্রতিপদ স্ত্রয়ঃ যাগকালঃ স বিজ্ঞেয়ঃ প্রাতর্যুক্তো মনীষিভিঃ । ইতি পর্বচতুর্থাংশোঽপি যাগকালত্বেনাভিমতঃ, তথা 'পূর্বাহ্ণে বাথ মধ্যাহ্নে যদি পর্ব সমাপ্যতে । স এব যাগকালঃস্যাৎ যাগং প্রাপ্ত পরেঽহনি । কুর্বাণঃ প্রতিপদ্ যাগে চতুর্থেঽপিন দুষ্যতি ইতি । ইত্যাদিভির্বচনৈর্যাগকালংনির্নীয়……চরুং জুহোতি ।

২ । বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো বলিহরণং ভূতগৃহেভ্য আকাশায় চ ।২

অনু ঃ—(পূর্বোক্ত চরুথেকে) বিশ্বেদেব, ভূতগৃহ এবং আকাশের উদ্দেশে (এব বলি বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ ইত্যাদি ক্রমে) তিনটি বলি প্রদান করা হবে ।২

গদাধর ভাষ্যে উক্ত—'দ্রব্যান্তানুপদেশাৎস্থালীপাকাদেব বিশ্বদেবাদিভ্যো বলিত্রয়মগ্রের্দক্ প্রাকসংস্থং কুর্যাৎ। বলিহরণ বাক্যেচ নমঃশব্দোহস্তে কার্যঃ।

৩। বৈশ্বদেবস্যাগ্নৌ জুহোত্যগ্নয়ে স্বাহা প্রজাপতয়ে স্বাহা বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহেতি।৩

(বৈশ্বদেব বলতে -'বিশ্বেদেবা দেবতা দেবপিতৃমনুষ্যাদয় অস্যেতি বৈশ্বদেবঃ গদাধর ও হরিহরভাষ্য।) অতএব বৈশ্বদেব চরু হলো পঞ্চমহাযজ্ঞের জন্য পৃথকপক্কচরু নিয়ে অগ্নয়ে স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা, বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা, অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা বলে বলে অগ্নিতে চারটি আহুতি দেওয়া হবে।৩

৪। বাহ্যতঃ স্ত্রীবলিং হরতি নমঃ স্ত্রিয়ৈ নমঃ পুংসে বয়সেহবয়সে নমঃ শুক্লায় কৃষ্ণদন্তায় পাপীনাং পতয়ে নমঃ। যে মে প্রজামুপলোভয়ন্তি গ্রামে বসন্ত উতবাহরণ্যে তেভ্যো নমোহস্তু বলিভ্যো হরামি স্বস্তি মেহস্ত প্রজাং মে দদাত্বিতি ॥৪

অতঃপর (বাহ্যতঃ) ঘরের বাইরে 'নমঃস্ত্রিয়ৈ......ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা স্ত্রী প্রভৃতিদিগকে বলি প্রদান করা হবে,—অর্থাৎ স্রুবের সাহায্যে চরু নিয়ে মন্ত্রটি পাঠ করে স্ত্রী প্রভৃতির উদ্দেশে ঘরের বাইরে ভূমিতে নিক্ষেপ করা হবে।

মন্ত্রার্থ—জয়রাম ভাষ্যে—স্ত্রিয়ৈ সন্তান সুখ বিঘাতিন্যৈ নমঃ নমনমাস্কারোহস্তু, অতঃ সন্তানসুখেচ্ছবোহত্র বাহ্যবল্যধিকারিণঃ। তথা পুংসে উক্ত স্বরূপায় বা কিম্ভূতায় বয়সে অবয়সে চ বৃদ্ধায় বালায় চ শুক্লায় বহিঃ কৃষ্ণদন্তায় অসিতান্তরঙ্গায় অতি মলিনমনস ইত্যর্থঃ। অতএব পাপীনাং পতয়ে শ্রেষ্ঠায় বালকায় বা দীর্ঘচ্ছান্দসঃ। অত্র বলিত্রয়ে পুমানেব বিশিষ্যতে। যে চ মে মম প্রজাং সন্তানমুপলোভয়ন্তি মোহয়ন্তি গ্রামে বসন্তঃ উত অপি বা সমুচ্চয়ে অরণ্যে অপ্যরণ্যে বা বনে বাপি তেভ্যো নমঃ নমস্কারোহস্তু তেভ্যো বলিং পূজাং হরামি সমর্পয়ামি মম নমস্কার বলিভ্যাং যূয়ং সন্তুষ্টা ভবত ততো ভবতাং প্রসাদান্মে মম স্বস্তি কল্যাণমস্তু ভবন্তশ্চ মে মহ্যং প্রজাং পুত্রাদিসুখজাতং দদতু প্রযচ্ছন্তু।

অনু :—যে স্ত্রী সন্তান-সুখনাশকারিণী তাকে প্রণাম করি। সেই রকম পুরুষ যার দাঁতগুলি সাদা বা কালো, মলিন চিত্ত, পাপীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ অথবা বালক তাকে প্রণাম করি। যারা এই গ্রামে বাস করে বা বনে থেকে আমার সন্তান নষ্ট করছে তাদের সকলকে প্রণাম করি এবং তাদের উদ্দেশে বলি দিচ্ছি। তোমরা আমার কল্যাণ কর, আমায় সন্তান সুখ দাও।৪

৫। শেষমদ্ভিঃ প্রপ্লাব্য। ততো ব্রাহ্মণভোজন্ ।৫

পঞ্চচরু পূর্বোক্ত আহুতি ও বলিদানের পর অবশিষ্ট থাকলে তা জলে ভাসিয়ে দিয়ে তারপর ব্রাহ্মণকে ভোজন করাতে হয়।

ইতি দ্বাদশ কণ্ডিকা

প্রথম কাণ্ড—ত্রয়োদশ কাণ্ডকা

সা যদি গর্ভং ন দধীত সিংহ্যাঃ শ্বেতপুষ্প্যা উপোষ্য পুষ্যেণ মূলমুত্থাপ্য চতুর্থেঽহনি স্নাতায়াং নিশায়ামুদপেষং পিষ্টবা দক্ষিণস্যাং নাসিকায়ামাসিঞ্চতি। ইয়মোষধী ত্রায়মাণা সহমাণা সরস্বতী। অস্যা অহং বৃহত্যাঃ পুত্রঃ পিতুরিব নাম জগ্রভমিতি ॥

অনু ঃ—(সা) সেই বিবাহিতা গর্ভাভিলাষিনী নারী যদি গর্ভধারণ না করেন সেক্ষেত্রে (উপকার সম্পর্কে নির্দেশ) (পতি) (সিংহ্যাশ্বেতপুষ্প্যাঃ) শ্বেতপুষ্পান্বিতা কণ্টকারী গাছের মূল (উপোষ্য) উপবাস করে থেকে (পুষ্যেণ) চন্দ্রের সঙ্গে পুষ্যানক্ষত্রের যোগকালে উৎপাটন করে (চতুর্থেঽহনি) রজোদর্শনের চতুর্থদিনে সেই বিবাহিতা নারী স্নান করে শুদ্ধ হলে রাত্রিতে (কণ্টকারীমূলটি) (উদপেষং পিষ্টবা) জলের সঙ্গে পিষে (স্বামী পত্নীর) ডান নাসারন্ধ্রে ঢেলে দেবে 'ইয়মোষধী ......জগ্রভম্' মন্ত্রটি পড়তে পড়তে।

মন্ত্রার্থ—(জয়রাম/গদাধর) ওষতি দহতি দোষানুধত্তে গুণানিতি ওষধী ইয়ং ত্রায়মানা যথোক্তপ্রযোক্তৄন্ রক্ষন্তী সহমানা দোষবেগান্ সোঢ়াঽপি নাশয়ন্তীত্যর্থঃ। সরস্বতী সর্বতি কারণতয়ানুগচ্ছতীতি সরঃ সমুদ্রঃ তদ্বতী তৎসম্বন্ধা অতঃ অস্যাঃ বৃহত্যাঃ বহুফলায়াঃ বৃংহয়তি পুত্রাদিদানেনেতি বা তস্যাঃ প্রভাবাৎ। অহং পিতুর্জনকস্য নাম অহমস্য পুত্র ইতি জগ্রভং গৃহীতবানস্মি। তথায়ং পুত্রোঽপি উৎপস্যমানোঽহমস্য পুত্র ইতি মমনাম গৃহ্নাতু ইতি।

এই মন্ত্রের ঋষি প্রজাপতি, ছন্দ—বৃহতী, দেবতা—ওষধী, গৃহ্যবিনিয়োগ—ওষধী আসেচন।

মন্ত্রার্থ—দোষগুলিকে দগ্ধ করে গুণগুলিকে ধারণ করে এই যে ওষধী—এর সেবনকারীকে রক্ষা করে, সহ্যকরে দোষের বেগগুলিকে নষ্ট করে। সমুদ্রসম্বন্ধিনী বহুবিধ ফলদাত্রী এই ওষধীর প্রভাবে আমি পিতার নাম (অর্থাৎ এ অমুকের পুত্র) ধারণ করেছি, সেরূপ আমার যে পুত্র জন্মাবে সেও আমার নাম ধারণ করবে।

---

* এই মন্ত্রে ধৃত সরস্বতী পদটি সম্পর্কে F. Max Muller তাঁর Sacred Book

১। অথ পুংসবনম্ ।

অনুঃ—(অথ) গর্ভধারণ করলে গর্ভসংস্কার কর্মের নাম হলো পুংসবন সংস্কার।

২। পুরা স্পন্দত ইতি মাসে দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে বা ।

গর্ভে (সন্তান) স্পন্দিত হতে থাকলে অর্থাৎ নড়াচড়া করতে থাকলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে (এই পুংসবন সংস্কার হবে।) গদাধরভাষ্যেধৃত হেমাদ্রৌ যমঃ—প্রথমে মাসি দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বা যদা পুন্নক্ষত্রেণ চন্দ্রমা যুক্তঃ স্যাদিতি।

৩। যদহঃ পুংসা নক্ষত্রেণ চন্দ্রমা যুজ্যেত তহরুপবাস্যাপ্লাব্যাহতে বাসসী পরিধাপ্য ন্যগ্রোধাবরোহাঞ্ছুঙ্গাশ্চ নিশায়ামুদপেষং পিষ্টবা পূর্ববদাসেচনং হিরণ্যগর্ভোহদ্ভ্যঃ সংভৃত ইত্যেতাভ্যাম্ ।

অনু ঃ—যেদিন পুরুষজাতীয়[১] পুষ্যাদি নক্ষত্র চন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়, সেদিন স্ত্রীকে উপবাস ও স্নান করিয়ে নূতন (হরিহরভাষ্যমতে একবার মাত্র ধৌত) বস্ত্র-উত্তরীয় পরিধান করিয়ে (ন্যগ্রোধ) বটবৃক্ষের নিম্নদেশে উৎপন্ন (শুঙ্গ) শাখার অগ্রভাগে মুকুলাকার পল্লবগুলিকে রাত্রিতে জল দিয়ে পিষে হিরণ্যগর্ভ……ইত্যাদি এবং অদ্ভ্যঃ ইত্যাদি মন্ত্রদুটি পাঠ করতে করতে পূর্বের মত ডান নাসারন্ধ্রে ঢেলে দিতে হবে।

মন্ত্র—হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্যজাতঃ পতিরেক আসীৎ ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥
যজুঃ সং ১৩।৪

মন্ত্রার্থ—হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি প্রাণীদের উৎপত্তির পূর্বে একমাত্র শরীরধারী ছিলেন। তিনি সৃষ্ট সকল জগতের একমাত্র ঈশ্বর। তিনি দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষ লোক ধারণ করে আছেন। সেই প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে আমরা হবিদান করছি।

---

of the East এর পাদটীকায় বলেছেন,—I have translated according to the reading of a similar Mantra found in the Atharva-Veda (VIII, 2, 6), which no doubt is correct, Sarasvati instead of Saraswati.

* তবে অর্থে কোন বিশেষত্ব দেখা যায় না Max Muller এর অনুবাদটি হলো—This herb is prolecting, overcoming and powerful, May I, the son of this great (mother) obtain the name of a father.

১) পুন্নামনক্ষত্র—গদাধরভাষ্যে ধৃত—রত্নকোশে—হস্তো মূলংশ্রবণঃ পুনর্বসুর্মৃগশিরঃ পুষ্যমিতি। অনুরাধাপি পুন্নক্ষত্রম্। অনুরাধান্‌হবিষা বর্ধয়ন্ত ইতি শ্রুতেঃ। জ্যোতিশাস্ত্রেঽপ্যেবম্।

দ্বিতীয় মন্ত্র—অদ্ভ্যঃ সংভৃতঃ পৃথিব্যৈ রসাচ্চ বিশ্বকর্মণঃ সমবর্ততাগ্রে।
তস্য ত্বষ্টা বিদধদ্রূপমেতি তন্মর্ত্যস্যদেবত্বমাজানমগ্রে॥
যজুঃ সং ৩১।১৭

মন্ত্রার্থ—প্রজাপতি ঋষি, ত্রিষ্টুপ ছন্দ আদিত্য দেবতা, নাসাভিষেকে বিনিয়োগ। জল ও পৃথিবীর নিকট থেকে যে রসপুষ্ট এবং বিশ্বকর্মা কালের প্রীতি হতে যে রস‌উৎপন্ন হয়েছিল, সে রসের রূপ ধারণ করে আদিত্য উদয়লাভ করে প্রথমে ভূলোকে তিনিই আজানদেব বা মুখ্য দেবত্বলাভ করেছিল।

৪। কুশকণ্টকং সোমাংশু চৈকে।

অনু ঃ—(কোন কোন আচার্যের মত) পূর্বোক্ত বটশৃঙ্গের সঙ্গে কুশমূল এবং সোমলতার খণ্ড দিয়ে (উদপেষ করে নাসারন্ধ্রে দিতে হয়)।

৫। কূর্মপিত্তং চোপস্থে কৃত্বা স যদি কাময়েত বীর্যবান্‌ৎস্যাদিতি বিকৃত্যৈনমভিমন্ত্রয়তে সুপর্ণোঽসীতি প্রাগ্‌বিষ্ণুক্রমেভ্যঃ।

অনু ঃ—ভর্তা যদি বীর্যবান পুত্র কামনা করেন তাহলে পত্নীর কোলে (কূর্মপিত্ত) জলপূর্ণ শরা বসিয়ে হাতদিয়ে গর্ভাশয় স্পর্শ করে বিকৃতি ছন্দে নিবদ্ধ "সুপর্ণোঽসি……ইত্যাদি থেকে বিষ্ণুক্রম মন্ত্রের পূর্ব পর্যন্ত পাঠ করবে।

মন্ত্র—সুপর্ণোঽসি গরুত্মাংস্ত্রিবৃত্তে শিরোগায়ত্রং চক্ষুর্বৃহদ্রথন্তরে পক্ষৌ। স্তোম আত্মা ছন্দাংস্যঙ্গানি যজূংষি নাম। সাম তে তনূর্বামদেব্যং যজ্ঞ যজ্ঞিয়ং পুচ্ছং ধিষ্ণ্যাঃ শফাঃ। সুপর্ণোঽসি গরুত্মান্দিবংগচ্ছ স্বঃ পত। যজু সং ১২।৪

মন্ত্রার্থ—হে অগ্নি! তুমি গরুড়ের মত পক্ষীরূপ, ত্রিবৃৎ স্তোম তোমার মস্তক স্থানীয় গায়ত্র নামক সাম তোমার নেত্রস্থানীয়, বৃহৎ রথান্তর সামদ্বয় তোমার পক্ষস্থানীয়. পঞ্চদশ স্তোম তোমার অন্তঃকরণ গায়ত্রী প্রভৃতি একবিংশতি ছন্দ তোমার হৃদয়, যজুঃ তোমার নাম বামদেব্য সাম তোমায় শরীর যজ্ঞীয় সাম তোমার পুচ্ছ, হোত্রাদি ধিষ্ণ্য তোমার খুর স্থানীয় গরুড়ের মত পক্ষীরূপ অগ্নি তুমি আকাশে গিয়ে স্বর্গলাভ কর।

১। বিকৃত্যৈনমভিমন্ত্রয়তে—(কথার অর্থে গদাধর ভাষ্যে ভিন্নমত পাওয়া যায়। যথা গর্ভীণ্যা উদরং বিকৃত্যা অনামিকাগ্রেন স্পৃশন্ বিলোকয়িত্বা বা মন্ত্রং পঠতীত্যর্থ তদুক্তং কাত্যায়নেন স্পর্শস্তনামিকাগ্রেন কৃচিদালোকয়ন্নপি অনুমন্ত্রনীয়ং সর্বত্র সদৈবমনু-মন্ত্রয়েদিতি।)

কূর্ম পিত্ত শব্দের অর্থ সকল আচার্যই বলেছেন 'জলপূর্ণশরাব' কর্কাচার্যও বলেছেন, (কূর্ম পিত্তশব্দেনোদকশরীরবমূচ্যতে। এক্ষেত্রে ওল্ডেনবার্গ অর্থ করেছেন 'কচ্ছপের পিত্ত'। এঅর্থ ভারতীয় আচার্যদের মতবিরুদ্ধ হওয়ায় স্বীকার্য নয়।

প্রথম কাণ্ড—পঞ্চদশ কণ্ডিকা—(সীমন্তোন্নয়নম্)

১। অথ সীমন্তোন্নয়নম্ ।

অনু ঃ—পুংসবন সংস্কারের পর যথাক্রমে এবার সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার ব্যাখ্যা করা হবে।

(কর্কাচার্যের অভিমত—সীমন্তোন্নয়ন সংস্কারটি গর্ভের সংস্কার। গর্ভের অভাব ঘটলে এই সংস্কারের অভাব থাকে ; সুতরাং প্রতিগর্ভেই এই সংস্কার করা উচিত।

গদাধর ভাষ্যে [হেমাদ্রৌকারিকায়াংচ বিষ্ণুবচনম্] উদ্ধৃত।

সীমন্তোন্নয়নং কর্ম ন স্ত্রী সংস্কারইষ্যতে। কৈশ্চিত্তু গর্ভসংস্কারদ্ গর্ভং প্রযুজ্যতইতি। এবিষয়ে মতান্তরটিও গদাধরভাষ্যে উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন ভাষ্যে ধৃত দেবল বচন—

সকৃচ্চ সংস্কৃতা নারী সর্বগর্ভেষু সংস্কৃতেতি।

হারীতোঽপি—সকৃৎ সংস্কৃতসংস্কারাঃ সীমন্তেন দ্বিজস্ত্রিয়ঃ।

যং যং গর্ভং প্রসূয়ন্তে স সর্ব সংস্কৃতো ভবেৎ ॥

২। পুংসবনবৎ।

অনু ঃ—অর্থাৎ পুংসবন যেমন চন্দ্রযুক্ত পুষ্যাদি পুরুষনক্ষত্রে পত্নীকে উপবাস ও স্নান করিয়ে নূতন বস্ত্র উত্তরীয় পরিয়ে করা হয়। সে ভাবেই হবে।

কর্কাচার্যাদির অভিমত—'ন সর্বংলভ্যতে'—অর্থাৎ সমস্ত যথাযথ না হলেও হবে।

৩। প্রথমগর্ভে মাসে ষষ্ঠেঽষ্টমে বা।

অনু ঃ—প্রথম গর্ভে ছয় বা আটমাসে সীমান্তোন্নয়ন হবে।

কর্কভাষ্য—দ্বিতীয়াদিষু গর্ভেষ্বনিয়মঃ। অপরে তু বর্ণয়ন্তি সীমন্তোন্নয়নং প্রথমগর্ভ এবেতি। অস্মিন্ ব্যাখ্যানে দ্বিতীয়াদীনাং গর্ভাণাং তৎসংস্কার লোপঃ প্রাপ্নোতি তস্মান্নৈতদিষ্যতে।

সুতরাং ভারতীয় আচার্যবর্গের অভিমত হ'লো আদ্যগর্ভের গর্ভাধান থেকে ছয় বা আটমাসে সীমন্তোন্নয়ন অবশ্য কর্তব্য। দ্বিতীয়াদিগর্ভে সীমন্তোন্নয়নের নিত্যতা নাই ; করলেও করতে পারে।

৪। তিলমুদ্গমিশ্রং স্থালীপাকং শ্রপয়িত্বা প্রজাপতেহুর্ত্বা পশ্চাদগ্নে-র্ভদ্রপীঠ উপবিষ্টায়া যুগ্মেন সটালুগ্রপ্সেনোদুম্বরেণ ত্রিভিশ্চ দর্ভপিঞ্জুলৈ-স্ত্র্যেন্যা শলল্যা বীরতরশঙ্কুনা পূর্ণপাত্রেণ চ সীমন্তমূর্ধং বিনয়তি ভূর্ভুবঃ স্বরিতি।

অনুঃ—তিল ও মুগ মিশিয়ে স্থালীপাক (চরুপাক) রান্না করে তার দ্বারা প্রজাপতিকে একটি আহুতি দিয়ে (কর্ক—তেনৈব স্থালীপাকেন প্রাজাপত্যো হোম) (জয়রাম তেনৈব স্থালীপাকেনাজ্যভাগ মহাব্যাহৃতান্তরালে প্রাজাপত্যাম্বিষ্ট হুত্বা প্রাজ্ঞমহাব্যাহৃতিভ্যঃ স্বিষ্টকৃদিত্যুক্তত্বাৎ) তারপর স্বিষ্টকৃৎ অগ্নিকে একটি আহুতি ও আজ্যভাগ দ্বারা মহাব্যাহৃতি হোম করে স্থালীপাকপ্রাশন করে[১] অগ্নির পশ্চিমে (স্বামীর দক্ষিণে) কোমল আসনে উপবেশন করলে জোড়া অপক্ক যজ্ঞডুম্বুর ফলস্তবক তিনটি কুশপিঞ্জলি দিয়ে বেঁধে পত্নীর তিনটি শ্বেত স্থানে বীরতরশঙ্কুদ্বারা (পূর্ণ পাত্রদ্বারা) সুতা কাটার তর্কুকে সূত্রপূর্ণ করে তার দ্বারা ভূর্ভুবঃস্বঃ বলতে বলতে পত্নীর সীমান্তকে উর্ধে বিনয়ন করতে হয়।

গদাধর ভাষ্যে—ত্রেণ্যা শালল্যা ত্রিষু স্থানেষু শ্বেতা ত্রেণী তয়া ত্রেণ্যা শলল্যা শলল্যাখ্যপক্ষকণ্টকেন বীরতরশঙ্কুনা আশ্বত্থেন শঙ্কুনা পূর্ণপাত্রেণ চ সূত্রকর্তন সাধনভূতো লোহকীল স্তর্কুরপর পর্যায়শ্চাত্রং তেং সূত্র পূণেন চ চকার ঔদুম্বরফল-স্তবকাদিদ্রব্যপঞ্চকসমুচ্চয়ার্থঃ অতো দ্রব্য পঞ্চকেন স্ত্রিয়াং সীমন্তমূর্ধ্বং বিনয়তি কেশললাটয়োঃ সন্ধিমারভ্য উর্দ্ধং কেশান্ পৃথক্ করোতি দ্বিধা করোতি ভূর্ভুবঃস্বরিতি মন্ত্রেণ।

সীমন্ত শব্দো ব্যাখ্যাতোঽভিধান গ্রন্থে—সীমন্ত কথ্যতে স্ত্রীণাং কেশমধ্যে তু পদ্ধতিরিতি।

৫। প্রতি মহাব্যাহৃতিভির্বা।

অনুঃ—পূর্বের নির্দেশে 'ভূর্ভুবঃস্ব বিনয়ামি' বলে সীমন্ত বিনয়ন হবে, আবার প্রতিটি মহাব্যাহৃতি পৃথক পৃথক উল্লেখ করে তিনবার বিনয়ন করতে হয়, যেমন—ভূর্বিনয়ামি, ভুবর্বিনয়ামি, স্বর্বিনয়ামি।

৬। ত্রিবৃতমাবধ্নাতি। অয়মূর্জাবতো বৃক্ষ উর্জীব ফলিনী ভবেতি।

অনুঃ—পূর্বোক্ত যজ্ঞডুম্বুরাদি বস্তুগুলি একত্র বেঁধে পত্নীর (ত্রিবৃৎ) বেণীতে 'অয়মূর্জাবতো' মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে বেঁধে দেওয়া হবে।

মন্ত্রার্থ—প্রজাপতি ঋষি, যজুঃ ছন্দ, ফলিনী দেবতা, বেণীবন্ধনে বিনিয়োগ। জয়রাম—হে সীমান্তিনি। যতেঽয়মূর্জাবান্ বৃক্ষ ইতি শেষঃ, অস্য চোর্জাবতো বৃক্ষস্য উর্জীব সফলশাখেব ত্বং ফলিনী ভব।

বঙ্গার্থ—হে সীমন্তিনি বধূ। এই শক্তিশালী বৃক্ষটির মত তুমি ফলবতী হও।

৭। অথাহ বীণাগাথিনৌ রাজানং সঙ্গায়েতাং যো বাঽপ্যন্যো বীরতর ইতি।

১। জয়রাম—পশ্চাদগ্নেরিত্যেবমাদি সর্বমাগন্তত্বাৎ প্রাশনান্তে ভবতি।

(বেনীবন্ধনের পর) পতি দুজন বীণাবাদককে রাজার সম্পর্কে অথবা অন্যকোন বীরপুরুষের সম্পর্কে গাথা গাইতে নির্দেশ দেবে।

৮। নিযুক্তামপ্যেকে গাথামুপোদাহরন্তি। সোম এব নো রাজেমা মানুষীঃ প্রজাঃ। অবিমুক্ত চক্র আসীরংস্তীরে তুভ্যমসাবিতি যাং নদী-মুপবাসিতা ভবতি তস্যা নাম গৃহ্ণাতি।৮

অনু ঃ—নিযুক্তাম্—নিগমবিহিতাং গাথাম্ (জয়রামঃ) অর্থাৎ বীণাবাদকগণ নিগমশাস্ত্রোক্ত 'সোম এব ইত্যাদি' মন্ত্র বা গাথা গান করেন।

মন্ত্র—সোম এব……তুভ্যমসৌ।

মন্ত্রার্থ—প্রজাপতি ঋষি, গায়ত্রীছন্দ, সোম দেবতা, গাথাগানে বিনিয়োগ। হে গঙ্গাদি নদী সমূহ! চন্দ্র আমাদের প্রভু আর তোমরা সোমরূপা, তাই তোমার পবিত্র তটে যে সমস্ত মনুষ্য প্রজারূপে বাস করে—সেই আমাদের রক্ষা কর।

তারপর ঐ গর্ভিনী সীমান্তিনী যে নদীর সমীপবর্তী স্থানে বাস করে সেই নদীর নাম উচ্চারণ করবে (হরিহর—গঙ্গা যমুনা ইত্যেবং প্রথমান্তং নাম গৃহ্ণাতি।)

৯। ততো ব্রাহ্মণ ভোজনম্।

অনু ঃ—তারপর অর্থাৎ পূর্বোক্ত বিধানানুসারে সমস্ত কাজের শেষে ব্রাহ্মণকে ভোজন করাতে হবে।

প্রথম কাণ্ড—ষোড়শ কণ্ডিকা—(জাতকর্ম)

১। সোষ্যন্তীমদ্ভিরভ্যুক্ষতি। এজতু দশমাস্য ইতি প্রাগ্যস্যৈত ইতি।

অনু ঃ—সোষ্যন্তীম্—(ষূঙ প্রানিগর্ভবিমোচনে) অর্থাৎ গর্ভাবিমুঞ্চন্তীং অথবা বিজনয়ন্তীং অথবা প্রসবকালে শূলাদি বেদনান্বিতাং। অতএব প্রসববেদনান্বিতা স্ত্রীকে স্বামী 'এজতু দশমাস্য' ইত্যাদি অজস্রজ্জরায়ুনা সহ পর্যন্ত মন্ত্র পাঠ করতে করতে জল দিয়ে অভিষিঞ্চিত করবে।

পাঠ্যমন্ত্র—এজতু দশমাস্যো গর্ভো জরায়ুনা সহ। যথায়ং বায়ুরেজতি যথা সমুদ্র এজতি। এবায়ং দশমাস্যো অস্রজ্জরায়ুণা সহ॥ যজুঃ ৮।২৮

মন্ত্রার্থ ঃ—প্রজাপতি ঋষি, মহাপঙ্ক্তি ছন্দঃ, গর্ভ দেবতা, বিনিয়োগ—জাতকর্ম।

দশমাসের পূর্ণঅবয়ব বিশিষ্ট গর্ভস্থ বালকটি জরায়ুর সঙ্গে কম্পিত বা চালিত হোক ; যেরকম বায়ু চলে, যে রকম সমুদ্র কাঁপে, সেরকম দশমাসের পূর্ণাবয়ব এই গর্ভস্থ বালক জরায়ু অর্থাৎ গর্ভবেষ্টনের সাথে নির্গত হোক ।

২। অথাবরাবপতনম্। অবৈতু পৃশ্নিশেবলংশুনেজরায্বত্তবে। নৈব-মাংসেন পীবরীং ন কস্মিংশ্চনায়ত (ন) মব জরায়ুপদ্যতামিতি ॥ ২

অনু ঃ—(অথ) অনন্তর (অবর) জরায়ু বিশেষ, (অষপতনম) অধঃপতন । অর্থাৎ এরপর পর্ভস্থ বালককে বাইরে আনার উদ্দেশ্যে (পিতা) অবৈত……জরায়ুপদ্যতাম্ এই মন্ত্রটি জপ করবেন ।২

মন্ত্রার্থ ঃ—ঋষি—প্রজাপতি । ছন্দঃ—বৃহতী, দেবতা—অগ্নি ।

হে প্রসববেদনাবতী নারী ! তোমার (পৃশ্নিশেবলং) জলসেকে পিচ্ছিল (জরায়ু) গর্ভবেষ্টন (শুনে অত্তবে) কুকুরের ভক্ষণের জন্য (অবএতু) নীচে অসুক বা অধঃপতিত হোক । (পীবরীং) হে সুপুষ্টগাত্রি ! (তচ্চ) ঐ জরায়ু (মাংসেন) গর্ভবেদনাজনক অবয়বের সঙ্গে (আয়তং) বিস্তৃত হয়ে (অব) অধঃ (নৈব পদ্যতাং) পতিত না হেকে । (ন চ কস্মিংশ্চন) গর্ভনাশক কোন কারণ থাকলেও (তোমার গর্ভ সুরক্ষিত হোক ।)

[মেধাজননম]

৩। জাতস্য কুমারস্যাচ্ছিন্নায়াং নাড্যাং মেধাজননায়ুষ্যে করোতি ॥ ৩

অনু ঃ—(জাতস্য কুমারস্য) কুমার জন্মানর পর
(অচ্ছিন্নায়াং নাড্যাং) নাড়ী ছেদনের পূর্বে
(পিতা) নবজাতকের মেধাজনন ও আয়ুষ্য কৃত্য করেন ।৩

৪। অনামিকয়া সুবর্ণান্তর্হিতয়া মধুঘৃতে প্রাশয়তি ঘৃতং বা ভূস্ত্বয়ি দধামি ভুবস্ত্বয়ি দধামি স্বস্ত্বয়ি দধামি ভূর্ভুবঃস্বঃ সর্বং ত্বয়ি দধামীতি ॥৪

অনু ঃ—(পিতা) স্বর্ণাচ্ছাদিত অনামিকা অঙ্গুলিদ্বারা মধু ও ঘৃত মিলিয়ে অভাবে ঘৃত নিয়ে (জাতককে) ভূস্ত্বয়ি দধামি ইত্যাদি চারটি মন্ত্র বলে চারবার খাওয়াবে। মন্ত্রটির প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য ও নিগূঢ় অর্থ হলো যে, খাওয়াবার সময় বলবে— ৪

১) প্রজাপতি ঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা ঘৃতমধুপ্রাশনে বিনিয়োগ ওঁ ভূস্ত্বয়ি দধামি !

২) প্রজাপতি ঋষিরুষ্ণিক্ ছন্দো বায়ুর্দেবতা „ „ „
ও° ভুবস্ত্বয়ি দধামি।

৩) প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুভ্ ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা „ „ „
ও° স্বস্ত্বয়ি দধামি।

৪) প্রজাপতির্ঋষিবৃ্র্হতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা „ „ „
ও° ভূভুবঃ স্বস্ত্বয়ি দধামি।

অর্থবৈশিষ্ট্য হলো যে ভূপ্রভৃতি ব্যাহৃতি তিনটি দ্বারা ঋক্, সাম, যজুঃ এই বেদ ত্রয়কে এবং অবশেষে সমস্ত ব্যাহৃতি দ্বারা অথর্ববেদ সহ সমগ্র বেদকে নির্দেশ করে বলা হচ্ছে—তোমাতে সমগ্র বেদবিদ্যা (দধামি) স্থাপন করছি অথবা এই ভূলোক ভুবলোক ও স্বর্লোক—এই ত্রিলোককে তোমার অধীনে স্থাপন করছি।

আয়ুষ্য কর্ম

[এই মেধাজনন কর্মটি যথাকালে না করা হলে আর পরবর্তীকালে করা হবে না।]

৫। অথাস্যায়ুর্ষ্যং করোতি।৫

অনু ঃ—(অথ) মেধাজনন কৃত্যের পর আয়ুষ্য কর্ম করা হয়।৫

৬। নাভ্যাং দক্ষিণে বা কর্ণে জপতি—

অগ্নিরায়ুষ্মানৎস বনস্পতিভি রায়ুষ্মাংস্তেন ত্বায়ুষায়ুষ্মন্তংকরোমি।

সোম আয়ুষ্মানৎ ওষধীভি „ „ „
ব্রহ্মায়ুস্মত্তদব্রহ্মনৈরায়ুষ্মত্তেন „ „ „
দেবা আয়ুষ্মন্তস্তেহমৃতেনায়ুষ্মন্তস্তেন „ „ „
ঋষয় „ ব্রতৈরায়ষ্মপ্তস্তেন „ „ „
পিতর „ „ স্বধাভিরায়ুন্মন্তস্তেন „ „ „
যজ্ঞ „ „ দক্ষিনাভি „ „ „ „ „
সমুদ্র আয়ুষ্মানৎ সম্পবন্তীভিরায়ুষ্মাস্তেন „ „ „।৬

অনু ঃ—(আয়ুষ্য বা জীবন বর্ধন কর্মের জন্য পিতা) জাতকের নাভির নিকট অথবা দক্ষিণ কর্ণের নিকট 'অগ্নিরায়ুষ্মান……'ইত্যাদি আটটি মন্ত্র জপ (পাঠ নয়, উপাংশু জপ) করবেন।

মন্ত্রার্থ—(১) অগ্নিরায়ুষ্মান্ৎস্…করোমি।

অগ্নি (আয়ুষ্মান) দীর্ঘজীবী, তিনি (বনস্পতি) সমিধ সমূহ দ্বারা অগ্নি দীর্ঘজীবী হন, অগ্নির ঐ আয়ু দ্বারা আমি তোমাকে দীর্ঘজীবী করছি।

(২) সোম আয়ুষ্মান্‌…করোমি।

অনুরূপ অর্থ, কেবল অগ্নির পরিবর্তে সোম—বুঝতে হবে।

(৩) ব্রহ্ম আয়ুষ্মান্‌…করোমি।

(ব্রহ্ম) বেদ দীর্ঘজীবী (ব্রাহ্মনৈঃ) ব্রাহ্মণদের দ্বারা বা বেদ অধ্যয়নকারীদের দ্বারা……।

(৪) দেবা আয়ুষ্মান্‌…করোমি।

দেবতাগণ দীর্ঘজীবী ; তাঁরা অমৃতের দ্বারা বা মাধ্যমে দীর্ঘজীবী……।

(৫) ঋষয় আয়ুষ্মান্‌…করোমি।

ঋষিগণ (ব্রত) স্কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা দীর্ঘজীবী হন,……।

(৬) পিতর আয়ুষ্মান্‌…করোমি।

পিতৃগণ (স্বধা) তৃপ্তিজনক মন্ত্র দ্বারা……।

(৭) যজ্ঞ আয়ুষ্মান্‌…করোমি।

যজ্ঞ……দক্ষিণা দ্বারা।

(৮) সমুদ্র…করোমি।

সমুদ্র…(প্রবন্তী) নদীসমূহ দ্বারা।

উক্ত আটটি মন্ত্রেরই ঋষি প্রজাপতি ; ছন্দ—গায়ত্রী, দেবতা যথাক্রমে অগ্নি, সোম ব্রহ্ম, দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, যজ্ঞ, ও সমুদ্র।

বিনিয়োগ—আয়ুষ্করণ।

৭। ত্রিস্ত্রিস্ত্র্যায়ুষমিতি চ।৭

অনু ঃ—অগ্নিরায়ুষ্মান্‌ ইত্যাদি আটটি মন্ত্র পিতা তিনবার জপ করবেন এবং 'ত্র্যায়ুষমিতিচ' নির্দেশের দ্বারা।৭

ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্‌।

যদ্দেবেষু ত্র্যায়ুষং তন্নোঅস্তু ত্র্যায়ুষম্‌॥ (বাজ, সং ৩।৬২)

মন্ত্রটিও তিনবার পাঠ্য।

মন্ত্রার্থ—জমদগ্নির যে ত্রিকালস্থায়িত্ব, কশ্যপের যে ত্রিকালস্থায়িত্ব, দেবগণের যে ত্রিকাল স্থায়িত্ব, এ সমস্ত আমাদের হোক।

[আয়ুষ্যকরণ মুখ্যকালে কোন অনিবার্য কারণে করা সম্ভব না হলে অন্যসময়ও করা যায়।]

৮। স যদি কাময়েত সর্বমায়ুরিয়াদিতি বাৎসপ্রেণৈনমভিমৃশ্রেৎ।৮

অনু ঃ—(স) সংস্কার কর্তা অর্থাৎ পিতা যদি কামনা করেন যে, তাঁর পুত্র (সর্ব-আয়ুঃ) পরিপূর্ণ আয়ুষ্কাল লাভ করুক, তাহলে তখন (বাৎসপ্রেণ) বাৎসপ্রীভলিন্দন ঋষি দ্বারা দৃষ্ট অনুবাক্‌ পাঠ করতে করতে জাতকের সর্বাঙ্গ স্পর্শ করবেন।৮

৯। দিবস্পরীত্যেতস্যানুবাকস্যোত্তমামৃচং পরিশিনষ্টি ।৯

অনু ঃ—(এক্ষেত্রে বিশেষ নিয়ম হলো)—'দিবস্পরি...ইত্যাদি বারটি মন্ত্র বিশিষ্ট বাৎসপ্র অনুবাকের (উত্তমামৃচম্) 'অস্তাব্যগ্নি...' শেষ ঋক্‌টি (পরিশিনষ্টি) বাদ দেওয়া হবে। অর্থাৎ 'দিবস্পরি.. থেকে উশিজীবিবরুঃ পর্যন্ত এগারটি ঋক্ পাঠ্য ।৯

মন্ত্র (অর্থসহ)

(১) দিবস্পরি প্রথমং যজ্ঞে অগ্নিরস্মদ্ দ্বিতীয়ং পরিজাতবেদাঃ।
তৃতীয়মপ্সু নৃমণা অজস্রমিন্ধান এনং জরতে স্বাধীঃ। বাজ সং ১২।২৮

এখানে বারটি মন্ত্রেরই ঋষি—বাৎপ্রীভালন্দন, ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ্,

অর্থ ঃ—অগ্নি প্রথমে দ্যুলোকের উপরে সূর্যরূপে দ্বিতীয়বার আমাদের কাছে জাতবেদারূপে, তৃতীয়বার সমুদ্রে বড়বানলরূপে, উৎপন্ন হয়েছিল, শোভনবুদ্ধি যজমান এরূপ বহুজন্মা অগ্নিকে প্রজ্বলিত করে জরা পর্যন্ত পরিচর্যা করে।

(২) বিদ্মাতে অগ্নে ত্রেধা ত্রয়াণি বিদ্মাতে ধাম বিভৃতা পুরুত্রা। বিদ্ম
তে নাম পরমং গুহা যদ্বিদ্মা তমুৎসং যত আজগন্থ ॥ ঐ ১২।১৯

অর্থ ঃ—হে অগ্নি তোমার পূর্বোক্ত তিনটি জন্ম আমরা জানি। বহু প্রদেশে স্থিত তোমার স্থানও আমরা জানি। তোমার গোপনীয় যবিষ্ঠ ইত্যাদি মন্ত্রপ্রসিদ্ধ নামও আমরা জানি। যে স্থান থেকে বিদ্যুৎরূপে তুমি এসেছ সেই জলরূপ উৎসস্থান আমরা জানি।

(৩) সমুদ্রে ত্বা নৃমণা অপস্বন্তর্নৃচক্ষা ঈধে দিবো অগ্ন উধন্।
তৃতীয়ে ত্বা রজসি তস্থিবাংসমপামুপস্থে মহিষা অবর্ধন্ ॥ ঐ ১২।২০

অর্থ ঃ—হে অগ্নি, প্রজাপতি সমুদ্রে বড়বানলরূপে, বৃষ্টির মধ্যে বিদ্যুৎরূপে তৃতীয় দ্যুলোকের উর্ধ্বস্থান তেজোমণ্ডলে আদিত্যরূপে স্থিত তোমায় দীপ্ত করেছে। মহান প্রাণসমূহ জলের ক্রোড়ে তোমায় বর্ধন করেছে।

(৪) অক্রন্দদগ্নিঃ স্তনয়ন্নিব দ্যৌঃ ক্ষামা রেরিহদ্বীরুধঃ সমঞ্জন্।
সদ্যো জজ্ঞানো বিহীমিদ্ধো অখ্যদা রোদসী ভানুনা ভাত্যন্তঃ ॥১২।২১

অর্থ ঃ—মেঘের মত গর্জন করে অগ্নি প্রদীপ্ত হ'য়ে পৃথিবী লেহন করে ওষধি-সকল ব্যেপে আছে। সদ্যোজাত অগ্নি দীপ্ত হ'য়ে এসকল প্রকাশ করে। মেঘ যেমন বিদ্যুৎরূপে দ্যুলোক ও ভূলোক প্রকাশিত করে, তেমনি অগ্নি তার রশ্মি দ্বারা সকল দিকে প্রকাশিত হয়।

(৫) শ্রীণামুদারো ধরুণো রয়ীণাং মনীষাণাং প্রার্পণঃ সোমগোপাঃ।
বসুঃ সূনুঃ সহসো অপ্সু রাজা বিভাত্যগ্র উষসামিধানঃ ॥ঐ ১২।২২

অর্থ ঃ—সম্পদের দাতা, ধনের ধারক, ঈপ্সিত বস্তুর প্রাপক, সোমের রক্ষক,

সকলের নিবাসস্থান, বলের পুত্র জলের রাজা উষাকালে প্রদীপ্ত অগ্নি বিশেষরূপে শোভা পাচ্ছে।

(৬) বিশ্বস্য কেতু র্ভুবনস্য গর্ভ আ রোদসী অপৃণাজ্জায়মানঃ।
বীড়ুং চিদদ্রিমভিনৎ পরায়ঞ্জনা যদগ্নিমযজন্ত পঞ্চ ॥ঐ ১২।২৩

অর্থঃ—সে অগ্নি সূর্যরূপে প্রকটিত হয়ে নিজ তেজে দ্যাবাপৃথিবী পূর্ণ করেছে। যে অগ্নি প্রাণিসমূহের বিজ্ঞান স্বরূপ, প্রাণরূপে প্রাণীর অন্তরে বিচরণশীল, ইন্দ্ররূপে এদিকে সেদিকে বিচরণকারী মেঘের বিদারক, সে অগ্নিকে পাঁচজন সেবা করে।

* পাঁচজন হলেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ অথবা চারজন ঋত্বিক ও যজমান।—মহীধর।

(৭) উশিক্পাবকো অরতিঃ সুমেধা মর্তেষ্বগ্নিরমৃতো নি ধায়ি।
ইয়র্তি ধূমমরুষং ভরিভ্রদুচ্ছুক্রেণ শোচিষাদ্যামিনক্ষন্ ॥ ঐ ১২।২৪

অর্থঃ—সে অগ্নি মরণ ধর্ম বিশিষ্ট মনুষ্যে দেবগণ কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে, যে অগ্নি সকলের কাম্য, পবিত্রকারী, পর্যাপ্তমতি, সুমেধা, জগতের ধারক, কালোধূম প্রকাশিত করে ও নির্মলপ্রভায় আকাশে ব্যেপে থাকে।

(৮) দৃশানো রুক্ম উর্ব্যা ব্যদ্যৌদ্দুর্মর্ষমায়ুঃশ্রিয়ে রুচানঃ।
অগ্নিরমৃতো অভবদ্বয়োভির্যদেনং দ্যৌরজনয়ৎসুরেতাঃ ॥ ঐ ১২।২৫

অর্থঃ—পরিদৃশ্যমান আদিত্যরূপ অগ্নি স্বর্ণ অলংকারের মত মহান দীপ্তিতে জনগণের কল্যাণ ও অখণ্ড পরমায়ু কামনা করে শোভা পাচ্ছে। অগ্নি অন্নের দ্বারা অমর হয়েছিল, শোভন রেতযুক্ত দ্যুলোকবাসী দেবগণ এ অগ্নিকে উৎপন্ন করেছিলেন।

(৯) যস্তে অদ্য কৃণবদ্ ভদ্রশোচেঽপূপং দেব ঘৃতবন্তমগ্নে।
প্র তয়ং নয় প্রতরং বস্যো অচ্ছাভি সুম্নংদেবভক্তং যবিষ্ঠ ॥ ১২।২৬

অর্থঃ—হে কল্যাণকারী দীপ্তি বিশিষ্ট দেব অগ্নি, আজ যে তোমার (অপূপ) পুরোডাশ ঘৃতযুক্ত করেছে, হে যুবতম অগ্নি, সেই যজমানকে প্রকৃষ্ট স্থানে নিয়ে যাও ও দেবভোগ্য সুখ দাও।

১০। আ তং ভজ সৌশ্রবসেষ্বগ্ন উক্থ উক্থ আ ভজ শস্যমানে!
প্রিয়ঃ সূর্যে প্রিয়োঃ অগ্না ভবাত্যুজ্জাতেন ভিনদদুজ্জৈনিত্বৈঃ ॥ ১২।২৭

অর্থঃ—হে অগ্নি, কীর্তিকর যজ্ঞকর্মে যজমানের সেবা কর, নিষ্কেবল্য, প্রগাথাদি

উক্থে ও শাস্ত্রে তাদের সেবা কর। এরূপে যে যজমান সূর্যের ও অগ্নির প্রিয় হোক, জাতপুত্র ও জনিষ্যমান পৌত্রের দ্বারা বৃদ্ধি লাভ করুক।

(১১) ত্বামগ্নে যজমানা অনুদ্যূন্ বিশ্বা বসু দধিরে বার্যাণি।

ত্বয়া সহ দ্রবিণমিচ্ছমানা ব্রজং গোমন্তমুশিজো বি বব্রুঃ ॥ ঐ ১২।২৮

অর্থ ঃ—হে অগ্নি, যজমানগণ তোমায় সেবা করে সর্বদা প্রার্থিত ধন লাভ করে। তোমার সেবাকারী মেধাবী যজমানগণ রশ্মিযুক্ত দেবযান মার্গ ভেদ করে।

১০। প্রতিদিশং পঞ্চ ব্রাহ্মণানবস্থাপ্য ব্রূয়াদিমমনুপ্রাণিতেতি ॥১০

অনু ঃ—(বাৎসপ্র অনুবাক পাঠসহ কুমারকে স্পর্শ করার পর) পিতা, প্রতিদিকে (চারদিকে ও মাঝখানে) একজন করে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে বসিয়ে তাঁদের উদ্দেশে বলবেন, হে ব্রাহ্মণগণ, এই কুমারকে অনুপ্রাণিত করুন অর্থাৎ প্রাণাদিপঞ্চ বায়ুযুক্ত করে দীর্ঘায়ুষ্টব দ্বারা দীর্ঘজীবী করুন।১০

১১। পূর্বো ব্রূয়াৎ প্রাণেতি ॥১১

অনুঃ—(তারপর) পূর্বদিকস্থিত ব্রাহ্মণ বলবেন, 'প্রাণ' (রেচক)১১

১২। ব্যানেতি দক্ষিণঃ ॥১২

অনু ঃ—দক্ষিণদিকস্থ ব্রাহ্মণ বলবেন, 'ব্যান' (কুম্ভকঃ)১২

১৩। অপানেত্যপরঃ ॥১৩

অনু ঃ—পশ্চিমদিকস্থ ব্রাহ্মণ বলবেন, 'আপন' (পূরক)১৩

১৪। উদানেত্যুত্তরঃ ॥১৪

অনু ঃ—উত্তরদিকস্থ ব্রাহ্মণ বলবেন, 'উদান' (উদ্গার)১৪

১৫। সমানেতি পঞ্চম উপরিষ্টাদবেক্ষমানো ব্রূয়াৎ ॥১৫

অনু ঃ—(মধ্যস্থিত) পঞ্চম ব্রাহ্মণ উপর দিকে লক্ষ্য করতে করতে বলবেন, 'সমান' (দেহস্থিত ভক্ষিত ও পীত অন্নরসগুলিকে সর্বাঙ্গে সমভাবে আনয়নের নাম সমান)১৫

১৬। স্বয়ং বা কুর্যাদনুপরিক্রামমবিদ্যমানেষু ॥১৬

অনু ঃ—যদি (তখন) ব্রাহ্মণ উপস্থিত না থাকেন, পিতা নিজেই পূর্বাদি দিকে ঘুরে ঘুরে 'প্রাণ' ইত্যাদি কথাগুলি বলবেন।

(এক্ষেত্রে 'ইমমনুপ্রাণিতেতি' বাক্যটি বলা হবে না।)

১৭। স যস্মিন দেশে জাতো ভবতি তমভিমন্ত্রয়তে বেদ তে ভূমিহৃদয়ং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতম্। বেদাহং তস্মাং তদ্বিদ্যাৎ পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতমিতি ॥১৭

অনু ঃ—(অনুপ্রাণন কর্মের পর) কুমার যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেছে অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হয়েছে, সেইস্থানটি পিতা স্পর্শ করে 'বেদতে' থেকে শরদঃ শতম' পর্যন্ত মন্ত্রটি বলবেন।১৭

মন্ত্রার্থ—(এর) জন্মভূমি হে বসুন্ধরে বা কুমারের জন্মভূমি। এই শিশু তোমার হৃদয়টিকে (যেন) জানে ; দ্যুলোকস্থ চন্দ্রে বর্তমান তোমার হৃদয়টিকে (দেবযজ্ঞস্থান) আমি জানি ; (তৎ) সেই আমাকে ঐ শিশু জানুক। (অতএব তোমার দেওয়া এই পুত্রের সঙ্গে) আমরা যেন শতসংখ্যক বৎসরকে দর্শন করতে পারি, আমরা শতসংখ্যক শরৎব্যাপী জীবন ধারণ করি, শতসংখ্যক শরৎকে শ্রবণ করি।

উক্তমন্ত্রটির ঋষি প্রজাপতি ছন্দঃ-অনুষ্টুপ, দেবতা-ভূমি।

১৮। অথৈনমভিমৃশত্যশ্মা ভব পরশুর্ভব হিরণ্যমস্রুতংভব। আত্মা বৈ-পুত্র নামাহসি স জীব শরদঃ শতমিতি ॥১৮

অনু ঃ—এরপর (পিতা) শিশুটিকে স্পর্শ করে 'অস্মাভব' ইত্যাদি মন্ত্রটি বলবেন।১৮

মন্ত্রার্থ—হে কুমার! তুমি (অশ্মা) স্পর্শমনির মত দৃঢ় ও প্রিয় হও, কুঠারের মত শত্রুহন্তা হও, সুবর্ণের মত (অস্রুতম) অনভিভূত অর্থাৎ তেজস্বী এবং স্পৃহনীয় হও। পুত্ররূপ তুমি বস্তুতঃ আমারই আত্মা—সেই তুমি শত বৎসর আয়ু লাভ কর।

উক্ত মন্ত্রের ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দ—অনুষ্টুপ, দেবতা—পুত্র। বিনিয়োগ—কুমারস্পর্শ।

১৯। অথাস্য মাতরমভিমন্ত্রয়ত ইড়াসি মৈত্রাবরুণী বীরে বীরমজী-জনথাঃ সা ত্বং বীরবতী ভব যাহস্মান্ বীরবতোহকরদিতি ॥১৯

অনু ঃ—(অথ) পুত্রের আয়ুষ্কামনার পর (মাতরম্) পুত্রের জননীর দিকে মুখ করে (মন্ত্রয়তে) 'ইড়াসি…ইত্যাদি মন্ত্র শুনিয়ে সংস্কার করবে।১৯

মন্ত্রার্থ—(বীরে) ওগো বীরপুত্রের জননী! তুমি (ইড়াসি) তুমি ইড়া মানবী যজ্ঞপাত্রী, (মৈত্রাবরুণী) মিত্রাবরুণের অংশ থেকে উৎপন্ন বুদ্ধিস্বরূপা, যেমন ইড়াতে পুরুরবা উৎপন্ন হয়েছিলেন, যেমন যজ্ঞপাত্রে পুরোডাশ উৎপন্ন হয়, সেরূপ তোমাতে স্বর্গাদিসাধক পুত্র উৎপন্ন হোক। যেহেতু তুমি (বীরম্ অজীজনথাঃ বীর পুত্রকে জন্ম দিয়েছ সেজন্য (সা ত্বং) সেই তুমি (বীরবতী) পতিপুত্রবতী হও। (যা) তুমি আমাদের (বীরবতঃ) বহুসংখ্যক জীবপুত্রের পিতা (অকরৎ) কর।১৯

মন্ত্রটির ঋষি প্রজাপতি, ছন্দ-অনুষ্টুপ, দেবতা-মাতা, বিনিয়োগ-ইড়াভিমন্ত্রণ।

২০। অথাস্যৈ দক্ষিণং স্তনং প্রক্ষাল্য প্রযচ্ছতীমংস্তনমিতি ॥২০

অনু ঃ—(অথ) এরপর (অস্যৈ) মাতার ডান স্তনটি (পিতা) ধুইয়ে দিয়ে শিশুকে অর্থাৎ (দুগ্ধপান করার জন্য) শিশুর মুখে দেবে।২০

'ইমং স্তনম্' ইত্যাদি ঋকটি পাঠ করতে করতে।

মন্ত্র—ইমং স্তনমূর্জস্বন্তং ধয়াপাং প্রপীনমগ্নে সরিরস্য মধ্যে
উৎসং জুষস্ব মধুমন্তমর্বন্ সমুদ্রিয়ং সদনমা বিশস্ব ॥ বাজ সং ১৭।৮৭

মন্ত্রার্থ—হে অগ্নিদেব! (সরিরস্য) এই জগতে তুমি এই প্রত্যক্ষরূপ স্তন বা

স্রুকুরূপ গণ যা থেকে পতিত বিশিষ্ট ঘৃতধারা (ধয়) পান কর (অর্বন) হে সর্বত্রগামী অগ্নিদেব। তুমি স্রুক ক্ষরিত মধুস্বাদযুক্ত ঘৃতধারা পান করো এবং (সমুদ্রিয়ম) সমুদ্র সম্বন্ধি বা চয়নযাগ সম্বন্ধী তোমার গৃহে প্রবেশ কর।

মন্ত্রটির ঋষি প্রজাপতি ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ দেবতা-অগ্নি, বিনিয়োগ-শিশবে স্তনদান

২১। যস্তে স্তন ইত্যুত্তরমেতাভ্যাম্ ॥২১

অনু ঃ—তারপর 'যস্তে স্তন এবং (পূর্বোক্ত) ইমং স্তনম্ ইত্যাদি ঋক দুইটি পড়তে পড়তে বামস্তনটিও ধুইয়ে শিশুকে দেবে।২১

মন্ত্র যস্তে স্তন শশয়ো যো ময়োভূর্যো রত্নধা বসুবিদ্যঃ সুদত্রঃ। যেন বিশ্বা পুষ্যসি বর্ষানি সরস্বতি তমিহ ধাতবেহকঃ। উর্বন্তরিক্ষমন্বেমি। বাজ সং ৩৮।৫

মন্ত্রার্থ—হে সরস্বতি। তুমি (ইহ) এস্থানে (তং) সেই স্তনটিকে (ধাতবে অকঃ) পানের জন্য দাও। (যঃ তে স্তনঃ) তোমার যে স্তনটি (শশয়) সুপ্ত অর্থাৎ অন্যদ্বারা অনুপভুক্ত (যঃ ময়োভূঃ) যা সকলপ্রাণীর সুখদ, যা রত্ন সমূহের ধারক, (বসুবিদ্যঃ) যা ধনপ্রাপক ও দাতা এবং (যেন) যে স্তন দিয়ে তুমি সকল বিশ্বের (বার্যানি) বরণীয় বস্তুগলি পোষণ করে থাক আমি বিশাল অন্তরিক্ষলোকে যাচ্ছি।

ঋষি—দীর্ঘতমা। ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ। দেবতা—বাগদেবতা। বিনিয়োগ—শিশুকে স্তন্যদান।

২২। উদপাত্রং শিরস্তো নিদধাত্যাপো দেবেষু জাগ্রথ যথা দেবেষু জাগ্রথ। এবমস্যাং সূতিকায়াং সপুত্রিকায়াং জাগ্রথেতি ॥২২

অনু ঃ—(উদপাত্রং) একটি জলপূর্ণপাত্র (শিরস্তঃ) শিশুর মাথার কাছে (নিদধাতি) রাখবে—'আপে দেবেষু...ইত্যাদি মন্ত্রটি বলতে বলতে।২২

মন্ত্রর্থ—আপোদেবেষু......জাগ্রথ।

প্রজাপতিঋষি, অনুষ্টুপ ছন্দঃ, আপ দেবতা, জলপাত্রাধানে বিনিশোগ। হে আপ দেবতা বা জলরাশি। তোমরা (দেবেষু) দেবকার্যের নিমিত্ত (জাগ্রথ) তার সাধকরূপে যেমন থাক, (এবম্) সেরূপ এই মঙ্গলের জন্য (সপুত্রিকায়াং) পুত্রাদিসহিত প্রসূতির জাগ্রত হয়ে বিরাজ কর।

২৩। দ্বারদেশে সূতিকাগ্নিমুপসমাধায়োত্থানাৎসন্ধিবেলয়োঃ ফলীকরণমিশ্রান্ সর্ষপাননগ্নাবাবপতি শণ্ডামর্কা উপবীরঃ শৌণ্ডিকেয় উলূখলঃ। মলিম্লুচো দ্রোণাসশ্চ্যবনো নশ্যতাদিতঃ স্বাহা। আলিখন্ননিমিষঃ কিংবদন্ত উপশ্রুতির্হর্যক্ষঃকুম্ভী শত্রুঃ পাত্রপাণিনৃর্মণির্হন্ত্রীমুখঃ সর্ষপারুণশ্চ্যবনো নশ্যতাদিতঃ স্বাহেতি।২৩

অনু ঃ—(দ্বারদেশে) সূতিকাগৃহের দ্বারদেশে (পঞ্চভূসংস্কার করে) সূতিকাগ্নি

স্থাপন করে (উত্থানাৎ) উত্থানকাল পর্যন্ত (সূতক কালপর্যন্ত until (the mother) gets up (from child bed) S. B. E. XXIX (সন্ধিবেলয়োঃ) প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে (ফলীকরণ মিশ্রান্) তণ্ডুলকণা মিশ্রিত (সর্ষপান্) সরিষা নিয়ে "শণ্ডামর্কা ইত্যাদি ও আলিখন্ননিমিষ ইত্যাদি দুইটি মন্ত্রপাঠ করতে করতে দুইটি আহুতি দেবে।২৩

মন্ত্রার্থ (১) শণ্ডামর্কা···নশ্যতাদিতঃ স্বাহা।

(শণ্ডাঃ) নাশক, (মর্কা) মারক, (উপবীর) উপঘাতে সমর্থ অর্থাৎ বিঘ্নকুশল, (শৌণ্ডিকেয়ঃ) আশ্রিত স্নাতক, (উলূখলঃ) অপ্রতীকার্য (মলিম্লুচঃ) অতিমলিন বুদ্ধি, (চদ্রোণাসঃ) দীর্ঘনাসা (চ্যবনঃ) ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তি নাশকারী বালগ্রহ গণ (ইতঃ) এস্থান থেকে (নশ্যতাম) নষ্ট হয়ে যাক।

(২) আলিখন্ননিমিষঃ ··নশ্যতাদিতঃ স্বাহা।

মন্ত্রার্থ—সর্বতোভাবে পরাভব করতে পারে এমন অনিমেষ দ্রষ্টা, (উপশ্রুতি) নিকট থেকে অনিষ্টকারী, (হর্যক্ষ) পিঙ্গল নেত্র, (কুম্ভী) স্তম্ভক, শত্রু (পাত্রপাণি) যার হাতে মড়ার খুলি আছে, (নৃমনি) নরহত্যাকামী, (হন্ত্রীমুখঃ) হিংস্র মুখ (সর্ষপারুণঃ) সরিষার মত অরুণ বর্ণ, এবং (চ্যবন) শক্তিক্ষীণকারী (কিংবদন্ত) বালগ্রহগম এখান থেকে নষ্ট হয়ে যাক।

উক্ত দুইটি মন্ত্রেরই ঋষি প্রজাপতি ছন্দঃ-অনুষ্টুপ,

দেবতা জায়া, তণ্ডুলকণামিশ্রসর্ষপাবপনে বিনিয়োগ।

২৪। যদি কুমার উপদ্রবেজ্জালেন প্রচ্ছাদ্যোত্তরীয়েণ বা পিতাঽঙ্ক আধায় জপতি কূর্কুরঃ সুকূর্কুরঃ কূর্কুরোঃ বালবন্ধনঃ, চেচেচ্ছুনক সৃজ নমস্তে অস্তু সীসরো লপেতাপহ্বর তৎসত্যম্। যত্তে দেবা বরমদদুঃ স ত্বং কুমারমেব বা বৃণীথাঃ। চেচেচ্ছুনক সৃজ নমস্তে অস্তু সীসরো। লপেতা পহ্বর তৎসত্যম্। যত্তে সরমা মাতা সীসরঃ পিতা শ্যামশবলৌ ভ্রাতরৌ-চেচেচ্ছুনক সৃজ নমস্তে অস্তু সীসরো লপেতাপহ্বরেতি॥২৪

(যদি কুমার উপদ্রবেৎ) যদি ঐ শিশুকে বালগ্রহ অভিভূত বা পীড়িত করে তাহলে (জালেন) জাল দিয়ে (প্রচ্ছাদ্য উত্তরীয়েন) তার অভাবে উত্তরীয় বস্ত্র দিয়ে শিশুকে ঢেকে পিতা নিজের কোলে

কুকুর ইত্যাদি মন্ত্র জপ করবে।২৪

মন্ত্রার্থ যে বালগ্রহ (কুকুরঃ) ভীষণ (সুকুকুরঃ) অতিভীষণ (কুকুর) কর্কশ, (বালবন্ধনঃ) বালাভিভূতকারী—(সীসরঃ) অঙ্গসারক, (শুনক বালগ্রহগণের মুখ্য শুনক। তুমি (লপেত) বাগরোধক ও অপহার (গাত্রাপহরক) (নমঃ তে অস্তু

তোমাকে প্রণাম (সূত্রাং তুষ্ট হয়ে) (চেচ্চে্) ছ্দ ছ্দ শব্দ করতে করতে (সৃজ) শিশুকে ছেড়ে দাও।

(তৎসত্যম্) তা সত্য (য.স্ত দেবা) যে তোমাকে দেবতাগণ (বরমদদুঃ) বর দিয়েছেন। সেই তুমি কুমারকেই আক্রান্ত করেছ।

হে বালগ্রহণের মুখ্য শুনক অঙ্গসারক, বাগরোধক ও গাত্রাপহারক তোমায় প্রনাম, তুমি ছুছু শব্দ করতে করতে শিশুকে ছেড়ে দাও।

তা সত্য যে তোমার মা দেবশুনী সরমা (সীসরঃ) দেবতাগণ তোমার পিতা, শ্যাম ও শবল তোমার দুই ভাই, (অতএব) হে বালগ্রহগণের মুখ্য শুনক অঙ্গসারক, ও গাত্রাষাহারক তোমায় প্রণাম তুমি শিশুকে ছেড়ে দাও।

উক্ত মন্ত্র তিনটির ঋষি প্রজাপতি। ছন্দ—অনুষ্টুপ, দেবতা—শুনক বিনিয়োগ—বালগ্রহাপসারণ জপ !

২৫। অভিমৃশাতি ন নাময়তি ন রুদতি ন হৃষ্যাতি
নগ্নয়তি যত্র বয়ং বদামো যত্র চাভিমৃশামসীতি ॥২৫

তারপর পিতা 'ন নাময়তি ··· ইত্যাদি' মন্ত্র বলতে শিশুর সর্বাঙ্গ স্পর্শ করবে।

মন্ত্রার্থ—'ন নাময়তি··· চাভিমৃশামসি

ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দ—অনুষ্টুপ, দেবতা—বায়ু, বিনিয়োগ—অভিমর্শন। (যত্র বয়ম) আমি কুমারের যে অঙ্গ (অভিমৃশমসি) স্পর্শ করছি, (যত্র চ বদাম) এবং এই মন্ত্র বলছি অর্থাৎ কুমারের যে যে অঙ্গ স্পর্শ করে মন্ত্র বলছি সে সে অঙ্গ (ন মাময়তি) সংকুচিত হয় না, (ন রুদতি) কাঁদছেন, (ন হৃষ্যতি) হাসছেনা বা উৎফুল্ল হচ্ছেন, (নগ্নায়ত্রতি) অস্থির হচ্ছে না।

যোড়শ কণ্ডিকা সমাপ্ত

প্রথম কাণ্ড—সপ্তদশ কণ্ডিকা (নামকরণ অধ্যায়)

১। দশম্যামুত্থাপ্য ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা পিতা নাম করোতি।

(দশম্যামুত্থাপ্য) প্রসবদিন থেকে আরম্ভ করে দশমদিনে গত হলে অর্থাৎ একাদশ দিনে সূতিকাগৃহ থেকে সূতিকাকে তুলে অর্থাৎ বাহির করে পিতা (ব্রাহ্মণন্) তিদজম ব্রাহ্মাণ কে ভোজন করিয়ে শিশুর নামকরণ করেন।১

---

১) গোভিলসূত্রম্—দশরাত্রে ব্যুষ্টে নামকরণমিতি।
যাজ্ঞবল্ক্যবননম্—অহন্যেকাদশে নামেতি নাম করোতীত্যুক্তম্।

(এখানে স্মরণীয় যে, একাদশ দিন নিয়তকাল হিসাবে কালশুদ্ধ্যশুদ্ধি বিচার্য নয়। নিয়তকাল অতিক্রান্ত হলেও নামকরণ করা যায় কিন্তু তা জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত শুভকালে করণীয়।)

২। দ্ব্যক্ষরং চতুরক্ষরং বা ঘোষবদাদ্যান্তরন্তস্থং দীর্ঘাভিনিষ্ঠানং কৃতং কুর্যান্ন তদ্ধিতম্ ॥২

অনু ঃ—[অতঃপর নামকরণের রীতি সম্পর্কে নির্দেশ হলো]—(শিশুর নাম) (প্রথমতঃ) দুই অক্ষর অথবা চার অক্ষর বিশিষ্ট হবে। [দ্বিতীয়তঃ] (ঘোষবদাদি) নামের আদি বর্ণ হবে। ঘোষবর্ণ অর্থাৎ গ, ঘ, ঙ, জ, ঝ, ঞ, ড, ঢ, ণ, দ, ধ, ন, ব, ভ, ম, য, ব, র, ল, হ। [তৃতীয়তঃ] (অন্তরন্তস্থং) নামের মধ্যভাগে অন্তঃস্থ বর্ণ অর্থাৎ য, র, ল, ব,—এদের অন্তর্গত হবে। [চতুর্থতঃ] (দীর্ঘাভিষ্ঠানম্) নামের শেষবর্ণ হবে দীর্ঘবর্ণ।

[পঞ্চমতঃ] (কৃতং কুর্যাৎ ন তদ্ধিতম্) নাম কৃদন্ত হবে, কিন্তু তদ্ধিতান্ত হবে না। কেহ কেহ অর্থ করেন—কৃতং কুর্যাৎ ন অর্থাৎ পিতামহাদির নাম এবং তদ্ধিতান্ত হবে না।২

৩। অযুজাক্ষরমাকারান্তং স্ত্রিয়ৈ তদ্ধিতম্ ।৩

অনু ঃ—(স্ত্রিয়ৈ) অর্থাৎ কন্যার নামকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়ম,—(অযুজাক্ষর-মাকান্তম্ তদ্ধিতম্) অযুগ্মাক্ষর অর্থাৎ ৩ বা ৭ অক্ষর বিশিষ্ট, আকারান্ত হবে এবং তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত হতে পারে।৩

৪। শর্ম ব্রাহ্মণস্য বর্ম ক্ষত্রিয়স্য গুপ্তেতি বৈশ্যস্য ।৪

অনু ঃ—পূর্বোক্ত নিয়মে কুমারের নামকরণের পর বর্ণঅনুসারে ব্রাহ্মণকুমারের নামের শেষভাগে শর্মা, ক্ষত্রিয়কুমারের নামের শেষে বর্মা এবং বৈশ্যের নামের শেষে গুপ্ত শব্দ যোগ করা হবে।৪

[এখানে শর্মা—মঙ্গল প্রতিপাদক, বর্মা—শৌর্যব্যঞ্জক এবং গুপ্ত—ধনবত্তা-প্রতিপাদক।]

(বিশ্বনাথ ভাষ্যে—শূদ্রস্যাপি প্রেষ্যত্বপ্রতিপাদকং দাসাদিপদং নামকীর্তনানন্তরং প্রয়োক্তব্যমিতি। অর্থাৎ—শূদ্রের নামের শেষে প্রেষ্যত্ব প্রতিপাদক 'দাস' যোগ করা হবে।)

(নিষ্ক্রমণ)

৫। চতুর্থে মাসি নিষ্ক্রমণিকা ।৫

অনু ঃ—(চতুর্থে মাসি) অর্থাৎ শিশুর জন্মের পর থেকে চতুর্থ মাসে পিতা মায়ের দ্বারা কোলে করিয়ে শিশুকে ঘরের বাইরে আনবে।৫

(সূর্যাবেক্ষণ)

৬। সূর্যমুদীক্ষয়তি তচ্চক্ষুরিতি।৬

অনু ঃ—ঐভাবে শিশুকে বাইরে এনে পিতা

তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরত। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ॥ (বাজ সং ৩৬।২৪)

মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে সূর্য দর্শন করাবেন।৬

মন্ত্রার্থ—(তচ্চক্ষুঃ) সংসারে চক্ষুস্বরূপ, (দেবতাদের প্রিয় অথবা দৈবীগুণযুক্ত, (শুক্রম্) শুদ্ধ আদিত্য (পুরস্তাৎ উচ্চরত) পূর্বদিকে উদিত হচ্ছে। তাঁর প্রসাদে আমরা শত বছর দেখব, শতবছর বেঁচে থাকব, শত বছর বলব, শতবছর দৈন্যগ্রস্ত হব না, শত বছরের পরও বহুকাল থাকব।

উক্ত মন্ত্রের ঋষি—ব্রহ্মা, ছন্দ ঃ—ত্রিষ্টুপ, দেবতা—সূর্য, বিনিয়োগ—সূর্যোদীক্ষণ।]

[সূর্যাবেক্ষণ নিষ্ক্রমণ সংস্কারের অন্তর্গত ; সে কারণ কেবল নিষ্ক্রমণের পূর্বেই পিতা আভ্যুদয়িক করবে।]

(বিশ্বনাথ ভাষ্যে উল্লেখ আছে কন্যার ক্ষেত্রে 'সূর্যাবেক্ষণ' হবে অমন্ত্রক।)

সপ্তদশী কণ্ডিকা সমাপ্ত

প্রথম কাণ্ড—অষ্টাদশ কণ্ডিকা (প্রেষ্যাগত-কর্ম)

১। প্রোষ্যেত্য গৃহানুপতিষ্ঠতে পূর্ববৎ।১

অনু ঃ—(প্রোষ্য এত্য) [গৃহস্থ] প্রবাস থেকে এসে (গৃহান্) গৃহস্থিত স্ত্রী-পুত্রাদির নিকট মন্ত্র পাঠ করবেন। কি সেই মন্ত্র ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে (পূর্ববৎ) শ্রৌতোক্ত বিধি অনুসারে। অর্থাৎ গৃহামাবিভীত ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র পাঠ করবেন।১

মন্ত্র (১)—গৃহা মা বিভীত মা বেপধ্বমূর্জং বিভ্রত এমসি।

ঊর্জং বিভ্রদ্বঃ সুমনাঃ সুমেধা গৃহানৈমি মনসা মোদমানঃ॥

বাজ সং ৩।৪১

মন্ত্রার্থ ঃ—শংযু—ঋষি, ত্রিষ্টুপবিরাটরূপা ছন্দঃ, বাস্তুদেবতা, উপস্থান-বিনিয়োগঃ।

হে গৃহ দেবতা সকল। তোমরা ভয় করো না, কম্পিত হয়ো না। যেমন তোমরা (ঊর্জং) বল প্রাণ লাভের জন্য চঞ্চল হয়েছিল। সেরূপ আমিও বল লাভ করে (সুমনাঃ) সুবুদ্ধি (সুমেধা) শোভন প্রজাসম্পন্ন হয়ে (মনসা মোদমানঃ) আনন্দচিত্তে (বঃ গৃহান্) গৃহদেবতা তোমাদের নিকট (ঐমি) এসেছি।

মন্ত্র (২)—যেষামধ্যেতি প্রবসন্যেষু সৌমনসো বহুঃ।

গৃহানুপ হ্বয়ামহে তে নো জানন্তু জানতঃ ॥ বাজ সং ৩।৪২

মন্ত্রার্থঃ—(ঋষি-শংযু, ছন্দঃ—অনুষ্টুপ, দেবতা—বাস্তু, বিনিয়োগ—উপস্থান।

প্রবাসী ব্যক্তি যেমন নিজ গৃহের কথা মনে করে সেরূপ আমরা শোভনহৃদয়ে গৃহদেবতাদের আহ্বান করছি, তাঁরা আহূত হয়ে (জানতঃ) কৃতজ্ঞ হিসাবে আমাদের জানুন।

মন্ত্র (৩)—উপহূতা ইহ গাব উপহূতা অজাবয়ঃ। অথো অন্নস্য কীলাল উপহূতো গৃহেষু নঃ। ক্ষেমায় বঃ শান্ত্যৈ প্রপদ্যে শিবংশাগ্মং শংযোঃ শংযোঃ। বাজ সং ৩।৪৩।

মন্ত্রার্থঃ—(ঋষি—শংযু, ছন্দঃ—মহাপংক্তি, দেবতা—বাস্তুদেবতা। বিনিয়োগ—উপস্থান)

(ইহ) এ গৃহে গো সকল (উপহূতা) সুখে থাকুক, (অজাবয়ঃ) ছাগমেষাদি সুখে থাকুক, অন্নের রসবিশেষ আমাদের গৃহে সমৃদ্ধ হোক, হে গৃহ! (ক্ষেমায়) আমাদের সম্পদাদির অক্ষয়ত্ব কামনায়, (শান্ত্যৈ) শান্তি কামনায়, (বঃ প্রপদ্যে) তোমাদের লাভ করছি। (এখানে ক্ষেমায় বঃ ইত্যাদি মন্ত্র বলতে বলতে গৃহে প্রবেশ করবে) আমাদের বহুপ্রকার সুখ হোক, ঐহিক ও পারত্রিক সুখ হোক।

(এখানে শিবং শগ্মং—সমার্থক। তাই এর দ্বারা বহুপ্রকার সুখ বোঝান হয়েছে। সুখদ বাচক 'শংযো' শব্দ দুটির প্রয়োগ দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সুখকে নির্দেশ করা হয়েছে।

২। পুত্রং দৃষ্ট্বা জপতি অঙ্গাদঙ্গাৎ সংভবসি হৃদয়াদধিজায়সে। আত্মা বৈ পুত্রনামাঽসি স জীব শরদঃ শতমিতি।২

অনুঃ—সেখানে পুত্রকে দেখে 'অঙ্গাদঙ্গাৎ…'ইত্যাদি মন্ত্রটি পাঠ করবেন।

মন্ত্র—অঙ্গাদঙ্গাৎ……শতমিতি।

মন্ত্রার্থঃ—ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দঃ—অনুষ্টুপ, বিনিয়োগ—আয়ুর্জপ।

হে পুত্র! তুমি আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয়েছ, তুমি আমার হৃদয়ের থেকে অধিকতর প্রিয়। সুতরাং তুমি পুত্র রূপে বস্তুতঃ আমার আত্মাই। তুমি শতবৎসর জীবিত থাক।

৩। অথাস্য মূর্ধানমবজিঘ্রতি। প্রজাপতেষ্টবা হিংকারেণাবজিঘ্রামি সহস্রায়ুষাঽসৌ জীব শরদঃ শতমিতি ।৩

অনু ঃ—তারপর 'প্রজাপতেষ্টবা…ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতে করতে পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করবে ।৩

মন্ত্র—প্রজাপতেষ্টবা… …শতমিতি।

মন্ত্রার্থ—(পরমেষ্ঠী—ঋষি, উষ্ণিক্ ছন্দঃ, প্রজাপতি দেবতা, অবঘ্রাণে বিনিয়োগ) হে পুত্র ! (প্রজাপতেঃ) ব্রহ্মার (হিংকারেণ) স্নেহসিক্ত শব্দ দ্বারা অথবা সাম্‌বেদের দ্বারা তোমাকে আঘ্রাণ করছি। অতএব এই আঘ্রাণ থেকে (অসৌ) অমুক (পুত্রের নাম উচ্চারণ করে) তুমি (সহস্রায়ুষা) বহুতর জীবনের সঙ্গে শতবৎসর জীবিত থাক।

৪। গবাং ত্বা হিংকারেণেতি চ ত্রির্দক্ষিণেঽস্য কর্ণে জপতি। অস্মে প্রযন্ধি মঘবন্নৃজীষিন্নিন্দ্র রায়ো বিশ্ববারস্য ভূরেঃ। অস্মে শতংশরদো জীবসে ধা অস্মৈ বীরাঞ্ছশ্বত ইন্দ্র শিপ্রিন্নিতি ।৪

অনু ঃ—(প্রজাপতেষ্টবা…ইত্যাদি পাঠ করে একবার মস্তক আঘ্রাণের পর) 'গবাং ত্বা হিংকারেণাবজিঘ্রামি সহস্রায়ুষাঽসৌ জীব শরদঃ শতম, মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে আবার একবার পুত্রের শির আঘ্রাণ করে আরও দুবার বিনা মন্ত্রে আঘ্রাণ করবেন। তারপর পুত্রের ডান কানে 'অস্মে প্রবন্ধি…শিপ্রিন্' মন্ত্রটি পাঠ করবেন ।৪

মন্ত্র—অস্মে প্রযন্ধি……শিপ্রিন্।

প্রজাপতি ঋষি, ত্রিষ্টুপ ছন্দঃ, ইন্দ্রদেবতা, কর্ণজপে বিনিয়োগ।

মন্ত্রার্থ—(মঘবন্) হে ইন্দ্র ? (ঋজীষিন্) স্নিগ্ধচিত্ত, হে ইন্দ্র (শিপ্রিন্) সুখদা। (অস্মে) এই কুমারকে (রায়) ঐশ্চর্য, ধন, (বিশ্ববারস্য ভূরেঃ) বিশ্বের সমস্ত শ্রেষ্ঠ বস্তু সমূহ (প্রযন্ধি) দান কর। এই কুমারকে শত বৎসর জীবিত রাখ, এবং (অস্মৈ) কুমারকে (বীরান্ শাশ্বতঃ) দীর্ঘজীবী পুত্র সমূহ (অধাঃ) দান কর।

৫। ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহি চিত্তিং দক্ষস্য সুভগত্বমস্মে। পোষং রয়ীণামরিষ্টিং তনূনাং স্বাত্মানং বাচঃ সুদিনত্বমহ্নামিতি সব্যে ।৫

অনু ঃ—পুত্রের বাম কানে 'ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি… ..ইত্যাদি মন্ত্রটি পাঠ করবেন ।৫

মন্ত্র—'ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি……সুদিনত্বমহাম্।

প্রজাপতি ঋষি, ত্রিষ্টুপ ছন্দঃ, প্রজাপতি দেবতা, কর্ণজপে বিনিয়োগ।

মন্ত্রার্থ—হে ইন্দ্র পরম ঐশ্বর্যশালিন্ ! এই কুমারকে উত্তম কোটির মঙ্গলময় ধনরাশি, (চিত্তিং) জ্ঞান, (তনূনাম্ অরিষ্টিং) সর্বশরীরের নৈরুজ্য, (দক্ষস্য) সুভগত্বম্

প্রজাপতি দক্ষের ন্যায় প্রভুত্ব, (রয়ীনাং পোষম্) অর্থের পুষ্টি, (বাচঃ স্বাত্মানম্) বাণীর মাধুর্য এবং (অহ্নাং সুদিনত্বং) সফল দিন প্রদান কর।

৬। স্ত্রিয়ৈ তু মূর্ধানমেবাবজিঘ্রতি তূষ্ণীম্ ॥ ৬

অনু ঃ—কন্যার ক্ষেত্রে কেবল কোন মন্ত্র উচ্চারণ না করে মস্তক আঘ্রাণ করবেন।৬ (এখানে 'এবং' পদটি করার সার্থকতা হলো যে, দর্শন ও কর্ণে জপ অনুষ্ঠান দুইটি হবে না।)

অষ্টাদশ কণ্ডিকা সমাপ্ত

প্রথম কাণ্ড—ঊনবিংশ কণ্ডিকা (অন্নপ্রাশন)

১। ষষ্ঠে মাসেঽন্নপ্রাশনম্ ।১

অনু ঃ—জন্ম থেকে ষষ্ঠ মাসে পুত্রের 'অন্নপ্রাশন' নামক সংস্কারটি করতে হয়।[১]

২। স্থালীপাকং শ্রপয়িত্বাঽঽজ্যভাগাবিষ্টবাঽঽজ্যাহুতী জুহোতি দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাস্তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি। সা নো মন্দ্রেষমূর্জং দুহানা ধেনুর্বাগস্মানুপসুষ্টুতৈ তু স্বাহেতি ॥২

৩। বাজো নো অদ্যেতি চ দ্বিতীয়াম ।৩

অনু :—অতঃপর অন্নপ্রাশনের ইতিকর্তব্যতা সম্পর্কে নির্দেশ হলো—

যথাবিধি চরুপাক করে (আজ্যভাগৌ আবিষ্টবা) আঘার আজ্যভাগ দুইটি আজ্যাহুতি দিয়ে দিয়ে (বক্ষ্যমান মন্ত্র দুইটি দ্বারা) দুইটি—আজ্যাহুতি দেবেন।২—৩

প্রথম মন্ত্র—'দেবীংবাচম্ · ···সুষ্টুতৈতুস্বাহা।

মন্ত্রার্থ ঃ—প্রজাপতি ঋষি, ত্রিষ্টুপ ছন্দঃ বাণীদেবতা, আজ্যহোমে বিনিয়োগ।

১। গৃহ্যসূত্রের এই বিধানকে ভিত্তি করে স্মৃতি-সংহিতাকার নারদ বলেছেন,— জন্মতো মাসি ষষ্ঠে স্যাৎ সৌরেণান্নাশনং পরম্। তদভাবেঽষ্টমে মাসি নবমে দশমেঽপি বা। দ্বাদশে বাঽপি কুর্বীত প্রথমান্নাশনং পরম্। সংবৎসরে বা সম্পূর্ণে কেচিদিচ্ছন্তি পণ্ডিতাঃ। ষষ্ঠে বাঽষ্টমে মাসি পুংসাং স্ত্রীণাং তু পঞ্চমে। সপ্তমে মাসি বা কার্যং নরান্নপ্রাশনং শুভম্। রিক্তাং দিনক্ষয়ং নন্দাং দ্বাদশীসষ্টমী সমাম্। ত্যক্তান্যতিথয়ঃ প্রোক্তাঃ মিতজীবজ্ঞবাসরাঃ। চন্দ্রবারং প্রশংসন্তি কৃষ্ণেচান্ত্যত্রিকংকিং বিনা।

ঐশ্চর্য্যময়ী এবং প্রদীপ্ত বাণীকে দেবতাগণ সৃষ্টি করেছেন, তারপর সমস্ত প্রাণীকুল তাকে উচ্চারণ করেছে। ঐ সুখদাত্রী গম্ভীরা বাণী আমাদের স্তোত্র দ্বারা প্রসন্ন হয় গাভী যেমন বৎসকে দুগ্ধ দিতে ছুটে যায়—সেরূপ (বাণী) আমাদিগকে অন্ন, রস ও শক্তি প্রদান করতে করতে উপস্থিত হয়ে থাকুন। (এখানে ত্যাগ মন্ত্র হ'লো—'ইদং বাচে'।

দ্বিতীয় আহুতির মন্ত্র হলো—'চ' শব্দটি যোগ করায় 'দেবী বাচং' ইত্যাদির সঙ্গে বাজো ন অদ্য—মন্ত্রটিও যুক্ত হবে। এখানে ত্যাগমন্ত্র 'ইদং বাচে বাজায়' ।৩

৪। স্থালীপাকস্য জুহোতি প্রাণেনান্নমশীয় স্বাহাঽপানেন গন্ধানশীয় স্বাহা চক্ষুষা রূপাণ্যশীয় স্বাহা শ্রোত্রেণ যশোঽশীয় স্বাহেতি ।৪

অনু ঃ—তারপর স্থালীপাক অর্থাৎ চরুদ্বারা—

(১) প্রাণেনান্নমশীয় স্বাহা (প্রাণ বায়ু দ্বারা আমি যেন খাদ্য ভক্ষণ করতে পারি।)
(২) অপানেন গন্ধানশীয় স্বাহা (অপান ,, ,, ,, গন্ধ গ্রহণ ,, ,, ।)
(৩) চক্ষুষা রূপান্যশীয় স্বাহা এবং (চক্ষু ,, ,, ,, দৃশ্যবস্তু সমূহ দর্শন করতে পারি।)
(৪) শ্রোত্রেণ যশোঽশীয় স্বাহা (শ্রোত্র বা কর্ণ দ্বারা আমার খ্যাতি শুনতে পারি।)

এই চারটি মন্ত্র বলে বলে চারটি আহুতি দিতে হবে ।৪

৫। প্রাশনান্তে সর্বান্ সর্বমন্নমেকত উদ্ধৃত্যাথৈনং প্রাশয়েৎ ॥৫

অনু ঃ—(প্রাশনান্তে) স্বিষ্টকৃদ, হোম থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণান্ত পর্যন্ত কর্মানুষ্ঠানের শেষ সমস্ত রস, সমস্ত লেহ্য, পেয়, চোষ্য খাদ্যগুলি (একত উদ্ধৃত্য) একটি পাত্রে তুলে (অথ এনং) তারপর কুমারকে (প্রাশয়েৎ) ভক্ষণ করিবে না ।৫

৬। তূষ্ণীং হন্তেতি বা হন্তকারং মনুষ্যা ইতি শ্রুতেঃ ।৬

অনু ঃ—(খাওয়ান নিয়ম)—মন্ত্র না বলে কেবল 'হন্ত' কথাটি বলে অথবা 'হন্তকারং মনুষ্যা উপজীবন্তি' এই শ্রুতিবচনটি বলে কুমারকে খাওয়াবেন।

৭। ভারদ্বাজ্যা মাংসেন বাক্প্রসারকামস্য ।৭

৮। কপিঞ্জলমাংসেনান্নাদ্যকামস্য ।৮

৯। মৎস্যৈর্জবন কামস্য ।৯

১০। কৃকষায়া আয়ুষ্কামস্য ।১০

১১। আট্যা ব্রহ্মবর্চসকামস্য ।১১

১২। সর্বৈঃ সর্বকামস্য ।১২

অনুঃ—পিতা যদি শিশুর বাক্‌প্রসার অর্থাৎ শিশু বাগ্মী হবে ইচ্ছা করেন, তাহলে শিশুকে ভারদ্বাজী পক্ষিনীর মাংসের সাথে খাওয়াবেন ।৭

অন্ন, ভক্ষণের যোগ্য হওয়ার ইচ্ছা করলে কপিঞ্জল মাংসের সঙ্গে খাওয়াবে ।৮

শিশুকে বেগবান করতে ইচ্ছা করতে মাছ দিয়ে খাওয়াবেন ।৯

শিশু চিরায়ুঃ হোক ইচ্ছা করলে কাঁকড়া মাংস দিয়ে খাওয়াবেন ।১০

শিশুকে ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন করতে ইচ্ছা করলে আটী পাখীর মাংস খাওয়াতে হবে। আর যদি উক্ত সমস্ত গুণই শিশুর কামনা করেন, তাহলে উপরিউক্ত সমস্ত প্রকার মাংস একসঙ্গে করে খাওয়াবেন ।১১—১২

১৩। অন্নপর্যায় বা ততো ব্রাহ্মণভোজনমন্নপর্যায় বা ততো ব্রাহ্মণ-ভোজনম্ ।১৩

অনুঃ—(অন্নপর্যায়ং বা) পূর্বোক্ত ক্রমে কাম্যভেদে সমাংস অন্নপ্রাশন করিয়ে অথবা সাধারণ নিয়মে অন্নপ্রাশন করিয়ে ব্রাহ্মণভোজন কর্তব্য। এখানে বাস্তু সমাপ্তি জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে 'ব্রাহ্মণভোজন' কথাটির দ্বিরক্তি করা হয়েছে ।১৩

প্রথম কাণ্ড সমাপ্ত

অথ দ্বিতীয় কাণ্ডম্

প্রথম কণ্ডিকা—চূড়াকরণ

১—৪ ॥ সাংবৎসরিকস্য চুড়াকরণম্ ॥১॥
তৃতীয়েবাঽপ্রতিহতে ॥২॥
ষোড়শবর্ষস্য কেশান্তঃ ॥৩॥
যথামঙ্গলং বা সর্বেষাম্ ॥৪॥

অনু ঃ—(সাংবৎসরিকস্য) যার সংবৎসর অতীত হয়েছে। অর্থাৎ কুমারের (জন্ম থেকে) এক বৎসর অতীত হলে চূড়াকরণ নামক সংস্কারটি হবে।১ (অথবা) জন্ম থেকে তিন বছর পূর্ণ হওয়ার কিছু পূর্বে (চূড়াকরণ সংস্কারটি হবে।২

আর ষোল বছর পূর্ণ হলে 'কেশান্ত' নামক সংস্কার করাতে হয়।৩

(যথামঙ্গলং বা সর্বেষাম্) সূত্রটি মুখ্যতঃ চূড়াকরণের কাল সম্পর্কে বলেছেন যে, কুলাচার অনুসারে—যাঁর বংশে সংবৎসরের পরই হয়, তার সেরকম সময়ে হবে ; যার বংশে তৃতীয় বর্ষের মধ্যেই হয়, তার সেরকম হবে আর যার বংশে তেমন কোনও নির্দিষ্ট কাল নাই তার স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত কাল[১] হিসাবেও করা যায়।

(এই সূত্রটি 'কেশান্ত' সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেহেতু 'কেশান্ত' সংস্কারের কালের কোন বিকল্প নাই।) এখানে সর্বেষাং পদের দ্বারা সকল বর্ণের কুমারের বিধানই একরূপ বুঝতে হবে।

৫ ॥ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা মাতা কুমারমাদায়াপ্লুত্যাব্যাহতে বাসসো পরিধাপ্যাঙ্ক আধায় পশ্চাদগ্নেরুপবিশতি ॥৫

অনু ঃ—(চূড়াকরণের প্রারম্ভে) (তিনজন) ব্রাহ্মণকে ভোজন করিয়ে মাতা পুত্রকে স্নান করিয়ে একবার মাত্র ধোয়া নূতন কাপড় ও উত্তরীয় পরিয়ে কোলে নিয়ে স্থাপিত অগ্নির পশ্চিম দিকে বসবে।২

---

(১) নারদ—জন্মতস্তু তৃতীয়াঽব্দে শ্রেষ্ঠমিচ্ছন্তি পণ্ডিতাঃ। পঞ্চমে সপ্তমে বাঽপি জন্মতো মধ্যমং ভবেৎ। অধমং গর্ভতঃ স্যাত্তু নবমৈকাদশেঽপি বা ॥

প্রয়োগ পারিজাতে—আদ্যেঽব্দে কুর্বতে কেচিৎ পঞ্চমেঽব্দে দ্বিতীয়কে। উপনীত্যা সহৈবেতি বিপশ্চিতঃ কুলধর্মতঃ।

বি.—বর্তমানে প্রায় সকলেরই উপনয়নের সাথে 'চূড়াকরণ' সংস্কারটি হয়ে থাকে।

৬॥ অন্বারব্ধ আজ্যাহুতীর্হুত্বা প্রাশনান্তে শীতাস্বপ্সূষ্ণা
আসিঞ্চত্যুষ্ণেন বায় উদকেনেহয়দিতে কেশান্ বপেতি ॥৬।

অনু :—(অন্বারব্ধঃ) ব্রহ্মোপবেশনের পর আঘারাদি স্বিষ্টকৃদ্ হোম পর্যন্ত চোদ্দটি আজ্যাহুতি দিয়ে (প্রাশনান্তে) সংস্রব প্রাশনের পর শীতল জলে 'উষ্ণেন… বপ' মন্ত্রটি পড়ে গরম জল ঢালবে ।৬

মন্ত্রে—উষ্ণেণ…বপ ।

ঋষি—পরমেষ্ঠী, দেবতা—বায়ু, অর্জিত, যিনি বায়ুরপনোদকাসেক ।

হে বায়ু, হে অদিতি, (ইহি) এস ; (এসে) (উষ্ণেন) গরম জলের সঙ্গে (উদকেন) বর্তমান এই চুল ভিজাবার জল দ্বারা এই কুমারের চুল (বপ) ছেদন কর ।

৭। কেশশ্মশ্রু ইতি চ কেশান্তে ।৭

অনু ঃ—কেশান্ত সংস্কারের সময় উক্ত উষ্ণেন…ইত্যাদি মন্ত্রটির শেষে 'কেশান্ বপ' পদ দুটির পরিবর্তে 'কেশশ্মশ্রু বপ' বলা হবে ।৭

৮। অথাত্র নবনীতপিণ্ডং ঘৃতপিণ্ডং দধ্নো বা প্রাস্যতি ।৮

অনু ঃ—তারপর ঐ গরমজল ঢালার পর সেই জলে একটু (নবনীত) ননী, বা ঘৃত অথবা দই (প্রাস্যতি) ক্ষেপণ করবে অর্থাৎ দেবে ।৮

৯। তত আদায় দক্ষিণং গোদানমুন্দতি । সবিত্রা প্রসূতা দৈব্যা
আপ উন্দন্তু তে তনুং দীর্ঘায়ুত্বায় বর্চস ইতি ।৯

অনু ঃ—(ততঃ) তারপর ঐ জল নিয়ে (দক্ষিণং গোদানং) মাথার দক্ষিণ ভাগের চুলগুলিকে (উন্দতি) ভেজাবে—'সবিত্রা…বর্চসা' মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে করতে ।৯

মন্ত্রার্থ—প্রজাপতি ঋষি, গায়ত্রী—ছন্দ, আপ দেবতা, ক্লেদনে বিনিয়োগ । হে কুমার ! (সবিত্রা) সূর্য থেকে (প্রসূতা) উৎপন্ন (দৈব্যা আপঃ) এই দিব্য জল (তে তনুং) তোমার চূড়া নামক অঙ্গটিকে ভেজাক তোমার দীর্ঘায়ু ও (বর্চসে) তেজস্বিতার জন্য ।

১০। ত্রেণ্যা শলল্যা বিনীয় ত্রীণি কুশতরুনান্যন্তর্দধাত্যোষধ ইতি ॥১০

অনু ঃ—তারপর তিনটি শ্বেত শলাকার দ্বারা [চুলগুলিকে] (বিনীয়) পৃথক করে—'ওষধেত্রায়স্ব' মন্ত্রটি বলতে বলতে তিনগাছি কুশ ঐস্থানে দেবেন ।১০

১১। শিবো নামেতি লোহক্ষুরমাদায় নিবর্তয়ামীতি প্রবপতি,
যেনাবপৎ সবিতা ক্ষুরেণ সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য বিদ্বান্ ।
তেন ব্রহ্মাণো বপতেদমস্যায়ুষ্যঞ্জরদষ্টির্যথাসদিতি ।১১

অনু ঃ—'শিবো নামাসি স্বধিতিস্তে পিতা নমস্তে অস্তু মা মা হিংসী । বা-সং ৩।৬৩ ।

এই মন্ত্রটি বলে উপকল্পিত লৌহময় বা তাম্রময় ক্ষুরটি ডান হাতে নিয়ে কুশাচ্ছাদিত চুলেতে লাগিয়ে—

(১) নিবর্তয়াম্যায়ুষেঽন্নাদ্যায় প্রজননায় রায়স্পোষায় সুপ্রজাস্ত্বায় সবীর্যায়। বা, সং ৩।৬৩

(২) যেনা বপৎ সবিতা…যথাসৎ ॥ এই দুটি মন্ত্র বলবেন।

মন্ত্রার্থ—(ক) শিবো…হিংসী।

অনু ঃ—হে ক্ষুর! (শিবো নামাসি) তুমি শিব নামা শান্তিস্বরূপ। অর্থাৎ তোমার নাম শিব। (স্বধিতি) বজ্র (তে পিতা) তোমার পিতা, (নম…অস্তু) তোমাকে প্রণাম করি। (মা মা হিংসীঃ) আমাকে বিনাশ করো না।

(খ) নিবর্তয়ামি…সুবীর্যায়।

অনু ঃ—(এখানে নিবর্তয়ামি শব্দটির অর্থ বিষয়ে স্বয়ং সূত্রকার এবং ভাষ্যকার-গণও বলেছেন, প্রবপন করি অর্থাৎ সম্পন্ন করি ; ছেদন করি নয়। এরপর নির্বপামি ইত্যাদি 'যেনাপৎ…যথাসৎ।—এই দুইটি মন্ত্র পাঠ করতে করতে ছেদন করবেন।

মন্ত্রার্থঃ—হে যজমান! তোমাকে (নিবর্তয়ামি) মুণ্ডন করছি। কি নিমিত্ত? প্রশ্নের উত্তরে বেদে ছয়টি কারণ উক্ত হয়েছে।

১ (আয়ুষে) অক্ষয় জীবনলাভের জন্য, ২ (অন্নাদ্যায়) সত্ত্বভাবরূপ অন্ন ভক্ষণের জন্য ৩ (প্রজননায়) সন্তান লাভের জন্য অথবা জনগণের কল্যাণের জন্য, ৪ (রায়-স্পোষায়) পরমার্থরূপ ধনের পুষ্টির জন্য, ৫ (সুপ্রজাস্ত্বায়) সুসন্তান লাভের জন্য অথবা প্রকৃতি পুঞ্জের মঙ্গল বিধনের জন্য এবং (সুবীর্যায়) সৎকর্ম সম্পাদনের সামর্থ্য লাভের জন্য। [সংস্কারার্থ এই কল্যাণাশংসী বাণীটি সামাজিক মানুষ মাত্রেরই সর্বকালের প্রার্থনা। আধ্যাত্মিকতা-আধারে সমাজবিজ্ঞানের উন্নয়নমূলক বাণী বা প্রক্রিয়ার এটি একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।]

শিবো…সুবীর্যায়। বাজসনেয়ী মন্ত্রটির ঋষিঃ, প্রজাপতি, দেবতা, ক্ষুর, বৃহতী ছন্দঃ বিনিয়োগ ক্ষুর স্পর্শ।

অপর মন্ত্রটির অর্থ—হে ব্রাহ্মণগণ! যে ক্ষুর দিয়ে (সবিতা) সবিতৃদেব অর্থাৎ সূর্য (সোমস্য রাজ্ঞঃ) রাজা সোমের এবং (বরুণস্য) বরুণের (মস্তক) (অবপৎ) রাজসূয় দীক্ষা দিতে মুণ্ডন করেছেন ; সেই ক্ষুর দিয়ে—(অস্য) এই কুমারের (ইদং) মস্তক (বপত) মুণ্ডন করুন ; যার প্রভাবে [এই কুনার] দীর্ঘায়ুঃ ও দৃঢ়াঙ্গ হোক।

[মন্ত্রটির আধারে বিশ্বজনীন পিতার সন্তানের বিষয়ে সর্বকালীন প্রার্থনাটি ধ্বনিত হয়েছে।]

১২। সকেশানি প্রচ্ছিদ্যানডুহে গোময়পিণ্ডে প্রাস্যত্যুত্তরতো
ধ্রিয়মাণে ॥১২

অনু ঃ—(পূর্বোক্ত মন্ত্রটি বলে) কেশসহ কুশগুলি ছেদন করে অগ্নির উত্তরদিকে স্থাপিত বৃষগোময় পিণ্ডে (প্রাস্যতি) ক্ষেপন করবে (রাখবে) ।১২

১৩। এবং দ্বিরপরং তুষ্ণীম্ ।১৩

অনু ঃ—এরূপ দুবার করে একবার অমন্ত্রক করতে হয়। অর্থাৎ জলদ্বারা সিক্তাদি কেশচ্ছেদন পর্যন্ত দুবার করে শেষে গোময় পিণ্ডে একবারই অমন্ত্রকভাবে ছিন্ন কেশ-কুশ রাখা হবে ।১৩

১৪। ইতরয়োশ্চোন্দনাদি ।১৪

অনু ঃ—(ইতরয়োঃ) পশ্চিম ও উত্তর গোদানে পূর্বের সমস্ত কাজ একবার মন্ত্র-পাঠ সহ এবং দুবার অমন্ত্রক করতে হবে ।১৪

১৫। অথ পশ্চাৎ ত্র্যায়ুষমিতি ।১৫

অনু ঃ—পশ্চিম গোদানে (উদন্দাদি কর্ম পূর্ববৎ করার পর)

ত্র্যায়ুষং জামদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্। যদ্দেবেষু ত্র্যায়ুষং তন্নো অস্তু ত্র্যায়ুষম্'। (বা, সং ৩।৬২) মন্ত্রটি বলে কেশ ছেদন করতে হয় ।১৫

মন্ত্রার্থ ঃ—জমদগ্নি মুনির যে বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্যকালীন আয়ুর সমাহার অথাৎ ত্রিকাল স্থায়িত্ব, কশ্যপ নামক মুনির যে ত্রিকাল স্থায়িত্ব এবং ইন্দ্রাদি দেবতাতে যে ত্রিকাল স্থায়িত্ব বিদ্যমান সে সমস্ত আমার যজমানের বা সন্তানের হোক। মন্ত্রটির ঋষি—উত্তর নারায়ণ ; দেবতা—আশীঃ, উষ্ণিক্ ছন্দঃ, বিনিয়োগ—কেশচ্ছেদন।

[এখানেও পিতা তাঁর চিরন্তন কামনানুসারে সন্তানের দীর্ঘায়ুঃ কামনা করেছেন। এর দ্বারাও উক্ত সংস্কারটির মাহাত্ম্য সূচিত হয়েছে।]

১৬। অথোত্তরতো যেন ভূরিশ্চরা দিবং জ্যোক্ চ পশ্চাদ্ধি সূর্যম্।
তেন তে ব্রহ্মণা জীবাতবে জীবনায় সুশ্লোক্যায় স্বস্তয় ইতি।
১৬

অনু ঃ—তারপর উত্তর গোদানে উন্দনাদি কর্মগুলির পর কেশ ছেদন কালে 'যেন ভূঃ ইত্যাদি…স্বস্তয়ঃ' পর্যন্ত মন্ত্রটি পাঠ করতে হয় ।১৬

মন্ত্রার্থ ঃ—হে কুমার (যেন ব্রহ্মণা) যে মন্ত্র বা তপস্যা দ্বারা বা বিচরণশীল বায়ু (জ্যোক্) চিরকাল বা কল্পকাল পর্যন্ত দ্যুলোক এবং সূর্যলোকে প্রবাহিত হচ্ছে।

(তেন ব্রহ্মণা) সেই সমস্ত মন্ত্র দ্বারা অথবা ঐ মন্ত্রমন্ত্রিত ক্ষুর দ্বারা (তে) তোমার মস্তক (বপামি) মুণ্ডন করছি ; কি জন্য ? (জীবাতবে জীবনায়) জীবনীশক্তি বর্ধিত করে দীর্ঘ জীবনের জন্য, (সুশ্লোক্যায়) শোভনকীর্তির জন্য এবং (স্বস্তয়ে) মঙ্গলময়তা সঞ্চার করার জন্য।

উক্ত মন্ত্রের ঋষি—বামদেব, ছন্দো—যজুঃ, দেবতা—ক্ষুর, বিনিয়োগ—কেশচ্ছেদন।

১৭। ত্রিঃ ক্ষুরেণ শিরঃ প্রদক্ষিণং পরিহরতি সমুখং কেশান্তে।১৭

১৮। যৎক্ষুরেণ মজ্জয়তা সুপেশলা বপ্তা বাবপতি কেশাঞ্ছিন্ধি শিরো মাঽস্যায়ুঃ প্রমোষীঃ।১৮

১৯। মুখমিতি চ কেশান্তে।১৯

অনু ঃ—তিনবার ক্ষুরটিকে মাথার চতুর্দিকে ঘুরাতে হয়। এই তিনবার প্রদক্ষিণ কিন্তু একবার মন্ত্রপাঠ পূর্বক ও দুবার অমন্ত্রক।১৭

কেশান্তকালে মুখ সমেত সমস্ত পরিভ্রমণ করাবে।১৮

প্রদক্ষিণ কালে পাঠ্য মন্ত্রটি, 'যৎক্ষুরেণ……প্রমোষীঃ।

মন্ত্রার্থ ঃ—হে ক্ষুরাধিষ্ঠিত দেব! যেহেতু নাপিত (গৃহীত) ক্ষুর দ্বারা কুমারের কেশগুলি সংস্কারযুক্ত তথা অলঙ্কৃত করতে ছেদন করছে, সেজন্য তুমি এই কুমারের মস্তক এবং আয়ুঃ ছেদন করো না।

কেশান্তকালে উক্ত মন্ত্রে 'শিরোমুখং মাস্যায়ুঃ প্রমোষীঃ'—এই রকম পাঠ হবে।

উক্ত মন্ত্রের—ঋষি—বামদেব, ছন্দো—যজুঃ দেবতা—ক্ষুর, বিনিয়োগ—ক্ষুরভ্রামণ।

২০। তাভিরদ্ভিঃ শিরঃ সমুদ্য নাপিতায় ক্ষুরং প্রযচ্ছতি। অক্ষুণ্বন্ পরিবপেতি।২০

অনু ঃ—সেই (শীতোষ্ণ) জল দ্বারা (কুমারের) মস্তকটি ভাল করে ভিজিয়ে অক্ষুণ্ণ পরিবপ মন্ত্রটি বলে, হে নাপিত! তুমি এই কুমারের মাথায় কোন রকম ক্ষত না করে সমস্ত কেশ মুণ্ডন কর।

নাপিতের হাতে ক্ষুরটি দিবেন।২০

এই মন্ত্রের—ঋষি—বামদেব, ছন্দ—যজুঃ, দেবতা —নাপিত, বিনিয়োগ—ক্ষুরদান।

২১। যথামঙ্গলং কেশশেষকরণম্।২১

অনু ঃ—(শিখা রাখা হবে কিনা? যদি রাখা হয়, তাহলে কিরূপ রাখা হবে

সে সম্পর্কে সূত্রকারের নির্দেশ)—(যথা মঙ্গলং) কুলাচারানুরূপ অর্থাৎ বংশ পরম্পরায় যেমন করা হচ্ছে, সেই ভাবে মুণ্ডন করা হবে।২১

২২। অনুগুপ্তমেতং সকেশং গোময় পিণ্ডং নিধায় গোষ্ঠে পল্বল উদকান্তে বা আচার্যায় বরং দদাতি।২২

অনু ঃ—(কেশ বপনের পর) কেশসমেত গোময়পিণ্ডকে ঢাকা দিয়ে নিয়ে গিয়ে গোচারণ ক্ষেত্রে, অথবা অল্প জলবিশিষ্ট জলাশয়ের (ডোবায়) জলের নিকট রেখে দিয়ে আচার্যকে দক্ষিণা দেবেন।২২

২৩। গাং কেশান্তে।২৩

অনু ঃ—কেশান্তে অর্থাৎ চূড়াকরণে আচার্যকে দক্ষিণা হিসাবে গো দান কর্তব্য।২৩

২৪। সংবৎসরং ব্রহ্মচর্যমবপনং চ কেশান্তে দ্বাদশরাত্রং ষড়্‌রাত্রং ত্রিরাত্রমন্ততঃ।২৪

অনু ঃ—কেশান্ত (চূড়াকরণ) সংস্কারের পর ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয়। এবং ১২ দিন অসমর্থে ৬ দিন তাও অসমর্থে ৩ দিন মুণ্ডন করতে নাই। হরিহর ভাষ্যে উক্ত আছে চূকাকরণের বিহিত বপন ব্যতিরিক্ত যাবজ্জীবনই মুণ্ডন করতে নাই।

বিহিত মুণ্ডণ—গঙ্গায়াং ভাস্করক্ষেত্রে মাতাপিত্রোর্গুরোর্মৃতে।

আধানে সোমপানে চ বপনং সপ্তসুস্মৃতম্ ॥
তথা-মুণ্ডনং চোপবাসশ্চ সর্বতীর্থেষ্বয়ং বিধিঃ।
বর্জয়িত্বা কুরুক্ষেত্রং বিশালং বিরজংগয়াম্ ॥

প্রথম কণ্ডিকা সমাপ্ত

দ্বিতীয় কাণ্ডম্—দ্বিতীয় কণ্ডিকা (উপনয়ন)

১। অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়েদ্ গর্ভাষ্টমে বা।

২। একাদশবর্ষং রাজন্যম্।

৩। দ্বাদশবর্ষং বৈশ্যম্।

৪। যথামঙ্গলং বা সর্বেষাম্।

অনু ঃ—ব্রাহ্মণ (বালকের) উপনয়ন[১] সংস্কার হবে গর্ভ থেকে আট বছর বয়সে। (এখানে কর্কাচার্য জয়রাম হরিহর প্রমুখ আচার্য বলেছেন গর্ভসহ চরিতং বষং। অতএব গর্ভাষ্টম অতীত হলে উপনয় দেওয়া হবে।)

(তবে উক্ত আচার্যগণ 'বা' শব্দকে বিকল্পার্থ বলেও বিকল্প মত প্রকাশ করেন নি, গদাধর বলছেন, প্রসবের পর অষ্ট বছর অতীত হ'লে উপনয়ন সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত করতে হয়।)

ক্ষত্রিয় (বালকের উপনয় হবে) এগার বছর বয়সে।২

বৈশ্য (বালকের উপনয় হবে) বার বছর বয়সে।৩

অথবা সকলেরই কুলাচার অনুসারে অর্থাৎ বংশপরম্পরাক্রম অনুসারে হতে পারে।৪

৫। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ তং চ পর্যুপ্তশিরসমলংকৃতমানয়ন্তি।৫

অনুঃ —(তিনজন) ব্রাহ্মণকে ভোজন করিয়ে বালককে সম্পূর্ণরূপে মস্তকমুণ্ডিত করে বস্ত্র অলংকারাদি দ্বারা সাজিয়ে (আচার্যের নিকট) আনতে হবে।

৬। পশ্চাদগ্নেরবস্থাপ্য ব্রহ্মাচর্যমাগামিতি বাচয়তি ব্রহ্মচার্যসানীতি চ।৬

অনু ঃ—অগ্নির পশ্চিম দিকে (অর্থাৎ পূর্বমুখে) কুমারকে দাঁড় করিয়ে 'ব্রহ্মচর্য-মাগাম' (ব্রহ্মাচর্যং প্রতি আগতোঽস্মি) অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যকে আশ্রয় করছি,—এই কথা মানবককে বলবেন এবং 'ব্রহ্মচার্যসানি' অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্মচারী হচ্ছি'—এই কথাও বলবেন।

৭। অথৈনং বাসঃ পরিধাপয়তি যেনেন্দ্রায় বৃহস্পতির্বাসঃ পর্যদধা-দমৃতং তেন ত্বা পরিদধাম্যায়ুষে দীর্ঘায়ুত্বায় বলায় বর্চস ইতি।৭

১। কুলাচার বহুপ্রকার আছে। যেমন লোগাক্ষি—১৮৭ পৃঃ।

১। উপনয়ন শব্দের অর্থ বিষয়ে—(১) আচার্যস্য উপ সমীপে মানবকস্য নয়নম্ উপনয়ন শব্দোচ্যতে। উপনয়নং চ বিধিনা আচার্যসমীপনয়নম্, অগ্নিসমীপনয়নং বা, সাবিত্রীবাচনং বা অন্যদঙ্গমিতি স্মৃত্যর্থসারে।

অনু ঃ—(অথ) মানবককে পূর্বোক্ত কথা দুইটি বলাবার পর 'যেনেন্দ্রায়…বর্চসে' মন্ত্রটি পাঠ করে মানবককে শাণাদি বস্ত্র[১] পরাবেন ।৭

মন্ত্রার্থ ঃ—হে কুমার । বৃহস্পতি (যেন) যে প্রকারে (ইন্দ্রায়) ইন্দ্রকে সংস্কারের জন্য, বস্ত্র পরিয়েছিলেন, (তেন) সেইভাবে (ত্বা) তোমাকে দীর্ঘজীবনের জন্য এবং ব্রহ্মতেজ বা ঐশ্বর্যের জন্য এই অক্ষয় বস্ত্র পরাচ্ছি ।

উক্ত মন্ত্রের ঋষি—অঙ্গিরা, ছন্দঃ—বৃহতী, দেবতা—বৃহস্পতি, বিনিয়োগ—পরিধাপন ।

৮ । মেখলাং বধ্নীতে । ইয়ং দুরুক্তং পরিবাধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী ম আগাৎ । প্রাণাপানাভ্যাং বলমাদধানা স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়মিতি ।৮

অনু ঃ—(বস্ত্র পরানর পর আচার্য মানবকের কটিদেশে) [মুঞ্জ নির্মিত] মেখলা বেঁধে দেবেন 'ইয়ং…মেখলেয়ম্'—মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে ।৮

[মেখলা বন্ধনের নিয়ম হলো তিনফের করে মেখলাটি নিয়ে কুমারের কোমরে তিনবার ঘুরিয়ে তিনটি গ্রন্থি দিতে হয় । গর্গপদ্ধতিতে উল্লেখ আছে প্রবরের ঋষির সংখ্যা অনুসারে ৩ বা ৫ বা ৭ পাক ঘুরিয়ে ততগুলি গ্রন্হি দেওয়া হবে ।] উক্ত মন্ত্রটিও আচার্যের পাঠ্য ।

মন্ত্রার্থ ঃ—(ইয়ং) মেখলা (দুরুক্তং) দুষ্টভাষণরূপ পাপ (পরিবাধমানা) সর্বতোভাবে দূর করতে করতে (বর্ণং পবিত্রং) ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণকে (পুনতী) শুদ্ধ করতে করতে (মা) আমার নিকট উপস্থিত হয়েছে । আরও এই মেখলা প্রাণ ও অপান বায়ু দ্বারা (বলমাদধানা) সামর্থ্য সৃষ্টিকারিণী, ভগিনীর ন্যায় হিতকারিণী দীপ্তিমতী এবং সৌভাগ্যপ্রদা ।

উক্ত মন্ত্রটির ঋষি—বামদেব, ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ, দেবতা—মেখলা এবং বিনিয়োগ—মেখলা বন্ধন ।

৯ । যুবাসুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ । তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্ত ইতি বা ।৯

১০ । তুষ্ণীং বা ।১০

অনু ঃ—পূর্বোক্ত ইয়ং দুরুক্ত মিত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অথবা যুবা সুবাসাঃ…দেবয়ন্তঃ মন্ত্র দ্বারা অথবা অমন্ত্রক মেখলা বাঁধবে ।৯—১০

মন্ত্রার্থ ঃ—এক যুবক সুন্দর বস্ত্র (পরিবীতঃ) পরিধান করে (সভাস্থলে) উপস্থিত হয়েছে । জায়মান সেই যুবক শ্রেষ্ঠ পদবাচ্য হবে । (তং) সেই

মানবককে (ধীরাসঃ) পণ্ডিতগণ, (কবয়ঃ) ক্রান্তদর্শিগণ ও (স্বাধ্যঃ) সুন্দরচিত্ত-বৃত্তিসম্পন্নব্যক্তিগণ (উন্নয়ন্তি) উন্নত করেন এবং (মনসা দেবয়ন্তঃ) বেদার্থাদির জ্ঞান সম্পন্ন করে।

উক্তমন্ত্রের ঋষি—অঙ্গিরা, ছন্দ—বৃহতী, দেবতা—বৃহস্পতি, বিনিয়োগ—মেখলা পরিধাপন।

১১। (যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজাপতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ। আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ। যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বা যজ্ঞোপবীতেনোপনহ্যামীত্যথাজিনং প্রযচ্ছতি মিত্রস্য চক্ষুর্দ্ধরুণং বলীয়স্তেজো যশস্বি স্থবিরং সমিদ্ধং অনাহনস্যং বসনং জরিষ্ণুঃ পরীদং বাজ্যাজিনং দধেহহমিতি) দণ্ডং প্রযচ্ছতি। ১১

অনু ঃ—এখানে উল্লেখ্য সূত্রকার যজ্ঞোপবীত ধারণ সম্পর্কে কোন কথা না বললেও স্মৃতিবচনও পরম্পরাগত আচরণ অনুসারে যজ্ঞোপবীত ধারণ স্বীকার্য। সম্ভবতঃ এই কারণেই আচার্য কর্ক বলেছেন, 'অস্মিন্নবসরে প্রসিদ্ধয়া যজ্ঞোপবীতমেবেচ্ছন্তি'। জয়রাম বলেছেন,—'অত্রাবসরে যজ্ঞোপবীতাজিনে তদ্বৎ আচারাৎ'।

মন্ত্র—যজ্ঞোপবীতং……তেজঃ।

মন্ত্রার্থ ঃ—হে আচার্যদেব। এই যজ্ঞপবীত (প্রতিমুঞ্চ) বাঁধছি। এইটি (পরমং) আত্মতত্ত্বকে জানে, পবিত্র, (প্রজাপতেঃ সহজং) ব্রহ্মার সহিত উৎপন্ন, (পুরস্তাৎ) সর্ব-প্রথম উৎপন্ন, আয়ুষ্কর, (অগ্র্যম্) প্রধানভূত নির্মল, বলশালী এবং তেজস্কর হউক।

মন্ত্র ঃ—যজ্ঞোপবীতমসি……নোপনহ্যামি।

তুমি যজ্ঞোপবীত তোমাকে যজ্ঞোবীত বলে ধারণ করছি।

ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ, দেবতা—যজ্ঞোপবীত, বিনিয়োগ—যগ্রোপবীত ধারণ।

অনু ঃ—তারপর 'মিত্রস্য চক্ষু……দধেহম্' মন্ত্রটি পাঠ করে কৃষ্ণাজিন ধারণ করাবে [এক্ষেত্রে হরিহর, জয়রাম প্রমুখ আচার্যগণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের বিনা মন্ত্রে অজিন ধারণ করবে। কিন্তু বিশ্বনাথ এই মন্ত্রটি স্বীকার করেছেন।]

মন্ত্রার্থ ঃ—যা সূর্যের চক্ষু, বল, তেজ, যশপ্রদ, প্রাচীন, দীপ্তিমান, সংযম শক্তি-বর্দ্ধক, জরানাশক ও অনুসমৃদ্ধি বর্দ্ধক সেই মৃগচর্ম আমি ধারণ করেছি।

এর পর (আচার্য) দণ্ড বৈল্ব বা পলাশ দণ্ড মানবককে দেবেন।

১২। তং প্রতিগৃহ্নাতি যো মে দণ্ডঃ পরাপতদ্বৈহায়সোঽধিভূম্যাং তমহং পুনরাদদ আয়ুষে ব্রহ্মণে ব্রহ্মবর্চসায়েতি ॥১২ ॥

অনু ঃ—'যো মে দণ্ড……ব্রহ্মবর্চসায়'—মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে ব্রহ্মচারী দণ্ডটি গ্রহণ করবে।১২

মন্ত্রার্থ ঃ—হে আচার্যদেব। (পরাপতৎ) সম্মুখে আগত যে দণ্ড আকাশে এবং পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত, সেই দণ্ডকে আমি দীর্ঘায়ুর জন্য; (ব্রহ্মণে) বেদজ্ঞানের জন্য এবং ব্রহ্মতেজের জন্য গ্রহণ করছি।

ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দঃ—যজুষ্, দেবতা—দণ্ড, বিনিয়োগ—দণ্ডগ্রহণ।

১৩। দীক্ষাবদেকে দীর্ঘসত্রমুপৈতীতি বচনাৎ ॥১৩॥

অনু ঃ—কোন কোন আচার্যের অভিমত,—(সোমযাগের) দীক্ষাকালে যেমন অমন্ত্রক দণ্ডগ্রহণ আছে, তারপর 'উচ্ছ্রায়স্ব বনস্পতে ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে দণ্ডটি উঁচু করে তুলে ধরবে। কারণ, এখানে সে সোমযাগে দীক্ষার মত ব্রহ্মচর্য গ্রহণ রূপ দীর্ঘসত্রে প্রবেশ করছে। এরূপ আচার্য-বচন আছে,—'দীর্ঘসত্র বা এষ উপৈতি যে ব্রহ্মচর্যমুপৈতি'।১৩

১৪। অথাস্যাদ্ভিরঞ্জলিনাঽঞ্জলিং পূরয়তি আপোহিষ্ঠেতি তিসৃভিঃ ॥১৪॥

অনু ঃ—'আপোহিষ্ঠা…' প্রভৃতি তিনটি ঋক্‌মন্ত্র পাঠপূর্বক আচার্য নিজের অঞ্জলিস্থিত জল ব্রহ্মচারীর অঞ্জলিতে দেবেন।১৪

(১) মন্ত্র মন্ত্রার্থসহ ১ম কাণ্ডের ৭ম কণ্ডিকায় উল্লেখ আছে।

১৫। অথৈনং সূর্যমুদীক্ষয়তি তচ্চক্ষুরিতি ॥১৫।

অনু ঃ—(অথ) জলাঞ্জলি গ্রহণের পর আচার্য 'সূর্যমুদীক্ষস্ব' বলবেন এবং মানবক 'তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃশতং শ্রীনুয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে সূর্য দর্শন করবে। (যজুঃ ৩৬।২৪)১৫

(উক্ত মন্ত্রার্থ ১ম কাণ্ডের ১৭শ কণ্ডিকায় লিখিত আছে।)

১৬। অথাস্য দক্ষিণাংসমধি হৃদয়মালভতে। মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি। মম চিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিষ্টা নিযুনক্তু মহ্যামিতি ॥১৬॥

অনু ঃ—সূর্যদর্শনের পর (আচার্য) মানবকের ডান কাঁধের উপর দিয়ে (নিজের

ডান হাত নিয়ে গিয়ে) হৃদয় স্পর্শ করে 'মমব্রতে···মহ্যম্' । মন্ত্রটি বলবেন ।

(উক্ত মন্ত্রটি বিবাহ প্রকরণে ব্যাখ্যা করা হ'য়েছে ।১৬

১৭। অথাস্য দক্ষিণং হস্তংগৃহীত্বাহহ কো নামাসীতি ॥১৭॥

অনু ঃ—হৃদয়স্পর্শনের পর (আচার্য নিজের ডান হাত দিয়ে) মানবকের ডান হাত ধরে বলবেন,—তোমার নাম কি ? ১৭

১৮। অসানহং ভোঃ ইতি প্রত্যাহ ।১৮॥

অনু ঃ—(মানবক) প্রত্যুত্তরে বলবে আমি অমুক । উপনয়ন সংস্কার কর্মস্থলে মানবক বলবে, নিজের নাম অহং ভো ।

১৯। অথৈনমাহ কস্য ব্রহ্মচার্যসীতি ॥১৯॥

অনু ঃ—তারপর (আচার্য) কুমারকে বলবেন, তুমি কার ব্রহ্মচারী অর্থাৎ কার ছাত্র বা শিষ্য ? ১৯

২০। ভবত ইত্যুচ্যমান ইন্দ্রস্য ব্রহ্মচার্যস্যগ্নিরাচার্যস্তবাহমাচার্যস্তবা-সাবিতি ॥২০॥

অনু ঃ—(মানবক) ভবতঃ অর্থাৎ আপনার (শিষ্য)—এই কথা বললে (আচার্য বলবেন)—

'ইন্দ্রস্য······স্তব শ্রীঅমুকদেবশর্মন্' (মানবকের নাম) ।

অর্থ—তুমি ইন্দ্রের শিষ্য, অগ্নি তোমার আচার্য ; হে অমুক দেবশর্মন্ আমি তোমার আচার্য ।

২১। অথৈনং ভূতেভ্যঃ পরিদদাতি প্রজাপতয়েত্বা পরিদদামি দেবায় ত্বা সবিত্রে পরিদদাম্যদ্ভ্যস্ত্বৌষধীভ্যঃ পরিদদামি দ্যাবা পৃথিবীভ্যাং ত্বা পরিদদামি বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্যঃ পরিদদামি সর্বেভ্যস্ত্বা ভূতেভ্যঃ পরিদদাম্য-রিষ্ট্যা ইতি ॥২১॥

অনুঃ—তারপর (আচার্য) মানবককে সর্বতোভাবে রক্ষা করার জন্য প্রজাপতিকে প্রদানসূচক 'প্রজাপতয়ে ত্বা···মরিষ্টৈ' । মন্ত্রটি পাঠ করবেন ।২১

মন্ত্রার্থ ঃ—হে কুমার ! তোমাকে রক্ষা করার জন্য প্রজাপতি, সবিতা, জল. ওষধি দ্যাবা-পৃথিবী, তথা সমস্ত দেবতা ও সমস্ত ভূতগণকে তোমায় প্রদান করছি ।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা সমাপ্ত

দ্বিতীয় কাণ্ড—তৃতীয় কণ্ডিকা

১। প্রদক্ষিণমগ্নিং পরীত্যোপবিশতি ॥১॥

অনুঃ—(বস্ত্র-উপবীত-দণ্ড-বিভূষিত মানবক) অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করে অগ্নির পশ্চিমে উপবেশন করবে ।

[অগ্নির পশ্চিমে আচার্যের বাঁপাশে বসার নির্দেশ দেন, 'জয়রাম, হরিহর' প্রমুখ আচার্যগণ। গর্গপদ্ধতি অনুসারে বিশ্বনাথ নির্দেশ দেন, আচার্যের দক্ষিণে অর্থাৎ ডানদিকে বসবে। পশ্চিমবঙ্গে এই রীতিই প্রচলিত।]

২। অন্বারব্ধ আজ্যাহুতির্হুত্বা প্রাশনান্তেঽথৈনং সংশাস্তি ব্রহ্মচার্যস্যপোশান কর্ম কুরু মা দিবা সুষুপ্থা বাচং যচ্ছ সমিধমাধেহ্যপোশানেতি ॥২॥

অনুঃ—ব্রহ্মস্থাপনাদি কর্ম করে আঘারাদি স্বিষ্টকৃৎ পর্যন্ত চৌদ্দটি আজ্যাহুতি দিয়ে সংস্রব প্রাশন ও দক্ষিণা দানের পর (আচার্য) মানবককে (সংশাস্তি) ব্রহ্মচার্যসি ইত্যাদি অপোশান পর্যন্ত—সাতটি উপদেশ দেবেন।

উপদেশ ও স্বীকারোক্তিটি নিম্নরূপ—

(১) ——ব্রহ্মচার্যসি (তুমি ব্রহ্মচারী হয়েছে)

(মানবকের প্রতিবচন) ব্রহ্মচার্যসানি (আমি ব্রহ্মচারী হয়েছি)

২) ——অপোশান। (জল পান কর) এখানে ভোজনের আদিতে আচমন করাকে সংকেত করা হয়েছে।

——অপোশ্নানি। (জল পান করব।)

৩) ——কর্মকুরু। (বর্ণাশ্রমবিহিত কাজ করবে।)

——কর্ম করবাণি। (বর্ণাশ্রমবিহিত কাজ করব।)

৪) ——মা দিবা সুষুপ্থা। (দিনে ঘুমাবে না।)

——ন দিবা স্বপানি। (দিনে ঘুমাব না।)

৫) ——বাচং যচ্ছ। (বাক্য বা কথা সংযত কর।) এখানে অর্থ বাক্য-ব্যবহার থেকে বিরত থাকার—শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

——বাচং যচ্ছানি। (কথা সংযত করব।)

৬) ——সমিধমাধেহি। ([যজ্ঞের জন্য] সমিধ সংগ্রহ কর।)

——সমিধমাদধানি। (,, সমিধ সংগ্রহ করব।)

৭) ——অপোশান। (এখানে জল পান কর বলতে ভোজনের শেষে আচমন করবে।)

——অপোশ্নানি। (আচমন করব।)

৩। অথাহস্মৈ সাবিত্রীমন্বাহোত্তরতোঽগ্নেঃ প্রত্যঙ্মুখায়োপবিষ্টায়োপসন্নায়সমীক্ষমানায় সমীক্ষিতায় ॥৩॥

অনু :—(অথ) উপদেশদানের পর অগ্নির উত্তর দিকে (প্রত্যঙ্মুখোপবিষ্টায়) পশ্চিমমুখে উপবিষ্ট (উপসন্নায়) পাদগ্রহণের দ্বারা আচার্যকে প্রসন্ন করেছে (সমীক্ষমানায়) আচার্যকে ভালভাবে দর্শন করছে এবং (সমীক্ষিতায়) আচার্যকর্তৃক সম্যক্‌ভাবে দৃষ্ট (অস্মৈ) এরূপ মানবককে (আচার্য) সাবিত্রীমন্ত্র অর্থাৎ গায়ত্রী মন্ত্র বলবেন ।৩

৪। দক্ষিণতস্তিষ্ঠত আসীনায় বৈকে ॥৪॥

অনু :—অপর কোন কোন আচার্য বলেন,—অগ্নির দক্ষিণে দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট মানবককে আচার্য সাবিত্রীমন্ত্রে শেখাবেন। ৪

৫। পচ্ছোঽর্দ্ধর্চশঃ সর্বা চ তৃতীয়েন সহানুবর্তয়ন্ ॥৫॥

অনু :—(এখানে সাবিত্রী মন্ত্র শেখানর বিধি বলা হয়েছে)—প্রথমে (পচ্ছঃ) এক একটি পাদ মানবককে বলান হবে। যথা তৎসবিতুর্বরেণ্যং অংশটি বলিয়ে তারপর 'ভর্গোদেবস্য ধীমহি' অংশটি এবং তারপর 'ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ—এ অংশটি শেখান হবে। এরপর (অর্ধর্চশঃ) অর্ধেকটা করে করে শেখান হবে। যেমন প্রথমে 'তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য' অংশ শিখিয়ে তারপর ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ অংশটি শিখান হবে। শেষে ঐ তিনটি পাদকে একসঙ্গে (আচার্য) শিখাবেন ।৫

৬। সংবৎসরে ষন্মাস্যে চতুর্বিংশত্যহে দ্বাদশাহে ষড়হে ত্র্যহে বা ॥৬॥

অনু :—(আচার্য শিষ্যের যোগ্যতা অনুসারে শিষ্যকে উপনয়ন থেকে) একবছর বা ছয় মাসে বা চব্বিশ দিনে বা বারো দিনে বা ছয় দিনে বা তিন দিনে সাবিত্রী মন্ত্র শেখাবেন ।৬

৭। সদ্যস্ত্বেব গায়ত্রীং ব্রাহ্মণায়ানুব্রূয়াদাগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতেঃ ॥৭॥

অনু :—(পূর্বে কালসম্পর্কে ছয় প্রকার নির্দেশ দেওয়ার পর এখানে ব্রাহ্মণ সম্পর্কে বিশেষ বিধি দেওয়া হলো) ব্রাহ্মণকে উপনয়নের পর সদ্যই গায়ত্রী মন্ত্র শেখাতে হয়। যেহেতু শ্রুতিবচন, 'আগ্নেয় বৈ ব্রাহ্মণঃ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অগ্নির অংশভূত ।৭

৮। ত্রিষ্টুভং রাজন্যস্য ॥৮॥

৯। জগতীং বৈশ্যস্য ॥৯॥

১০। সর্বেষাং বা গায়ত্রীম্ ॥১০॥

অনু ঃ—ক্ষত্রিয়ের সাবিত্রী মন্ত্র হবে ত্রিষ্টুভ ছন্দে নিবদ্ধ ।৮
বৈশ্যদের সাবিত্রী মন্ত্র হবে জগতীছন্দে নিবদ্ধ ।৯
অথবা সকলেরই সাবিত্রী মন্ত্র হবে গায়ত্রী ছন্দে নিবদ্ধ ।১০

দ্বিতীয় কাণ্ড—চতুর্থ কণ্ডিকা

১। অথ সমিদাধানম্ ॥১॥

অনু ঃ—(অত্র) অগ্নিতে (সমিদাধানম্) সমিৎ প্রক্ষেপ ।১

[সাবিত্রী গ্রহণের পরই ব্রহ্মচারীর নিত্য অবশ্যকর্তব্য হলো সমিদাধান। এখানে সমিদাধানের বিধি সম্পর্কে সূত্রকার নির্দেশ করেছেন।]

২। পাণিনাঽগ্নিং পরিসমূহতি 'অগ্নে সুশ্রবঃ সুশ্রবসং মা কুরু যথা ত্বমগ্নে সুশ্রবঃ সুশ্রবা অস্যেবং মাং সুশ্রবঃ সৌশ্রবসং কুরু যথা ত্বমগ্নে দেবানাং যজ্ঞস্য নিধিপা অস্যেবমহং মনুষ্যাণাং বেদস্য নিধিপো ভূয়াসমিতি ॥২॥

অনু ঃ—(সাবিত্রী গ্রহণের পর ব্রহ্মচারীর কর্তব্য) (পাণিনা) ডান হাতে করে (অগ্নিং) উপনয়নাঙ্গ হোমাধিকরণ অগ্নিকে (পরিসমূহতি) শুষ্ক গোময় খণ্ডাদি ইন্ধন দিয়ে প্রজ্জ্বলিত করবে—'অগ্নে সুশ্রবঃ…ইত্যাদি' মন্ত্র পাঠ করতে করতে।

এস্থলে উল্লেখ্য যে, তিনপ্রকার বিধি আছে—

(১ম) অগ্নে সুশ্রবঃ ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্র বলতে বলতে ইন্ধন দিতে হয়।

(২য়) তিনটি কাঠ নিয়ে অগ্নে……সৌশ্রবসং, মা কুরু, যথাত্বং……সৌশ্রবসং কুরু এবং যথা ত্বম্……ভূয়াসম্—এই তিনটি মন্ত্র বলে বলে তিনবার তিনটি কাঠ দেওয়া হবে।

(৩) অগ্নে সুশ্রবঃ……ভূয়াসম্—সমস্ত মন্ত্রটি বলে একবারই কাঠ দিতে হয়।

মন্ত্রার্থ ঃ—(অগ্নে) হে অগ্নি! (সুশ্রবঃ) শোভন কীর্তিমান্। (সুশ্রবসং মাংকুরু) তুমি আমাকেও শোভন কীর্তিমান কর। (অগ্নে সুশ্রবঃ) হে শোভন কীর্তিমান অগ্নি! (যথা ত্বং সুশ্রবা অসি) যে গুণের সাহায্যে তুমি শোভন কীর্তি-

মান্ হয়েছ (এবং মাং সুশ্রবঃ সৌশ্রবসংকুরু) ঐরূপ গুণ আমার মধ্যে সৃষ্টি করে আমার আচার্যকেও আমার সঙ্গে যশস্বী কর। (অগ্নে) হে অগ্নি। (যথা ত্বম্ দেবানাং) যেরূপ তুমি ইন্দ্রাদি দেবতাদের (বা যজ্ঞস্য) অথবা যজ্ঞের—হবিরাদি দ্রব্য বা মন্ত্রের (নিধিপাঃ অসি) রক্ষক বা অধিষ্ঠাতা হয়েছে, (এবম্ অহম্) সেরূপ আমিও যেন (বেদস্য মনুষ্যাণাং) সাঙ্গবেদ এবং বেদ অধ্যয়নকারী মনুষ্যবর্গের (নিধিপঃ ভূয়াসম্ পালক হই।

উক্ত মন্ত্রের ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দঃ—যজুঃ, দেবতা—অগ্নি, বিনিয়োগ—অগ্নি-সমিন্ধন।

৩। প্রদক্ষিণমগ্নিং পর্যুক্ষ্যোত্তিষ্ঠন্ত সমিধমাদধাতি অগ্নয়ে সমিধমহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে। যথা ত্বমগ্নে সমিধা সমিধ্যস এবহামায়ুষা মেধয়া বর্চসা প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন সমিন্ধে জীবপুত্রো সমাচার্যো মেধাম্যহম-সান্যনিরাকারিষ্ণুর্যশস্বী তেজস্বী ব্রহ্ম বর্চস্যন্নাদো ভূয়াসং স্বাহেতি॥

অনুঃ—(প্রদক্ষিণমগ্নিং পর্যুক্ষ্য) মানবক ডান হাতে করে জল নিয়ে অগ্নির চতুর্দিকে ঘুরিয়ে জলসেক করে (উত্তিষ্ঠন্) দাঁড়িয়ে 'অগ্নয়ে…স্বাহা' মন্ত্রটি পাঠ করে অগ্নিতে একটি সমিধ দান করবে।৩

মন্ত্র—অগ্নয়ে……স্বাহা।

ঋষি—প্রজাপতি। ছন্দঃ—আকৃতি, দেবতা—সমিৎ, বিনিয়োগ—সমিদাধান।

মন্ত্রার্থঃ—হে দেবগণ! আমি মহান্ জাতবেদা অগ্নির জন্য এই সমিধ আহরণ করেছি। হে অগ্নি! তুমি যেরূপ সমিধরাশিদ্বারা প্রদীপ্ত হও সেরূপ আয়ু দ্বারা, প্রজ্ঞা দ্বারা, তেজ দ্বারা, সন্তান দ্বারা, গবাদি পশুসম্পদ দ্বারা, ব্রহ্মতেজ, অর্থাৎ অধ্যয়ন সম্পত্তি দ্বারা (সমিন্ধে) আমি সমৃদ্ধ হব। আর আমার আচার্য সন্তান সম্পদে সমৃদ্ধ হোন (সেই সঙ্গে) আমি মেধাবী হই, গুরু কর্তৃক আদিষ্ট ধর্মাদি অবিস্মরণশীল, যশস্বী, তেজস্বী, ব্রহ্মতেজসম্পন্ন ও খাদ্যগ্রহণের উপযোগী হব।

৪। এবং দ্বিতীয়াং তথা তৃতীয়াম্ ॥৪॥

(এবং) পূর্বোক্ত মন্ত্র দ্বারাই দ্বিতীয় সমিধ এবং অনুরূপভাবে তৃতীয় সমিধ নিক্ষেপ করবে।৪

৫। এষাত ইতি বা সমুচ্চয়ো বা ।।৫।।

অনুঃ—এষা তে অগ্নে সমিত্তয়া বর্ধস্বচা চ প্যায়স্ব বর্ধিষীমহি চ বয়মা চ প্যাসিষীমহি॥ (বা, সং ২।১৪) মন্ত্রটি বলে অথবা পূর্বোক্ত 'অগ্নয়ে…স্বাহা'॥ মন্ত্রটিও বলে সমিদাধান অর্থাৎ সমিৎ প্রক্ষেপ করবে।

মন্ত্র ঃ—এষা তে······বা।

ঋষি—প্রকৃতি, ছন্দঃ—অনুষ্টুপ, দেবতা—অগ্নি, বিনিয়োগ—সমিদাধান।

(অগ্নে) হে অগ্নি। (এষা তে সমিৎ) এই তোমার সমিধ (তয়া বর্ধস্ব)—এর দ্বারা তুমি বর্ধিত হও। (চ আপ্যায়স্ব) আমাদিগকেও বর্ধিত কর। (বর্ধিষীমহি) তোমার অনুগ্রহে আমরা বর্ধিত হব (চ প্যাসিষীমহি) এবং আমাদের পুত্রাদি পশ্বাদিকে সর্বতোভাবে বর্ধিত করব।

৬। পূর্ববৎ পরিসমূহন পর্যুক্ষণে ॥৬॥

অনু ঃ—পরিসমূহন অর্থাৎ 'অগ্নে' সুশ্রবঃ···ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা সন্দুক্ষণ এবং অগ্নির চতুর্দিকে জলসেক রূপ পর্যুক্ষণ—পূর্বের মত কাজ দুইটি করতে হবে।

৭। পাণী প্রতপ্য মুখং বিমৃষ্টে তনূপা
অগ্নেঽসি তন্বং মে পাহ্যায়ুর্দা ॥
অগ্নেঽ স্যায়ুর্মে দেহি বর্চোদা।
অগ্নেঽসি ব্বর্চো মে দেহি।
অগ্নে যন্মে তন্বা ঊনং তন্ম আপৃণ ॥

অনু ঃ—হাত দুটিকে আগুনে তাতিয়ে 'তনূপা···আপৃণ' মন্ত্রটি পড়তে পড়তে (নিজের) মুখটি মার্জন করবে।

মন্ত্রার্থ ঃ—অনূপা······আপৃণ ॥

ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দঃ—যজুঃ, দেবতা—অগ্নি, বিনিয়োগ—আহবনীয়োপস্থান।

হে অগ্নিদেব! তুমি দেহরক্ষক, তুমি আমার শরীরকে সর্বদা স্বস্থ এবং নীরোগ রাখো। তুমি আয়ুবর্ধক হও। আমাকে দীর্ঘায়ু দাও, বর্চমান তুমি আমায় বর্চস্বী কর। আমার সকল প্রকার ন্যূনতা তুমি পূর্ণ কর।

৮। মেধাং মে দেবঃ সবিতা আদধাতু।
মেধাং মে দেবী সরস্বতী আদধাতু ॥
মেধামশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজাবিতি ॥৮॥

ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দঃ—অনুষ্টুপ, দেবতা—সবিতা, সরস্বতী, অশ্বিদ্বয়, বিনিয়োগ—মুখবিমার্জন।

মন্ত্রার্থ ঃ—(একই প্রক্রিয়ার মধ্যে)।

দ্যুতিমান সূর্য আমায় বুদ্ধিদান করুন, দীপ্যমান্ সরস্বতী আমায় বুদ্ধিমান করুন, এবং নীলকমল মাল্যধারী কান্তিমান অশ্বিনী কুমারদ্বয় আমার বুদ্ধি সম্পাদন করুন।

প্রয়োগকালে জ্ঞাতব্য—৭ এবং ৮ সংখ্যক সূত্রে মোট সাতটি বাক্য আছে। এই প্রতিটি বাক্য বলার সময় প্রতিবার হাত তাতিয়ে মুখ মার্জন করতে হয়।

(অঙ্গান্যালভ্য জপত্যঙ্গানি চ ম আপ্যায়ন্তাং বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং-যশোবলমিতি ত্র্যায়ুষাণি করোতি ভস্মনা ললাটে গ্রীবায়াং দক্ষিণেংসে হৃদি চ ত্র্যায়ুষমিতি প্রতিমন্ত্রম্ ।)

(উক্ত অংশটি শিষ্টাচার প্রাপ্ত) ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দঃ—যজুঃ, দেবতা—লিঙ্গোক্ত, বিনিঃ—অঙ্গাপ্যায়ন।

মন্ত্রে উক্ত অঙ্গগুলি স্পর্শ করে করে মন্ত্র জপ করবে। যথা—বাক্ চ স আপ্যায়তাম্, প্রাণশ্চ স আপ্যায়তাম্ ইত্যাদি ক্রমে। তারপর (অনামিকা অঙ্গুলিতে ভস্ম নিয়ে ললাটে, কণ্ঠে, দক্ষিণ স্কন্ধে ও হৃদয়ে 'ত্র্যায়ুষম্' মন্ত্র তিলক ধারণ করবে। (বামস্কন্ধে তিলক হবে অমন্ত্রক।)

'ত্র্যায়ুষম্ মন্ত্রের ঋষি—নারায়ণ, ছন্দঃ—উষ্ণিক্, দেবতা—লিঙ্গোক্ত, বিনিঃ—ভস্মতিলক।

অতঃপর আচার্য বিশ্বনাথ শিষ্টাচার অবলম্বন করে পারস্করাতিরিক্ত তিনটি কর্মের উল্লেখ করেছেন—

(১) শিবোনামাসীতি জপঃ।

(২) সদসৎপতিমিতি চতুর্ভির্মেধা প্রার্থনম্ এবং (৩) অভিবাদয়েদ্ বৃদ্ধানসাবহমিতি।

(১) শিবোনামাসীতি জপো যথা—

শিবো নামাসি স্বধিতিস্তে পিতা নমস্তে অস্তু মা মা হিংসীঃ। নিবর্তয়াম্যায়ুষেঽন্নাদ্যায় প্রজননায় রায়স্পোষায় সুপ্রজাস্ত্বায় সুবীর্যায় ॥

মন্ত্র— বাঃ সং ৩।৬৩

(২) সদসৎপতিমিতি—

(১) সদসৎপতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যম্। সনিংমেধাময়াসিষং স্বাহা ॥ ঐ ৩২।১৩

(২) যাং মেধাং দেবগণাঃ পিতরশ্চোপাসতে। তয়ামামদ্য মেধয়াগ্নে মেধাবিনং কুরু স্বাহা ॥ ঐ ৩২।১৪

(৩) মেধাং মে বরুণো দদাতু মেধামগ্নিঃ প্রজাপতিঃ। মেধাসিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মেধাং ধাতা দদাতু মে স্বাহা ॥ ঐ ৩২।১৫

(৪) ইদং মে ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোভে শ্রিয়মশ্নুতাম্ । ময়ি দেবা দধতু শ্রিয়-মুত্তমাং তস্যৈ তে স্বাহা ॥ ঐ ৩২।১৬

অর্থ (১) যজ্ঞগৃহের পালক, অচিন্ত্যশক্তি বিশিষ্ট, ইন্দ্রের প্রিয়, অর্থিগণের কাম্য অগ্নির নিকট ধন ও বুদ্ধি প্রার্থনা করছি। এবং স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি।

(২) দেবতারা ও পিতৃগণ যে মেধার জন্য আরাধনা করেন, হে অগ্নিদেব। সেই মেধার দ্বারা আমাদের মেধাবী কর। স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি।

(৩) বরুণ আমার মেধা দিন, অগ্নি ও প্রজাপতি আমায় মেধা দান করুন, ইন্দ্র ও বায়ু আমায় মেধা দান করুন, বিধাতা আমায় মেধা দিন, স্বাহা মন্ত্রে তোমায় আহুতি দিচ্ছি।

(৪) ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ে আমার সম্পদ ভোগ করুন, দেবগণ আমায় উত্তম সম্পদ দান করুন, স্বাহা মন্ত্রে সেই ঐশ্বর্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর উদ্দেশে আহুতি দিচ্ছি।

(৩) অভিবাদন প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন,—যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত প্রকারেণাগ্নি বরুণাচার্য পিত্রাদিসকলবৃদ্ধাভিবাদনম্ ॥

দ্বিতীয় কাণ্ড—পঞ্চম কণ্ডিকা—ভিক্ষাচরণ

১। অত্র ভিক্ষাচর্যচরণম্ ॥১

অনু ঃ—(অত্র) যথাবসরে অর্থাৎ তিলকধারণান্তে (ব্রহ্মচারীর) ভিক্ষাচর্যা (বিষয়ে নির্দেশ করা হচ্ছে)।১

২। ভবৎপূর্বাং ব্রাহ্মণো ভিক্ষেৎ ॥২

অনু ঃ—ব্রাহ্মণকুমার বাক্যের পূর্বে 'ভবৎ' শব্দ যোগ করে ভিক্ষা করবে।২

যথা—(পুরুষকে বলবে)—ভবন্ ভিক্ষাং দেহি।

(স্ত্রীকে ")— ভবতি ভিক্ষাং দেহি।

৩। ভবন্মধ্যাং রাজন্যঃ ॥৩

অনু ঃ—ক্ষত্রিয়কুমার 'ভবৎ' শব্দটি বাক্যের মধ্যে প্রয়োগ করে ভিক্ষা করবে।৩

যথা—ভিক্ষাং ভবন্ দেহি এবং ভিক্ষাং ভবতি দেহি।

৪। ভবদন্ত্যাং বৈশ্যঃ ॥৪

অনু ঃ—বৈশ্যকুমার 'ভবৎ' শব্দটি বাক্যের শেষে উচ্চারণ পূর্বক ভিক্ষা করবে।৪

যথা—ভিক্ষাং দেহি ভবন্ । এবং ভিক্ষাং দেহি ভবতি ।

৫ । তিস্রোঽপ্রত্যাখ্যায়িন্যঃ ॥৫

অনুঃ—যিনি প্রত্যাখ্যান করবেন না, এরূপ তিন জন রমনীর নিকট ভিক্ষা করবে ।৫

৬ । ষড়্ দ্বাদশাপরিমিতা বা ॥৬

অনুঃ—তারপর ছয় বা বারো অথবা অসংখ্য রমণীর নিকট ভিক্ষা করবে ।৬

৭ । মাতরং প্রথমামেকে ॥৭

অনুঃ—কোন কোন আচার্যের মত,—প্রথম মায়ের কাছে ভিক্ষা চাইবে ।৭

৮ । আচার্যায় ভৈক্ষং নিবেদয়িত্বা বাগ্যতোঽহঃশেষং তিষ্ঠেদিত্যেকে ॥৮

অনুঃ—কোন কোন আচার্য বলেন, ভিক্ষা প্রাপ্ত সমস্ত দ্রব্য আচার্যকে নিবেদন করে বাক্ সংযত হয়ে অর্থাৎ কথা না বলে মৌন ভাবে অবস্থান করবে । (দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না বা শোবে না ।)

৯ । অহিংসন্নরণ্যাৎসমিধ আহৃত্য অস্মিন্নগ্নৌ পূর্ববদাধায় বাচং বিসৃজতে ॥৯

অনুঃ—(অহিংসন্) বৃক্ষের শাখা না ভেঙ্গে (অর্থাৎ যে সমস্ত ডাল নিজেই ভেঙ্গে গেছে) বন থেকে কাষ্ঠাদি সমিধ আহরণ করে সেই অগ্নিতে পূর্বের মত সমিদাধান করে মৌন ভাব ত্যাগ করবে ।৯

১০ । অধঃশায্যক্ষারালবণাশী স্যাৎ ॥১০

অনুঃ—(ব্রহ্মচারী) ভূমিতে শয়ন করবে এবং ক্ষার বিহীন ও লবণ বিহীন খাদ্য গ্রহণ করবে ।১০

১১ । দণ্ডধারণমগ্নি পরিচরণং গুরুশুশ্রূষা ভিক্ষাচর্যা ॥১১

অনুঃ—দণ্ড (যজ্ঞোপবীত, অজিন এবং মেখলাও) সর্বদা ধারণ করবে, সেই সঙ্গে অগ্নি পরিচর্যা, গুরুসেবা এবং ভিক্ষাচরণ (ব্রহ্মচারীর নিত্য কর্তব্য) ।১১

১২ । মধুমাংসমজ্জনোপর্যাসন স্ত্রীগমনানৃতাদত্তাদানানি বর্জয়েৎ ॥১২

অনুঃ—মধু, মাংস, (জলাশয়ে) স্নান, খাট-পালঙ্কে শয়ন, স্ত্রীগমন, মিথ্যাভাষণ, এবং একজনের দান করা দ্রব্য দান—এই কাজগুলি বর্জনীয় ।১২

১৩ । অষ্টাচত্বারিংশদ্বর্ষাণি বেদ ব্রহ্মচর্য চরেৎ ।১৩

অনুঃ—আটচল্লিশ বছর পর্যন্ত বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয় ।১৩

১৪। দ্বাদশ বা প্রতিবেদম্ ॥১৪

অনু ঃ—বারো বছর বারো বছর করে একটি বেদ পড়তে হয়।

১৫। যাবদ্ গ্রহণং বা ॥১৫

অনু ঃ—যতদিন বেদ পড়বে, ততদিনই ব্রহ্মচর্য পালনীয় ১৫।

অর্থাৎ যদি কোন ব্রহ্মচারীর পক্ষে আটচল্লিশ বছরই বেদ পড়া সম্ভব না হয়, ছত্রিশ বছর তিনটি বেদ পড়ে, তাহলে তার ব্রহ্মচার্য পালনও হবে ছত্রিশ বছর পর্যন্ত।

(ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ব্রহ্মচারীদের বস্ত্র সম্পর্কে নির্দেশ)—

১৬। বাসাংসি শানক্ষৌমাবিকানি ।১৬

(এখানে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ অনুসারে বাস সম্পর্কে বলা হয়েছে)—ব্রাহ্মণকুমার পট্টবস্ত্র, ক্ষত্রিয় রেশমী এবং বৈশ্য মেষচর্ম পরবে ।১৬

(ব্রাহ্মণাদিবর্ণের ব্রহ্মচারীদের উত্তরীয় সম্পর্কে নির্দেশ)—

১৭। ঐণেয়মজিনমুত্তরীয়ং ব্রাহ্মণস্য ॥১৭

অনু ঃ—এণী হরিণী অর্থাৎ কৃষ্ণা মৃগীর চর্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ কুমারের উত্তরীয় হবে। ১৭

১৮। রৌরবং রাজন্যস্য ॥১৮

অনু ঃ—ক্ষত্রিয় কুমারের উত্তরীয় হবে রুরুমৃগের চর্ম দ্বারা ।১৮

১৯। আজ্যং গব্যং বা বৈশ্যস্য ॥১৯

অনু ঃ—ছাগচর্ম অথবা বৃষচর্ম দ্বারা বৈশ্য কুমারের উত্তরীয় হবে ।১৯

২০। সর্বেষাং বা গব্যমসতি প্রধানত্বাৎ।

অনু ঃ—পূর্বোক্ত (এণমৃগী বা রুরুমৃগের) চর্ম না পাওয়া গেলে সকল বর্ণেরই বৃষচর্ম দ্বারা উত্তরীয় হবে, যেহেতু (গোচর্ম) সহজে পাওয়া যায়। ২০

এরপর মেখলা সম্পর্কে নির্দেশ—

২১। মৌঞ্জীরশনা ব্রাহ্মণস্য ।২১

২২। ধনুর্জ্যা রাজন্যস্য ।২২

২৩। মৌর্বী বৈশ্যস্য ।২৩

২৪। মুঞ্জাভাবে কুশাশ্মন্তকবল্বজানাম্ ।৪২

অনু ঃ—ব্রাহ্মণকুমারদের মুঞ্জ দ্বারা মেখলা (নির্মিত) হবে ।২১

ধনুর জ্যা অর্থাৎ ছিলা দ্বারা ক্ষত্রিয়দের মেখলা হবে ।২২

বৈশ্যদের মেখলা সরু তৃণ দ্বারা নির্মিত হবে ।২৩

মুঞ্জ না পাওয়া গেলে ব্রাহ্মণের মেখলা কুশনির্মিত হবে। ২৪

ক্ষত্রিয়কুমার বশমন্তকের মেখলা এবং বৈশ্য বাল্বজী নির্মিত মেখলা পরবে।

*মদন পারিজাতে কিন্তু বলা হয়েছে মুঞ্জাদি নির্দিষ্ট দ্রব্যের অভাব হলে সকল বর্ণেরই মেখলা কুশনির্মিত হবে।

এবার দণ্ড সম্পর্কে নির্দেশ—

২৫। পলাশো ব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ ।২৫

২৬। বৈল্বো রাজন্যস্য ।২৬

২৭। ঔদুম্বরো বৈশ্যস্য ।২৭

২৮। [কেশসংমিতো ব্রাহ্মণস্য, ললাটসংমিতঃক্ষত্রিয়স্য, 'ঘ্রাণসংমিতো বৈশস্য] সর্বে বা সর্বেষাম্ ।২৮

ব্রাহ্মণকুমারের—পলাশদণ্ড ,
ক্ষত্রিয়কুমারের—বিল্বদণ্ড,
বৈশ্যকুমারের—যজ্ঞডুম্বুরদণ্ড (গ্রহণীয়)।

এখানে দণ্ডের পরিমাপ সম্পর্কে বলা হয়েছে,—ব্রাহ্মণের দণ্ড হবে মাথার চুল পর্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের কপাল পর্যন্ত এবং বৈশ্যের দণ্ড হবে নাসিকা পর্যন্ত দীর্ঘ ।২৫—২৭

অথবা পলাশাদি যে কোন দণ্ড যে কোন বর্ণের হতে পারে ।২৮

২৯। আচার্যেণাহূত উত্থায় প্রতিশৃণুয়াৎ ।২৯

অনু ঃ—আচার্য ব্রহ্মচারীকে অহ্বান করলে ব্রহ্মচারী দাঁড়িয়ে প্রত্যুত্তর দেবে। ২৯

৩০। শয়ানং চেদাসীন আসীনং চেত্তিষ্ঠংস্তিষ্ঠন্তং চেদভিক্রামন্নভিক্রামন্তং চেদাভিধাবন্ ।৩০

অনু ঃ—(আচার্যের আহবানের সময় ব্রহ্মচারী) শুয়ে থাকলে বসে, বসে থাকলে দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে থাকলে মুখোমুখি হয়ে এবং মুখোমুখি থাকলে দৌড়ে (নিকটে) গিয়ে প্রত্যুত্তর দেবে ।৩০

৩১। স এবং বর্তমানোঽমুত্রাদ্য বসত্যমুত্রাদ্য বসতীতি তস্য স্নাতকস্য কীর্তির্ভবতি ।৩১

অনু ঃ—(স) ব্রহ্মচারী (এবং বর্তমানঃ) উক্ত প্রকার ব্রহ্মচর্যমার্গে থাকে সে (অদ্য) এখানে থেকেই (অমুত্র) স্বর্গে থাকেন (এবং ব্রহ্মচর্যব্রত সমাপ্ত করে) যশস্বী হয়।

৩২। ত্রয়ঃ স্নাতকা ভবন্তি বিদ্যাস্নাতকো বিদ্যাব্রতস্নাতক ইতি ।৩২

অনু ঃ—(ব্রহ্মচারী) তিনরকম স্নাতক হন,—(১) বিদ্যাস্নাতক, (২) ব্রতস্নাতক এবং (৩) বিদ্যাব্রত স্নাতক।

বিদ্যাস্নাতকের লক্ষণ—

৩৩। সমাপ্য বেদসমাপ্যব্রতং যঃ সমাবর্ততে স বিদ্যাস্নাতকঃ। ৩৩

অনু ঃ—যিনি বেদ সমাপ্ত করেন, কিন্তু ব্রহ্মচর্য ব্রত সমাপ্ত না করে সমাবর্তন স্নান করেন অর্থাৎ গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেন সেই ব্রহ্মচারী বিদ্যাস্নাতক।৩৩

৩৪। সমাপ্যব্রতমসমাপ্য বেদং যঃ সমাবর্ততে স ব্রতস্নাতকঃ ৩৪

অনুঃ—যে ব্রহ্মচারী বার বছর বা আট চল্লিশ বছর ধরে ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করেন কিন্তু বেদের একটি শাখাও সমাপ্ত না করে সমাবর্তন স্নান করেন তিনি ব্রতস্নাতক।৩৪

৩৫। উভয়ং সমাপ্য যঃ সমাবর্ততে স বিদ্যাব্রত স্নাতক ইতি।৩৫

অনু—যে ব্রহ্মচারী বেদ ও ব্রত উভয়ই সমাপ্ত করে সমাবর্তন স্নান করেন তিনি বিদ্যাব্রত স্নাতক।৩৫

৩৬। আষোড়শাদ্ বর্ষাদ্ ব্রাহ্মণস্য নাতীতঃ কালো ভবতি।৩৬

অনু ঃ—ষোল বছর পর্যন্ত ব্রাহ্মণ কুমারের (উপনয়ন সংস্কারের) কাল অতিক্রান্ত হয় না।৩৬

৩৭। আ দ্বাবিংশাদ্ রাজন্যস্য।৩৭

অনু ঃ—বাইশ বছর পর্যন্ত ক্ষত্রিয়ের (উপনয়ন সংস্কারের কাল)।৩৭

৩৮। আ চতুর্বিংশাদ্ বৈশ্যস্য।৩৮

অনু ঃ—চব্বিশ বছর পর্যন্ত বৈশ্যের (উপনয়ন সংস্কারের কাল)।৩৮

৩৯। অত ঊর্ধ্বং পতিতসাবিত্রীকা ভবন্তি।৩৯

অনু ঃ—উল্লিখিত সময়ের পর সকলে পতিত সাবিত্রীক হয়।৩৯

৪০। নৈনানুপনয়েয়ুর্নাধ্যাপয়েয়ুর্ন যাজয়েয়ুর্ন চৈভির্ব্যবহরেয়ুঃ।৪০

অনু ঃ—পতিত-সাবিত্রীকদের আর কেহ উপনয়ন দেয় না, কেহ পড়ান না, (তাদের দিয়ে) কেহ যজ্ঞ করান না, তাদের সঙ্গে কেহ অন্য কোন রকম ব্যবহার করেন না।৪০

৪১। কালাতিক্রমো নিয়তবৎ।৪১

অনু ঃ—(গর্ভাধান থেকে উপনয়ন পর্যন্ত সমস্ত সংস্কারের কাল নির্দিষ্ট আছে কিন্তু কোন কারণবশতঃ) নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে (শ্রৌতসূত্র-বিধি অনুসারে) নিয়তবিধিদ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করার মত প্রায়শ্চিত্ত করার পর সংস্কারের উপযুক্ততা জন্মায়, অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হলে প্রায়শ্চিত্ত করে অভিলষিত সংস্কার করনীয়।৪১

৪২। ত্রিপুরুষং পতিতসাবিত্রীকাণামপত্যে সংস্কারো নাধ্যাপনং চ ।৪২

অনু :—তিন পুরুষ পতিতসাবিত্রীক হ'লে তাদের সন্তানের উক্ত সংস্কার ও অধ্যাপন করা হয় না ।৪২

৪৩। তেষাং সংস্কারেপ্সু ব্রাত্যস্তোমেনেষ্ট্বা কামমধীয়োরন্ ব্যবহার্যা ভবন্তীতি বচনাৎ ।৪৩

অনুঃ—যদি কেহ তাদের সংস্কার করাতে ইচ্ছা করেন তাহলে ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ করলে শুদ্ধ হবে, এবং তারা অধ্যয়নের অধিকারী হবে এবং অন্যান্য ব্যবহারের যোগ্যতা লাভ করবে।

দ্বিতীয় কাণ্ড—ষষ্ঠ কণ্ডিকা (সমাবর্তন)

১। বেদং সমাপ্য স্নায়াৎ ।১

অনু :—(মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক) বেদ (স্বর এবং অর্থবোধ সহপাঠ) শেষ করে বিধিপূর্বক স্নান করবে ।১

ভাষ্যকার গঙ্গাধর তাঁর ভাষ্যে বলেছেন,—'স্নান' শব্দের দ্বারা এখানে 'সমাবর্তন' বুঝায়।

২। ব্রহ্মচর্যং বাষ্টাচত্বারিংশকম্ ।

অনু :—অথবা আটচল্লিশ বৎসর যাবৎ ব্রহ্মচর্য ব্রত অতিবাহিত করে (আচার্যের অনুমতি নিয়ে বিধি অনুসারে স্নান [সমাবর্তন] করবে।)২

৩। দ্বাদশকেচহপ্যেকে ।৩

অনুঃ—কোন কোন আচার্যের মত—বারো বছর যাবৎ (একটি অধ্যয়ন শেষ করে স্নান করবে।)৩

৪। গুরুণাহনুজ্ঞাতঃ ।৪

অনুঃ—গুরু অর্থাৎ আচার্যের অনুমতি নিয়ে (পূর্বোক্ত স্নানবিধি পালনীয় !) ৪

৫। বিধিবিধেয়স্তর্কশ্চ বেদঃ ।৫

অনুঃ—(পূর্বোক্ত সূত্রে যে আটচল্লিশ বৎসর যাবৎ বা ব্যরো বৎসর যাবৎ বেদাধ্যায়নের কথা উল্লেখ করা হ'য়েছে সেই বেদের পরিধি সম্পর্কে নির্দেশ করা

হয়েছে,) 'বিধি' অর্থাৎ বিধায়ক ব্রাহ্মণ, বিধেয়ঃ অর্থাৎ মন্ত্র এবং 'তর্ক' অর্থাৎ অর্থবাদ সহ বেদ (অধ্যয়ন) ব্রতচারীর বিধেয়) ।৫

৬। ষড়ঙ্গমেকে ।৬

কোন কোন আচার্যের মতে 'ষড়ঙ্গ' অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ সহ (বেদ অধ্যয়ন বিহিত এবং তারপরই স্নান কর্তব্য) ।৬

৭। ন কল্পমাত্রে ।৭

অনুঃ—কেবল মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদ করেই স্নান বিহিত নয়। তার দ্বারা বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠানের যোগ্যতা আসে না। ষড়ঙ্গ সহ বেদাধ্যয়ন করলেই অগ্নিহোত্রাদি কর্মে অধিকার জন্মায়। (অধীতসকলবেদস্যাগ্নিহোত্রাদি কর্মস্বধিকারঃ ইত্যাচার্যৈর্বর্ণ্যতে। —হরিহর ভাষ্য) ।৭

৮। কামং তু যাজ্ঞিকস্য ।৮

অনুঃ—পক্ষান্তর নির্দেশ—

(ষড়ঙ্গ সহ বেদাধ্যয়ন না করেও যদি আধ্বর্যাদি যজ্ঞবিদ্যায় কর্মকুশল হয় তাহলে সেই যজ্ঞবিদ্যায়কর্মকুশল ব্রহ্মচারী ইচ্ছা করলে (পূর্বোক্ত স্নানবিধি অনুসারে স্নান করবে) ।৮

৯। উপসংগৃহ্য গুরুং সমিধোঽভ্যাদধায় পরিশ্রিতস্যোত্তরতঃ কুশেষু প্রাগগ্রেষু পুরস্তাৎস্থিত্বাঽষ্টানামুদকুম্ভানাম্ ।৯

অনুঃ—(উপসংহগ্রণ) ডান ও বাম হাত দিয়ে গুরুর ডান ও বাম চরণ স্পর্শ এবং গুরুর চরণে মাথা ছুঁইয়ে—'আমি স্নান করব'—এই প্রার্থনা জানালে গুরু 'স্নান কর'—এই অনুমতি দিলে (সমিধোঽভ্যাধায়) দুহাত দিয়ে অগ্নিপরিসমূহন থেকে আরম্ভ করে পূর্বোক্তবিধিতে অগ্নি পরিচরণ করবে ; এর দ্বারা ব্রহ্মচর্যকালীন অগ্নিপরিচর্যার থেকে পৃথক সমিদাধানের প্রাধান্য সূচিত হয়েছে।) তারপর কটবস্ত্রাদিদ্বারা পরিবেষ্টিত এবং জল দ্বারা পরিশ্রিত অগ্নির উত্তরে পূর্বদিকে পূর্বাগ্র করে পাতিত কুশের উপর (ব্রহ্মচারী) (পূর্ব, অগ্নি ইত্যাদি ক্রমে ঈশান পর্যন্ত আট দিকে) স্থাপিত জলপূর্ণ আটটি কলশের মধ্যে—

১০। যে অপ্সন্তরগ্নয়ঃ প্রবিষ্টা গোহ্য উপগোহ্যো ময়ূষোমনোহাস্খলো বিরুজস্তনূদূষুরিন্দ্রিয়হাতান্বিজহামি যো রোচনস্তমিহ গৃহ্ণামীত্যেকস্মাদপো গৃহীত্বা ।১০

অনু ঃ—'যে অপ্……গৃহ্ণামি,—মন্ত্রটি বলে একটি (প্রথম) কলশ থেকে জল নিয়ে—

মন্ত্রার্থ ঃ—যে অপস্ব······গৃহ্ণামি।

ঋষিঃ—প্রজাপতি, ছন্দঃ—গায়ত্রী, দেবতা—আপ, বিনিয়োগ—জলগ্রহণ।

অনুঃ—এই জলের মধ্যে অবস্থিত যে সমস্ত (১) (গোহ্য) প্রাণিসমূহনাশকারী, (২) (উপগোহ্য) অঙ্গপতন, (৩) (ময়ূষ) মুখবিকৃতকারী ও নাশকারী, (৪) (মনোহা) মানসিক উৎসাহনাশক, (৫) (অস্খল) অপ্রতীকার্য, (৬) (বিরুজ) বিবিধরোগ দ্বারা পীড়নকারী (৭) (তনুদূষু) বিকৃতাবয়বকারী এবং (৮) (ইন্দ্রিয়হা) ইন্দ্রিয়নাশকারী (অন্য) সেই আট প্রকার অগ্নিকে দূর করি এবং যে (রোচন) যজ্ঞে শুভকর ও দীপ্তিকর অগ্নি তাকে গ্রহণ করছি।১০

১১। তেনাভিষিঞ্চতে। তেন মামভিষিঞ্চামি শ্রিয়ৈ যশসে ব্রহ্মণে ব্রহ্মবর্চসায়েতি।১১

তেন······ব্রহ্মবর্চসায়। মন্ত্র বলে সেই জল নিজের গায়ে ছিটাবে।

মন্ত্র ঃ—ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দঃ—যজুঃ, দেবতা—আপ, বিনিয়োগ—অভিষেক।

অনু ঃ—(শ্রিয়ৈ) ধর্মাদিবৃদ্ধির কামনায়, (যশসে) কীর্তির জন্য, (ব্রহ্মণে) বেদ-জ্ঞানলিপ্সায় এবং (ব্রহ্মবর্চসে) ব্রহ্মতেজ কামনায় এই জল দ্বারা আমি আমাকে অভিষিক্ত করছি।১১

১২। যেন শ্রিয়মকৃণুতাং যেনাবমৃযতাং সুরাম্। যেনাক্ষ্যাবভ্যষিঞ্চতাং যদ্বা তদশ্বিনা যশ ইতি।১

অনুঃ—(পূর্বস্থাপিত আটটি কলশের জল দ্বারাই অভিষেক করতে হবে, কিন্তু পৃথক পৃথক মন্ত্রে পৃথক পৃথক কলশের জল দ্বারা করতে হবে। এখানে দ্বিতীয় কলশের জলে অভিষেকের মন্ত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

মন্থার্থ ঃ—যেন শ্রিয়ম্······যশঃ।

ঋষি—প্রজাপতি। ছন্দঃ—যজুঃ—দেবতা—আপ, বিনিয়োগ—অভিষেক।

অনুঃ—হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! যে জলের অভিষেকের দ্বারা তোমরা দেবতাদের শ্রীসম্পন্ন করেছ, যার দ্বারা দেবতাদের অমৃতসিক্ত করে, যার দ্বারা উপমন্যুকে চক্ষু-রোগমুক্ত করেছ এবং তুমি যশস্বী হয়েছ, এই জলদ্বারা স্নান করে আমার ঐরূপ যশপ্রাপ্তি হোক।১২

১৩। আপোহিষ্ঠেতি চ প্রত্যচম্।১৩

১৪। ত্রিভিস্তূষ্ণীমিতরৈঃ।১৪

'আপো হিষ্ঠা......ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে তৃতীয় কলশের জল দ্বারা,'
'যোবঃ শিব......ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে চতুর্থ কলশের জল দ্বারা' এবং
'তস্মা অরং......ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে পঞ্চম কলশের জল দ্বারা
অভিষেকের পর অন্য তিনটি কলশের জল দ্বারা বিনা মন্ত্রে অভিষেক করবে।
(উক্ত মন্ত্রত্রয়ের অর্থ—১ম কাণ্ডের ৮ম কণ্ডিকায় প্রদত্ত!)

১৫। উদুত্তমমিতি মেখলামুন্মুচ্য দণ্ডং নিধায় বাসোঽন্যৎপরিধায়াদিত্যমুপতিষ্ঠতে।১৫

অনুঃ—উদুত্তমম্......ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে মেখলা খুলে দিয়ে (মন্ত্রার্থ—১ম কাণ্ডের ২য় কণ্ডিকায় প্রদত্ত।) দণ্ড রেখে দিয়ে অন্য একটি বস্ত্র পরে সূর্যোপস্থান করবে।১৫

১৬। উদ্যান্ ভ্রাজভৃষ্ণুরিন্দ্রো (ভ্রাজিষ্টিরিন্দ্রো) মরুদ্ভিরস্থাৎ প্রাতর্যাবভিরস্থাদ্দশসনিরসি দশসনিং মা কুর্বাবিদন্মাগময়।

উদ্যান্ ভ্রাজভৃষ্ণুরিন্দ্রো মরুদ্ভিরস্থাদ্ দিবা যাবভিরস্থাচ্ছতসনিরসি শতসনিং মা কুর্বাবিদন্মাগময়।

উদ্যন ভ্রাজভৃষ্ণুরিন্দ্রো মরুদ্ভিরস্থাৎসায়ং যাবভিরস্থাৎ সহস্রসনিরসি সহস্রসনিং মা কুর্বাবিদন্ মা গময়েতি।১৬

ঋষি—প্রজাপতি। ছন্দঃ—শক্করী, দেবতা—সবিতা, বিনিয়োগ——আদিত্যোপস্থান।

অনুঃ—(হে সূর্যদেব!) আমি স্বীয় প্রভায় অপর তেজ হ্রাসকারী, সকলের শুভাশুভ-জ্ঞাতা, প্রাতঃ সবন কালে দশ সংখ্যক দান দাতা, মরুদ্গণের মধ্যে যেরূপ ইন্দ্র অবস্থান করেন সেরূপ তুমি গমনশীল ঋষ্যাদিগণ দ্বারা সেবিত হয়ে অবস্থান কর, প্রাতঃ সবনে দশবিধ দানকারী তুমি আমাকে দশসংখ্যক দানের ক্ষমতা দান কর। মধ্যাহ্ন সবনে—শতগুণ আর সায়ং সবনে—সহস্র গুণ উল্লেখ ব্যতীত সমস্ত অর্থ সমান।১৬

১৭। দধিতিলান্বা প্রাশ্য জটালোমনখানি সংহৃত্যৌদুম্বরেণ দন্তান্ধাবেত। অন্নাদ্যায় ব্যূহধ্বং সোমো রাজাঽয়মাগমৎ। স মে মুখং প্রমার্ক্ষ্যতে যশসা চ ভগেন চেতি।১৭

অনু ঃ—(সূর্যোপস্থানের পর) দধি বা তিল ভক্ষণ করে জটা, লোম, নখ ছেদন করে 'অন্নাদ্যায়......ভগেন চ'। মন্ত্র বলে উদুম্বর (যজ্ঞডুম্বুর) কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করবে।১৭

মন্ত্রার্থ ঃ—অন্নাদ্যা……ভগেন চ।

ঋষি—অথর্বা, ছন্দঃ—অনুষ্টুপ্, দেবতা—বনস্পতি, বিনিয়োগ—দন্তধাবন।

হে দন্ত! অন্নভক্ষণের জন্য এবং আত্মশুদ্ধির জন্য তোমরা পঙ্ক্তিবদ্ধ হও। (দন্তকাষ্ঠ রূপে বনস্পতির অধিষ্ঠাতা) (রাজা) সোম উপস্থিত হয়েছেন। তিনি (সোম) সৎকীর্তি এবং ষড়্বিধ ঐশ্বর্য প্রাপ্তির জন্য আমার মুখ শোধন করে দেবেন। (এই মন্ত্র বচন দ্বারা দন্ত ধাবনের নিত্যত্ব ও কাম্যত্ব—উভয় সম্বন্ধই সূচিত হয়েছে।)

১৮। উৎসাদ্য পুনঃ স্নাত্বাহনুলেপনং নাসিকয়োর্মুখস্য চোপগৃহ্নীতে প্রাণাপানৌ মে তর্পয় চক্ষুর্মে তর্পয় শ্রোত্রং মে তর্পয়েতি।১৮

অনু ঃ—(উৎসাদ্য) সুগন্ধি দ্রব্য লেপন পূর্বক দেহের ময়লা দূর করে আবার স্নান করে (দুবার আচমন করে চন্দনাদি শিলাঘৃষ্ট) লেপন দ্রব্য মুখ ও নাসিকার নিকট ধরে 'প্রাণাপানৌ…তর্পয়'। মন্ত্রটি বলবে। (কেহ কেহ বলেন,—'উপগ্রহণ' শব্দটির অর্থ 'লেপন', সুতরাং অর্থ হবে—মুখ ও নাসিকায় লেপন করবে।) ১৮

মন্ত্রার্থ ঃ—প্রাণাপানৌ …..তর্পয়।

ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দঃ—যজুঃ, দেবতা—প্রাণাপান, বিনিয়োগ—চন্দনানুলেপ।

(হে উপলেপনাধিষ্ঠিত দেবতা!) তুমি আমার প্রাণ অপান বায়ু, নেত্রেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়কে প্রসন্ন কর।

১৯। পিতরঃ শুন্ধধ্বমিতি পাণ্যোরবনেজন দক্ষিণানিষিচ্যানুলিপ্য জপেৎ। সুচক্ষা অহমক্ষীভ্যাং ভূয়াসং সুবর্চা মুখেন। সুশ্রুৎকর্ণাভ্যাং ভূয়াসমিতি।১৯

'অনু ঃ—পিতরঃ শুন্ধধ্বম্' মন্ত্রটি বলে (এস্থলে 'দক্ষিণা' দিক্ বাচক শব্দটি গৃহীত হওয়ায় প্রাচীনাবীতী হওয়া কর্তব্য অর্থাৎ ডান কাঁধে পৈতা থাকবে এবং দক্ষিণ মুখে বসাও কর্তব্য) হাত দুইটি ধুয়ে দক্ষিণ দিকে জলটি ফেলে দিয়ে—চন্দনাদি সুগন্ধ দ্রব্য দিয়ে অঙ্গলেপন করে 'সুচক্ষা…ভূয়াসম্'—মন্ত্রটি জপ করবে। ১৯

মন্ত্রার্থ ঃ—সুচক্ষা……ভূয়াসম্।

ঋষি— প্রজাপতি, ছন্দঃ—যজুঃ, দেবতা—সবিতা, বিনিয়োগ—নেত্রাভিমন্ত্রণ।

(হে সবিতৃদেব!) আমার নেত্রযুগল দ্বারা শোভন দর্শন হোক, মুখ দ্বারা তেজস্বী হই, এবং আমার কর্ণযুগল দ্বারা সুশ্রবণ হোক।

২০। অহতং বাসো ধৌতং বাহমৌত্রেণাচ্ছাদয়ীত। পরিধাস্যৈ যশোধাস্যৈ দীর্ঘায়ুত্বায় জরদষ্টিরস্মি শতং চ জীবামি শরদঃ পুরূচী রায়স্পোষমভিসংব্যয়িষ্য ইতি॥২০

অনুঃ—তারপর 'পরিধাসো......ব্যয়িষা' মন্ত্রটি পাঠ করে নূতন তথা নিখুঁৎ একবার মাত্র ধৌত কিন্তু রজক দ্বারা ধৌত নয় এরূপ একটি কাপড় পরবে। ২০

মন্ত্রার্থ ঃ—পরিধাস্যে······ব্যয়িষ্যে।

ঋষি—অথর্বা, ছন্দঃ—যজুঃ, দেবতা—লিঙ্গোক্ত, বিনিয়োগ—বাসঃ পরিধান।

হে বস্ত্রাধিষ্ঠিত দেব! (পরিধাসো) বহু বস্ত্র পরিধান কামনায়, (যশোধাস্যৈ) যশোলাভের জন্য, (দীর্ঘায়ুত্বায়) দীর্ঘায়ু তথা নির্দোষ জীবন লাভের জন্য (রায়স্পোষম) এই বস্ত্র পরিধান করছি। (বস্ত্রদেবতার অনুগ্রহে) পরিপক্ক আয়ুষ্মান হয়ে (পুরুচী) বহু পুত্র ধনাদি যুক্ত হয়ে শতবৎসর জীবিত থাকব।

২১। অথোত্তরীয়ম্ ॥ যশসা মা দ্যাবাপৃথিবী যশসেন্দ্রাবৃহস্পতী। যশো ভগশ্চ মাবিন্দদ্যশো মা প্রতিপদ্যতামিতি।২১

অনুঃ—তারপর 'যশসা······প্রতিপাদ্যতামূ'—মন্ত্রটি পড়ে উত্তরীয় ধারণ করবে।

ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা পূর্ববৎ। বিনিয়োগ—উত্তরীয় পরিধান।

হে বসনাধিষ্ঠাতৃ দেব। দ্যাবা পৃথিবী, ইন্দ্র বৃহস্পতিকে যশের সঙ্গে আমার নিকট আসুন, যশযুক্ত সূর্যও আমার নিকট আসুন। সকলে আমায় যশস্বী করুন।

২২। একশ্চেৎ পূর্বস্যোত্তরবর্গেণ প্রচ্ছাদয়ীত।২২

অনুঃ—যদি একটিমাত্র বস্ত্র হয় (অর্থাৎ পৃথক উত্তরীয় না থাকে) তাহ'লে বস্ত্রেরই অর্দ্ধাংশ দিয়ে উত্তরীয়ের মত গাত্র আচ্ছাদন করবে।২২

(একটি মাত্র কাপড় হলে ২০ সংখ্যক সূত্রের উক্ত বস্ত্র পরিধান মন্ত্রটি বলে কাপড়ের অর্ধেকটা কাপড়ের মত মত পরে দুবার আচমন করে ২১ সূত্রে উক্ত উত্তরীয় পরিধানের মন্ত্রটি পড়ে অন্য অর্ধেক ভাগটি উত্তরীয় করে পরবে এবং তারপর আবার দুবার আচমন করবে।

২৩। সুমনসঃ প্রতিগৃহ্নাতি। যা আহরজ্জমদগ্নিঃ শ্রদ্ধায়ৈ মেধায়ৈ কামায়েন্দ্রিয়ায়। তা অহং প্রতিগৃহ্নামি যশসা চ ভগেন চ ইতি।২৩

অনুঃ—'যা আহর······ভগেন চ'—মন্ত্র পাঠ করে পুষ্প গ্রহণ করবে।২৩

মন্ত্রার্থ ঃ—ঋষি—ভরদ্বাজ, ছন্দঃ—অনুষ্টুপ, দেবতা—সুমনস্ দেবতা, বিনিয়োগ—পুষ্পোদান।

যে ফুলগুলিকে প্রজাপতি জমদগ্নি শ্রদ্ধা, মেধা, কামনাপূর্তি এবং ইন্দ্রিয় পাটব কামনায় আহরণ বা গ্রহণ করেছিলেন, আমি ও কীর্তি,ষড় ঐশ্বর্য এবং অন্যান্য বিষয়গুলি লাভের জন্য সেই ফুলগুলি গ্রহণ করছি।

২৪। অথাববধ্নীতে যদ্যশোঽপ্সরসামিন্দ্রশ্চকার বিপুলং পৃথু। তেন সংগ্রথিতাঃ সুমনস আবধ্নামি যশোময়ীতি ॥২৪

অনু ঃ—(অথ) পুষ্প গ্রহণের পর 'যদ্......যশোময়ী-মন্ত্রটি পাঠ করে ফুলগুলি নিজের মাথায় পরবে।২৪

মন্থার্থ—ঋষ্যাদি পূর্ববৎ, বিনিয়োগ—পুষ্পধারণ।

হে সুমনঃ। ইন্দ্র যে ফুলগুলিকে গেঁথে উর্বশী প্রভৃতি স্বর্গীয় অপ্সরাদের সর্বজনপ্রিয় যে কীর্তি রচনা করেছিলেন, সেই কীর্তি দ্বারা এই ফুলগুলিকে গেঁথে আমি মাথায় ধারণ করছি। সেই যশ বিশাল দীর্ঘ হয়ে আমাতে থাকুক।

২৫। উষ্ণীষেণ শিরো বেষ্টয়তে যুবা সুবাসা ইতি ॥২৫

'যুবা সুবাসা......ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে মাথায় উষ্ণীষ বেষ্টন করবে। ২৫

(উক্ত মন্থার্থ ২য় কণ্ডিকায় প্রদত্ত)।

২৬। অলঙ্করণমসি ভূয়োঽলঙ্করণং ভূয়াদিতি কর্ণবেষ্টকৌ। ২৬

অনুঃ—'অলঙ্করণমসি'—এই মন্ত্র পাঠ করে দুই কানে দুটি কুণ্ডল পরবে। ২৬

মন্ত্রার্থ—প্রজাপতি ঋষি, ছন্দঃ—যজুঃ, দেবতা—অগ্নি বিনিয়োগ—কর্ণালঙ্করণ।

হে কুণ্ডলাধিষ্ঠাতৃদেব! তুমি অলংকারের শোভা। অতএব তোমার দ্বারা অলঙ্কৃত আমার অলঙ্করণ বহু হোক।

২৭। বৃত্রস্যেত্যঙ্ক্তেঽক্ষিণী।২৭

অনুঃ—বৃত্রস্য......ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে চোখে কাজল পরবে।২৭

ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দঃ—গায়ত্রী, দেবতা—অঞ্জন, বিনিয়োগ—অঞ্জনকরণ।

২৮। রোচিষ্ণুরসীত্যাত্মানমাদর্শে প্রেক্ষতে।২৮

অনুঃ—'রোচিষ্ণুরসি' মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে দর্পণে নিজের মুখ দেখবে।২৮

মন্ত্রের ঋষি—সূর্য, ছন্দঃ—যজুঃ, দেবতা—আদর্শ, বিনিয়োগ—মুখনিরীক্ষণ।

২৯। ছত্রং প্রতিগৃহ্নাতি। বৃহস্পতেশ্ছদিরসি পাপ্মনো মা মন্তর্ধেহি তেজসো যশসো মাঽন্তর্ধেহীতি ॥২৯

অনুঃ—'বৃহস্পতে......ধেহি'। মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে ছাতা নেবে।২৯

মন্ত্রার্থঃ—ঋষি—গোতম, ছন্দঃ—গায়ত্রী, দেবতা—ছত্র, বিনিয়োগ—ছত্রগ্রহণ।

হে ছত্র! তুমি বৃহস্পতির ধর্মাদিনিবর্তকরূপ ছত্রস্বরূপ। সুতরাং আমাকে নিষিদ্ধ কর্ম থেকে দূরে রাখ, কিন্তু তেজ এবং যশোলাভের পথ থেকে বিচ্যুত করো না।

৩০। প্রতিষ্ঠেস্থো বিশ্বতো মা পাতমিত্যুপানহৌ প্রতিমুঞ্চতে।৩০

অনুঃ—'প্রতিষ্ঠে......'ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতে করতে জুতা পরবে।৩০

মন্ত্রার্থ ঃ—ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দঃ—দেবতা—ধর্ম, বিনিঃ—উপানদ্গ্রহণ।

হে উপানৎযগল ! তোমরা স্থির ভাবে বিরাজমান, সুতরাং তোমরা আমাকে সকল প্রকার পরিভব থেকে রক্ষা কর ।

৩১। বিশ্বাভ্যো মা নাষ্ট্রাভ্যস্পরিপাহি সর্বত ইতি বৈণবং দণ্ড মাদত্তে ।৩১

'বিশ্বাভো……সর্বত—মন্ত্রটি পাঠ করে একটি বাঁশের দণ্ড গ্রহণ করবে ।

ঋষি—যাজ্ঞবল্ক্য, ছন্দঃ—যজুঃ, দেবতা—দণ্ড, বিনিঃ—দণ্ডগ্রহণ ।

হে দণ্ড ! তুমি আমাকে রাক্ষসাদি সমস্ত দুষ্টদের থেকে সকল অবস্থায় সর্বভাবে রক্ষা কর ।

৩২। দন্তপ্রক্ষালনাদীনি নিত্যমপি বাসশ্ছত্রোপানহশ্চাপূর্বাণি চেন্মন্ত্রতঃ ।৩২

দন্ত প্রক্ষালনাদি কর্ম স্নাতক সবসময় মন্ত্রোচ্চারণপূর্বককরবে আর কাপড়, ছাতা, জুতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে নূতন ধারণের সময় সমন্ত্রক, অন্য সময় বিনামন্ত্রেই এগুলি ধারণ করবে ।

ষষ্ঠ কন্ডিকা সমাপ্ত

দ্বিতীয় কাণ্ড—(সপ্তম কণ্ডিকা) [যম]

১। স্নাতস্য যমান্ বক্ষ্যামঃ ।১

(সূত্রকার এবার স্নাতকোত্তর যম বিষয়ক কর্ম নির্দেশ করছেন)

অনুঃ—(এরপর) স্নাতকের অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য ব্রতপালন করে—প্রত্যাবৃত দ্বিজাতির (যমান্) পালনীয় ব্রত বা আচরণগুলি বলব ।১

২। কামাদিতরঃ ।২

অনুঃ—(ইতর) দ্বিজাতিভিন্ন অর্থাৎ শূদ্র বা ব্রহ্মচর্য পালন করেনি এমন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে পরবর্তী নির্দেশগুলি পালন করতে পারে ।২

৩। নৃত্যগীতবাদিত্রাণি ন কুর্যান্ন চ গচ্ছেৎ ।৩

অনুঃ—নৃত্য-গীত-বাদ্য প্রভৃতি (প্রমোদমূলক) কাজ নিজে করবে না এবং যেখানে এগুলি হয় সেখানে যাবে না ।৩

৪। কামংতুগীতং গায়তি বৈব গীতে বা রমত ইতি শ্রুতেহ্যপরম্ ।৪

গীত সম্পর্কে বিকল্প মত—

অনু—ইচ্ছা করলে নিজে গান করবে এবং অপরে গান করলেও শুনবে বা তার সঙ্গে মিলিত হবে ; (কারণ) গানে হৃদয়ে রতি জন্মায়—এরূপ শ্রুতি বচন আছে ।৪

৫। ক্ষেমেনক্তং গ্রামান্তরং ন গচ্ছেন্ন চ ধাবেৎ ।৫

অনুঃ—কোন রূপ সংকট না হলে রাত্রিকালে স্নাতক অন্য গ্রামে যাবে না এবং দৌড়াবে না ।৫

৬। উদপানাবেক্ষণবৃক্ষারোহণ ফল প্রপতন সন্ধিসর্পণ বিবৃতস্নান বিষমলঙ্ঘন শুক্তবদন সন্ধ্যাদিব্যপ্রেক্ষণ ভৈক্ষণানি ন কুর্যাৎ ন হ বৈ স্নাত্বা ভিক্ষেতাপহ বৈ স্নাত্বা ভিক্ষাং জয়তীতি শ্রুতেঃ ।।৬

অনুঃ—কূপে নীচু হয়ে দেখবে না, গাছে চড়বে না, গাছের (কাঁচা) ফল পাড়বে না, কুৎসিত মার্গে গমন করবে না, নগ্ন হ'য়ে স্নান করবে না, পর্বত গর্তাদি লঙ্ঘন করবে না, অশ্লীল বাক্য বলবে না- সন্ধ্যাকালে অর্থাৎ সূর্যের অস্তগমন কালে সূর্যকে দেখবে না, ভিক্ষা চাইবে না। কোন কোন শ্রুতিবচন আছে যে, সমাবর্তন ক্রিয়ার পর স্নাতক ভিক্ষা চাইবেন না, ভিক্ষা চাইলে তার দ্বারা পতিত হয় ।৬

৭। বর্ষত্যপাবৃতো ব্রজেৎ অয়ং মে বজ্রঃ পাপ্মানমপহন্দিতি । ৭

অনুঃ—যখন বৃষ্টি হবে তখন ছাতা না ব্যবহার করে 'অয়ং মে……অপহনদ' মন্ত্র পাঠ করে যাত্রা করবে ।৭

মন্ত্রার্থ ঃ –অয়ং……হনৎ।

ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দঃ—জগতী, দেবতা—ব্রজ, বিনিঃ—বৃষ্টিরূপ।

এই (অয়ং বজ্রঃ) এই রবিরশ্মি দ্বারা সংস্কৃত জলকণারূপ বজ্র আমার পাপ নষ্ট করুক।

৮। অপ্স্বাত্মানং নাবেক্ষেত ।৮

অনুঃ—জলে নিজেকে (অর্থাৎ জলে নিজের মুখ) দেখবে না ।৮

৯। অজাতলোম্নীং বিপুংসীং ষণ্ঢং চ নোপহসেৎ ।৯

অনুঃ—গাত্রলোমবিহীনা, দাড়ি-গোঁফ প্রভৃতি পুরুষচিহ্নবিশিষ্ট রমনী (হিজড়ে) এবং নপুংসক পুরুষকে দেখে উপহাস করবে না ।৯

১০। গর্ভিণীং বিজন্যেতি ব্রূয়াৎ ।১০

অনুঃ—গর্ভবতী রমনীকে 'বিজন্যা' (বিশেষ প্রসবা) বলবে, কখনও 'গর্ভিণী' বলবে না ।১০

১১। সকুলমিতি নকুলম্ ।১১

অনুঃ—নকুল অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদিবিহীন নির্বংশ মানুষকে নির্বংশ না বলে সকুল বলবে।১১

১২। ভগালমিতি চ কপালম্।১২

অনুঃ—কপাল কে ভগাল বলে।১২

১৩। মণিধনুরিতীন্দ্রধনুঃ।১৩

অনুঃ—ইন্দ্রধনুঃ কে মণিধনু বলতে হয়।১৩

১৪। গাং ধয়ন্তীং পরস্মৈ নাচক্ষীত।১৪

অনুঃ—গাভী যখন বৎসকে দুধ পান করাবে তখন অপরকে বলবে না। ১৪

১৫। উর্বরায়ামনন্তর্হিতায়াং ভূমাবুৎসর্পংস্তিষ্ঠন্ন মূত্রপুরীষে কুর্যাৎ।১৫

অনুঃ—উর্বরা অর্থাৎ শস্যপূর্ণা বা তৃণাচ্ছাদিতা ভূমিতে দাঁড়িয়ে বা বসে কোন ভাবেই মল-মূত্র ত্যাগ করবে না।১৫

১৬। স্বয়ং প্রশীর্ণেন কাষ্ঠেন গুদং প্রমৃজীত।১৬

অনুঃ—নিজে থেকে ভেঙ্গে পড়া কাঠের টুকরা দিয়ে মলদ্বার মার্জন করবে। ১৬

১৭। বিকৃতং বাসো নাচ্ছাদয়ীত।১৭

অনুঃ—বিকৃত অর্থাৎ ছিন্ন অথবা নীলাদি রঙে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করবে না।১৭

১৮। দৃঢ়ব্রতো বধত্রঃ স্যাৎ সর্বত আত্মানং গোপায়েৎ সর্বেষাং মিত্রমিব (শুক্রিয় মধ্যেষমাণঃ)।১৮

অনুঃ—উক্ত ব্রতগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবে, হত্যাকারীর থেকে নিজেকে এবং অপরকে সর্বতোভাবে রক্ষা করবে, এবং সকলের সঙ্গে বন্ধুর মত সুহৃদের মত ব্যবহার করবে। (উক্ত স্নাতকব্রত পালনে অসমর্থ হলে প্রায়শ্চিত্ত করণীয়। প্রায়শ্চিত্ত — একরাত্রি উপবাস। বিবাহ পর্যন্ত উক্তবিধি-নিষেধ পালনীয়।)১৮

সপ্তম কণ্ডিকা সমাপ্ত

দ্বিতীয় কাণ্ড—(অষ্টম কণ্ডিকা) [ত্রিরাত্রিব্রত]

১। তিস্রো রাত্রীর্ব্রতং চরেৎ।[১]১

[সমাবর্তন কাল থেকে গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ পর্যন্ত স্নাতকের বর্জনীয় নৃত্য-গীতাদির কথা উল্লেখ করে এখন সূত্রকার সমাবর্তন দিন থেকে ত্রিরাত্রব্যাপী ব্রত পালন সম্পর্কে নির্দেশ করছেন।]

অনুঃ—(স্নাতক) তিন রাত্রি যাবৎ (বক্ষ্যমান) নিয়মগুলি পালন করবে। এখানে রাত্রি বলতে দিবারাত্র বুঝতে হবে।১

২। অমাংসাশ্য মৃন্ময়পায়ী।২

অনুঃ—মাংস ভক্ষণ করবে না এবং মাটির পাত্রে (জলাদি) পান করবে না।২

৩। স্ত্রী শূদ্রশবকৃষ্ণশকুনিশুনাং চাদর্শনমসং ভাষা চ তৈঃ।৩

অনুঃ—স্ত্রী (নারী) শূদ্রজাতীয় মানুষ), মৃতদেহ, কাক, কুকুর,—এদের দেখবে না এবং এদের প্রতি কোন কথাও বলবে না।৩

৪। শবশূদ্রসূতকান্নানি চ নাদ্যাৎ।৪

অনুঃ—শবান্ন (অর্থাৎ মৃতাশৌচগ্রস্ত মানুষের কাছ থেকে কেনা বা পাওয়া খাদ্য), সূতকান্ন (মরণাশৌচের অনুরূপ জননা-শৌচক্রান্ত মানুষের দেওয়া বা ছোঁয়া খাদ্য) শূদ্রান্ন (অর্থাৎ শূদ্রের ছোঁয়া বা দেওয়া অন্ন) খাওয়া নিষেধ (স্নাতক খাবে না)।৪

৫। মূত্রপুরীষে ষ্ঠীবনং চাতপে ন কুর্যাৎসূর্যাচ্চাত্মানং নান্তর্দধীত।৫

অনুঃ—সূর্যকিরণযুক্ত স্থানে (অর্থাৎ মুক্ত স্থানে) মল-মূত্র ত্যাগ করবে না, থুথু ফেলবে না। আবার ছাতা প্রভৃতির সাহায্যে (স্নাতক) নিজেকে সূর্যের থেকে আড়াল করবে না।৫*

৬। তপ্তেনোদকার্থান্কুর্বীত।৬

অনুঃ—(উদকার্থান্) শৌচ, আচমনাদি জলসাধ্য কাজগুলি গরম জলে করতে হয়।৬

১। শতপথ ব্রাহ্মণে ১৪-১।১।২৮ উক্ত সূত্রটিরই উল্লেখ আছে কেবল 'চরেৎ' পদে স্থলে আছে—'চরতি'।

*বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এই সূত্রের নির্দেশের বিপরীত কাজই করা হয়। সমবর্তনোত্তর যে 'ত্রিরাত্রব্রত' অনুষ্ঠিত হয়, তাতে দেখা যায় স্নাতক মাথায় মুখে কাপড় চাপা দিয়ে মুক্তস্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করে। সুতরাং মুক্তস্থানে মল-মূত্রও ত্যাগ করছে আবার নিজেকে সূর্যর থেকে আড়ালও করছে।

৭। অবজ্যোত্য রাত্রৌ ভোজনম্ ।৭

অনুঃ—রাত্রিতে (অবজ্যোত্য) দীপ জ্বালিয়ে ভোজন করবে। অর্থাৎ রাত্রিতে অন্ধকারে ভোজন করবে না ।৭ [এই নির্দেশটি প্রত্যেকের প্রতিদিনই পালনীয়।]৭

৮। সত্যবদনমেব বা ।৮

অনুঃ—অথবা (অর্থাৎ পূর্বোক্ত নির্দেশগুলি না মানতে পারলেও) সত্য কথা বলবেই ।৮

৯। দীক্ষিতোঽপ্যাতপাদীনি কুর্যাৎপ্রবর্গ্যবাংশ্চেৎ ।৯

অনুঃ—(স্নাতক ছাড়াও) যদি কেহ (সোমযাগের জন্য) দীক্ষিত হয়, অথবা প্রবর্গ্যবান অর্থাৎ সোমযাগাঙ্গ কর্মবিশেষের সঙ্গে যুক্ত হয় তাহলে আতপাদি অর্থাৎ পঞ্চম, ষষ্ঠ সূত্রে উক্ত নিয়মগুলি সে পালন করবে ।৯

[হরিহর ভাষ্যে এ প্রসঙ্গে আরও উক্ত আছে যে, সূত্রকার স্নাতকের যে সমস্ত ব্রতের কথা উল্লেখ করেছেন স্নাতক কেবল সেগুলিই পালন করবেনা উপরন্তু মন্বাদি স্মৃতিতে যা যা নির্দেশ আছে, সেগুলিও পালন করা উচিত।]

অষ্টম কণ্ডিকা সমাপ্ত

দ্বিতীয় কাণ্ড নবম কণ্ডিকা—(পঞ্চমহাযজ্ঞ)

১। অথাতঃ পঞ্চমহাযজ্ঞাঃ ।১

অনুঃ—(অথ) সমাবর্তনের পর বিবাহিত ব্যক্তির পঞ্চ মহাযজ্ঞ অহরহঃ কর্তব্য। (অতঃ) এজন্য (পঞ্চ মহাযজ্ঞাঃ) পঞ্চমহাযজ্ঞ (ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করব।)১

(পঞ্চমহাযজ্ঞ হ'লো,—(১) ব্রহ্মণে স্বাহা ইত্যাদি রূপ হোমাত্মক কর্ম-দেবযজ্ঞ, (২) ব্রীণ্ ইত্যাদি বলি রূপ কর্ম—ভূতযজ্ঞ, (৩) পিতৃভ্যঃ স্বধানমঃ ইতি বলিদান—পিতৃযজ্ঞ' (৪) অতিথি পূজাদিরূপ—মনুষ্যযজ্ঞ এবং (৫) ব্রহ্মযজ্ঞ।)

দেবযজ্ঞ

২। বৈশ্বদেবাদন্নাৎপর্যুক্ষ্য স্বাহাকারৈর্জুহুয়াদ্ ব্রহ্মণে প্রজাপতয়ে গৃহ্যাভ্যঃ কশ্যপায়ানুমতয় ইতি ।২

অনুঃ—(বৈশ্বদেবাৎ অন্নাৎ) সমস্ত দেবতা সম্বন্ধীয় অন্নরাশি থেকে (জয়রাম ভাষ্যমতে—কেবল ইন্দ্রাদি দেবতাই নয়, দেব মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত দেবতার জন্য

স্থাপিত অন্ন থেকে) (গৃহস্বামী) অন্ন নিয়ে (পর্যুক্ষ) অগ্নিকে পর্যুক্ষণ করে 'ব্রহ্মণে স্বাহা,' প্রজাপতয়ে স্বাহা, গৃহ্যাভ্যঃ স্বাহা, কশ্যপায় স্বাহা এবং অনুমতয়ে স্বাহা মন্ত্রদ্বারা (অন্ন) আহুতি দেবে ।২

ভূতযজ্ঞ

৩ । ভূতগৃহ্যেভ্যোমণিকে ত্রীন্ পর্জন্যায়াদভ্যঃ পৃথিব্যৈ ।৩

অনুঃ—ভূতগৃহ্যদের উদ্দেশ্যে (মণিকে) জলপাত্রের নিকট, পর্জন্যায় নমঃ 'অদ্ভ্যো নমঃ', 'পৃথিব্যৈ নমঃ'—মন্ত্রে তিনটি বলি প্রদান করবে ।৩

৪ । ধাত্রে বিধাত্রে চ দ্বার্যয়োঃ ।৪

অনুঃ—দ্বারদেশে (দক্ষিণে ও উত্তরে—দুই দিকে) 'ধাত্রে নমঃ' ও 'বিধাত্রে নমঃ' (বলে দুইটি বলি দান করবে ।)৪

৫ । প্রতিদিশং বায়বে দিশাং চ ।৫

অনুঃ—'বায়বে নমঃ' বলে বলে প্রত্যেক দিকে একটি করে বলি দিয়ে তারপর 'প্রাচ্যৈদিশে নমঃ, দক্ষিণায়ৈ দিশে নমঃ 'প্রতীচ্যৈদিশেনমঃ', উদীচ্যৈ দিশে নমঃ বলে চারটি বলি দিতে হবে ।৫

(এখানে 'বায়বে' কথাটির উল্লেখ থাকায় অনেক ভাষ্যকার মনে করেন 'উত্তরদিক' থেকে বলিগুলি দেওয়া হবে । কিন্তু পদ্ধতিতে এবং উক্ত ভাষ্যকারগণ কর্তৃক লিখিত পদার্থক্রমে সেরূপ দেখা যায় না ।)

৬ । মধ্যে ত্রীন্ ব্রহ্মণেহন্তরিক্ষায় সূর্যায় ।৬

অনুঃ—(মধ্যে) প্রতিদিকে প্রদত্ত বলিগুলির মধ্যে (বিশ্বনাথ মতে উত্তর দিকে প্রাক্‌সংস্থ) 'ব্রহ্মণে নমঃ', অন্তরিক্ষায় নমঃ, 'সূর্যায় নমঃ' বলে তিনটি—বলি দিতে হবে ।৬

৭ । বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো বিশ্বেভ্যশ্চ ভূতেভ্যস্তেষামুত্তরতঃ ।৭

অনুঃ—পূর্বপ্রদত্ত বলির উত্তর দিকে 'বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ' ও 'বিশ্বেভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ' বলে দুই ট বলি দিতে হবে ।৭

৮ । উষসে ভূতানাং চ পতয়ে পরম্ ।৮

অনুঃ—উক্ত দুইটি বলির উত্তর দিকে 'উষসে নমঃ' ও 'ভূতানাং পতয়ে নমঃ' বলে দুইটি বলি দিতে হবে ।৮

পিতৃযজ্ঞ—

৯ । পিতৃভ্যস্বধানম ইতি দক্ষিণতঃ ।৯

অনুঃ—পূর্বপ্রদত্ত বলিগুলির দক্ষিণ দিকে 'পিতৃভ্যঃ স্বধা নমঃ' বলে একটি বলি দিবে ।৯

[এখানে জ্ঞাতব্য যে, উক্ত বলিটি দক্ষিণমুখ প্রাচীনাবীতী হয়ে পিতৃ তীর্থে দান করতে হয়।]

১০। পাত্রং নির্ণিজ্যোত্তরাপরস্যাং দিশি নিনয়েদ্ যক্ষ্মৈতত্ত ইতি।১০

অনুঃ—(এ পর্যন্ত যে পাত্রটিতে অন্ন নেওয়া হ'য়েছিল) সেই পাত্রটি ধুয়ে সেই জলটি 'যক্ষ্মতত্তে নির্নেজনং নমঃ' মন্ত্রে বায়ুকোণে ফেলে দেবে।

নৃযজ্ঞ বা মনুষ্যযজ্ঞ—

১১। উদ্ধৃত্যাগ্রং ব্রাহ্মণায়াবনেজ্য দদ্যাদ্ধন্তত ইতি।১১

অনুঃ—(বৈশ্বদেবের অন্ন থেকে ষোল গ্রাস পরিমাণ কিংবা চার গ্রাস পরিমাণ) তুলে নিয়ে অবনেজন অর্থাৎ জলসহ 'হন্তত' বলে ব্রাহ্মণকে দেবে।১১ (এ সময় দাতা উপবীত হবে এবং মনুষ্যতীর্থে দান করবে।)

১২। যথাঽর্হং ভিক্ষুকান তিথীংশ্চ সংভজেরন্।১২

অনুঃ—ভিক্ষুক এবং অতিথিগণকে যথাযোগ্য (ভিক্ষা, ভোজনাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করবে।

১৩। বালজ্যেষ্ঠা গৃহ্যা যথার্হমশ্নীয়ুঃ।১৩

অনুঃ—ঘরের পুত্রাদি বালকদের আগে যথাযোগ্য ভোজন করাবে। (অর্থাৎ গৃহস্বামী বাড়ির পরিজনদের বিশেষভাবে কমবয়স্কদের আগে খাইয়ে তারপর নিজে খাবে।)১৩

১৪। পশ্চাদ্ গৃহপতিঃ পত্নী চ।১৪

১৫। পূর্বো বা গৃহপতিঃ। তস্মাদ্স্বা (দি ? দ্বি) ষ্টং গৃহপতিঃ পূর্বোঽতিথিভ্যোঽশ্নীয়াদিতিশ্রুতেঃ।১৫

অনুঃ—পরে গৃহস্বামী এবং তাঁর পত্নী ভোজন করবে। অথবা গৃহস্বামী পত্নীর আগে ভক্ষণ করবে। কোনও কোনও শ্রুতি থেকে জানা যায় যে, খাদ্যের মধ্যে যেটি প্রিয় বা অভিলষিত সেটি গৃহস্বামী অতিথিরও আগে ভক্ষণ করে, কখনও বা অতিথির পর কিন্তু পত্নীর পূর্বে ভক্ষণ করে। ১৪-১৫

১৬। অহরহঃ স্বাহা কুর্যাদন্নাভাবে কেনচিদাকাষ্ঠাদ্দেবেভ্যঃপিতৃভ্যো মনুষ্যেভ্যশ্চোদপাত্রাৎ।১৬

অনুঃ—প্রতিদিন দেবতাদের উদ্দেশ্যে হবন করবে, অন্নের অভাব ঘটলে যে কোন দ্রব্য এমন কি কাষ্ঠেরদ্বারাও আহুতি দেবে। সেইরূপ পিতৃদের (পিতৃযজ্ঞ) এবং মনুষ্যদের উদ্দেশ্যে (মনুষ্যযজ্ঞ) অন্নের অভাব হ'লে জলপাত্র থেকে জল দ্বারাও করবে।

নবম কণ্ডিকা সমাপ্ত

দ্বিতীয় কাণ্ড—দশম কণ্ডিকা (উপাকর্ম)*

[উপাকর্ম বলতে বাৎসরিক পাঠক্রমের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান বুঝায় ।]

১। অথাতোধ্যোয়োপাকর্ম ।১

অনুঃ—(অথ) পঞ্চ মহাযজ্ঞের পর অধ্যয়নের উপাকর্ম অর্থাৎ উপক্রম ব্যাখ্যা করা হবে। (অধ্যয়ন উপক্রমের বিধি আলোচনা করা হবে) ।১

২। ওষধীনাং প্রাদুর্ভাবে শ্রবণেন শ্রাবণ্যাং পৌর্ণমাস্যাং শ্রাবণস্য পঞ্চমীং হস্তেন বা ।২

অনুঃ—অপামার্গাদি ওষধির প্রাদুর্ভাব হলে শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত শ্রাবণী পূর্ণিমায় অথবা হস্তা নক্ষত্রযুক্ত শ্রাবণী পঞ্চমীতে (উপাকর্ম অনুষ্ঠান করা হবে ।)২

এখানে মতভেদও দৃষ্ট হয় । কোন কোন আচার্য উক্ত দুইটি দিনের পরিবর্তে চারটি দিন নির্ধারণ করেন, যথা, ওষধি সমূহের প্রাদুর্ভাব দেখা গেলে (১) শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত দিবসে, অথবা (২) শ্রাবণী পূর্ণিমায় অথবা (৩) শ্রাবণী পঞ্চমীতে অথবা হস্তা নক্ষত্রযুক্ত দিবসে । (হরিহর জয়রাম ভাষ্যে উদ্ধৃত) ।

৩। আজ্যভাগাবিষ্ট্বাজ্যাহুতীর্জুহোতি ।৩

অনুঃ—[বেদাধ্যয়নকারী) প্রথমে (আজ্যভাগাবিষ্ট্বা) পঞ্চভূসংস্কারপূর্বক অগ্নিস্থাপনাদি আজ্যভাগ হোম পর্যন্ত করে (আজ্যাহুতী জুহোতি) পৃথিব্যাদি সকল দেবতার উদ্দেশ্যে দুটি আজ্যাহুতি দেবে ।৩ .

উক্তি দুইটি আজ্যাহুতি সম্পর্কে পরবর্তী নির্দেশ হ'লো—

৪। পৃথিব্যা অগ্নয় ইত্যৃগ্বেদে ।৪

অনুঃ—ঋগ্বেদে অধ্যয়ন আরম্ভ করলে পৃথিব্যৈ স্বাহা ও অগ্নয়ে স্বাহা মন্ত্রে দুইটি আহুতি দেবে ।৪

৫। অন্তরিক্ষায় বায়ব ইতি যজুর্বেদে ।৫

অনুঃ—যজুর্বেদ অধ্যয়ন করলে—অন্তরিক্ষায় স্বাহা ও বায়বে স্বাহা মন্ত্রে দুইটি আহুতি দেবে ।৫

---

*Hermann Oldenberg বলেছেন—Opening Ceremony at the beginning of the annual course cf study (B. B E. S. P. 321).

The Upakarman Ceremony signifies the inaugural ceremony of the academic session of ancient Vedic Universities (India of Vedic Kalpa Sutra P. 301).

৬। দিবে সূর্যায়েতি সামবেদে।৬

অনুঃ—সামবেদ অধ্যয়ন করলে দিবে স্বাহা ও সূর্যায় স্বাহা মন্ত্রে দুইটি আহুতি দেবে।৬

৭। দিগ্‌ভ্যশ্চন্দ্রমস ইত্যথর্ববেদে।৭

অনুঃ—অথর্ববেদ অধ্যয়ন করলে দিগ্‌ভ্যঃ স্বাহা এবং চন্দ্রমসে স্বাহা মন্ত্রে দুইটি আজ্যাহুতি দেবে।৭

৮। ব্রহ্মণে ছন্দোভ্যশ্চেতি সর্বত্র।৮

অনুঃ—'ব্রহ্মণে স্বাহা' এবং ছন্দোভ্যঃ স্বাহা' মন্ত্রে সর্বক্ষেত্রেই (অতিরিক্ত দুইটি করে আজ্যাহুতি দিতে হয়। অর্থাৎ যে বেদের জন্য যে দুটি করে আহুতি নির্দিষ্ট আছে সেই দুটি আহুতি দেওয়ার পর আবার এই দুইটি আহুতি দিতে হয়।) ৮

৯। প্রজাপতয়ে দেবেভ্য ঋষিভ্যঃ শ্রদ্ধায়ৈ মেধায়ৈ সদসস্পতয়ে অনুমতয় ইতি চ।৯

অনুঃ—(উক্ত আহুতির সঙ্গে আবার প্রতিটি ক্ষেত্রেই) প্রজাপতয়ে স্বাহা, দেবেভ্যঃ স্বাহা, ঋষিভ্যঃ স্বাহা, শ্রদ্ধায়ৈ স্বাহা, মেধায়ৈ স্বাহা, সদসস্পতয়ে স্বাহা এবং অনুমতয়ে স্বাহা মন্ত্রে (সাতটি আহুতি দিতে হয়।)৯

১০। এতদেব ব্রতাদেশনবিসর্গেষু।১০

অনুঃ—(এতৎ) উপকর্মে বিহিত উক্ত পৃথিব্যৈ থেকে অনুমতয়ে পর্যন্ত আজ্যাহুতি রূপ কর্ম (ব্রতাদেশন) উপনয়ন ও (বিসর্গেষু) সমাবর্তনেও হবে।১০

১১। সদসস্পতিমিত্যক্ষতধানাস্ত্রিঃ।১১

অনুঃ—'সদসস্পতিম্ ইত্যাদি' মন্ত্র পাঠ করে (আচার্য) তিনবার অক্ষতধান্য আহুতি দেবে।১১

মন্ত্র—সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যম্।
সনিং মেধা ময়াশিষং স্বাহা॥ বা সং ৩২।১৩

মন্ত্রার্থঃ ঋষি—ব্রহ্মা, ছন্দঃ—গায়ত্রী, দেবতা—সদসস্পতি, বিনিয়োগ—অক্ষতধান্য হোম।

অনুঃ—(সদসস্পতিম্) যজ্ঞগৃহের পালক, (অদ্ভুতম্) অচিন্ত্যশক্তিবিশিষ্ট, (প্রিয়মিন্দ্রস্য) ইন্দ্রের প্রিয়, (কাম্যম) কামনীয় বা প্রার্থিগণের কাম্য অগ্নিদেব (সনিম্) ধন (মেধাম্) এবং মেধা (অযাশিষম্) প্রার্থনা করছি (স্বাহা) এবং স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি।

১২। সর্বেঽনুপঠেয়ুঃ ।১২

অনুঃ—(আচার্য যখন 'সদসস্পতিম্' ইত্যাদি মন্ত্রটি পাঠ করবেন) তখন সমস্ত শিষ্যও সেই সঙ্গে (মন্ত্রটি) পাঠ করবে ।১২

১৩। হুত্বা হুত্বৌ দুম্বর্ষস্তিস্র স্তিস্রঃ সমিধ আদধ্যুরাদ্রাঃ সপলাশা ঘৃতাক্তাঃ সাবিত্র্যা ।১৩

অনুঃ—(অক্ষতধান্যাহুতিদানের পর) 'তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি-ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ স্বাহা' য. সং ৩।৫৫ সাবিত্রী মন্ত্র পাঠ করতে করতে একটি একটি করে করে আহুতি দিয়ে আচার্যের সঙ্গে প্রত্যেক শিষ্য) তিনটি করে ঘৃতাক্ত পত্রসমন্বিত উদুম্বর সমিধ অগ্নিতে আহুতি দেবে। [অর্থাৎ একসঙ্গে তিনটি সমিধ আহুতি দেওয়া হবে না, পৃথক পৃথক ভাবে দিতে হবে।]১৩

মন্ত্রার্থ ঃ—বিশ্বামিত্র ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, সবিতা দেবতা, সমিদাধানে বিনিয়োগ।

অনুঃ—আমি জগৎস্রষ্টা সবিতাদেবের সেই বরণীয় তেজকে ধ্যান করি, যে তেজ আমাদের বুদ্ধিকে প্রেরিত করে।

১৪। ব্রহ্মচারিণশ্চ পূর্বকল্পেন ।১৪

অনুঃ—ব্রহ্মচারী শিষ্যগণ ব্রহ্মচর্যব্রতকালীন নির্দিষ্ট অগ্নিপরিচয়ন সমিদাধান মন্ত্রে সমিদাধান করবে ।১৪

১৫। শন্নোভবংত্বিত্যক্ষতধানা অথাদন্তঃ প্রাশ্নীয়ুঃ ।১৫

অনুঃ—(আচার্যের সঙ্গে শিষ্যগণ সকলে) 'শন্নোভবন্তু' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে অক্ষত যবের কণাগুলি না চিবিয়ে খাবে ।১৫

মন্ত্র ঃ—শং নো ভবন্তু বাজিনো হবেষু দেবতাতা মিতদ্রবঃ স্বর্কাঃ।
জম্ভয়ন্তোঽহিং বৃকং রক্ষাংসি সনেম্যস্মদ্যুযবন্নমীবা ॥

বাঃ সং ৯।১৬

মন্ত্রার্থ ঃ—ঋষি—বশিষ্ট, ছন্দঃ—বিরাট, দেবতা—অশ্ব, অক্ষতধানপ্রাশনে বিনিয়োগ।

অনুঃ—(দেবতাতা) দেবযজ্ঞে (হবেষু) আহূত হয়ে (বাজিনঃ) অশ্বগুলি (শং নঃ ভবন্তু) আমাদের সুখর হোক, সেই (মিতদ্রবঃ) পরিমিতগতিশীল, (স্বর্কাঃ) সুশ্রী অশ্বগুলি (অহিং বৃক্ রক্ষাংসি) সর্প, বৃক ও রাক্ষসগণকে (জম্ভয়ন্তঃ) বিনাশ করতে করতে (সনেমি) শীঘ্রই (অস্মৎ) আমাদের থেকে (অমীবাঃ) রোগগুলিকে, (যুযবন,) পৃথক করে দিক অর্থাৎ আমাদের ব্যাধিগুলিকে দূর করুক।

১৬। দধিক্রাব্ণ ইতি দধি ভক্ষয়েয়ুঃ ।১৬

অনুঃ—'দধিক্রাব্ণ'…ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে দধি ভক্ষণ করবে।১৬

মন্ত্র ঃ—দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরৎ প্রণ আয়ুংষি তারিষ্যৎ ॥ বা, সং ২৩।৩২

ঋষি—বামদেবাৎ প্রজ দধিক্রাব। ছন্দঃ—অনুষ্টুপ, দেবতা—অশ্ব (উবট্—বৈশ্বদেবতা), বিনিয়োগ—দধিপ্রাশন।

মন্ত্রার্থ ঃ—(দধিক্রাবণঃ) দধিভক্ষণকারী অথবা নরবাহক, (জিষ্ণোঃ) জয়শীল (ব্যজিনঃ) শীঘ্রগামী (অশ্বস্য) অশ্বের সংস্কারের জন্য (অকারিষং) আমরা অশ্লীল ভাষণ করেছি। এজন্য আমাদের মুখ দুর্গন্ধ হয়েছে, এই দধি ভক্ষণে) (মুখা সুরভিকর-) আমাদের মুখ সুগন্ধ করুক। (ন আয়ুংষি প্রতারিষৎ) আমাদের জীবন বর্ধন করুক

[উবট এবং মহীধর ভাষ্যে উল্লেখ আছে যে এই মন্ত্রের বিনিয়োগ অশ্বমেধ যজ্ঞে। প্রসঙ্গ হ'লো অশ্বের নিকট নিদ্রিতা যজমান পত্নীকে তুলে অধ্বর্যু আদি ঋত্বিকগণ উক্ত মন্ত্র পাঠ করবে। গৃহ্যসূত্রে মন্দটি দধিভক্ষণ প্রসঙ্গে উল্লিখিত, এ প্রসঙ্গে বলা যায়, শ্রৌতসূত্র অপেক্ষা গৃহ্যসূত্রের বিনিয়োগ অর্থ বিচারে অধিকতর প্রাসঙ্গিক।]

১৭। স যাবন্তং গণমিচ্ছেত্তাবতস্তিলানাকর্ষ ফলকেন জুহুয়াৎ সাবিত্র্যা শুক্রজ্যোতিরিত্যনুবাকেন বা ॥১৭

অনুঃ—(স) আচার্য, যতগুলি ইচ্ছা করবেন। (অর্থাৎ যতগুলি শিষ্যকে সমিদাধান করাবেন, ততগুলি তিল এবং বাহু পরিমিত সর্পাকৃতি উদুম্বর খণ্ড 'তৎসবিতুঃ… ইত্যাদি সাবিত্রী মন্ত্র দ্বারা অথবা 'শুক্রজ্যোতি' প্রভৃতি সাতটি অনুবাক দ্বারা আহুতি দেবে।১৭

মন্ত্রঃ—(১) শুক্রজ্যোতিশ্চ চিত্রজ্যোতিশ্চ সত্যজ্যোতিশ্চ জ্যোতিষ্মাঁশ্চ শুক্রশ্চ ঋতপাশ্চাত্যংহাঃ ॥ বা, সং ১৭।৮০

মন্ত্রার্থ ঃ—(শুক্রজ্যোতিঃ) শুদ্ধজ্যোতিসম্পন্ন, (চিত্রজ্যোতিঃ) দর্শনীয় তেজসম্পন্ন, সত্যজ্যোতি, জ্যোতিষ্মান বা তেজস্বরূপ (শুক্র) দীপ্যমান, (ঋতপা) সত্যের পালক এবং (অত্যং হাঃ) পাপের অতীত [মরুদ্গণ। আমাদের যজ্ঞে এস।

ঋষি—পরমেষ্ঠী, ছন্দঃ—উষ্ণিক্, দেবতা—মরুদ্গণ, বিনিয়োগ—সমিদাধান।

মন্ত্রঃ—ঈদৃঙ্ চান্যাদৃঙ্ চ সদৃঙ্ চ পতিসদৃঙ্। মিতশ্চ সংমিতশ্চ সভরাঃ ॥ যজুঃ ১৭।৮১

মন্ত্রার্থ ঃ—(ঈদৃঙ) [তোমরা] এই পুরোডাশ দেখ, (অন্যাদৃঙ্) অন্য পুরোডাশও দেখ, (সদৃঙ) সমদর্শী (পতিদৃঙ্) সাপেক্ষ সমদর্শী, (মিতঃ) সানযুক্ত অথবা

উত্তম, মধ্যম ও অধমের তুল্য, (সংমিতঃ) সম্যক্ রূপে প্রতিষ্ঠিত এবং (সভরাঃ) একসাথে রক্ষাকারী (মরুদ্‌গণ ! আমাদের যজ্ঞে এস)।

ঋষি—পরমেষ্ঠী, ছন্দঃ—গায়ত্রী, দেবতা ও বিনিয়োগ পূর্ববৎ।

মন্ত্র ঃ—ঋতশ্চ সত্যশ্চ ধ্রুবশ্চ ধরুণশ্চ। ধর্তা চ বিধর্তা চ বিধারয়ঃ॥
ঐ ১৭।৮২

মন্ত্রার্থ ঃ—[হে মরুদ্‌গণ।] তোমরা ঋত, সত্য, স্থির, ধারক, ধর্তা, বিধর্তা এবং বিভিন্ন বস্তুর ধারণকারী [তোমরা আমাদের যজ্ঞে এস]

ছন্দঃ—গায়ত্রী, ঋষি, দেবতা ও বিনিয়োগ—পূর্ববৎ।

মন্ত্র ঃ—(৪) ঋতজিচ্চ সত্যজিচ্চ সেনজিচ্চ সুষেণশ্চ। অন্তিমিত্রশ্চ দূরে অমিত্রশ্চ গণঃ॥ ঐ ১৭।৮৩

মন্ত্রার্থ ঃ—[হে মরুদ্‌গণ।] ঋতজিৎ (যজ্ঞজয়ী), সত্যজেতা, শত্রু-সৈন্যজয়ী, শোভন সেনাবিশিষ্ট, মিত্রের নিকটবর্তী বা মিত্রবিশিষ্ট এবং দূরবর্তী শত্রুগণ বা শত্রু-বিহীন [তোমরা আমাদের যজ্ঞে এস]।

ছন্দঃ—উষ্ণিক, দেবতা, ঋষি ও বিনিয়োগ পূর্ববৎ।

মন্ত্র ঃ—(৫) ঈদৃক্ষাস এতাদৃক্ষাস ঊষুণঃ সদৃক্ষাসঃ প্রতিসদৃক্ষাস এতন। মিতাসশ্চ সম্মিতাসো নো অদ্য সভরসো মরুতো যজ্ঞে অস্মিন।
ঐ ১৭।৮৪

মন্ত্রার্থ ঃ—এই সজীব-নির্জীব সকলকে দর্শনকারী, সকলকে সমভাবে দর্শনকারী, প্রত্যেকের প্রতি সমদর্শনকারী, মানপ্রাপ্ত, সম্মিত, সমান অলঙ্কারধারী মরুদ্‌গণ। [তোমরা] আজ এই যজ্ঞে এস।

মন্ত্র ঃ (৬) স্বতবাংশ্চ প্রঘাসী চ সন্তাপনশ্চ গৃহমেধী চ।
ক্রীড়ী চ শাকী চোজ্জেষী॥ ঐ ১৭।৮৫

মন্ত্রার্থ ঃ—স্বাধীন বলশালী, পুরোডাশভক্ষণশীল বা যজ্ঞান্নভোজী, সূর্যের সাথে সম্বন্ধযুক্ত, গৃহস্থ ধর্মের পরিপালক, ক্রীড়াশীল, সমর্থযুক্ত এবং বিজয়ী [মরুদ্‌গণ] তোমরা আমাদের যজ্ঞে এস।

ছন্দঃ—নিচৃৎ শক্করী, দেবতা—চাতুর্মাস্য, ঋষি ও বিনিয়োগ—পূর্ববৎ।

মন্ত্র ঃ—(৭) ইন্দ্রং দৈবীর্বিশো মরুতো নুবর্ত্মানোঽভবন্ যথেন্দ্রং দৈবীর্বিশো মরুতোঽনুবর্ত্মানোঽভবন্। এবমিমং যজমানং দৈবীশ্চ বিশো মানুষীশ্চানুবর্ত্মানো ভবন্তু। যজুঃ ১৭।৮৬

মন্ত্রার্থ ঃ—মরুদ্‌রূপ দৈব প্রজাগণ ইন্দ্রের অনুবর্তন করেছিলেন। দৈবপ্রজা

মরুদ্‌গণ যেরূপ ইন্দ্রের অনুগমন করেছিলেন সেরূপ দৈব ও মানুষী প্রজাগণও যজমানের অনুবর্তন করুক।

ছন্দঃ—উষ্ণিক্, ঋষি—পরমেষ্ঠী, দেবতা—ইন্দ্র ও মরুদ্‌গণ। বিনিয়োগ পূর্ববৎ।

১৮। প্রাশনান্তে প্রত্যঙ্‌মুখেভ্য উপবিষ্টেভ্য ওঙ্কার মুক্ত্বা ত্রিশ্চ সাবিত্রীমধ্যায়াদীন্ প্রব্রূয়াৎ।১৮

অনুঃ—প্রাশনের পর (আচার্য পূর্ব মুখে বসে) পশ্চিম মুখে উপবিষ্ট শিষ্যকে তিনবার ওঁ মন্ত্র এবং তিনবার সাবিত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়ে (যজুর্বেদের মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মক) অধ্যায়ের প্রারম্ভিক অংশ পাঠ করাবে।১৮

১৯। ঋষিমুখানি বহবৃচানাম্।১৯

অনুঃ—[ঋগবেদের উপাকরণ] ঋষি ছন্দ সমেত মণ্ডলগুলি শিষ্যদের পাঠ করাবে।১৯

২০। পর্বাণি ছন্দোগানাম্।২০

অনুঃ—সামবেদের উপাকরণে পর্বের প্রারম্ভিকগুলি শিষ্যদের পাঠ করাবে।২০

২১। সূক্তান্যথর্বণানাম্।২১

অনুঃ—অথর্ববেদের উপাকর্মে সূক্তগুলি শিষ্যদের পাঠ করাবে।২১

২২। সর্বেজপন্তি সহনোহস্তু সহনোহবতু সহন ইদং বীর্যবদস্তু ব্রহ্ম। ইন্দ্রস্তদ্‌বেদ যেন যথা ন বিদ্বিষামহ ইতি।২২

অনুঃ—[আচার্যের সঙ্গে] সকল (শিষ্য) 'সহনোহস্তু......ইত্যাদি মন্ত্রটি জপ করবে।

মন্ত্রার্থ ঃ—এই ব্রহ্ম অর্থাৎ সাঙ্গবেদ (সহ নঃ অস্তু) সমবেত আমাদের সকলের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত হোক। (সহ নঃ অবতু) মিলিত আমাদের সকলকে রক্ষা করুক। এই অধীতবেদ আমাদের সকলের অন্তরে বলশালী হয়ে বিরাজ করুক। সেই সঙ্গে ইন্দ্র (অন্তর্যামী প্রজাপতি) জানুক যে, আমরা বেদজ্ঞান বশতঃ কারও প্রতি বিদ্বেষ করি না।

ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দঃ—যজুষ, দেবতা—ব্রহ্ম, বিনিয়োগ—উপকর্মরূপ।

২৩। ত্রিরাত্রং নাধীয়ীরন্॥২৩

বঙ্গানুবাদ—[উপকর্মের পর] তিনদিন অধ্যয়ন করবে না।

২৪। লোমনখানামকৃন্তনম্ ।২৪

বঙ্গানুবাদ—[উক্ত তিন দিন] লোম ও নখ কাটবে না।

২৫। একে প্রাগুৎসর্গাৎ।২৫

বঙ্গানুবাদ—(এবং) কোন কোন আচার্য বলেন যে, উৎসর্গের পূর্বে তিনদিন লোম ও নখ কাটবে না ।২৫

[এ প্রসঙ্গে ভাষ্যকারদের মতবৈষম্য আছে। যেমন—কর্কাচার্য, জয়রাম, হরিহর ও গদাধর বলেছেন—উৎসর্গশ্চার্ধষষ্ঠান্ মাসান্ অধীত্যোৎসৃজেয়ুঃ। অর্থাৎ তিন মাস অধ্যয়ন করে লোম-নখ কাটবে। কিন্তু বিশ্বনাথ বলেছেন,—'উৎসর্গাহমারভ্য প্রাগত্তরং চ ত্রিরাত্রমনিকৃন্তনানধ্যয়নে ভবতঃ। অর্থাৎ উপাকর্মের পূর্বে ৩ দিন অধ্যয়ন এবং লোম-নখ ছেদন করা হবে না। আবার বলেছেন,—'উপাকর্মণশ্চ প্রাক্ পূর্ব ত্রিরাত্র-মনিকৃন্তনানধ্যয়নে।' অর্থাৎ উপকর্মের পূর্বের তিন দিন লোম-নখ ছেদন করা হবে না। শেষের সিদ্ধান্তটিই গ্রহণীয়।]

ইতি দ্বিতীয় কাণ্ডে দশম কণ্ডিকা।

দ্বিতীয় কাণ্ড—একাদশ কণ্ডিকা (অনধ্যায় প্রকরণ)

১। বাতেহমাবস্যায়াং সর্বানধ্যায়ঃ ॥১

অনুঃ—[পূর্ব প্রকরণে উক্ত 'ত্রিরাত্রং নাধীয়ীরন্' বাক্য থেকেই অনধ্যায় প্রসঙ্গের সূচনা। এবার এই প্রসঙ্গে প্রথম নির্দেশ হ'লো।]

প্রচণ্ড বাতাস বইতে থাকলে অর্থাৎ ঝড়-ঝঞ্ঝা চলতে থাকলে এবং অমাবস্যায় সম্পূর্ণ[১] অনধ্যায়।

২। শ্রাদ্ধাশনে চোল্কাবস্ফূর্জদ্ভূমিচলনাগ্ন্যুৎপাতেষ্বৃতুসন্ধিষু চাকালম্ ॥২

অনুঃ—শ্রাদ্ধান্ন ভোজনের পর, উল্কাপাত, হ'লে, বিদ্যুৎ চমকালে, ভূমিকম্প হলে, (বজ্রাদি দ্বারা) অগ্ন্যুৎপাত হ'লে এবং ঋতুসন্ধিকাল—এই সমস্ত সময়গুলি অনধ্যায় (হিসাবে স্বীকার্য)। আকালম্ অর্থাৎ যে সময় এই বিঘ্নগুলি হয়, তারপর দিন সেই সময় পর্যন্ত। ২

১। সর্ব শব্দের দ্বারা বেদাঙ্গগুলিকেও গ্রহণ করা হয় কেবল মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদই নয়।

কেহ কেহ বলেন, আচার্যের নিকট থেকে যা যা শিক্ষা করা হয় এমনকি লিপি প্রভৃতিও সর্ব শব্দের দ্বারা গ্রহণীয়। অতএব শিল্পাদেরও অনধ্যায় স্বীকৃত হলো। অর্থাৎ সর্বস্তরের শিক্ষার্থীই গুরুর নিকট থেকে যা যা শিক্ষা করে সমস্তই অনধ্যায় দিবসে বন্ধ থাকবে।—কর্ক, জয়রাম প্রভৃতি ভাষ্য।

৩। উৎসৃষ্টেষ্বভ্রদর্শনে সর্বরূপে চ ত্রিরাত্রং ত্রিসন্ধ্যংবা ॥৩

অনুঃ—বেদ-উপসর্গকালে (অভ্রদর্শনে সর্বরূপে) বজ্র, বিদ্যুৎ, বর্ষণ সহ মেঘ উপস্থিত হলে অর্থাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হ'লে তিনদিন তিনরাত (কোন আচার্যের মতে) তিন সন্ধ্যা কাল (অনধ্যায় হবে) ।৩

৪। ভুক্ত্বা আর্দ্রপাণিরুদকে নিশায়াং সন্ধিবেলয়োরন্তঃশবে গ্রামেঽন্তর্দিবাকীর্ত্যে ॥৪

অনুঃ—(১) ভোজন করে আচমন করার পরও হাতের জল না শুখান পর্যন্ত, (২) জলের মধ্যে (বসে বা দাঁড়িয়ে), (৩) (নিশায়াং৩) মধ্যরাত্রে অর্থাৎ রাত্রির দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরে, (৪) (সন্ধিবেলয়োঃ) দিন ও রাত্রির উভয় সন্ধ্যা বেলায়, (৫) (অন্তঃশবে গ্রামে) মধ্যে কোন মৃতদেহ পড়ে থাকলে—সেই গ্রামে, এবং (৬) (অন্তঃ দিবা কীর্ত্যে) দিবা ভাগে পঠনীয় প্রবর্গ্যাদিই দিবাকীর্তি বা দিবাকীর্ত্য পাঠ গ্রাম-মধ্যে নিষিদ্ধ ; [অন্যমতে] চণ্ডাল অধ্যুষিত গ্রামে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ) ।৪

৫। ধাবতোঽভিশস্তপতিতদর্শনাশ্চর্যাভ্যুদয়েষু চ তৎকালম্ ॥৫

অনুঃ—১) দৌড়াতে দৌড়াতে, ২) (অভিশস্ত) ব্রহ্মহত্যাদি পাপে অভিযুক্ত বা অভিশপ্ত ব্যক্তির এবং ব্রহ্মহত্যাদি জন্য পতিত ব্যক্তির দর্শনে, ৩) যাদুবিদ্যাদি বিস্ময়াবহ ঘটনা দর্শনকালে, ৪) পুত্রজনন-বিবাহাদি যে অভ্যুদয়কাল—সেই সমস্ত সময়ে (অধ্যয়ন নিষিদ্ধ) ।

৬। নীহারে বাদিত্রশব্দ আর্তস্বনে গ্রামান্তে শ্মশানে শ্বগর্দভোলূক-শৃগালসামশব্দেষু শিষ্টাচরিতে চ তৎকালম্ ॥৬

অনুঃ—১) কুজ্ঝটিকা বা কুয়াশায় আচ্ছন্ন কালে, ২) [মৃদঙ্গ প্রভৃতি] বাদ্য বাজনার সময়, ৩) দুঃখী বা পীড়িত ব্যক্তি ক্রন্দন করতে থাকলে, ৪) গ্রামের শেষ সীমায়, ৫) শ্মশানে, ৬) কুকুর, গাধা, পেঁচা, শৃগাল, সাম এদের শব্দ বা ডাক শোনা গেলে এবং ৬) (শিষ্টা চরিতে) শিষ্ট বা শ্রোত্রিয়ের আগমন ঘটলে—সেই সেই কাল অনধ্যায়ের কাল (অর্থাৎ ঐ সমস্ত সময়ে অধ্যয় নিষিদ্ধ) ।৬

৭। গুরৌ প্রেতেঽপোঽভ্যবেয়াদ্ দশরাত্রং চোপরমেৎ ॥৭

অনুঃ—গুরু বা আচার্যের মৃত্যু হলে উদক ক্রিয়া করবে (অর্থাৎ স্নান করে জলদান করবে) এবং দশদিন অধ্যয়ন থেকে বিরত থাকবে। [অতএবব আচার্য মরণে দশদিন অনধ্যায়] ।৭

৮। সতানূনপ্ত্রিনি সব্রহ্মচারিণি চ ত্রিরাত্রম্ ॥৮

অনুঃ—(সতানূনপ্ত্রিণি) সোমযোগে ঋত্বিগদের এবং দীক্ষিতের আজ্যাভিমর্শন-লক্ষণ কর্মকে বলা হয় তানূনপ্ত্র ; সেই তানূনপ্ত্রের সঙ্গে আজ্যকে স্পর্শকারীর নাম

সতানূনপ্ত্রী। (অর্থাৎ সোমযাগে সহকর্মী। তার মৃত্যুতে এবং (সব্রহ্মচারিনি) সহপাঠী তথা সতীর্থের মৃত্যুতে তিন রাত্রি (অধ্যয়ন নিষিদ্ধ) ।৮

৯। একরাত্রমসব্রহ্মচারিণি ॥৯

অনুঃ—(অসব্রহ্মচারী) অর্থাৎ সতীর্থ নয় কিন্তু সহপাঠী—তার মৃত্যুতে একরাত্রি (অন্যধ্যায়) ।৯

১০। অর্ধষষ্ঠান্ মাসানধীত্যোৎসৃজেয়ুঃ ॥১০

অনুঃ—(অর্ধষষ্ঠান—অর্ধঃষষ্ঠঃ মাসঃ যেষাং মাসানাং তে অর্ধষষ্ঠাঃ।) অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ মাস অধ্যয়ন করে বেদোৎসর্গ করবে ।১০

১১। অর্ধসপ্তমান্ বা ॥১১

অনুঃ—[বিকল্প মত] সাড়ে ছ মাস অধ্যয়ন করে উৎসর্গ করবে ।।১১

১২। অথেমামৃচং জপন্তি উভাকবী যুবা যো নো ধর্মঃ পরাপতৎ। পরিসখ্যস্য ধর্মিনো বিসখ্যানি বিসৃজামহ ইতি ॥১২

অনুঃ—(অথ) অনন্তর [আচার্যের সঙ্গে শিষ্য] উভাকবী ইত্যাদি ঋক্‌টি পাঠ করবে ।১২

মন্ত্র ঃ উভাকবী……বিসৃজামহে ॥

পরমেষ্ঠী ঋষি, অনুষ্টুপছন্দ, অশ্বিনৌ দেবতা, জপে বিনিয়োগ।

মন্ত্রার্থ ঃ হে অশ্বিনীকুমার দ্বয়। (উভা কবী যুবা) তোমরা উভয়ে ক্রান্তদর্শী এবং তরুণবয়স্ক। আর তোমাদের দ্বারা সম্পাদিত যে ধর্ম, তা আমাদের মৈত্রীভাব রক্ষা করার জন্য এসেছে। আর সেই ধর্মের দ্বারাই আমরা (বিসখ্যানি) বিদ্বেষ প্রভৃতি ত্যাগ করে থাকি।

১৩। ত্রিরাত্রংসহোষ্য বিপ্রতিষ্ঠেরন্ ॥১৩

অনুঃ—তিনরাত্রি (আচার্যের সঙ্গে শিষ্য) একত্র বাস করে তারপর শিষ্য (বিপ্রতিষ্ঠেরন্) অন্যত্র বা দেশান্তরে বাস করবে ।১৩

[এপ্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য—তিনরাত্রি আচার্যের সঙ্গে একত্র বাসটিই প্রকৃত নিয়ম। তারপর প্রয়োজন অনুসারে শিষ্য অন্যত্র বাস করতে পারে। [১]]

ইতি একাদশ কণ্ডিকা

২। কর্কসম্মত পাঠ—দিবাকীর্তিঃ। মনু ৫।৮৫

৩। নিশায়াম্—কর্কভাষ্যে—'নিশাশব্দেনাধরাত্রমুচ্যতে স্মৃত্যন্তরাৎ'। অর্থাৎ অর্ধরাত্রে।

১। বিশ্বনাথ ভাষ্যে—অত্র ত্রিরাত্রং সহবাস নিয়মে বিপ্রবাসাংশেঽনুবাদঃ। অতচ্চ সতি প্রয়োজনে বিপ্রতিষ্ঠেরন্ প্রবাসং কুর্যুঃ।

দ্বিতীয় কাণ্ড—দ্বাদশ কণ্ডিকা—(উৎসর্গ)

১। পৌষস্য রোহিণ্যাং মধ্যমায়াং বা অষ্টকায়ামধ্যায়ানুৎসৃজেরন্ ॥১

অনুঃ—পৌষমাসের রোহিণী নক্ষত্রে অথবা কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে (অধ্যায়ান্) পূর্বস্বীকৃত বেদাধ্যয়ন উৎসর্গ করবে।১

[পূর্ব উপাকৃত বেদের উৎসর্গ করার অর্থ হলো, এবার যতদিন পর্যন্ত পুনঃ উপাকর্ম না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত বেদ অধ্যয়ন করবে না। এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য হ'লো পুনরায় নূতন পাঠগ্রহণ।]

উৎসর্গবিধি—

২। উদকান্তং গত্বা অদ্ভির্দেবাঁশ্ছন্দাংসি বেদান্ ঋষীন্ পুরাণাচার্যান্ গন্ধর্বানিতরাচার্যান্ সংবৎসরং চ সাবয়বং পিতৃনাচার্যান্ স্বাঁশ্চ তর্পয়েয়ুঃ,

অনুঃ—(উদকান্তং গত্বা)—নদী অথবা কোন জলাশয়ে গিয়ে অর্থাৎ স্নান করে [আচার্যের সঙ্গে শিষ্য] জল দিয়ে দেবতাদের, ছন্দের, বেদসমূহের, ঋষিদের, পুরাণাচার্যদের, গন্ধর্বদের, অন্য আচার্যদের, [দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু প্রভৃতি) অবয়বসহ সংবৎসরের এবং নিজের মৃত পিতা পিতামহাদি ও আচার্যদের তর্পণ করবে।২

৩। সাবিত্রীং চতুরনুদ্রুত্য বিরতা স্ম ইতি প্রব্রুয়ুঃ ॥৩

অনুঃ—সাবিত্রীমন্ত্রকে চার ভাগে বিভক্ত করে পড়ে 'বিরতাস্ম' (অর্থাৎ আমরা পাঠ থেকে বিরত হচ্ছি) কথাটি বলবে।৩

৪। ক্ষপণং প্রবচনং চ পূর্ববৎ ॥৪

অনুঃ ক্ষপণং—অনধ্যয়ন ; নখলোমাদি ছেদন।

প্রবচনং—শুক্লপক্ষে বেদাধ্যয়ন, কৃষ্ণপক্ষে বেদাঙ্গগুলির অধ্যয়ন তারপর আবার সাড়ে ছয় বা সাড়ে সাতমাস অধ্যয়ন করে উৎসর্গ করে পুনরায় উপাকর্ম।

অনধ্যায়, নখলোমাদি ছেদন, যথাকালে বেদ-বেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন, বেদোৎসর্গ প্রভৃতি কাজগুলি পূর্ববর্তী প্রকরণের ন্যায় হবে।৪

ইতি দ্বাদশী কণ্ডিকা

৮। তানুনপত্র—The 'Tanunaptra' is an invocation directed to Tanunaptri (i. e. the wind) by which the officiating priest and the yagamana at a Soma Sacrifice their faith to do no herm of each other.

দ্বিতীয় কাণ্ড—ত্রয়োদশ কণ্ডিকা—[লাঙ্গল যোজন]

১। পুণ্যাহে লাঙ্গলযোজনা জ্যেষ্ঠয়া বেন্দ্রদৈবত্যম্ ।১

(যারা কৃষিকর্মে প্রবৃত্ত হবে তাদের প্রথম বা প্রারম্ভিক কর্ম সম্পর্কে নির্দেশ—)

অনু ঃ—পুণ্যাহে অর্থাৎ উত্তরায়ণে, শুক্লপক্ষে, চন্দ্রশুদ্ধি ও তারাশুদ্ধিকালে লাঙ্গলযোজন অর্থাৎ ক্ষেত্রে প্রথম হলসঞ্চালন করা হবে।

পক্ষান্তরে কোন কোন আচার্য বলেন, (যদি পূর্বোক্ত পুণ্যাহ না হয় তাহলে) জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত দিবসে (লাঙ্গলযোজন করা) হবে। কারণ, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের অধিদেবতা ইন্দ্র। (আর ইন্দ্রের কৃপার উপরই কৃষিকর্ম নির্ভর করে)। ১।

২। ইন্দ্রং পর্জন্যমশ্বিনৌ মরুত উদলকাশ্যপং স্বাতিকারীং সীতামনুমতিং চ দধ্নাতণ্ডুলৈ গন্ধৈরক্ষতৈ রিষ্টবাহনডুহো মধুঘৃতে প্রাশয়েৎ ।২

অনু ঃ—ইন্দ্র, পর্জন্য, অশ্বিনীকুমার দ্বয়, মরুৎগণ, উদলাকাশ্যপ, স্বাতিকারী, সীতা এবং অনুমতি—এই আটজন বিশিষ্ট দেবতাকে দই, চাল, চন্দন, যব প্রভৃতি দ্বারা অর্চনা করে (অর্থাৎ 'ইন্দ্রায় নমঃ' পর্জন্যায় নমঃ, অশ্বিভ্যাং নমঃ, মরুদ্ভ্যো নমঃ, উদলাকাশ্যপায় নমঃ, স্বাতিকার্যৈ নমঃ, সীতায়ৈ নমঃ, অনুমত্যৈ নমঃ মন্ত্রে আটজনকে বলি দান করে) (একটি পাত্রে) ঘৃত ও মধু নিয়ে বলদকে খাওয়াবে (বা চাটাবে)। ২।

৩। সীরাযুঞ্জন্তীতি যোজয়েৎ ।৩

অনু ঃ—'সীরাযুঞ্জন্তি কবয়ো যুগা বিতন্বতে পৃথক্। ধীরা দেবেষু সুম্নয়া ॥
(য সং ১২।৬৭)

ঋক্‌টি পাঠ করে দুটি বলদকে হালে যুক্ত করা হবে ।৩

মন্ত্রার্থ ঃ—ধৈর্যশালী কৃষিকর্মে বিশেষজ্ঞরা দবতাদের সুখের জন্য বৃষের সঙ্গে হল যুক্ত করেছেন এবং যুগগুলি বিস্তার লাভ করছে।

ঋষি—বুধ, ছন্দ—গায়ত্রী, সীরদেবতা, বিনিয়োগ—সীরা যোজন।

৪। শুনং সুফালাইতি কৃষেৎ ফালং বাহহলভেত ।৪

মন্ত্র ঃ—শুণং সুফালা বিকৃষন্তু ভূমিং শুণং কীনাশা অভিযন্তু বাহৈঃ।
শুনাসীরা হবিষা তোষমানা সুপিপ্পলা ওষধীঃ কর্তনাস্মৈ ॥
(য, জু স্ ১২।৭৯)—

এই ঋক্ পাঠ করে ভূমি কর্ষণ করবে অথবা হল ভূমি স্পর্শ করাবে। ৫

টিপ্পনী—আশ্বলায়ন গৃহসূত্রে কৃষিকর্ম আরম্ভের কাল হিসাবে উত্তরফাল্গুনী ও রোহিনী নক্ষত্রকে প্রশস্ত হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে। সাংখ্যায়ন গৃহসূত্রে রোহিনী নক্ষত্রকে প্রশস্ত বলা হয়েছে।

মন্ত্রার্থ ঃ—সুন্দর ফলাযুক্ত হলগুলি অনায়াসে ভূমি কর্ষণ করুক। কৃষকগণ বলদগণের সাথে সুখে থাকুক। হে রায় ও আদিত্য তোমরা জল দিয়ে ভূমি সিক্ত করে ওষধি সকলকে বা যজমানের ফসলকে ফলশালী কর। ৪

ঋষি—কুমারহারিত, ছন্দ—ত্রিষ্টুপ, সীরদেবতা, হলকর্ষণ বিনিয়োগ।

৫। নবাহগ্ন্যুপদেশাদ্ বপনানুষঙ্গাচ্চ ।৫

অনু ঃ—অথবা উক্ত দুটি মন্ত্র হলযোজন ও হলকর্ষণে বিনিযুক্ত হয় না। কারণ এই দুইটি অগ্নিচয়নে উপদিষ্ট আছে। বপন অনুষঙ্গেও এই মন্ত্রের প্রয়োগ নাই। ৫

[হরিহর ভাষ্যে উক্ত—অগ্নিপ্রকরণে আম্নাত এই মন্ত্র দুইটির এ স্থলে প্রয়োগ হয় না। এর অতিদেশ হয় না। অগ্নিপ্রকরণে বীজবপনে 'যা ওষধী ইত্যাদি যে সমস্ত মন্ত্র বিনিযুক্ত হয়, সেইগুলিরও এখানে অনুবর্তন হয় না। কারও কারও মত অতিদেশ না হলেও যদি কেবল লিঙ্গ অনুসারেই বিনিয়োগ হতো তাহলে বপন মন্ত্রগুলিকেও এখানে লিঙ্গ অনুসারে প্রয়োগ করা উচিত।]

৬। অগ্র্যমভিষিচ্যাকৃষ্টং তদাকৃষেয়ুঃ ।৬

অনু ঃ—(অগ্রম্) শ্রেষ্ঠ বলদকে অভিষিক্ত করে (গন্ধ ঘুঘুরমালাদি দ্বারা সজ্জিত করে) (অকৃষ্টং) কর্ষিত হয়নি এমন ভূভাগকে এখন কর্ষণ করবে।

৭। স্থালীপাকস্য পূর্ববদ্দেবতা যজেদুভয়োর্ব্রীহিযবয়োঃ প্রবপন্ সীতাযজ্ঞে চ ।৭

অনু ঃ (এখানে চরুহোমেরও বিধান আছে; সে সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে,) ব্রীহিযব (প্রভৃতি বীজ) বপন কালে এবং সীতাযজ্ঞে, স্থালীপাকের অর্থাৎ চরুর সাহায্যে পূর্বোক্ত অর্থাৎ লাঙ্গলযোজন কর্মে অর্চিত ইন্দ্রাদি অনুমত্যন্ত আটজন দেবতার উদ্দেশ্যে হোম করবে ।৭

৮। ততো ব্রাহ্মণ ভোজনম্ ।৮

অনু ঃ—তারপর (অর্থাৎ চরুদ্বারা স্বিষ্টকৃদ্ধোম করে) ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হয়। ৯

ইতি দ্বিতীয় কাণ্ডে ত্রয়োদশ কণ্ডিকা

দ্বিতীয় কাণ্ড—চতুর্দশ কণ্ডিকা (শ্রবণাকর্ম)

১। অথাতঃ শ্রবণা কর্ম ।১

অনু ঃ এরপর এখন (অবসথ্য অগ্নিসাধ্য কর্ম সম্পাদন চলছে) অতএব শ্রবণা-কর্ম (সম্পর্কে বলা হবে।)। ১

২। শ্রাবণ্যাং পৌর্ণমাস্যাম্ ।২

অনু ঃ—এই অনুষ্ঠান শ্রাবণ মাসের 'পূর্ণিমায় হবে ।২

৩। স্থালীপাকং শ্রপয়িত্বা অক্ষতধানাশ্চৈক কপালং পুরোডাশং ধানানাং ভূয়সীঃ পিষ্টবা আজ্যভাগাবিষ্টবা আজ্যাহুতী জুহোতি ।৩

অনু ঃ চরুপাকে করে অক্ষত যব ধানকে একটি পাত্রে পাক করে ঐ পুরোডাশকে এবং উক্ত ধান-যবগুলিকে পেষণ করে দুটি আজ্যভাগ আহুতি অর্থাৎ অগ্নি ও সোমকে আহুতি দিয়ে দুটি আজ্যাহুতি দিতে হয়। ৩

৪। অপশ্বেত পদাজহি পূর্বেণ চাপরেণ চ। সপ্ত চ বারুণীরিমাঃ প্রজাঃ সর্বাশ্চ রাজবান্ধবৈঃ স্বাহা ।৪

(পূর্বসূত্রে যে দুটি আজ্যাহুতি নির্দেশ করা হয়েছে তার দুটি মন্ত্র এখন বলা হচ্ছে)—

১ম মন্ত্র—অপশ্বেত······বান্ধবৈঃ স্বাহা।

মন্ত্রার্থ ঃ—হে (শ্বেতপদ) গুপ্তচরণ সর্পগণ! (ইমাঃ প্রজা সপ্ত চ) আমার এই সপ্তপিণ্ড, সগোত্র, সোদক অথবা সপ্তকুলজাত—পিতা, মাতা, স্ত্রী, কন্য, ভগিনী, পিতৃষ্বসা, মাতৃষ্বসা (সর্বাশ্চ) সকলের (পূর্বেণ অপরেণ চ, সম্মুখভাগ এবং পশ্চাৎ ভাগ থেকে (বারুনীঃ রাজবান্ধবৈঃ) বাসুকি প্রভৃতি নাগরাজবন্ধুদের সঙ্গে বরুণ সম্বন্ধি নাগগণ (অপজহি) স্বজাতিজনিত মালিন্যধর্ম ত্যাগ করুন বা অন্যত্র গমন করুন (স্বাহা) (সেইসঙ্গে তারা তৃপ্ত হোন।

মন্ত্রের ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দ—অনুষ্টুপ, দেবতা—সর্প, বিনিয়োগ—আজ্যহোম

২য় মন্ত্র ৫। ন বৈ শ্বেতস্যাধ্যাচারেহহিদর্দশ কংচন। শ্বেতায় বৈদর্ব্যায় নমঃ স্বাহেতি ।৫

মন্ত্রার্থ—(এখ্যানে প্রযুক্ত দুটি 'বৈ' শব্দ অতি নিশ্চয়ার্থক) (শ্বেতস্যাধাকারে) শ্বেতচরণ অর্থাৎ পূর্বস্তুত গুপ্তচরণ সর্পগণের অধিকৃত স্থানে (অহিঃ কঞ্চন দদর্শ) কোন সর্প যেন কোনও ব্যক্তিকে পাপদৃষ্টিতে না দর্শন করে। (দর্ব্যায়) দীর্ঘ-

ফনাবিশিষ্ট (শ্বেতায়) সর্প (নমঃ) নমস্কার যুক্ত হয়ে (স্বাহা) সুহুত তথা সুপ্রীত হন (এবং প্রীত হয়ে আমাদের সর্পভয় নিবারন করুন—ইহাই বাক্যার্থ)। ৫

৬। স্থালীপাকেন জুহোতি বিষ্ণবে শ্রবণায় শ্রাবণ্যৈ পৌর্ণমাস্যৈ বর্ষাভ্যশ্চেতি ।৬

অনুবাদ ঃ—বিষ্ণবে স্বাহা, শ্রবণায় স্বাহা, শ্রাবণৈ পৌণমাস্যৈ স্বাহা বর্ষাভ্যঃ স্বাহা—এই পাঁচটি মন্ত্রে চরু দ্বারা পাঁচটি আহুতি দেওয়া হবে।

৭। ধানাবন্তমিতি ধানানাম্ ।৭

অনু ঃ—'ধানাবন্তম্' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে ধান দিয়ে একটি আহুতি দেওয়া হবে ।৭

মন্ত্র—ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুক্থিনম্ ইন্দ্র প্রাতুর্যুষস্বনঃ ॥

যজুঃ ২০।২৯

মন্ত্রার্থ ঃ—ইন্দ্র! তুমি আমাদের প্রাতঃকালীন এই ধান্যজাত, যবজাত অপূপ (পিষ্টক) [পুরোডাশ] ভোগকর ও স্তুতিযুক্ত উক্থ শ্রবণ কর।

এই মন্ত্রের ঋষি, দেবতা বিনিয়োগ, পূর্বানুরূপ, ছন্দঃ—গায়ত্রী।

৮। ঘৃতাক্তান সক্তূন্ সর্পেভ্যো জুহোতি ॥৮

অনু ঃ—সর্পদের উদ্দেশ্যে ঘৃতাক্ত সক্তু (পূর্বোক্ত পিষ্ট ধান-যব দ্বারা ছাতু) আহুতি দেওয়া হবে।

৯। আগ্নেয়পাণ্ডু পার্থিবানাং সর্পানামধিপতয়ে স্বাহা শ্বেতবান্তরিক্ষাণাং সর্পাণামধিপতয়ে স্বাহা অভিভূঃ সৌর্যদিব্যানাং সর্পণামধিপতয়ে স্বাহা ॥৯

অনু ঃ—(এখানে তিনটি মন্ত্র আছে ; এই তিনটি মন্ত্রে ঘৃতাক্ত ছাতুদ্বারা তিনটি আহুতি দেওয়া হবে।)

(১) আগ্নেয়……স্বাহা!

মন্ত্রার্থ ঃ—অগ্নিদৈবত পাণ্ডু নামক এবং পৃথিবীতে বিহার বা বিচরণকারী সর্পদের অধিপতি শেষ বা বাসুকি সুহুত হোক।

(২) শ্বেত……স্বাহা।

শ্বেতজাতীয়, বায়ুদৈবত এবং অন্তরিক্ষে বিচরণকারী সর্পদের অধিপতি সুহুত হোক।

(৩) অভিভূ……স্বাহা।

সকলকে অভিভূতকারী, সূর্যদৈবত এবং দ্যুলোকে বিহারকারী সর্পগণের অধিপতি সুহুত হোক। ৯

১০। সর্বহুতমেককপাল ধ্রুবায় ভৌমায় স্বাহেতি ॥১০

অনুঃ—(সর্বহুতম্) কোনরূপ অবশিষ্ট থাকবে না—এইভাবে একপাত্রস্থ সমস্ত পুরোভাশ নিয়ে ধ্রুবায় ভৌমায় স্বাহা মন্ত্র বলে একটি আহুতি দিতে হবে।১০

১১। প্রাশনান্তে সক্তূনামেকদেশং সূর্পে নুপ্যোপ নিষ্ক্রম্য বহিঃ-শালায়াঃ স্থণ্ডিলমুপলিপ্যোল্কায়াং ধ্রিয়মানায়াং মাহন্তরাগমতেত্যুক্ত্বা বাগযতঃ সর্পানবনেজয়তি ॥১১

অনুঃ—স্থালীপাক প্রাশনের পর পূর্বরক্ষিত ছাতুর একাংশ (তিনটি বলির উপযুক্ত) সূপে (নূপ্য) রেখে (ব্রহ্মোল্কধারার সহিত) গৃহের বহির্দেশে (অঙ্গণে) গিয়ে স্থণ্ডিলটিকে (নিজে গোময় দ্বারা) (উপলেপন) পরিষ্কার করে (উল্কায়াং ধ্রিয়মাণায়াং) অন্যে অপরে একটি কাঠ জ্বালালে (মান্তরাগমতে ত্যুক্ত্বা এই অবসথ্য অগ্নির এবং আমার মধ্যে যেন কেউ না আসে —এই কথা বলে আর কোন কথা না বলে সর্পগণকে অবনেজন করবে। (অর্থাৎ জল দ্বারা সর্পকে অবনিক্ত করে শুচি করবে) (উক্ত কর্ম ৩ বার করতে হয়—১২ সংখ্যক সূত্রে ধৃত তিনটি মন্ত্র দ্বারা)।

১২। (ক) আগ্নেয়পাণ্ডু পার্থিবানাং সর্পাণামধিপতেহবনেনিক্ষ্ব

(খ) শ্বেতবায়বান্তরিক্ষানাং সর্পাণামধিপতেহবনেনিক্ষ্ব

(খ) অভিভূঃ সৌর্যদিব্যানাং সর্পাণামধিপতেহবনেনিক্ষ্বেতি ॥১২

অনুঃ—i) অগ্নিদৈবত, পাণ্ডুনামক ও পৃথিবীস্থিত সর্পগণের অধিপতি অবনিক্ত হয়ে শুচি হও।

ii) শ্বেতজাতীয়, বায়ুদৈবত অন্তরিক্ষস্থ সর্পগণের অধিপতি অবনিক্ত হয়ে শুচি হও।

iii) সকলকে অভিভবকারী, সূর্যদৈবত, দ্যুলোকস্থ সর্পগণের অধিপতি অবনিক্ত হয়ে শুচি হও।

১৩। যথাবনিক্তং দর্ব্যোপঘাতং সক্তূন্ সর্পেভ্যো বলিং হরতি ॥১৩

অনু ঃ—যথাযথ অবনেজন হলে অর্থাৎ যে যে স্থানে অবনেজন করা হয়েছে সেই স্থানে দর্বী (যজ্ঞীয় কাষ্ঠে নির্মিত অঙ্গুষ্ঠ পর্ব বিস্তীর্ণ) দ্বারা আঘাত করে (নেওয়া) ছাতুগুলিকে সর্পের উদ্দেশ্যে [১৪শ সংখ্যক সূত্রে প্রদত্ত তিনটি মন্ত্র দ্বারা তিনটি) বলি দেওয়া হবে।১৩

১৪। আগ্নেয় পাণ্ডুপার্থিবানাং সর্পানামধিপত এষ তে বলিং শ্বেত-বায়বান্তরিক্ষানাং সর্পানামধিপত এষ তে বলিরভিভূঃ সৌর্যদিব্যানাং সর্পানামধিপত এষতে বলিরিতি ॥১৪

অনু ঃ—অর্থ ৯ ও ১২ সংখ্যক মন্ত্রের অনুরূপ, কেবল শেষে 'এটি তোমার বলি' বাক্যাংশটি পৃথক।

১৫। অবনেজ্য পূর্ববৎ কঙ্কতৈঃ প্রলিখতি ॥১৫

অনু ঃ—অবনেজনের পর পূর্বের ন্যায় (অর্থাৎ নিম্নলিখিত তিনটি মন্ত্র পাঠ করে তিনটি বলিতে) [কঙ্কতৈঃ] বৈকঙ্কতীয় অর্থাৎ প্রাদেশ প্রমাণ বেঁউচ কাঠ দিয়ে আঁচড় কাটতে হবে।

১৬। (মন্ত্র) আগ্নেয়পাণ্ডুপার্থিবানাং সর্পানামধিপতে প্রলিখস্ব শ্বেতবায়বান্তরিক্ষানাং সর্পানামধিপতে প্রলিখস্বাভিভূঃ সৌর্যদিব্যানাং সর্পানামধিপতে প্রলিখস্বেতি ॥১৬

অনু ঃ—i) আগ্নেয়……প্রলিখস্ব—হে অগ্নিদৈবত……প্রলিখন কর।
ii) শ্বেত…… „ —হে শ্বেত…… „ „।
iii) অভিভূঃ…… „ —হে সকলের অভিভবকারী…প্রলিখন কর।

১৭। অঞ্জনানুলেপনং স্রজশ্চাঙ্ক্ষ্বানুলিম্পস্ব স্রজোহপিনহ্যস্বেতি ॥১৭

অনু ঃ—(এরপর ৩টি বলির উপর কজ্জল ও সুরভি চন্দনাদি লাগাতে হবে ও একটি করে মালা দিতে হবে প্রতিবার পূর্বের ন্যায় মন্ত্র বলে বলে। যেমন)—

i) আগ্নেয়…………অঙ্ক্ষ্ব অনুলিম্পস্ব স্রজোহপিনহ্যস্ব।
ii) শ্বেতবায়বা…… „ „ „ ।
iii) অভিভূঃ…… … „ „ „ ।

১৮। সক্তুশেষং স্থণ্ডিলে ন্যুপ্যোদপাত্রেণোপনিনীয়োপতিষ্ঠতে নমোহস্তু সর্পেভ্য ইতিতিসৃভিঃ ॥১৮

অনু ঃ—অবশিষ্ট ছাতুটি (শূর্প করে) এনে স্থণ্ডিলে (স্রুবর সহায্যে) ঢেলে জলপাত্র দ্বারা (তার উপর) জল ঢেলে দিয়ে 'নমোহস্তু সর্পেভ্যঃ—ইত্যাদি তিনটি ঋক্ দ্বারা সর্পগণকে পূজা বা স্তুতি করবে।

মন্ত্র ঃ—(ক) নমোহস্তু সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবী মনু। যে অন্তরিক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ। যজুঃ ১৩।৬

(খ) যা ইষবো যাতুধানানাং যে বা বনস্পতীংরনু। যে যাংবটেষু শেরতে তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ। ঐ ১৩।৭

(গ) যে বামী রেচনে দিবো যে বা সূর্যস্য রশ্মিষু। যেষামপ্সু সদস্কৃতং তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ। ঐ ১৩।৮

মন্ত্রার্থ—i) পৃথিবীতে যারা আছে, সেই সর্পদের প্রণাম করি ; যারা অন্তরিক্ষে ও যারা দ্যুলোকে আছে সেই সর্পদেব প্রণাম করি।

ii) যারা রাক্ষসদের বাণরূপে বর্তমান, যারা (চন্দন প্রভৃতি) বৃক্ষকে বেষ্টন করে থাকে, যারা গর্তে শুয়ে থাকে সেই সর্পদের প্রণাম করি।

iii) আমাদের অদৃশ্য দ্যুলোকের দীপ্তস্থানে যে সর্প থাকে, সূর্যের কিরণে যে সর্প অবস্থান করে, যাদের জলে বাস সেই সর্পদের নমস্কার করি।

উক্ত তিনটি মন্ত্রের ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দ—অনুষ্টুপ, দেবতা—সর্প, বিনিয়োগ সর্পোপস্থান।

১৯। স যাবৎ কাময়েত ন সর্পা অভ্যপেয়ুরিতি তাবৎসন্ততয়োদধারয়া নিবেশনং ত্রিঃ পরিষিঞ্চন্ পরীয়াদপশ্বেতপদা জহীতি দ্বাভ্যাম্ ॥১৯

অনু ঃ—(স) গৃহস্বামী যেখান থেকে সাপের আগমন ইচ্ছা করে না, সেখানে অনবরত পূর্বোক্ত অপশ্বেত পদা...রাজবান্ধবৈঃ এবং 'নবৈ শ্বেত······বৈদব্যায় নমঃ—এই দুটি মন্ত্র পাঠ করে করে তিনবার জল সেচন করবে এবং তিনবার পরিক্রমা করবে।

[এখানে মন্ত্র দুটি কিন্তু কাজ তিন বার হওয়ায় মন্ত্র দুটি বলে ১ বার সেচন ও ১ বার পরিক্রমণ হবে আর দুবার অমন্ত্রক হবে।]

২০। দর্বী শূর্পং প্রক্ষাল্য প্রতপ্য প্রযচ্ছতি ॥২০

অনুঃ—দবী ও শূর্পটি ধুয়ে (১বার আগুনে) তাতিয়ে (উল্কাধারককে) দিয়ে দেবে। ২০

২১। দ্বারদেশে মার্জয়ন্ত আপো হিষ্ঠেতি তিসৃভিঃ ॥২১

অনু ঃ—(ব্রহ্মা, যজমান ও উল্কাধারক) দ্বারাদেশে দাঁড়িয়ে নিজেকে মার্জন করতে করতে 'আপো হিষ্ঠা' ইত্যাদি তিনটি ঋক্ পাঠ করবে।২১

মন্ত্র ঃ—i) আপোহিষ্ঠা······চক্ষসে ॥ যজু ১১।৫০

ii) যো বঃ······মাতরঃ ॥ ঐ ১১।৫১

iii) তস্মা অরং······চ নঃ " ঐ ১১।৫২

(উক্ত মন্ত্রত্রয়ের অর্থ ১ম কাণ্ডে ৮ম কণ্ডিকায় দেওয়া হয়েছে।)

২২। অনুগুপ্তমেতং সক্তুশেষং নিধায় ততোঽস্তমিতেঽগ্নিং পরিচর্য দর্ব্যোপঘাতং সক্তূন্ সর্পেভ্যো বলিংহরে দাগ্রহায়ণ্যাঃ॥২২

অনু ঃ—অবশিষ্ট সক্তু (ছাতু) সুরক্ষিত করে রেখে সেই সক্তু থেকে প্রতিদিন সূর্যাস্ত গেলে (আবসথ্য) অগ্নির পরিচর্যা করে (অক্ষত হোম করে) সক্তুগুলিকে (উদুখলে ঢেলে) দর্বী দিয়ে অপসৃত অর্থাৎ আঘাত করে অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা পর্যন্ত সর্পগণকে বলিপ্রদান করতে হয়। ২২

২৩। তংহরন্তং নান্তরেন গচ্ছেয়ুঃ।২৩

অনু ঃ—সেই আবসথ্য অগ্নির পরিচর্যা ও বলিপ্রদানের মধ্যে অন্য কারও যাওয়া উচিত নয়।২৩

২৪। দর্ব্যাচমনং প্রক্ষাল্য নিদধাতি॥২৪

অনু ঃ—দর্বীদ্বারা মুখ ধুয়ে সেটি রেখে দেওয়া হবে। (এটি প্রতিদিনের কর্তব্য)। ২৪

২৫। ধানা প্রাশ্নন্ত্যসংস্যুতাঃ॥২৫

অনু ঃ—তারপর ব্রহ্মা, যজমান ও উল্কাধারক—এই তিনজন) [ধানাঃ] ভাজা যবগুলি না চিবিয়ে খাবে। ২৫

২৬। ততো ব্রাহ্মণভোজনম্ ॥২৬।

অনু ঃ—তারপর একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাতে হবে।২৬

ইতি দ্বিতীয় কাণ্ডে চতুর্দশ কণ্ডিকা

দ্বিতীয় কাণ্ড পঞ্চদশ কণ্ডিকা—(ইন্দ্রযজ্ঞ)

১। প্রৌষ্ঠপদ্যামিন্দ্র যজ্ঞঃ।১

অনু ঃ—(প্রৌষ্ঠপদ্যাম্) ভাদ্রপূর্ণিমায় ইন্দ্রযজ্ঞ (করতে হয়)।১

২। পায়সমৈন্দ্রং শ্রপয়িত্বাঽপূপাংশ্চাপূঃ পৈ স্তীর্ত্বাজ্যভাগাবিষ্টবাঽ-জ্যাহুতীর্জুহোতীন্দ্রায়েন্দ্রাণ্যা অজায়ৈকপদেঽহির্বুধ্ন্যায় প্রৌষ্ঠ-পদাভ্যশ্চেতি॥২

অনু ঃ—ইন্দ্রের জন্য পায়স পাক করে এবং পিঠা তৈরী করে সেই পিঠা অগ্নির চতুর্দিকে পেতে আজ্যভাগাহুতি অর্থাৎ অগ্নি ও সোমের উদ্দেশ্যে দুটি আহুতি দিয়ে ইন্দ্রায় স্বাহা, ইন্দ্রান্যৈ স্বাহা, অহির্বুধ্নায় স্বাহা ও প্রোষ্ঠপদাভ্যঃ স্বাহা মন্ত্রে পাঁচটি ঘৃতাহুতি দিতে হয়। (তারপর পায়স দ্বারা ইন্দ্রায় স্বাহা মন্ত্রে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে একবার পায়সাহুতি দিয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা মন্ত্রে একবার অধিক পরিমাণে পায়সাহুতি দিতে হয়।) ২

৩। প্রাশনান্তে মরুদ্ভ্যো বলিং হরত্যহুতাদো মরুত ইতিশ্রুতেঃ ॥৩

অনু ঃ—স্থালীপাকভক্ষণের পর মরুদ্‌গণের উদ্দেশ্যে বলিদান করতে হয়। শ্রুতিতে উল্লেখ আছে যে, মরুদ্‌গণ অহুত দ্রব্য ভক্ষণ করেন, সুতরাং মরুদ্‌গণের উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হবে না।]

৪। আশ্বত্থেষু পলাশেষু মরুতোঽশ্বত্থে তস্থুরিতি বচনাৎ ॥৪

অনু ঃ—(মরুদগণের উদ্দেশ্যে যে বলি প্রদান করা হবে তার পাত্র সম্পর্কে নির্দেশ করা হচ্ছে)—অশ্বত্থ পত্রে (বলি প্রদান করা হবে) যেহেতু শ্রুতি বচনে আছে মরুদ্‌গণ অশ্বত্থে বা অশ্বত্থ পত্রে (তস্থুঃ) বাস করেন। ৪

৫। শুক্রজ্যোতিরিতি প্রতিমন্ত্রম ॥৫

অনু ঃ—'শুক্রজ্যোতিঃ' ইত্যাদি প্রতিটি মন্ত্রকে নমস্কারান্ত করে পাঠ করা হবে। (উক্ত ছয়টি মন্ত্রের অর্থ এই কাণ্ডেরই দশম কণ্ডিকায় ১৭শ সংখ্যকে আছে) ৫

৬। বিমুখেন চ ॥৬

৭। মনসা ॥৭

অনু ঃ—(তারপর) এই সাতটি[১] নামে উচ্চারণ করে এবং মনে মনে স্মরণ করে (সাতটি পাতায় সাত জনকে বলি দান করা হবে)। যেমন—ইদম্ উগ্রায় নমঃ। ভীমায়। ধ্বান্তায়। ধুনয়ে। সাসহুষে। অভিযুগ্বনে। বিক্ষিপায়। ৭

৮। নামান্যেযামেতানীতি শ্রুতেঃ ॥৮

অনু ঃ—(উগ্র) উৎকৃষ্ট, (ভীম) ভয়ঙ্কর, (ধ্বান্তশ্চ) শত্রুকে অন্ধকারী, (ধুনিঃ) শত্রুকে ভয় কম্পিত বা পারাজিত করেন যিনি (সাসহ্বান্) শত্রুকে বিবশকারী, (অভিযুগ্বা) ভক্তদের সুখযোক্তা মরুৎগণ সুহুত হোক। ৮

৯। ইন্দ্রং দৈবীরিতি জপতি ॥৯

অনু ঃ (বলিদানের পর) ইন্দ্রংদৈবী ইত্যাদি মন্ত্রটি পাঠ করা হয়। ৯

১। উগ্রশ্চ ভীমশ্চ ধ্বান্তশ্চ ধুনিশ্চ সাসহ্বাংশ্চাভিযুগ্বা চ বিক্ষিপঃ স্বাহা নমঃ।

মন্ত্র ঃ ইন্দ্রং দৈবীর্বিশো মরুতোহ নুবর্ত্মানো হ ভবন্ যথেন্দ্রং দৈবী বিশো মরুতোহনু বর্ত্মানো হ ভবন্। এবমিমং যজমানং দৈবীশ্চ বিশো মানুষীশ্চানুবর্ত্মানা ভবন্তু॥ শু. যজু ১৭।৮৬

মন্ত্রার্থ ঃ—দৈব মরুৎরূপ প্রজাগণ ইন্দ্রের অনুবর্তন করেছিল, সেরূপ দৈব ও মানুষী প্রজাগণ এযজমানের অনুবর্তন করুক।৯

ছন্দ ঃ—যজুঃ শক্বরী, দেবতা—মরুৎগণ, বিনিয়োগ—বলিহরণান্তে জপ।

১০। ততো ব্রাহ্মণ ভোজনম্ ॥১০

অনু ঃ তারপর ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হয়।১০

(গদাধর ও বিশ্বনাথের মতে ব্রাহ্মণ ভোজনের পর বৈশ্বদেব কর্ম করতে হয়।

দ্বিতীয় কাণ্ড—ষোড়শ কাণ্ডিকা (পৃষাতক কর্ম)

১। আশ্বযুজ্যাং পৃষাতকাঃ ॥১

অনু ঃ (ভাদ্রমাসে ইন্দ্রযজ্ঞ সমাপনের পর) (আশ্বযুজ্যাং) আশ্বিনের পূর্ণিমাতে (পৃষতকাঃ) পৃষাতকা নামক কর্মানুষ্ঠান হয়। [পৃষাতকা শব্দের অর্থ দই ও ঘৃতের মিশ্রণ)।১

২। পায়সমৈন্দ্রং শ্রপয়িত্বা দধিমধুঘৃতমিশ্রং জুহোতীন্দ্রায়েন্দ্রাণ্যা অশ্বিভ্যামাশ্ব যুজ্যৈ পৌর্ণমাস্যৈ শরদে চেতি ॥২

অনু ঃ ইন্দ্রের জন্য পায়স পাক করে (তার সঙ্গে) দই, মধু ও ঘি মিশিয়ে "ইন্দ্রায় স্বাহা, ইন্দ্রাণ্যৈ স্বাহা, অশ্বিভ্যাংস্বাহা, আশ্বযুজ্যৈ পৌর্ণমাস্যৈ স্বাহা এবং শরদে স্বাহা— (মন্ত্রে পাঁচটি আহুতি দিতে হয়)।২

৩। প্রাশনান্তে দধি পৃষাতকমঞ্জলিনা জুহোতি ঊনংমে পূর্যতাং পূর্ণংমে মা ব্যাগাৎ স্বাহেতি ॥৩

অনু ঃ প্রাশানান্তে দধি মিশ্রিত পৃষাতক (পৃষদাজ্য) অঞ্জলি দ্বারা ঊনং মে…স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দেওয়া হয়।৩

মন্ত্রার্থ—হে প্রজাপতি। আমার ন্যূনতাকে পূর্ণ কর। পূর্ণতা যেন অপূর্ণতায় পরিবর্তিত না হয়।

ঋষি—গার্গ্য। ছন্দঃ—গায়ত্রী, দেবতা—প্রজাপতি, বিনিয়োগ—পুষাতক অঞ্জলিদান।

৪। দধিমধুঘৃতমিশ্রতমমাত্যা অবেক্ষন্ত আয়াত্বিন্দ্র ইত্যনুবাকেন ॥৪

অনু ঃ—'আয়াত্বিন্দ্র...ইত্যাদি মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে [যজমানের] অমাত্যা —অমা—অর্থাৎ গৃহ, সেখানে ভবা অর্থ জাত, অর্থাৎ ভ্রাতা, পুত্র আদি পরিজন গণ 'আয়াত্বিন্দ্র...' ইত্যাদি অনুবাক্ উচ্চারণ করতঃ দধি মধু ঘৃত মিশ্রিত (চরু বা পায়স) (অবেক্ষন্তে) দর্শন করেন।৪

'আয়াত্বিন্দ্র' ইত্যাদি অষ্টর্চ অনুবাক্ (২০।৪৭-৫৪ যজু সং)

অনুবাক্ (১) আয়াত্বিন্দ্রোবস উপ ন ইহ স্তুতঃ সধমদস্তু শূরঃ।
বাবৃধানস্তবিষীর্যস্য পূর্বী র্দ্যোর্ন ক্ষত্রমভিভূতি পুষ্যাৎ ॥ যজু ২০।৪৭

অর্থ—ইন্দ্র আমাদের রক্ষার জন্য নিকটে আসুন, দেবগণের সাথে ভোজন করুন ; যিনিশূর, আমাদের দ্বারা স্তুত, যাঁর পূর্বকৃত বৃত্রবধাদি পরাক্রম স্বর্গের মত বিস্তৃত। যিনি আমাদের পরাজিত ক্ষত্রিয়দের রক্ষা করে থাকেন, সেই ইন্দ্র আমাদের রক্ষার জন্য নিকটে আসুন, দেবতাদের সাথে ভোজন করুন।

(২) আ ন ইন্দ্রো দূরাদ ন আসাদভিষ্টি কৃদবসে যাসদুগ্রঃ।
ওজিষ্ঠেভিনৃপতির্বজ্রবাহুঃ সঙ্গে সমৎসু তুর্বণিঃ পৃতন্যুন্ ॥২০।৪৮

অভিলাষ পূর্ণকারী, উৎকৃষ্ট, ওজস্বিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ নৃপালক, বজ্রবাহু, দূর ও নিকট থেকে আমাদের রক্ষার জন্য আসুন।

(৩) আ ন ইন্দ্রো হরিভির্যাত্বচ্ছার্বাচীনো হ বসে রাধসে চ।
তিষ্ঠাতি বজ্রী মঘবা বিরপ্শীমং যজ্ঞমনু নো বাজসাতৌ ॥ ২০।৪৯

অর্থ—অশ্বগুলির সাথে অভিমুখী হ'য়ে ইন্দ্র, আমাদের রক্ষা ও ধনের জন্য নিকটে আসুন, বজ্রধারী, ধনবান্, মহান ইন্দ্র আমাদের এযজ্ঞে অন্নভোজনের জন্য থাকুন।

উক্ত তিনটি অনুবাবের ঋষি—বামদেব, ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ ও দেবতা—ইন্দ্র।

(৪) ত্রাতারমিন্দ্রমবিতার মিন্দ্রং হবে হবে সুহবং শূরমিন্দ্রম্।
হ্বয়ামি শক্রং পুরুহূতামিন্দ্রং স্বস্তিনো মঘবা ধাত্বিন্দ্রঃ ॥ ২০।৫০

অর্থ—রক্ষক, প্রিয়, প্রতিযজ্ঞে সুহূত, বলশালী, পুরুহূত ইন্দ্রকে আহবান করছি ধনবান ইন্দ্র আমাদের অবিনাশী করুন।

(৫) ইন্দ্রঃ সূত্রামা স্ববাঁ ॥ অবোভিঃ সুমৃঢ়ীকে ভবতু বিশ্ববেদাঃ।
বাধতাং দ্বেষো অভয়ং কৃণোতু সুবীর্যত্য পতয়ঃ স্যাম ॥ ২০।৫১

অর্থ—সুরক্ষক ধনবান, ইন্দ্র অন্নের দ্বারা আমাদের শোভন সুখকারী হোন। সে বিশ্ববেদা ইন্দ্র আমাদের দুর্ভাগ্য দূর করুন ও অভয় দিন। তাঁর দয়ায় আমরা পরম ধনের অধিকারী হব।

(৬) তস্য বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়স্যাপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম স সূত্রামা স্ববাঁ ॥ ইন্দ্রো অস্মে আরাচ্চিদ্ দ্বেষঃ সনুতর্যুযোতু ॥ ২০।৫২

অর্থ—আমরা ইন্দ্রের সুবুদ্ধিতে থাকব, তিনি আমাদের সুমতি ও মন কল্যাণপ্রদ করুন। যজ্ঞসম্পাদক, সুরক্ষক, ধনবান সে ইন্দ্র দূরাগত দুর্ভাগ্য দূর করে পৃথক করুন।

উক্ত তিনটি মন্ত্রের ঋষি-গর্গ। ছন্দঃ দেবতা—পূর্ববৎ।

(৭) আমন্দ্রৈরিন্দ্র হরিভির্যাহি ময়ূররোমভিঃ।
মা ত্বা কেচিন্নিয়মন্ বিংন পাশিনোহতিধন্বেব তাং ইহি ॥
২০॥৫৩

অর্থ—হে ইন্দ্র! গভীরনাদ ও ময়ূরের মত বর্ণযুক্ত অশ্বের সাথে তুমি এস। ব্যাধ যেমন জালে পক্ষীদের বাঁধে, সেরূপ আগত তোমায় কেহ না বাঁধুক। পথিক যেমন মরুপথ পার হয়ে চলে, সেরূপ তুমি পরিপন্থীদের অতিক্রম করে এস।

ঋষি—বিশ্বামিত্র।

(৮) এবেদিন্দ্রং বৃষণং বজ্রবাহুং বসিষ্ঠাসো অভ্যর্চন্ত্যর্কৈঃ।
সনঃ স্তুতো বীরবদ্ধাতু গোমদ্ যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥
২০।৫৪

অর্থ—বশিষ্ঠ গোত্রীয় মুনিগণ মন্ত্রদ্বারা ইন্দ্রের এভাবেই পূজা করেছেন। কামবর্ষী বজ্রবাহু সেই ইন্দ্র স্তুত হয়ে পুত্রের সাথে গাভীযুক্ত ধন আমাদের দেন। হে ঋত্বিকগণ! তোমরা স্বস্তির দ্বারা সর্বদা আমাদের রক্ষা কর।

ঋষি—বশিষ্ঠ।

৫। মাতৃভির্বৎসান্ সংসৃজা তাং রাত্রিমগ্রহায়নীং চ ॥ ৫

অনু—ঐ রাত্রিতে (আশ্বিনের পূর্ণিমা রাত্রিতে) বৎসগুলিকে ওদের মাতার সঙ্গে থাকতে দেওয়া হবে এবং অগ্রহায়ণ মাসের রাত্রিতেও।৫

৬। ততো ব্রাহ্মণ ভোজনম্ ৬ ॥

অনুঃ তারপর [কর্মশেষ হলে অর্থাৎ পরদিন প্রাতঃকালে] ব্রাহ্মণভোজন করান হবে।

ইতি দ্বিতীয় কাণ্ডে ষোড়শ কণ্ডিকা

দ্বিতীয় কাণ্ড—সপ্তদশ কণ্ডিকা (সীতাযজ্ঞ)

১। অথ সীতা যজ্ঞ ।১

অনু ঃ এরপর সীতাযজ্ঞ (সম্পর্কে বলা হচ্ছে) ।১

২। ব্রীহিযবানাং যত্র যত্র যজেত তন্ময়ং স্থালীপাকং শ্রপয়েৎ ।২

অনু ঃ—(সীতা যজ্ঞে) যে সময় ব্রীহিদ্বারা এবং যে সময় যব দ্বারা যজ্ঞ করা হয় সেই সেই সময়, সেই সেই দ্রব্যদ্বারা অর্থাৎ ব্রীহির সময় ব্রীহিদ্বারা এবং যবের সময় যবদ্বারা স্থালীপাক হবে ।২

৩। কামাদীজানোঽন্যত্রাপি ব্রীহিযবয়োরেবান্যতরং স্থালীপাকং শ্রপয়েৎ ।৩

অনু ঃ—(অন্যত্র অপি)—পক্ষাদি প্রভৃতি (ঈজানঃ) যাগকর্মে (কামাৎ) ইচ্ছা অনুসারে ব্রীহি ও যবের মধ্যে যে কোন একটি দ্বারা স্থালীপাক করতে হয় ।৩

৪। ন পূর্বচোদিতত্বাৎ সন্দেহঃ ।৪

অনু ঃ—[ব্রীহি এবং যব দ্বারা যজ্ঞের স্থালী পাক বিষয়ে] ('ব্রীহিযবানুহবীষি' —এরূপ পরিভাষা সূত্রে) পূর্বে উল্লেখ থাকায় সন্দেহ থাকে না ।৪

৫। অসম্ভবাদ্বিনিবৃত্তিঃ । ৫

অনু ঃ—অসম্ভবহেতু (যেকোন একটি পাকের দ্বারা) সিদ্ধ হয় ।৫

৬। ক্ষেত্রস্য পুরস্তাদুত্তরতো বা শুচৌ দেশে কৃষ্টে ফলানুপরোধেন ।৬

অনু ঃ—ক্ষেত্রের পূর্ব অথবা উত্তর দিকে (শুচি) পরিষ্কার তথা পবিত্র স্থানে হল কর্ষণ করা হলে শস্যহানি হয় না—(এভাবে সীতাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হয়) ।৬

৭। গ্রামেবোভয়সংপ্রয়োগাদবিরোধঃ ।৭

অনু ঃ অথবা গ্রামে (সীতাযজ্ঞ হতে পারে); কোন বিরুদ্ধ কারণ না থাকায় (ব্রীহি ও যব) উভয় ক্ষেত্রেই সম্ভব ।৭

৮। শ্রপয়িষ্যন্নুপলিপ্ত উদ্ধতাবক্ষিতেঽগ্নিমুপসমাধায় তন্মিশ্রৈর্দর্ভৈঃ স্তীর্ত্বাজ্যভাগাবিষ্টবাজ্যাহুতীর্জুহোতি ।৮

অনু ঃ—(ক্ষেত্রে গ্রামে) যেস্থানে (স্থালীপাক) করতে ইচ্ছা হবে সেস্থান লেপন করা হবে। (কুশমূল দ্বারা রেখা করণ করে) ধূলি তুলে দিয়ে (জলদ্বারা) অভ্যুক্ষণ করে আবসথ্যাগ্নি স্থাপন করে ব্রীহিযব বা দূর্বামিশ্রিত কুশদ্বারা অগ্নির পরিস্তরণ করে অগ্নি ও সোমকে আজ্যভাগ আহুতি দিয়ে (নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করে করে আহুতি দেওয়া হয় ।৮

৯। পৃথিবী দ্যোঃ প্রদিশো দিশো যস্মৈ দ্যুভিরাবৃতাঃ তমিহেন্দ্রমুপাহ্বয়ে শিবা নঃ সন্তুহেতয়ঃ স্বাহা। যন্মে কিঞ্চিদুপেপ্সিতমস্মিন্ কর্মণি বৃত্রহন্। তন্মে সর্বং সমৃধ্যতাং জীবতঃ শরদঃ শতং স্বাহা॥ সম্পত্তিভূর্তিভূর্মিবৃষ্টিজ্যৈষ্ঠং শ্রীঃ প্রজামিহাবতু স্বাহা। যস্যাভাবে বৈদিক লৌকিকানাং—ভূতিভর্বতি কর্মণাম্। ইন্দ্রপত্নীমুপাহ্বয়ে সীতাং সা মে ত্বনপায়িনী ভূয়াৎ কর্মণি কর্মণি স্বাহা॥ অশ্বাবতী গোমতী সূনৃতাবতী বিভর্তি যা প্রাণভৃতো অতন্দ্রিতা। খলমালিনীমুর্বার মস্মিন্ কর্মন্যুপহ্বয়ে ধ্রুবাং সা মে ত্বনপায়িনী ভূয়াৎস্বাহেতি।৯

অনু ঃ--(১) পৃথিবী দ্যোঃ…হেতয়ঃ স্বাহা॥

মন্ত্রার্থ—পৃথিবী, দ্যুলোক দিগ্‌বিদিক যে ইন্দ্রদেবের দীপ্তিদ্বারা আবৃত আছে সেই ইন্দ্রকে আহ্বান করি, তাঁর বজ্রাদি অস্ত্র আমাদের কল্যাণ করুন।১

ঋবি—প্রজাপতি, ছন্দ ঃ—অনুষ্টুভ, দেবতা—ইন্দ্র, বিনিয়োগ-সীতাযজ্ঞে আজ্যাহুতি দান।

(২) যন্মে কিঞ্চিদ্……শতং স্বাহা।

মন্ত্রার্থ—হে বৃত্রহন্তা ইন্দ্র! এই যজ্ঞানুষ্ঠানে আমাদের যে সমস্ত কামনা আছে সেগুলি আপনি পূরণ করুন। আমাদের শতবৎসর পরমায়ু দান করুন।২

ঋষ্যাদি পূর্ববৎ।

(৩) সম্পত্তি……প্রজামিহাবতু স্বাহা।

মন্ত্রার্থ—সম্পত্তি, ঐশ্বর্য, আশ্রয়স্থান, বৃষ্টি, জ্যেষ্ঠতা, এবং শ্রেষ্ঠতা প্রদান করতঃ প্রজা-সকলকে রক্ষা করুন।৩

প্রজাপতি ঋষি, প্রতিষ্ঠা ছন্দ, ইন্দ্র দেবতা।

(৪) যস্যাভাবে……কর্মণি স্বাহা।

মন্ত্রার্থ—সমস্ত বৈদিক ও লৌকিক অনুষ্ঠানে যিনি উপস্থিত থাকলে ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি হয়, সেই ইন্দ্রপত্নী সীতাকে আহ্বান করি। তিনি প্রতি অনুষ্ঠানে অনুদাত্রী হোন।৪

ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দ ঃ—পঙ্‌ক্তি, দেবতা—ইন্দ্রপত্নী সীতা।

৫। অশ্বাবতী……ভূয়াৎ স্বাহা।

মন্ত্রার্থ—আমাদের প্রস্তুত যজ্ঞানুষ্ঠানে উর্বরাশক্তির অধিষ্ঠাত্রী অন্নরাশির শোভাদানকারী, সুস্থিরা দেবীকে আহ্বান করি। যিনি অশ্ব ও গাভীরূপ সমৃদ্ধি দ্বারা যুক্ত, প্রিয় সত্যভাষণকারিণী, সমগ্র প্রাণীকে নিরলসভাবে ভরণ পোষণ করেন—তিনি আমাদের দুঃখ নষ্ট করুন।

ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দ—জগতী, দেবতা—ইন্দ্রপত্নী সীতা।

১০। স্থালীপাকস্য জুহোতি সীতায়ৈ যজায়ৈ শমায়ৈ ভূত্যা ইতি।১০

অনু:—সীতায়ৈ স্বাহা, যজায়ৈ স্বাহা, শমায়ৈ স্বাহা এবং ভূত্যৈ স্বাহা—বলে বলে স্থালীপাকদ্বারা (চারটি) আহুতি দেওয়া হয়।১০

১১। মন্ত্রবৎ প্রদানেমকেষাম্। ১১

অনু:—কোন কোন আচার্যের অভিমত যে, (নবম মন্ত্রে যে সমস্ত মন্ত্র উক্ত হয়েছে) স্বাহা ব্যতীত কেবল মন্ত্রগুলি দ্বারাই আহুতি দান করা হবে।১১

১২। স্বাহাকার প্রদানা ইতি শ্রুতের্বিনিবৃত্তিঃ।১২

অনু:—কিন্তু শ্রুতিবচন অনুসারে শ্রৌত আহুতিতে (মন্ত্রের সঙ্গে) 'স্বাহা শব্দটি যোগ করতে হয়। [তবে এটি গৃহ্যকর্ম হলেও 'বষট্কারেণ বা স্বাহাকারেণ দেবেভ্যো হবং প্রদীয়তে এই সামান্য বচন অনুসারে স্বাহাকারের প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ রূপে স্বীকার করা না হলেও ; সূত্রকার 'বিনিবৃত্তি' শব্দটি প্রয়োগ করে স্বাহাযোগ স্বীকৃত হয়েছে।

বিশেষতঃ স্মার্ত বা গৃহ্যকর্মে 'স্বাহা' প্রয়োগেও যে বিধান আছে সে সম্পর্কে স্মৃতির বিধান উল্লেখ্য—স্বাহাকারবষট্কারণমস্কারা দিবৌকসাম্।
হন্তকারো মনুষ্যাণাং স্বধাকারঃ স্বধাভুজাম্ ॥

এখানে 'সীতাযজ্ঞ' সূত্রদ্বারা অতিদিষ্ট 'লাঙ্গলযোজন দেবতাদেরও আহুতি ও স্থালীপাক হোমের বিধান থাকায় 'স্বাহা' শব্দযোগে যুক্তিসিদ্ধ]।

১৩। স্তরণশেষ [কুশে ? কূর্চে] যু সীতাগোপ্তৃভ্যো বলিং হরতি পুরস্তাদ্যে ত আসতে মুধন্বানো নিষঙ্গিণঃ। তে ত্বা পুরস্তাদ্গোপায়ন্ত্ব প্রমত্তা অনপায়িনো নম এষাং করোম্যহং বলিমেভ্যো হরামীমমিতি।১৩

অনু:—(অগ্নি) পরিস্তরণের অবশিষ্ট কুশগুলিতে সীতাগোপ্তা—অর্থাৎ লাঙ্গল যোজন পদ্ধতির পালক দেবতাদের উদ্দেশে 'পুরস্তাদ্যে...হরামীমম্ মন্ত্রপাঠ করে বলি প্রদান করা হয়।১৩

মন্ত্র :—পুরস্তাদ্যে ত আসতে······হরামীমম্।

মন্ত্রার্থ—(হে সীতে) যে শরাধারবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর দেবতাগণ তোমার পূর্ববর্তী আছেন, তাঁরা অপ্রমত্ত থেকে পূর্বদিকেই তোমাকে রক্ষা করেন, তোমার কষ্ট দূর করেন, তাঁদেয় নমস্কার করে আমি এই বলি অর্পণ করছি।

১৪। অথ দক্ষিণতোঽনিমিষা বর্মিণ আসতে। তে ত্বা দক্ষিণতো গোপায়ন্ত্বপ্রমত্তা অনপায়িনো নম এষাং করোম্যহং বলিমেভ্যো হরামীমমিতি।১৪

অনু ঃ—তারপর দক্ষিণদিকে—যে দেবতারা অনিমেষভাবে এবং বর্মধারণ করে অবস্থান করছেন, তাঁরা অপ্রমত্ত থেকে তোমাকে দক্ষিণদিকে রক্ষা করেন, তোমার কষ্ট দূর করেন, তাঁদের নমস্কার করে আমি এই বলি অর্পণ করছি ।১৪

উক্ত দুইটি মন্ত্রের ঋষি—পরমেষ্ঠী, ছন্দঃ—যজুঃ, দেবতা—সীতাগোপ্তাদেবগণ বিনিয়োগ—বলিহরণ ।

১৫। অথ পশ্চাৎ আভুবঃ প্রভুবো ভূতিভূমিঃ পার্ষ্ণিঃ শুনঙ্কুরিঃ। তে ত্বা পশ্চাদ্‌গোপায়ন্ত্বপ্রমত্তা অনপায়িনো নম এষাং করোম্যহং বলিমেভ্যো হরামীমমিতি ।১৫

অনু ঃ—তারপর পশ্চিমদিকে—যে দেবতাগণ সর্বতোভব এবং প্রভাবশালী (যাঁদের নাম) ভূতি, ভূমি, পার্ষ্ণি এবং শুনঙ্কুরি—তাঁরা অপ্রমত্ত থেকে তোমাকে পশ্চিমদিকে রক্ষা করেন, তোমার কষ্ট দূর করেন, তাঁদের নমস্কার করে এই বলি অর্পণ করছি ।

১৬। অথোত্তরতো ভীমা বায়ুসমা জবে। তে তোত্তরতঃ ক্ষেত্রে খলে গৃহেঅধ্বনি গোপায়ন্ত্ব প্রমত্তা অনপায়িনো নম এষাং করোম্যহং বলিমেভ্যো হরামীমমিতি ।১৬

অনু ঃ—তারপর উত্তরদিকে ভয়ংকরা এবং বায়ুর সমান বেগশালী (যে দেবতাগণ অবস্থান করেন) তাঁরা তোমাকে ক্ষেত্রে, খলে, গৃহে, পথে অপ্রমত্ত থেকে রক্ষা করেন, তোমার কষ্ট দূর করেন, তাঁদের নমস্কার করে এই বলি হরণ করছি ।১৬

১৭। প্রকৃতাদন্যস্মাদাজ্যশেষেণ চ পূর্ববদ্ বলিকর্ম ।১৭

অনু ঃ—(প্রকৃতাৎ)—প্রস্তুত ব্রীহি অথবা যবের চরু থেকে (অন্যস্মাৎ) অতিরিক্ত অন্য চরু এবং অবশিষ্ট আজ্য দ্বারা পূর্বের ন্যায় অর্থাৎ লাঙ্গল যোজনের ন্যায় (ইন্দ্র, পর্জন্য প্রভৃতি দেবতাদের) বলি অর্পণ করা হবে ।১৭

১৮। স্ত্রিয়শ্চোপযজেরন্নাচরিতত্বাৎ ।১৮

অনুঃ—স্ত্রিয়ঃচ এবং স্ত্রীগণও, উপযজেরন্—বলিপ্রদান করবেন, আচরিতত্বাৎ—যেহেতু প্রাচীনাগণ বলিকর্ম করতেন। অর্থাৎ—যেহেতু প্রাচীনাগণ বলিকর্ম করতেন সেহেতু স্ত্রীগণও (ইন্দ্রাদি এবং ক্ষেত্রপালাদি দেবতাগণকে) বলি অর্পণ করবেন ।১৮

১৯। সংস্থিতে কর্মণি ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ সংস্থিতে কর্মণি ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ।১৯

অনুঃ—(সীতাযজ্ঞ) কর্মানুষ্ঠান শেষ হলে ব্রাহ্মণদের ভোজন করাতে হয় ।

[এখানে দ্বিরুক্তি কাণ্ড সমাপ্তি সূচক]

দ্বিতীয় কাণ্ড সমাপ্ত

তৃতীয় কাণ্ড—প্রথম কণ্ডিকা—(নামান্নপ্রাশন)

১। ॥ শ্রীঃ ॥ অনাহিতাগ্নের্নবপ্রাশনম্ ১

শব্দার্থ ঃ—(অনাহিতাগ্নেঃ)—গার্হপত্যাদি অগ্নি যার দ্বারা সঞ্চয়ন হয়েছে অর্থাৎ আবসথিক। তার (নবপ্রাশনম্)—নব অন্নপ্রাশন নামক কর্ম (ব্যাখ্যা করা হবে)।

এখানে নবান্ন বলতে শরৎ ও বসন্তকালে উৎপন্ন শস্যকে বুঝায়। ব্রীহি ও যব পাকযোগ্য হয় বলে শরৎ ও বসন্তকালকে গ্রহণ করা হয়েছে। ব্রীহি ও যবপ্রাশন সম্পর্কে গৃহ্য সংগ্রহকার বলেছেন,—

'নবযজ্ঞাধিকারস্থাঃ শ্যামকা ব্রীহয়ো যবাঃ
নাশ্নীয়াৎ তানহুত্বৈবমন্যেষ্বনিয়মঃ স্মৃতঃ ॥
ঐক্ষবঃ সর্বশৃঙ্গাশ্চ নীবারাশ্চণকাস্তিলাঃ।
অকৃতাগ্রয়ণোঽশ্নীয়াৎ তেষাং নোক্তা হবির্গুণাঃ ॥'

২। নবং স্থালীপাকং শ্রপয়িত্বাজ্যভাগাবিষ্টবাজ্যাহুতী জুহোতি। শতায়ুধায় শতবীর্যায় শতোতয়ে অভিমাতিষাহে। শতং যো নঃ শারদোঽজীজানিন্দ্রো নেষদাতি দুরিতানি বিশ্বা স্বাহা। যে চত্বারঃ পথয়োঃ দেবযানা অন্তরা দ্যাবাপৃথিবী বিয়ন্তি। তেষাঃ যোজ্যানিমজীজিমাবহত্তস্মৈ নোদেবাঃ পরিধত্তেহ সর্বে স্বাহেতি ।২

অনুঃ—নব শস্য দ্বারা স্থালীপাক করে অগ্নি এবং সোমের উদ্দেশে দুইটি আজ্যাহুতি দিয়ে 'শতায়ুধায়…বিশ্বা স্বাহা'। এবং যে চত্বার…সর্বে স্বাহা মন্ত্রে দুইটি আজ্যাহুতি দেওয়া হয়।

(১) মন্ত্র ঃ— শতায়ুধায়……বিশ্বা স্বাহা ।১

মন্ত্রার্থ—(এই আহুতি) শত অস্ত্রধারী, অসংখ্য শাস্ত্রসম্পন্ন, অসীম শক্তিধর, অসংখ্য রক্ষা সাধন সম্পন্ন এবং শত্রুবিজেতা ইন্দ্রের জন্য। তিনি আমার সমস্ত দুঃখ এবং দুর্ব্যসন দূর করে আমাদের শতবর্ষ জীবনীশক্তি দান করুন।

ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ, দেবতা—ইন্দ্র।

(২) মন্ত্র ঃ—যে চত্বারঃ……সর্বেস্বাহা ।২

মন্ত্রার্থ ঃ—যে চারটি আকাশের মত নির্মল দেবমার্গ দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যে আছে, তাদের মধ্যে যে পথ আমাদের বিজয়ী করে সেই দেবতাগণ আমাদিগকে সেই সমস্ত নির্দেশ করুন।

এখানে দেবতা—বিশ্বদেব।

৩। স্থালীপাকস্যাগ্রয়ণ দেবতাভ্যো হুত্বা জুহোতি স্বিষ্টকৃতে চ স্বিষ্টমগ্নে অভিতৎ পৃণীহি বিশ্বাংশ্চ দেবঃ পৃতনা অবিষ্যৎ। সুগন্নুপন্হাং প্রদিশন্ন এহি জ্যোতিষ্মদ্ধয়েহ্যজরন্ন আয়ুঃ স্বাহেতি ।৩

অনুঃ—তারপর স্থালীপাক থেকে অগ্রায়ণ দেবতাদের (ইন্দ্রাগ্নি, বিশ্বদেব, দ্যাবা পৃথিবী) (প্রত্যেককে) এক একটি আহুতি দিয়ে 'স্বিষ্টমগ্নে…' মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে স্বিষ্টকৃৎ অগ্নিকে একটি ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়। (স্বিষ্টকৃতে স্বাহা বলে একটি আহুতি দেওয়া হয়।)

মন্ত্র ঃ—স্বিষ্টমগ্নে……আয়ুঃ স্বাহেতি।

[প্রজাপতি ঋষি, বিরাড়, ছন্দ, অগ্নিদেবতা—স্বিষ্টকৃদ্ধোমে বিনিয়োগ]

মন্ত্রার্থ ঃ—হে অগ্নিদেব! স্বিষ্টকৃৎ দ্বারা আমার যা কিছু ন্যূনতা আছে, সেগুলি আপনি সর্বপ্রকারে পূর্ণ করুন। সপরিবার আমাকে শত্রুসেনা থেকে রক্ষা করুন, অর্চি প্রভৃতি জ্যোতির্ময় সুপথ দর্শন করান, আপনি এখানে এসে আমাদের অজর আয়ু প্রদান করুন।

৪। অথ প্রাশ্নাতি। অগ্নিঃ প্রথমঃ প্রাশ্নাতু স হি বেদ যথা হবিঃ। শিবা অস্মভ্যমোষধীঃ কৃণোতু বিশ্বচর্ষণিঃ। ভদ্রান্নঃ শ্রেয়ঃ সমনৈষ্ট দেবা-স্ত্বয়াবশেন সমশীমহি ত্বা। স নো ময়োভূঃ পিতো আবিশস্ব শন্তোকায় তনুবে স্যোন ইতি ।৪

অনুঃ—তারপর প্রাশন অর্থাৎ ভক্ষণ করে 'অগ্নিঃপ্রথম……স্যোন' মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে৭

মন্ত্রার্থ—সর্বধান্যাধিপ অগ্নিদেব! হবির সঙ্গে যিনি পরিচিত সেই অগ্নি সর্ব-প্রথম ভক্ষণ করুন, ওযধি ও বনস্পতিগুলিকে আমাদের জন্য সুখদ বা মঙ্গলপ্রদ করুন। ইন্দ্রাদি দেবগণ। তোমরা আমাদের কল্যাণযুক্ত ও শ্রেয়োভাজন করে আরোগ্য দান কর। তিনি আমাদের ভিতর প্রবিষ্ট হয়ে সুখ, শান্তি, পুষ্টি ও প্রজনন সামর্থ্য উৎপন্ন করুন ।৪

ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দ—ত্রিষ্টুপ, দেবতা—জাঠর অগ্নি, বিনিয়োগ—অন্নপ্রাশন।

৫। অন্নপতীয়য়া বা ।৫

অনুঃ—অথবা অন্নপতী ইত্যাদি ঋকটি পড়তে পড়তে ভক্ষণ করে ।৫

মন্ত্র ঃ—অন্নপতেহন্নস্য নো দেহ্যনমীবস্য শুষ্মিণঃ। প্র প্র দাতারং তারিষ বর্জ্জ নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে। যজু সং ১১।৮৩

মন্ত্রার্থ—হে অন্নপতি অগ্নি! রোগনাশক, পুষ্টিবর্ধক অন্ন আমাদের দাও। দাতার অন্ন বৃদ্ধি কর। মনুষ্য ও গবাদি পশুদের খাদ্য দাও।

ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দঃ—বৃহতী, দেবতা—অগ্নি, বিনিয়োগ—অন্নপ্রাশন।

৬। অথ যবানামেতমুত্যং মধুনা সংযুতম্। যবং সরস্বত্যা অধিবনায় চকৃষুঃ ইন্দ্র আসীৎসীরপতিঃ শতক্রতুঃ কীনাশা আসন্মরুতঃ সুদানব ইতি।৬

অনুঃ অথ—(ব্রীহি প্রাশনের মন্ত্র পাঠের পর) [এতমুত্যম্……সুদানব] মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে যব প্রাশন করতে হয়।

মন্ত্র ঃ—এতমুত্যং……সুদানব।

মন্ত্রার্থ—এই প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ এবং মাধুর্যযুক্ত যবান্নর সরস্বতী নদীর তীরবর্তী বনভূমি থেকে কর্ষক এবং সুন্দর ভোগ প্রদান কর্তা মরুদগণ হল-(লাঙ্গল) অধিষ্ঠাতা এবং শতসংখ্যক যজ্ঞসম্পাদক ইন্দ্রকে মার্গদর্শন দ্বারা কৃষিকর্ম উৎপন্ন করেছেন।

পরমেষ্ঠী ঋষি বৃহতীছন্দ, ইন্দ্র, মরুৎ, দেবতা, যবান্নপ্রাশনে বিনিয়োগ।

৭। ততো ব্রাহ্মণ ভোজনম্।৭

অনুঃ—তারপর ব্রাহ্মণভোজন (করতে হয়)।৭

ইতি তৃতীয় কাণ্ডে প্রথম কণ্ডিকা

তৃতীয় কাণ্ড—দ্বিতীয় কণ্ডিকা—(আগ্রহায়ণী কর্ম)

১। মার্গশীর্ষ্যাং পৌর্ণমাস্যামাগ্রহায়নী কর্ম।১

অনু ঃ—মার্গশীর্ষী অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে আগ্রহারণী কম করতে হয়।১

২। স্থালীপাকং শ্রপয়িত্বা শ্রবণবদাজ্যাহুতী হুত্বা অপরা জুহোতি। যাং জনাঃ প্রতিনন্দন্তি রাত্রীং ধেনুমিবায়তীম্। সংবৎসরস্য যা পত্নী সা নো অস্তু সুমঙ্গলী স্বাহা। সংবৎসরস্য প্রতিমা যা তাং রাত্রীমুপাস্মহে। প্রজাং সুবীর্যাং কৃত্বা দীর্ঘমায়ুর্ব্যশ্নবৈ স্বাহা। সংবৎসরায় পরিবৎসরায়েদাবৎসরায়েদ্ বৎসরায় বৎসরায় কৃণুতে বৃহন্নমঃ। তেষাং বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানাং জ্যোম্জীতা অহতাঃ স্যাম স্বাহা। গ্রীষ্মো হেমন্ত উতনো বসন্তঃ শিবা বর্ষা অভয়া শরন্নঃ। তেষামৃতুনাং শতশারদানাং নিবাত এষামভয়ে বস্মেম স্বাহেতি।২

অনু ঃ—অগ্রহায়ণী কর্মে স্থালীপাক অর্থাৎ চরুপাক করে শ্রবণাকর্মের ন্যায় (অপশ্বেতপদাজহি……প্রভৃতি দুটি মন্ত্র পাঠ করে) দুটি ঘৃতাহুতি দিয়ে যাংজনা …প্রভৃতি চারটি মন্ত্র পাঠ করে চারটি ঘৃতাহুতি দেওয়া হয় ।২

মন্ত্র—(১) অপশ্বেতপদাজহি……ব্যশ্নবৈ স্বাহা । পা, ২।১৪।৪

(২) ন বৈ শ্বেতস্যাধ্যাচারে……নমঃ স্বাহা । ২।১৪।৫

মন্ত্র দুটি দ্বিতীয় কাণ্ডের চতুর্দশ কণ্ডিকায় শ্রবণাকর্ম বর্ণনাকালে উল্লেখ করা হয়েছে । সেখানেই বাংলা অর্থও দেওয়া হয়েছে ।

অপর মন্ত্রচতুষ্টয়—

১ম মন্ত্র—(ক) যাং জনাঃ……সুমঙ্গলী স্বাহা ।

মন্ত্রার্থ—গাভীর সদৃশ আগমনকারিণী যে রাত্রিকে দেখে জনমন হর্ষবিহ্বল হ'য়ে ওঠে, প্রজাপতির পত্নীরূপা ঐ রাত্রি আমাদের জন্য শোভন মঙ্গলময়ী হোন ।

২য় মন্ত্র—(খ) সংবৎসরস্য……ব্যশ্নবৈ স্বাহা ।

মন্ত্রার্থ ঃ—সংবৎসর নামক প্রজাপতির পত্নীরূপা সেই রাত্রির আমরা উপাসনা করছি । (তিনি) সুন্দরবলশালী পুত্রপৌত্রাদি ও দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত করান বা দান করুন ।

উক্ত মন্ত্রদুটির ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দঃ—অনুষ্টুপ, দেবতা—রাত্রি, বিনিয়োগ—আজ্যাহুতিদান ।

৩য় মন্ত্র—(গ) সংবৎসরায়……অহতাঃ স্যাম্ স্বাহা ।

মন্ত্রার্থ ঃ—হে স্তোতৃগণ ! যে সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর ইদ্বৎসর এবং বৎসর —(পাঁচজন দেবতাকে হবিঃদান করতে করতে) প্রণাম করছেন, সেই যজ্ঞাধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের কৃপায় আমরা সুবুদ্ধিতে থেকে চিরকাল দুষ্টদের বিজেতা ও অক্ষুণ্ণ থাকব ।

ঋষি—বিরাট, ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ, দেবতা—সংবৎসরাদি, বিনিয়োগ—আজ্যাহুতিদান ।

৪র্থ মন্ত্র—(ঘ) গ্রীষ্মো হেমন্ত……এষামভয়ে বসেম ।

মন্ত্রার্থ ঃ—গ্রীষ্ম, হেমন্ত, বসন্ত, বর্ষা এবং শরৎ ঋতু আমাদের জন্য কল্যাণকর ও বর্ষগুলি নির্ভরতাপ্রদ হোক । এই ঋতুগুলির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কৃপায় আমরা শতবৎসর নির্বিঘ্ন স্থানে নিশ্চিন্তে বসবাস করব ।

ঋষি—বিরাট, ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ, দেবতা—ঋতুগণ, বিনিয়োগ—আজ্যাহুতি দান ।

৩ । স্থালীপাকস্য জুহোতি । সোমায় মৃগশিরসে মার্গশীর্ষ্যৈ পৌর্ণমাস্যৈ হেমন্তায় চেতি ।৩

অনু ঃ—স্থালীপাকের আহুতি ; অর্থাৎ সোমায় স্বাহা, মৃগশিরসে স্বাহা, মার্গশীর্ষ্যৈ পৌর্ণমাস্যৈ স্বাহা ও হেমন্তায় স্বাহা—মন্ত্র চারটি পাঠ করতে করতে চরুদ্বারা চারটি আহুতি দেওয়া হয় ।৪ [এর স্বিষ্টকৃদ্ধোমের বিধান দিয়ে থাকর—জয়রাম]।

৪। **প্রাশনান্তে সক্তুশেষং শূর্পে ন্যুপ্যোপনিষ্ক্রমণ প্রভৃত্যামার্জনাৎ ।৪**

অনু ঃ—সংস্রব প্রাশনের পর (বলিহরণহেতু) অবশিষ্ট সক্তু শূর্পে স্থাপন করে নিষ্ক্রমণ থেকে মার্জন পর্যন্ত (শ্রবণাকর্মের ন্যায় কৃত্যগুলি) হবে ।৪

৫। **মার্জনান্ত উৎসৃষ্টো বলি রিত্যাহ ।৫**

অনু ঃ—মার্জনের পর 'উৎসৃষ্টঃ বলিঃ'—এই কথাটি (যজমান) বলে থাকেন । অর্থাৎ আগ্রহায়ণী কর্ম নিষ্পন্ন হলো—এটিই বুঝান হচ্ছে ।৫

৬। **পশ্চাদগ্নেঃ স্রস্তরমাস্তীর্যাহিতং চ বাস আপ্লুতা অহতবাসসঃ প্রত্যবরোহন্তি দক্ষিণতঃ স্বামী জায়োত্তরা যথা কনিষ্ঠামুত্তরতঃ ।৬**

অনু ঃ—অগ্নির পশ্চিমে কুশের দ্বারা আস্তরণ বিস্তার করে তার উপর একটি ধৌত বস্ত্র বিছিয়ে স্নান করে একটি ধৌত নূতনবস্ত্র পরে (যজমান প্রভৃতি) সেই আস্তরের উপর বসে । (বসার নিয়ম) দক্ষিণে গৃহস্বামী, তার উত্তরে স্ত্রী তার উত্তরে পরপর কনিষ্ঠগণ ।৬

৭। **দক্ষিণতো ব্রহ্মাণমুপবেশ্যোত্তরত উদপাত্রং শমীশাখা সীতালোষ্ঠাশ্মনো নিধায়াগ্নিমীক্ষমানো জপতি । অয়মগ্নিবীরতমোঽয়ং ভগবত্তমঃ সহস্রসাতমঃ । সুবীর্যোঽয়ং শ্রৈষ্ঠ্যে দধাতু নাবিতি ।৭**

অনু ঃ—(গৃহস্বামী) অগ্নির দক্ষিণে ব্রহ্মাকে উপবেশন করিয়ে তার উত্তরে জলপূর্ণপাত্র, শমীবৃক্ষের ডাল, (সীতালোষ্ঠ) লাঙ্গলে কর্ষনোত্থিত মাটির ঢেলা আর পাথরের খণ্ড রেখে অগ্নিকে দেখতে দেখতে 'অয়মগ্নিবীর···ইত্যাদি' মন্ত্রটি জপ করেন ।৭

মন্ত্র—'অয়মগ্নিবীরতমঃ······নাবিতি' ।

মন্ত্রার্থ—(অয়মগ্নিঃ) এই আবসথ্যাগ্নি (বীরতমঃ) অচিন্ত্যশক্তি বা বীরশ্রেষ্ঠ, (ভগবত্তমঃ) ঐশ্বর্যাদি ষড়্গুণ সম্পন্ন, সহস্রপ্রকার দানের অধিষ্ঠাতা, (সুবীর্যঃ অয়ং) এবং মহাপরাক্রমশালী । [এই অগ্নি] (নৌ) স্বামী স্ত্রী আমাদের দুজনকে (শ্রৈষ্ঠ্যে) শ্রেষ্ঠ কর্মসম্পাদনের জন্য স্থাপন করুন (অর্থাৎ সজীব ও সক্রিয় রাখুন) ।

প্রজাপতি ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দ, দেবতা—অগ্নি, বিনিয়োগ—অগ্নিবীক্ষণ ।

৮। **পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঞ্চমঞ্জলিং করোতি ।৮**

অনু ঃ—(গৃহস্বামী) অগ্নির পিছন দিকে দাঁড়িয়ে থেকে পূর্বদিকে কৃতাঞ্জলি হয়।

৯। দৈবীং নাবমিতি তিসৃভিঃ প্রস্তরমারোহন্তি।৯

অনু ঃ—(গৃহস্বামী) 'দৈবীনাবম্......ইত্যাদি' তিনটি ঋগ্‌মন্ত্র পাঠ করতে করতে প্রস্তরে উপস্থান অর্থাৎ আরোহণ করে।৯

মন্ত্রত্রয়—

প্রথম মন্ত্র—দেবীং নাবং স্বরিত্রামনাগসমস্রবন্তী মা রুহেমা স্বস্তয়ে।
যজু ২১।৬

মন্ত্রার্থ ঃ—অপরাধশূন্যা জলের দ্বারা পূর্ণ হয় না এমন যজ্ঞরূপ নৌকায় আমরা মঙ্গলের জন্য আরোহণ করি।

দ্বিতীয় মন্ত্র—সুনবামা রুহেয়মস্রবন্তীমনাগসম্। শতারিত্রাং স্বস্তয়ে।
যজু, ২১।৭

মন্ত্রার্থ ঃ—অচ্ছিদ্র, সর্বদা মঙ্গলপ্রদ, শত অরিত্রযুক্ত সংসারসাগর উত্তরণের জন্য যজ্ঞরূপ সুন্দর নৌকায় আরোহণ করব।

তৃতীয় মন্ত্র—আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতম্। মধ্বা রজাংসি সুক্রতু। ২১।৮

মন্ত্রার্থ ঃ—হেমিত্র ও বরুণ আমাদের যজ্ঞপথ ঘৃতদ্বারা সিক্ত কর এবং সকল ভুবন মধুময় কর।

১০। ব্রহ্মাণমামন্ত্রয়তে ব্রহ্মণ্ প্রত্যবরোহামেতি।১০

অনু ঃ—(গৃহস্বামী) ব্রহ্মাকে 'হেব্রহ্মণ প্রত্যবরোহাম'—এই কথাটিদ্বারা আমন্ত্রণ বা অনুজ্ঞা পাঠ করে।১০

১১। ব্রহ্মানুজ্ঞাতাঃ প্রত্যবরোহন্তি আয়ুঃ কীর্তির্যশো বলমন্নাদ্যং প্রজামিতি।১১

অনুঃ– (যজমান) ব্রহ্মার আজ্ঞা পেয়ে 'আয়ুঃ কীর্তিঃ প্রভৃতি' মন্ত্রটি পাঠ করে স্ত্রীপুত্রাদির সঙ্গে আস্তরে আরোহন করে।

মন্ত্রার্থ ঃ—আয়ুঃ, কীর্তিঃ, যশঃ, বল, অন্নাদি এবং পুত্রপৌত্রাদি প্রজার (নিমিত্ত আয়োজন করছি)।

[উক্ত মন্ত্র তিনটি স্ত্রী ও উপনীত কুমারগণও পাঠ করবে]।

১২। উপেতা জপন্তি। সুহেমন্তঃ সুবসন্তঃ সুগ্রীষ্ম প্রতিধীয়তান্নঃ। শিবানো বর্ষাঃ সন্তু শরদঃ সন্তু নঃ শিবা ইতি।১২

অনু ঃ—(উপেতা) [উক্ত অনুষ্ঠানে] উপস্থিত ব্যক্তিগণ অথবা উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ [পূর্বোক্ত আস্তরে আরোহণ করে] সুহেমন্ত ইত্যাদি মন্ত্রটি পাঠ করেন ।১২

মন্ত্র ঃ—সুহেমন্তঃ······শিবা ইতি ।

মন্ত্রার্থ ঃ—হেমন্ত, বসন্ত, গ্রীষ্ম ঋতুগুলি আমাদের নিকট শোভন হ'য়ে প্রতিভাত হোক। বর্ষা হোক মঙ্গলময়, বৎসরগুলি বা শরদগুলি আমাদের কল্যাণময় হোক।

১৩। স্যোনা পৃথিবি নো ভবেতি দক্ষিণ পার্শ্বৈঃ প্রাক্‌শিরসঃ স্যবিশন্তি ।১৩

অনু ঃ—[পূর্বোক্ত আস্তরের উপরেই গৃহস্বামী পরিজনদের সাথে] 'স্যোনা পৃথিবি' ইত্যাদি মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে পূর্বদিকে মাথা করে ডানপার্শ্বে অর্থাৎ উত্তরমুখ হ'য়ে শয়ন করেন ।১৩

মন্ত্র—স্যোনা পৃথিবী নো ভবানৃক্ষরা নিবেশনী। যচ্ছা নঃ শর্ম সপ্রথাঃ। অপ ন শোশুচ দঘমৃ। যজু ৩৫।২১

মন্ত্রার্থ—হে পৃথিবী! তুমি আমাদের সুখরূপ হও, দুঃখরহিত জনগণের প্রতিষ্ঠাতা সকলদিকে বিস্তৃত তুমি আমাদের আশ্রয় দাও। এ জল আমাদের পাপের শোধন করুক।

ঋষি—দধ্যঙাথর্বন, ছন্দঃ—গায়ত্রী, দেবতা—পৃথিবী, বিনিয়োগ—শান্তিকরণ।

১৪। উপোদুতিষ্ঠন্তি উদায়ুষা স্বায়ুষোৎপার্জন্যস্য বৃষ্ট্যা পৃথিব্যা সপ্তধার্মভিরিতি ।১৪

অনু ঃ—'উদায়ুষা সপ্তধার্মভিঃ' মন্ত্রটি পাঠ করে আস্তর থেকে উঠে পড়েন ।১৪

মন্ত্র—উদায়ুষ······সপ্তধার্মভিঃ।

মন্ত্রার্থ—দীর্ঘ আয়ুঃ. উৎকৃষ্ট জীবন, মেঘের বৃষ্টি এবং পৃথিবী সপ্তধামের সঙ্গে আমরা যুক্ত হই।—(প্রার্থনা)

ঋষি—গৌতম, ছন্দঃ—গায়ত্রী, দেবতা—অগ্নি, বিনিয়োগ—অগ্নিরুত্থান।

১৫। এবং দ্বিরপরং ব্রহ্মানুজ্ঞাতাঃ ১৫

অনু ঃ—এরূপ [মন্ত্রপাঠ করতে করতে] দুবার, অন্যজন ব্রহ্মার আদেশ থেকে উত্থান পর্যন্ত কর্ম করে ।১৫

১৬। অধঃ শয়ীরং শ্চতুরো মাসান্ যথেষ্টং বা ।১৬

অনু ঃ—(এরপর) চারমাস ভূমিতে শয়ন করতে হয় অথবা নিজের ইচ্ছানুসারে (খাটে বা ভূমিতে) শয়ন করে ।১৬

দ্বিতীয় কণ্ডিকা সমাপ্ত

তৃতীয় কাণ্ড—তৃতীয় কাণ্ডিকা (অষ্টকা কর্ম)

১। ঊর্দ্ধ্বমাগ্রহায়ণ্যাস্তিস্রোঽষ্টকাঃ ।১

অনু ঃ—আগ্রাহয়ণী কর্মের পর তিনটি 'অষ্টকা' নামক কর্ম করা হয় ।১

[অষ্টকা কর্ম সংস্কারের অন্তর্গত। সুমন্ত গৌতম প্রভৃতি ঋষিগণ বলেছেন,—'অষ্টকাঃ পার্বণশ্রাদ্ধং শ্রাবণ্যাগ্রহায়ণী চৈত্রাশ্বযুজীতি পাকযজ্ঞসংস্থা' ॥ এখানে একটি প্রশ্ন আসে যে, সংস্কার পর্যায়ভুক্ত হলে অষ্টকা কর্ম একবার মাত্র করা হ'তো কিন্তু অষ্টকাকর্ম একবার করণীয় নয়। আচার্য হরিহর এই সমস্যার সমাধান কল্পে বলেছেন, এই সংস্কারটি মুখ্য নয়। পঞ্চমহাযজ্ঞাদি কর্ম অসকৃৎ করণীয় সত্ত্বেও কারও কারও মতে যেমন সংস্কার হিসাবে স্বীকৃত, সেরূপ অষ্টকাকর্ম ও অসকৃৎ করণীয় গৌণ সংস্কার। ৪০ প্রকার সংস্কারকে হরিহর দুভাগে ভাগ করেছেন। একটি ভাগ সকৃৎ করণীয় আর অবশিষ্ট ভাগ অসকৃৎ করণীয়]।

২। ঐন্দ্রী বৈশ্বদেবী প্রাজাপত্যা পিত্র্যেতি ।২

অনু ঃ—ইন্দ্র, বিশ্বদেব, প্রজাপতিও পিতৃ সম্বন্ধীয় (রূপে অষ্টকা চারপ্রকার) ।২

৩। অপূপমাংসশাকৈর্যথা সংখ্যম্ ।৩

অনু—(অষ্টকাগুলি) যথাক্রমে পিঠা, মাংস ও শাকদ্বারা সম্পন্ন হয় ।৩

৪। প্রথমাষ্টকাপক্ষাষ্টম্যাম্ ।৪

অনু ঃ—প্রথম অষ্টকাটি (কৃষ্ণপক্ষের) অষ্টমীতে করা হয় ।৪

৫। স্থালীপাকং শ্রপয়িত্বা আজ্যভাগাবিষ্ট্বা আজ্যাহুতীর্জুহোতি। ত্রিংশৎ স্বসার উপযন্তি নিষ্কৃতং সমানং কেতুং প্রতিমুঞ্চ মানাঃ। ঋতুং স্তন্বতে কবয়ঃ প্রজানতীর্মধ্যে ছন্দসঃ পরিযন্তি ভাস্বতীঃ স্বাহা। জ্যোতিষ্মতী প্রতিমুঞ্চতে নভো রাত্রী দেবী সূর্যস্য ব্রতানি। বিপশ্যন্তি পশবো জায়মানা নানারূপা মাতুরস্যা উপস্থে স্বাহা। একাষ্টকা তপসা তপ্যমানা জজানগর্ভ মহিমান মিন্দ্রম্। তেন দস্যূন্ ব্যসহন্ত দেবা হন্তাসুরাণা-মভবচ্ছচীভিঃ স্বাহা। অনানুজামনুজাং মামকর্ত-সত্যং বদন্ত্যন্বিচ্ছ এতৎ ভূয়াসমস্য সুমতৌ যথা যূয়মন্যাবো অন্যামতি মা প্রযুক্ত স্বাহা। অভূন্মম সুমতৌ বিশ্ববেদা আষ্ট প্রতিষ্ঠামবিদদ্ধিগাধম্। ভূয়াসমস্য সুমতৌ যথা যূয়সম্যাবো অন্যামতি মা প্রযুক্ত স্বাহা। পঞ্চ ব্যুষ্টীরনু পঞ্চদোহা গাং পঞ্চনাম্নীসৃতবোঽপঞ্চ। পঞ্চদিশঃ পঞ্চদশেন কৢপ্তাঃ সমানমূর্ধ্নি রষিলোকমেকং স্বাহা। ঋতস্য গর্ভঃ প্রথমা ব্যূষিষ্য-

পামেকা মনিমানং বিভর্তি। সূর্যস্যৈক শ্চরতি নিষ্কৃতেষু ধর্মস্যৈকা সবিতৈকা নিযচ্ছতু স্বাহা। যা প্রথমা ব্যোচ্ছৎসা ধেনুরভবদ্যমে। সা নঃ পয়স্বতী ধুক্ষেবাত্তরামুত্তরা সমাং স্বাহা। শুক্র ঋষভা নভসা জ্যোতিষাগা-দ্বিশ্বরূপা শবলো অগ্নিকেতুঃ। সমানমর্থং স্বপস্যমানা বিভ্রতী জরামজরউষ আগাঃ স্বাহা। ঋতুনাং পত্নী প্রথমেয়মাগাদহ্নাং নেত্রীজনিত্রী প্রজানাম্। একা সতী বহুধোষো ব্যোচ্ছৎসা অজীর্ণা ত্বং জরয়সি সর্বমন্যৎস্বাহেতি।৫

অনু ঃ—স্থালীপাক করে অগ্নি আর সোমের উদ্দেশে আজ্যভাগ আহুতি দুটি দিয়ে—'ত্রিংশৎস্বসার…'ইত্যাদি দশটি মন্ত্র পাঠ করে দশটি ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়।৫

দশটি মন্ত্র

১ম মন্ত্র—ত্রিংশৎস্বসার……ভাস্বতীঃ স্বাহা।

মন্ত্রার্থ ঃ—অষ্টকাধিষ্ঠাত্রী দেবতার ত্রিশটি তিথিরূপা ত্রিশটি ভগিনী শুদ্ধচিহ্ন ধারণ করে ঋতুর বিস্তার করতে করতে (হবিষ্যান্ন গ্রহণের জন্য) অষ্টকার নিকটে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা সকলে ক্রান্তদৃষ্টি সম্পন্না, পূর্বকালীন জ্ঞানসম্পন্না, সংবৎসরমধ্যে আবর্তনকারিণী ও দীপ্তিমতী। তাঁদের উদ্দেশ্যে আহুতি বা সুহুত হোক।

[প্রজাপতি ঋষি, ত্রিষ্টুপছন্দ, অষ্টকাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আজ্যহোমে বিনিয়োগ]।

২য় মন্ত্র—জ্যোতিষ্মতী……উপস্থে স্বাহা।

মন্ত্রার্থ ঃ—(নক্ষত্রমণ্ডিতা) জ্যোতির্ময়ী, দীপ্তিময়ী এবং দানাদিগুণযুক্তা রাত্রিকে নমস্কার। (নক্ষত্রগুলি) আকাশমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে সূর্যজন্য কর্মকে প্রতিরোধ করে, রাত্রিকালে বিভিন্ন পশুকুল মাতৃরূপা ধরিত্রীর উপর থেকে উপরিস্থিত কার্যসমূহ বিশেষভাবে দর্শন করে।

[ঋষ্যাদি পূর্ববৎ]

৩য় মন্ত্র—একাষ্টকা তপসা……অভবচ্ছশীভিঃ স্বাহা।

মন্ত্রার্থ ঃ—(চতুর্থী) অষ্টকাতে [যেটি বর্ষাকালে হয়] তপস্যা করে পরম ঐশ্বর্য-বান ইন্দ্রকে নিজের গর্ভে জন্ম দিয়েছিলেন। ঐ ইন্দ্রের অধিনায়কত্বে দেবতাগণ দস্যুদের বা শত্রুদের পরাজিত করে উন্মূলিত করেছিলেন বলে ইন্দ্র নিজকর্মদ্বারা অসুরঘাতী হয়েছিলেন।

[ঋষ্যাদি—পূর্ববৎ]

৪র্থ মন্ত্র—অনানু জামনুজাং……মা প্রযুক্ত স্বাহা।

মন্ত্রার্থ ঃ—হে রাত্রিগণ। আমরা অষ্টকাতে যথার্থভাবে প্রার্থনা করছি, কনিষ্ঠা হলেও তোমার কৃত উপকার স্মরণ করে তোমার আদেশ শিরোধার্য করছি। আমরা ও তুমি সকলে যজমানকে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি শিরোধার্য করছি। তোমার মধ্যে অন্য-রাত্রিগুলি এই যজমানকে যেন কার্য থেকে বিচ্ছিন্ন না করে। আমাদের পারস্পারিক অনুরাগে যজমানের কার্য সিদ্ধি হোক।

৫ম মন্ত্র—'অভূন্মম ·····মা প্রযুক্ত স্বাহা'।

মন্ত্রার্থ ঃ—হে ভগিনীগণ। আমার শুভবুদ্ধিযুক্ত প্রার্থনা হলো যে, (এই যজমান) (বিশ্ববেদাঃ) সমগ্র জ্ঞান, ধন, প্রতিষ্ঠা, প্রগতি আর নিজের অভিলাষজাত অর্থ, নিজের নিশ্চিত ধ্যেয় বিষয়কে লাভ করে।

৬ষ্ঠ মন্ত্র—পঞ্চ ব্যুষ্টিরনু······অধিলোকমেক স্বাহা।

মন্ত্রার্থ ঃ—(যজমানের) পাঁচ প্রকার (অধিকার) প্রদাত্রী পাঁচটি রাত্রি (পাঁচটি) উষার অনুগামিনী হয়। এই পৃথিবীর উপর (যজমানের কল্যাণের জন্য) সংবৎসর পাঁচ নামধেয় সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, ইদবৎসর, বৎসর অথবা নন্দা, ভদ্রা, সুরভি সুশীলা ও সুমনা) পাঁচটি গাভী। পাঁচটি ঋতু তাঁর বৎস, আদিত্যরূপ সমান শীর্ষ (মস্তক) সম্পন্ন এবং পনেরটি স্তোমের শক্তি সমন্বিত (পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ও উর্ধ্ব) পাঁচটি দিক আছে।

৭ম মন্ত্র—ঋতস্য গর্ভঃ······সবিতৈকাং নিযচ্ছতু স্বাহা।

মন্ত্রার্থ—[যে রাত্রি] (ঋতস্য) যজ্ঞের, সত্যের বা ব্রহ্মের (গর্ভঃ) আশ্রয় বা কারণ। অর্থাৎ—প্রথমতঃ রাত্রি যজ্ঞ, সত্য, বেদ বা ব্রহ্মের আশ্রয়দাত্রী।

(ব্যুষিষী) অন্ধকার অপনয়নকারিনী, (অপাং) জলের (মহিমানং বিভর্তি) মহিমা ধারণ করে। অর্থাৎ—দ্বিতীয়তঃ রাত্রি অন্ধকার দূর করে (চন্দ্রোদয় রূপে) জলে মহিমা ধারণ করে। [রাত্রি] (সূর্যস্য) সূর্যের (নিষ্কৃতেষু) অস্তগমনের পর (চরতি) আগমন করে, অর্থাৎ তৃতীয়তঃ রাত্রি সূর্যাস্তের পর আসে। চতুর্থতঃ সূর্যের আতপ শেষ হলে প্রবৃত্ত হয়। সবিতৃদেব ঐ একটি রাত্রিকে সুখদাত্রী করেন। (এরূপ একটি রাত্রি সুখদা হওয়ার পর অন্য রাত্রিগুলি স্বয়ংই সুখদাত্রী হয়ে থাকেন]। সেই রাত্রি সুহৃত হোক।

৮ম মন্ত্র—যা প্রথমা······সমাম্ স্বাহা।

মন্ত্রার্থ ঃ—প্রথমা অষ্টকারাত্রিকে যম পাশ দ্বারা বাঁধা পড়ে ধেনুতে পরিণত হয়। শ্রাদ্ধাদির জন্য হবিঃ উৎপাদন করে তিনি যমের অভীষ্ট প্রদান করেন)।

সেই পয়স্বিনী ধেনু আমাদের আজীবন উত্তরোত্তর অভীষ্ট বস্তু দান করে আমাদের মনোরথ সিদ্ধি করুন।

৯ম মন্ত্র—শুক্র ঋষভা……উষ আগাঃ স্বাহা।

মন্ত্রথর্ঃ—যে রাত্রি (শুক্রা) দীপ্তিময়ী, (ঋষভা) বর্ষশীলা (নভসা জ্যোতিষা আগাৎ) আকাশস্থ জ্যোতিষ্মান নক্ষত্রদের সহিত আগতা, (শবলী) শুক্লকৃষ্ণ, অরুণ বর্ণভেদে (বিশ্বরূপা) শ্রেষ্ঠ তথা নানারূপধারিনী, (অগ্নিকেতু) হোসার্থ উদ্ধৃত অগ্নি যার তিলক সেই রাত্রি (সমানমর্থং স্বপস্যমানা) সমানরূপ কর্মের সম্পাদনকারীনী তথা আবার—হে চিরতরুনী ঊষাদেবি ! তুমি যজমানকে দীর্ঘ জীবন দান করতে করতে উপস্থিত হয়ে থাক। সেই অষ্টকারাত্রি সুহুত হোক।

১০ম মন্ত্র—ঋতুনাং পত্নী……সর্বমন্যৎ স্বাহা।

মন্ত্রার্থ ঃ—[ঊষারূপ রাত্রির স্তুতিদ্বারা ঋতু স্বরূপ বর্ণন]। হেতৈষা দেবী ! (ঋতুনাং পত্নী প্রথমা ইয়ম্ আগাৎ) বসন্তাদি ঋতুসমূহের পত্নী—পালয়িত্রী বা ভার্যা, [ঊষাকাল থেকেই ঋতুর প্রবৃত্তি হয় বলে) প্রথমা রূপে ঊষা উপস্থিত হয়েছেন। তিনি দিনসমূহের (নেত্রী) প্রাপয়িত্রী বা আবির্ভাব কারয়িত্রী, (জনিত্রী প্রজানাম্) ঊষাকালে নিদ্রাপগমনে জাগরণ দ্বারা জনমনে সুকর্মের প্রেরণাদাত্রী, নিজে একা হয়েও বিশ্বের বহু পদার্থের প্রকাশয়িত্রী এবং নিজে জরাহীনা হয়ে অন্য সকলকে নির্দিষ্ট জীবন দান করেন। এই ঊষারূপ রাত্রি সুহুত হোক।

৬। স্থালীপাকস্য জুহোতি শান্তা পৃথিবী শিবমন্তণিরক্ষং শান্নোদ্যৌরভয়ং কৃণোতু। শন্নো দিশঃ প্রদিশ আদিশো, নোঽহোরাত্রে কৃণুতং দীর্ঘমায়ুব্যশ্নবৈ স্বাহা।

আপো মরীচীঃ পরিপান্তু সর্বতো ধাতা সমুদ্রো অপহন্তু পাপম্। ভূতং ভবিষ্যদকৃন্তদ্ বিশ্বমস্তু মে ব্রহ্মাভিগুপ্তঃ সুরক্ষিতঃ স্যাং স্বাহা।

বিশ্বে আদিত্য বসবশ্চ দেবা রুদ্রা গোপ্তারো মরুতশ্চ সন্তু। উর্জং প্রজামমৃতং দীর্ঘমায়ুঃ প্রজাপতির্ময়ি পরমেষ্ঠী দধাতু নঃ স্বাহেতি চ।

১। মন্ত্র—শান্তা পৃথিবী……ব্যশ্নবৈ স্বাহা।

মন্ত্রার্থ ঃ—পৃথিবী শান্তিপূর্ণ হোক, অন্তরিক্ষ আমাদের শিবময় হোক, দ্যুলোক সুখময় ও নির্বিঘ্ন হোক, পূর্বাদিকসমূহ, অবান্তর দিকসমূহ আমাদের মঙ্গল বিধান করুক, অহোরাত্র আমাদের কল্যাণ করুন ; এঁদের প্রসঙ্গে আমরা যেন দীর্ঘ আয়ু লাভ করি।

২। মন্ত্র—আপো মরীচি……সুরক্ষিত স্যাং স্বাহা।

মন্ত্রার্থ :—জলসমূহ, কিরণাবলী আমার দেহগেহাদি সমস্ত রক্ষা করুন। [ধাতা —অপাংধাতা] বারিধি সমুদ্র আমার পাপ নাশ করুন এবং অতীতে জাত এবং আগামী দিনে হবে এমন সমস্ত পাপ ছিন্ন করুন। আমার বেদ সুরক্ষা হোক।

৩। বিশ্বে আদিত্য……দধাতু নঃ স্বাহা।

মন্ত্রার্থ :—দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র. উনপঞ্চাশ মরুৎ বা বায়ু—এসকল আমাদের রক্ষাকর্তা হোন। পরমেষ্ঠী এবং প্রজাপতি আমাতে প্রাণবল, পুত্রাদিরূপ অমৃত এবং দীর্ঘজীবন দান করুন।

৭। অষ্টকায়ৈ স্বাহেতি।৭

অনু :—পূর্বোক্ত তিনটি আহুতির পর (স্থালীপাকের দ্বারাই) 'অষ্টাকায়ৈ স্বাহা' মন্ত্রে চতুর্থ আহুতি দেওয়া হয়।৭

[এরপর 'ইন্দ্রায় স্বাহা' মন্ত্রে পিঠার দ্বারা একটি আহুতি দিয়ে—'অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা' মন্ত্রে পিঠা ও স্থালীপাক আহুতি দেওয়া হবে)। প্রথমাষ্টকা শেষ]।

[মধ্যমাষ্টকা]

৮। মধ্যমা গবা।৮

অনু :—মধ্যমাষ্টকা (মধ্যমাষ্টকার কাল হ'লো পৌষের কৃষ্ণাষ্টমী) গোপশু দ্বারা সম্পন্ন হয়।৮

৯। তস্যৈ বপাং জুহোতি বহ জাতবেদঃ পিতৃভ্যঃ ইতি।৯

অনু :—মধ্যমাষ্টকার উদ্দেশে (বপা) গরুর নাভিস্থ চর্মবিশেষের আহুতি হয়—'বহ বপাং জাতবেদঃ পিতৃভ্যঃ স্বাহা' মন্ত্রে।৯

মন্ত্রার্থ :—আদিত্য ঋষি ত্রিষ্টুপ ছন্দঃ, জাতবেদা দেবতা, বপাহোমে বিনিয়োগ। হে জাত বেদা! তুমি এই বপা আমাদের পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে বয়ে নিয়ে যাও।

[এরপর 'বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা' মন্ত্রে একটি আহুতি]।

১০। শ্বোঽন্বষ্টকাসু সর্বাসাং পার্শ্বসক্থি সর্বাভাং পরিবৃতে পিণ্ড-পিতৃযজ্ঞবৎ।১০

অনু :—সমস্ত অষ্টকারই পরের দিন (নবমীতে) পার্শ্ব আর সক্থি সব্যের মাংস নিয়ে আচ্ছাদিত স্থানে অবসথ্যাগারে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের মত কর্ম করা হয়।১০

১১। স্ত্রীভ্যশ্চোপসেচনং চ কর্ষূষু সুরয়া তর্পণেন চাঞ্জনানুলেপনং স্রজশ্চ।১১

অনু ঃ—[এতে বিশেষ হলো যে] স্ত্রীগণ অর্থাৎ মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহীর উদ্দেশেও পিণ্ড দান করা হয়। (কর্ষূষু) স্ত্রীপিণ্ডের সমীপস্থ গর্তগুলিতে মদ্যদ্বারা তর্পণ ও সক্তুদ্বারা উপসেচন করা হয়। কাজল চন্দনাদি লেপন ও মালা দেওয়া হয়।১১

১২। আচার্যায়ান্তেবাসিভ্যশ্চানপত্যেভ্য ইচ্ছন্।১২

অনু ঃ—ইচ্ছানুসারে আচার্য এবং অন্তেবাসী অর্থাৎ শিষ্যদের উদ্দেশ্যেও (পিণ্ডদানাদি ক্রিয়া করা যায়)।১২

১৩। মধ্যাবর্ষে চ তুরীয়া শাকাষ্টকা।১৩

অনু—বর্ষের মধ্যে (চৈত্রাদি ফাল্গুনান্ত সংবসর মধ্যে ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমীতে) (তুরীয়া) চতুর্থী অষ্টকা (কালও শাকের দ্বারা সম্পাদ্য) শাকাষ্টকা করা বিধেয়।

তৃতীয় কাণ্ডে তৃতীয় কণ্ডিকা সমাপ্ত

তৃতীয় কাণ্ড—চতুর্থ কণ্ডিকা (শালাকর্ম)

১। অথাতঃশালা কর্ম।১

অনু :—(এ পর্যন্ত শালাগ্নি সাধ্য অবসথ্যাধান ইত্যাদি কর্মের বিধান বর্ণনা করা হ'য়েছে, কিন্তু শালাগ্নি স্থাপনের স্থান যে শালা সে সম্পর্কে এ পর্যন্ত নির্দেশ করা হয়নি বলেই) এবার শালাকর্মের বিধি নির্দেশ করা হবে।১

২। পুণ্যাহে শালাং কারয়েৎ।২

অনু ঃ—(জ্যোতিষশাস্ত্রানুসারে) পুণ্য দিবসে (শুভক্ষণে) গৃহনির্মাণ করা উচিত।২

৩। তস্যা অবটমভি জুহোত্যচ্যুতায় সোমায় স্বাহেতি।৩

অনু ঃ (তস্যা) শালার বা নির্মীয়মাণ গৃহের (অবটম্) স্তম্ভ রোপণের জন্য কৃত খাতের অভিমুখে 'অচ্যুতায় স্বাহা', 'সোমায় স্বাহা' মন্ত্রে হোম করতে হয়।

[এখানে 'অবটম্' একবচন থাকলেও চারটি অবট হবে। পারস্করের প্রসিদ্ধ টীকাকায় হরিহর বলেছেন, 'চতুর্ষু কোণেষু আগ্নেয়াদিষু চত্বারোঽবটা ভবন্তি, তেষ্বেবাজ্যেন হোমঃ।' অর্থ—অগ্ন্যাদি চারকোণে চারটি খাত হবে, তাতে ঘৃতদ্বারা হোম করা হবে]।

৪। স্তম্ভমুচ্ছ্রয়তি ইমামুচ্ছ্রয়ামিভুবনস্য নাভিং বসোর্ধারাং প্রতরণীং বসূনাম্ ইহৈব ধ্রুবাং নিমিনোমি শালাং ক্ষেমে তিষ্ঠতু ঘৃতমুক্ষমানা।

অশ্বাবতী গোমতী সূনৃতাবত্যুচ্ছ্রয়স্ব মহতে সৌভগায়। আত্বা শিশুরাক্রন্দ ত্বা গাবো ধেনবো বাশ্যমানাঃ। আত্বা কুমারস্তরুণ আবৎস জগদৈঃ সহ। আত্বাপরিস্রুতঃ কুম্ভ আদঘ্নঃ কলশৈরূপ। ক্ষেমস্য পত্নী বৃহতী সুবাসা রয়িং নো ধেহি সুভগে সুবীর্যম্। অশ্বাবদ্গোমদূর্জস্বৎ পর্ণং বনস্পতেরিব। অভিনঃ পূর্যতাং রয়িরিদমনুশ্রেয়ো বসান ইতি চতুরঃ প্রপদ্যতে।৪

অনু :—'ইমামুচ্ছ্রয়ামি ইত্যাদি বসান পর্যন্ত মন্ত্রগুলি পাঠ করতে করতে স্তম্ভটি তোলা হয়। এই ভাবে চারটি স্তম্ভকেই তুলে পূর্বে উল্লিখিত খাতে রাখা হয়।৪

[প্রত্যেকবারই মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হয়]।

১। মন্ত্র—ইমামুচ্ছ্রয়ামি......ঘৃতমুক্ষমানা।১

মন্ত্রার্থ :—আমি পৃথ্বী—পৃথিবীস্থিত গৃহের আশ্রয়ভূত এই স্তম্ভকে উত্তোলন করছি। এই স্তম্ভ ধনধারণকারী, নিধিস্রোত এবং বিবিধপ্রকার ধনরাশির বিস্তারকারী। আমি এই স্থির—অচঞ্চল স্তম্ভের উপর আমার গৃহকে স্থাপন করছি। এই গৃহ আমায় সুখ দান করতে করতে নিরুপদ্রব স্থানে স্থির থাকুক।

(বিশ্বামিত্র ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ, শালাদেবতা, স্তম্ভোচ্ছ্রয়নে বিনিয়োগ।

২। মন্ত্র—অশ্বাবতী......বাশ্যমানাঃ।

হে শালে! বা গৃহ! তুমি অশ্বযুক্ত, গোযুক্ত, তথা প্রিয় এবং সত্যবচনে পরিপূর্ণ ; তুমি আমার মহান ভাগ্যোদয়কে নিয়ে ওঠ। তোমাতে অবস্থান করে শিশুর কলধ্বনি ও প্রসূত এবং অপ্রসূত গরুর ধ্বনিতে তোমায় ভরিয়ে দেবে।

(পংক্তিছন্দঃ ; ঋষ্যাদি পূর্ববৎ)

৩। মন্ত্র—অত্বা কুমারঃ......সুভগো সুবীর্যম্।

মন্ত্রার্থ :—(আ ত্বা) তোমাকে আশ্রয় করে তরুণ ব্রহ্মচারী বেদধ্বনি করুক, শিশু স্তন্যদুগ্ধ পান করার জন্য মাকে আহ্বান করুক, তোমাতে স্থাপিত জলপূর্ণ দধিপূর্ণ কুম্ভ ঋদ্ধি সমৃদ্ধিপূর্ণ কলসের সঙ্গে পূর্ণ কলসের শব্দ করুক, হে শালে! তুমি রক্ষা-স্বামিনী তথা সুরূপা, গুণবতী সুন্দর বস্ত্রাদি দ্বারা অলঙ্কৃতা, তুমি আমাদের শোভন শক্তি ও ধন দান কর। অর্থাৎ তুমি আমাদের সর্বতোভাবে ধনসম্পন্ন কর, যাতে আমাদের দানশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে।

(জগতী ছন্দঃ ; ঋষাদি পূর্ববৎ)

৪। মন্ত্র—অশ্বাবদ্......বসান।

মন্ত্রার্থঃ—হে শালে! আমাদিগকে সর্বতোভাবে ধনপূর্ণ কর। সেই সম্পদ হবে অশ্বযুক্ত, গো বিশিষ্ট, রসপূর্ণ বা বিস্তৃত এবং বনস্পতির পাতার মত। এই স্থানে বাস করে আমি যেন সকল সম্পদে পরিপূর্ণ হই।

(অনুষ্টুভ ছন্দ, ঋষ্যাদি পূর্ববৎ)

(অন্য গৃহে ও শিলান্যাস এই মন্ত্রেই হবে ; শিলান্যাসের পর গৃহপ্রবেশ হবে।)

৫। অভ্যন্তরতোঽগ্নিমুপসমাধায় দক্ষিণতো ব্রহ্মাণমুপবেশ্যোত্তরত-উদপাত্রং প্রতিষ্ঠাপ্য স্থালীপাকং শ্রপয়িত্বা নিষ্ক্রম্য দ্বারসমীপে স্থিতা ব্রহ্মাণ-মামন্ত্রয়তে ব্রহ্মণ্ প্রবিশামীতি।৫

অনু ঃ— (গৃহের) মধ্যে (পঞ্চভূসংস্কার পূর্বক) অগ্নি স্থাপন করে দক্ষিণে ব্রহ্মোপবেশন করিয়ে উত্তরে জলপাত্র স্থাপন করে স্থালীপাক (চরুপাক) করে (বাইরে) বেরিয়ে এসে দ্বারের নিকট দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণ (পুরোহিত) কে সম্বোধন করে (যজমান) বলবে—'ব্রহ্মন্ প্রবিশামি'। (অর্থাৎ হে ব্রাহ্মণ আমি প্রবেশ করছি)।৫

৬। ব্রহ্মাণুজ্ঞাতঃ প্রবিশত্যৃতং প্রপদ্যে শিবং প্রপদ্য ইতি।৬

অনু ঃ—ব্রহ্মার (প্রবিশ—এরূপ) আদেশ নিয়ে ঋতং প্রপদ্যে শিবং প্রপদ্যে মন্ত্র পাঠ করতে করতে (গৃহে) প্রবেশ করবে।৬

মন্ত্রার্থঃ—হে শালে! সত্যভূতা তোমাকে আশ্রয় করছি, কল্যাণরূপা তোমাকে আশ্রয় করছি।

পরমেষ্ঠী ঋষি, যজুঃ ছন্দ, শালা দেবতা, শালাপ্রবেশে বিনিয়োগঃ।

৭। আজ্যং সংস্কৃত্যেহরতি রিত্যাজ্যহুতী হুত্বা অপরা জুহোতি। বাস্তোষ্পতে প্রতিজানীহ্যস্মান্ স্বাবেশো অনমীবো ভবানঃ। যত্তেমহে প্রতিতন্নো জুষস্ব শংনোভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা।

বাস্তোষ্পতে প্রতরণো ন এধি গয়স্ফানো গোভিরশ্বেভিরিন্দো। অজরা-সস্তে সখ্যে স্যাম পিতেব পুত্রান্ প্রতিতন্নো জুষস্ব শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা।

বাস্তোষ্পতে শগ্ময়া সংসদা তে সক্ষীমহি রণ্বয়া গাতুমত্যা।

পাহিক্ষেম উতযোগে বরন্নো যূয়ম্পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ স্বাহা।

অমীবহা বাস্তোষ্পতে বিশ্বান্ রূপাণ্যাবিশন্।

সখা সুশেব এধি নঃ স্বাহেতি।৭

অনুঃ—আজ্য সংস্কার করে [আঘার ও আজ্য ভাগ আহুতি দিয়ে] ইহরতি…

ইত্যাদি মন্ত্রে ও 'উপসৃজন্ ·····' ইত্যাদি মন্ত্রে—দুইটি আজ্যাহুতি দিয়ে অপর চারটি আহুতি দিতে হয়। তার চারটি মন্ত্র যথাক্রমে—(১) বাস্তোষ্পতে প্রতি-জানীহি······ ; (২) বাস্তোষ্পাতে প্রতরণো······ । (৩) বাস্তোষ্পতে শগ্ময়া······। (৪) অমীবহা······ ।

[এখানে নিয়ম হলো উক্ত এক একটি মন্ত্র পাঠ করে করে এক একটি আহুতি দেওয়ার পর পুনরায় আঘার ও আজ্যভাগ আহুতি দিয়ে হয় ।]

মন্ত্র—(১) ইহ রতিরিহরমধ্বমিহ ধৃতিরিহ স্বধৃতিঃ স্বাহা ।

যজু. ৮।৫১

মন্ত্রার্থ ঃ—[হে গাভীগণ !] এই যজমানে তোমাদের রতি হোক। এখানেই তোমরা আনন্দ লাভ কর। এ যজমানেই তোমাদের সন্তোষ থাকুক, নিজের ধৈর্য এখানেই থাকুক। তোমরা সুহুত হও।

মন্ত্র—(২) উপসৃজন্ ধরুণং মাত্রে ধরুণো মাতরং ধয়ন্ ।
রায়স্পোষমস্মাসু দীধরৎ স্বাহা ॥ যজু. ৮।৫১

মন্ত্রার্থ ঃ—মাতা পৃথিবীর ধারক অগ্নিকে নিকট এনে এবং পার্থিব হবিঃ ভক্ষণ করে ধারক অগ্নি আমাদের ধনের পুষ্টি ধারন করুন। তোমরা সুহুত হও।

অপর চার আহুতির মন্ত্রার্থ—

মন্ত্র—(১) বাস্তোষ্পতে প্রতিজানীহি······চতুষ্পদে স্বাহা ।

ঋ. সং ৭।৫৪।১

মন্ত্রার্থঃ—হে বাস্তোষ্পতে ! তুমি আমাদের প্রবোধিত কর, আমাদের নিবাস রোগ শূন্য কর, আমরা যে ধন প্রার্থনা করি তা দান করি এবং আমাদের পুত্র পৌত্রাদি দ্বিপাদজনের ও গো-অশ্বাদি চতুষ্পদ প্রাণিবর্গের মঙ্গলপ্রদ হও। তুমি সুহুত হও।১

(বশিষ্ঠ ঋষি, ত্রিষ্টুপ ছন্দ, বাস্তোষ্পতি দেবতা, নবশালয়াম আজ্যহোমে বিনিয়োগ)

মন্ত্র—(২) বাস্তোষ্পতে······চতুষ্পদে স্বাহা । ঐ ৭।৫২।২

মন্ত্রার্থ—হে বাস্তোষ্পতে তুমি আমাদের ও আমাদেয় ধনের বর্ধক হও। তুমি সখা হলে আমরা গাভী ও অশ্বযুক্ত হয়ে জরারহিত হব। পিতা যেরূপ পুত্রদের পালন করে তুমি আমাদের সেরূপ পালন কর। আমাদের পুত্র······ হও।

ঋষ্যাদি পূর্ববৎ

মন্ত্র—(৩) বাস্তোষ্পতে শগ্ময়া······সদা নঃ স্বাহা । ঐ ৭।৫৪।৩

মন্ত্রার্থ—হে বাস্তোষ্পতে। আমরা যেন তোমার সুখকর, রমণীয় ও ধনযুক্ত স্থান

লাভ করি। তুমি আমাদের প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত ধন রক্ষা কর এবং আমাদের কল্যাণের সাথে সর্বদা পালন কর।

(ঋষ্যাদি পূর্ববৎ)

মন্ত্র—(৪) অমীবহা……এধি নঃ স্বাহা। ঐ ৭।৫৫।১

মন্ত্রার্থ—হে বাস্তোষ্পতে! তুমি রোগনাশক! তুমি, সকল রূপের মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের সখা ও সুখকর হও।

[ঋষি—বশিষ্ঠ, ছন্দ—গায়ত্রী, দেবতাদি পূর্ববৎ]

৮। স্থালীপাকস্য জুহোতি। অগ্নিমিন্দ্রং বৃহস্পতিং বিশ্বান্বান্-পহ্বয়ে সরস্বতীং চ বাজীং চ বাস্তু মে দত্ত বাজিনঃ স্বাহা। সর্পদেবজনান্ সর্বান্ হিমবন্তং সুদর্শনম্। বসূংশ্চ রুদ্রানাদিত্যানীশানং জগদৈঃ সহ। এতান্ সর্বান্ প্রপদ্যেঽহং বাস্তু মে দত্তবাজিনঃ স্বাহা॥ পূর্বাহ্ণমপরাহ্ণ চোভৌ মধ্যন্দিনা সহ। প্রদোষ মর্বরাত্রং চ ব্যুষ্টাং দেবী মহাপথাম্। এতান্ সর্বান্ প্রপদ্যেঽহং বাস্তু মে দত্তবাজিনঃ স্বাহা॥ কর্তারং চ বিকর্তারং বিশ্বকর্মাণমোষধীংশ্চ বনস্পতীন্। এতান্ সর্বান্ প্রপদ্যেঽহং বাস্তু মে দত্ত বাজিনঃ স্বাহা॥ ধাতারং চ বিধাতারং নিধীনাং চ পতিং সহ। এতান্ সর্বান্ প্রপদ্যেঽহং বাস্তু মে দত্তবাজিনঃ স্বাহা॥ স্যোনং শিবমিদং বাস্তু দত্ত ব্রহ্ম প্রজাপতী। সবাশ্চ দেবতাঃ স্বাহেতি ॥৮

অনুঃ—এরপর স্থালীপাক অর্থাৎ চরুদ্বারা 'অগ্নিমিন্দ্রম্' ইত্যাদি ছয়টি মন্ত্র পাঠ করে ছয়টি আহুতি দেওয়া হয়।৮

মন্ত্রার্থ যথা—

মন্ত্র—(১) অগ্নিমিন্দ্রং……বাজিনঃ স্বাহা।

মন্ত্রার্থ—হে অগ্নি, ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও সমস্ত দেবগণ তথা অন্নময়ী বা বেদাবতী সরস্বতী! তোমাদের আহ্বান করি! তোমরা আমায় বাস্তুদানপূর্বক গৃহবাসী করে অন্ন ও ধন দ্বারা সমৃদ্ধ কর।

[ঋগি—বিশ্বামিত্র, ছন্দ-অনুষ্টুভ' দেবতা-অগ্ন্যাদি, বিনিয়োগ—চরুহোম।

মন্ত্র—(২) সর্পদেবজনান্……

মন্ত্রার্থ—সমস্ত সর্প দেবতা, সুদর্শন হিমালয়, বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ এবং অনুচরদের সহিত অন্যান্য দেবতাগণকে আহ্বান করি। এদের সকলের শরণাগত হচ্ছি। তোমরা আমায় বাস্তু দানপূর্বক গৃহবাসীকে অন্ন ও ধন দ্বারা সমৃদ্ধ কর।

মন্ত্র—(৩) পূর্বাহ্নম্……স্বাহা।

মন্ত্রার্থ—পূর্বাহ্ন, অপরাহ্ন, মধ্যাহ্ন, প্রদোষ ও অর্ধরাত্রির অধিষ্ঠাতা দেবগণকে তথা দীপ্তিময়ী বহুমুখী উষা দেবীকে আহ্বান করি।……

মন্ত্র—(৪) কর্তারি……

মন্ত্রার্থ—কর্তা, বিকর্তা, বিশ্বকর্মা, ওষধি সকল ও বনস্পতি সকলকে আহ্বান করি……।

মন্ত্র—(৫) ধাতারং……

মন্ত্রার্থ—ধাতা, বিধাতা, সকল নিধির অধিপতিকে আহ্বান করি……।

মন্ত্র—(৬) স্যোনং……সর্বাশ্চ দেবতাঃ স্বাহা।

মন্ত্রার্থ—হে বেদ সমূহ, ব্রাহ্মণগণ, সকল দেবতা (তোমাদেরও আহ্বান করি। তোমরা আমায় সুখসেব্য মঙ্গলময় বস্তু দান করে গৃহবাসী কর।

৯। প্রাশনান্তে কাংস্যে সম্ভারানোপ্যোদুম্বর পলাশানি সসূরানি শাড্বল গোময়ং দধি মধু ঘৃতং কুশান্যবাংশ্চসনোপস্থানেষু প্রোক্ষেৎ।৯

অনুঃ—সংস্রব প্রাশনের পর কাংস্য পাত্রে ক্ষীরযুক্ত ঔড়ুম্বরপত্র, দূর্বা, গোময় দধি, মধু ঘৃত, কুশ ও যব রেখে গজদন্ত নির্মিত দেবস্থান বা বাস্তুশাস্ত্র প্রসিদ্ধ গৃহস্থানগুলিতে প্রেক্ষণ করতে হয়।৯

১০। পূর্বে সন্ধ্যাবভিমৃশতি। শ্রীশ্চ ত্বা পূর্বে সন্ধৌ গোপায়েতামিতি।১০

অনুঃ—'শ্রীশ্চত্বা প্রভৃতি মন্ত্রটি পাঠ করে পূর্বদিকস্থ সন্ধিস্থলটি স্পর্শ করা হয়।

মন্ত্রার্থ—হে শালে বা গৃহে! তোমার পূর্বসন্ধি রক্ষা করেন লক্ষ্মীদেবী ও যশোদেবী।১০

১১। দক্ষিণে সন্থাবভিমৃশতি। যজ্ঞশ্চ ত্বা দক্ষিণা চ দক্ষিণে সন্ধৌ গোপায়েতামিতি।১১

অনুঃ—'যজ্ঞশ্চ ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্র পাঠ করতে করতে দক্ষিণ সন্ধি স্পর্শ করা হয়।

মন্ত্রার্থ—হে শালে! যজ্ঞ এবং দক্ষিণা তোমার দক্ষিণবর্তী সন্ধিকে রক্ষা করুন।১১

১২। পশ্চিমে সন্ধাবভিমৃশতি। অন্ন চ ত্বা ব্রাহ্মণাশ্চ পশ্চিমে সন্ধৌ গোপায়েতামিতি।১২

অনুঃ—'অন্ন চত্বা……' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতে করতে পশ্চিমবর্তী সন্ধি স্পশ করা হয়।১২

মন্ত্রার্থ—অন্ন এবং ব্রাহ্মণগণ তোমার পশ্চিম-সন্ধিকে রক্ষা করুন।

১৩। উত্তরে সন্ধাবভিমৃশতি। ঊর্ক্ চ ত্বা সূনৃতা চোত্তরে সন্ধৌ গোপায়েতামিতি।১৩

অনুঃ—'ঊর্ক্ চ ত্বা……ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতে করতে উত্তর সন্ধিকে স্পর্শ করা হয়।১৩

মন্ত্রার্থ—তেজোময় প্রাণ আর সত্য বাণী তোমার উত্তর-সন্ধিকে রক্ষা করুন।

১৪। নিষ্ক্রম্য দিশ উপতিষ্ঠতে। কেতা চ মা সুকেতা চ পরস্তাদ্ গোপায়েতামিত্যগ্নির্বৈ কেতাদিত্যঃ সুকেতা তৌ প্রপদ্যে নমোঽস্তু তৌ মা পুরস্তাদ্ গোপায়েতামিতি।১৪

অনুঃ—(ঘর থেকে বাহির হয়ে কেতা চ মা……ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে দিক-গুলিকে (স্তুতি প্রণামমূলক) পূজা করা হয়।১৪

মন্ত্রার্থ—কেতা এবং সুকেতা আমার পুরোভাগ রক্ষা করুন। অগ্নি হ'লেন কেতা আর আদিত্য হলেন সুকেতা। আমি তাঁদের শরণাপন্ন হচ্ছি, তাঁদের প্রণাম নিবেদন করছি, তাঁরা আমার পুরোভাগ বা পূর্বদিক রক্ষা করুন।

১৫। অথ দক্ষিণতো গোপায়মানং চ মারক্ষমানা চ দক্ষিণতো গোপায়ে-তামিত্যহর্বৈ গোয়ায়মানং রাত্রীরক্ষমানা তে প্রাপদ্যে নমোঽস্তু তে মা দক্ষিণতো গোপায়েতামিতি।১৫

অনুঃ—তারপর দক্ষিণ দিকে গোপায়মান এবং রক্ষমান আমার দক্ষিণ দিক রক্ষা করুন। গোপায়মান যজ্ঞ এবং রক্ষমান হলো দক্ষিণা, আমি তাঁদের শরণাপন্ন। তাঁদের প্রণাম করি। তাঁরা আমার দক্ষিণ দিক রক্ষা করুন।১৫

১৬। অথ পশ্চাৎ দীদিবিশ্চ মা জাগৃবিশ্চ পশ্চাদ্ গোপায়েতামিত্যন্নং বৈ দীদিবিঃ প্রাণো জাগৃবিস্তৌ প্রপদ্যে তাভ্যাং নমোঽস্তু তৌ মা পশ্চাদ্ গোপায়েতামিতি।১৬

অনুঃ—তারপর পশ্চিম দিকে, দীদিবি ও জাগৃবি আমার পশ্চিম দিক রক্ষা করুন। অন্ন হ'লো দীদিবি আর প্রাণ হলো জাগৃবি। আমি……পশ্চিম দিক রক্ষা করুন।১৬

১৭। অথোত্তরতোঽস্বপ্নশ্ব মানবদ্রাণশ্চোত্তরতো গোপায়েতামিতি চন্দ্রমা বা অস্বপ্নো বায়ুরনবদ্রানস্তৌ প্রপদ্যে তাভ্যাং নমোঽস্তু তৌ মোত্তরতো গোপায়েতামিতি।১৭

অনুঃ—পশ্চিম দিক পূজার পর উত্তর দিকে, অস্বপ্ন ও অনবদ্রান আমার উত্তর দিক রক্ষা করুন। চন্দ্রমা হ'লো অস্বপ্ন এবং বায়ু হ'লো অনবদ্রান। আমি তাঁদের শরণাপন্ন। তাঁরা আমার উত্তর দিক রক্ষা করুন।১৭

[উক্ত চারটি দিকপূজার মন্ত্রের ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দ—ত্রিন্টুপ. দেবটা—মন্ত্রোক্ত বিনিয়োগ—দিশুপস্থান।

১৮। নিষ্ঠিতাং প্রপদ্যতে ধর্মস্থূণা রাজং শ্রীস্তূপমহোরাত্রে দ্বার ফলকে। ইন্দ্রস্য গৃহা বসুমন্তো বরুথিনস্তানহং প্রপদ্যেসহ প্রজয়া পশুভিঃ সহ। যন্মে কিঞ্চিদস্ত্যুপহূতঃ সর্বগণ সখায় সাধুসংবৃতঃ। তাং ত্বা শালেঅরিষ্টবীরা গৃহান্ নঃ সন্তু সর্বত ইতি।১৮

অনু ঃ—সম্পূর্ণ নির্মিত গৃহে প্রবেশ করতে হয়—'ধর্মস্থূনা......পশুভির সহ এবং যন্মে কিঞ্চিদ্...সন্তু সর্বতঃ—মন্ত্র দুটি পাঠ করতে করতে।

মন্ত্রার্থ—

মন্ত্র—(১) 'ধর্মস্থূনা রাজং... ·পশুভি: সহ।'

মন্ত্রার্থ—ধর্মযুক্ত বিশাল স্তম্ভদ্বারা শোভিত, লক্ষ্মী সম্পন্ন বা যেখানে লক্ষ্মীদেবী বিরাজমানা, দিবারাত্রের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা যার দ্বারা কপাটে লোকালোকরূপে বিরাজিত —এরূপ ইন্দ্রের গৃহটি প্রভূত ধন সম্পদ সমৃদ্ধ তথা বহু প্রজাবিশিষ্ট বা রক্ষক পুরুষ দ্বারা সংরক্ষিত ; এই গৃহটিতে আমি পুত্র-পৌত্র এবং (গো-অশ্বাদি) পশু সহ আশ্রয় নিচ্ছি বা বাস করতে যাচ্ছি।

ঋষি—ব্রহ্মা, ছন্দ,—জগতী, দেবতা ইন্দ্র ; বিনিয়োগ—নববেশ্ম প্রবেশন।

মন্ত্র—(২) যন্মে কিঞ্চিদ্......সর্বতঃ।

মন্ত্রার্থ—হে শালে! আমার যেরূপ সামর্থ্য আছে তাঁর দ্বারা তোমার নিকট প্রার্থনা করছি যে, তোমাকে আহবান করলে তুমি গৃহে এসে আমার পরিবার, বন্ধু-সমূহ পারিপার্শ্বিক সকল মানুষকে সর্বপ্রকার রোগমুক্ত করে দাও।

ঋষি—ব্রহ্মা, ছন্দ—বৃহতী, দেবতা—শালা, বিনিয়োগ—নববেশ্ম প্রবেশন।

১৯। ততো ব্রাহ্মণ ভোজনম্।

অনু ঃ—গৃহপ্রবেশ কর্ম শেষ হ'লে ব্রাহ্মণ ভোজন। এ সম্পর্কে বিশ্বনাথের মত একজন বা পাঁচজন বা দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করান বিধেয়।১৯

তৃতীয় কাণ্ডে চতুর্থ কন্ডিকা সমাপ্ত

তৃতীয় কাণ্ড—পঞ্চম কণ্ডিকা (মণিকাবধান)

১।' অথাতো মণিকাবধানম্ ।১

অনু ঃ—(অথ)—শালাকর্মের পর (অত) সেখানে মনিকা অর্থাৎ জলাধারের আবশ্যক থাকায় 'মণিকাবধান' কর্মের বিধান উল্লেখ করা হচ্ছে ।১

[মণিকা স্থাপন ও আবসথ্যাধানের পর গৃহপ্রবেশ দিনেই করা উচিত। কারণ মণিকোদক ছাড়া নিত্যহোম পঞ্চমহাযজ্ঞ, পাক, পর্যুক্ষণ প্রভৃতি কোন কর্মই করা সম্ভব নয়।]

২। উত্তর পূর্বস্যাং দিশি যূপবদবটং খাত্বা কুশানাস্তীর্যাক্ষিতানরিষ্টকাং (সুমনসঃ কপর্দিকান্) শ্চান্যানি চাভিমঙ্গলানি তস্মিন্ মিনোতি, মণিকং সমুদ্রোঽসীতি ।২

অনু ঃ—(গৃহের উত্তর পূর্ব দিকে অর্থাৎ ঈশান কোণে যূপের মত একটি খাত কেটে কতকগুলি কুশ বিছিয়ে যব, অরিষ্টক ফল, পুষ্পমঞ্জরী, এবং (সর্বৌষধি, দূর্বা, শমীপত্র সর্ষপাদি) অন্যান্য ঋদ্ধি বৃদ্ধি কর মাঙ্গল্য দ্রব্য খাতে দিয়ে তার উপর 'সমুদ্রোসি থেকে শম্ভু' পর্যন্ত মন্ত্র পাঠ করে 'মণিকা'—জলপাত্রটি স্থাপন করা হয় ।২

মন্ত্র—সমুদ্রোঽসি নভস্বানার্দ্রদানুঃ শম্ভু॥। যজু ১৮।৪৫

মন্ত্রার্থ—হে বায়ু তুমি জলে সিক্ত, আকাশস্থ, বৃষ্টিতুষারপ্রদ, ঐহিকসুখপ্রদ।

৩। অপ আসিঞ্চতি। আপো রেবতীঃ ক্ষয়থা হি বস্বঃ ক্রতুং চ ভদ্রং বিভৃথামৃতং চ। রায়শ্চ স্থ স্বপত্যস্য পত্নী সরস্বতী তদ্ গৃণতে বয়োধাদিতি ।৩

অনু ঃ—'আপো রেবতী…ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতে করতে মণিকাতে (জলপাত্রে) জল ঢালতে হয় ।৩

মন্ত্রার্থ—আপোরেবতী……বয়ো ধাৎ ॥

হে জলদেব! তুমি ধনসম্পন্ন, যেহেতু তুমিই সকল ধনের আশ্রয়। তুমি শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, এবং অমৃতফল ধারণ করে। তুমি ধন এবং শ্রেষ্ঠ সন্তান পত্নী দিতে সমর্থ। আমি তোমার এই স্বরূপের স্তুতি করি, অতএব সরস্বতীদেবী আমাদের দীর্ঘায়ু করুন।

[ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ, দেবতা—আপ, বিনিয়োগ—অপামাসেচন।]

৪। আপো হিষ্ঠেতি চ তিসৃভিঃ ।৪

অনু ঃ—'আপোহিষ্ঠা……ইত্যাদি তিনটি ঋক পাঠ করে (পুনরায় একবার জল ঢালা হবে ।৪

মন্ত্র—(১) আপো হিষ্ঠা ময়ো ভুব স্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে। যজু. ৩৬।১৪

(২) যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহনঃ। উষতীরিব মাতরঃ॥ যজু. ৩৬।১৫

(৩) তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ার জিন্বথ। আপোজনয়থা চ নঃ। যজু. ৩৬।১৬

(এই মন্ত্র তিনটির অর্থ প্রথমকাণ্ডের অষ্টম কাণ্ডিকায় দেওয়া হয়েছে)।

৫। ততো ব্রাহ্মণভোজনম্ ।৫

অনু ঃ—তারপর পূর্বানুরূপ ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হয় ।৫

তৃতীয় কাণ্ডে পঞ্চম কণ্ডিকা সমাপ্ত

তৃতীয় কাণ্ড— ষষ্ঠ কণ্ডিকা—(শীর্ষরোগভেষজ)

১। অথাতঃ শীর্ষরোগভেষজম্ ।১

অনু ঃ—(অথ) মণিকাবধানের পর (অতঃ) শিরোবেদনায় পীড়িত ব্যক্তি কোন কার্য করতে সমর্থ হয় না বলে শিরোরোগের ঔষধ বা চিকিৎসা সম্পর্কে বলা হবে ।১

২। পানী প্রক্ষাল্য ভ্রূবৌ মিমাষ্টি। চক্ষুর্ভ্যাং শ্রোত্রাভ্যাং গোদানা-চ্ছুবুকাদধি। যক্ষ্মং শীর্ষ্যং ররাটাদ্বি বৃহামীর্মমিতি। অর্দ্ধং চেদবভেদক বিরূপাক্ষ শ্বেতপক্ষমহাযশঃ। অথো চিত্রপক্ষ শিরো মাস্যাভিতা-প্সীদিতি ।২৩

অনু ঃ—(শিরঃ পীড়া হলে) ডান ও বাম—দুটি হাত ধুয়ে চক্ষুর্ভ্যা…বিবৃহামি মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে ভ্রূ দুইটি মার্জনা করতে হয় ।২

মন্ত্রার্থ ঃ—চক্ষুর্ভ্যাং……বিবৃহামি॥

দুটি চোখ, দুটি কান, মাথা, কপাল, চিবুক প্রভৃতির পীড়াদায়ক শিরঃপীড়া নিবারণ করছি।

(পরমেষ্ঠি ঋষি, ছন্দঃ—অনুষ্টুভ, দেবতা—বায়ু, বিনিয়োগ—শিরোরোগাপকরণ)।

৩। যদি আধা শিরোরোগ হয় (তাহলে পূর্বের মত হাত দুটি ধুয়ে—'অবভেদক…মাস্যাভীতাপ্সীৎ'—মন্ত্রটি পড়তে পড়তে ব্যথার দিকের ভ্রূটি মার্জনা করা হয় ।৩

মন্ত্র—অবভেদক……মাস্যাভিতাপ্সীৎ।

মন্ত্রার্থ :—হে অঙ্গবিদারক বিরূপাক্ষ! তুমি শ্বেতপক্ষ বিশিষ্ট, মহাযশস্বী তোমার কৃপায় এই রোগ দ্বারা শির যেন পীড়িত না হয়, অথবা তুমি শিরকে সন্তাপগ্রস্ত করো না।

(ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দঃ—অনুষ্টুভ, দেবতা—বিরূপাক্ষ, বিনিয়োগ—শিরোরোগাপকরণ।

৪। ক্ষেম্যো হ্যেব ভবতি।৪

অনু :—(এরূপ করা হলে) শিরপীড়া নিশ্চিত দূর হয়।৪

তৃতীয় কাণ্ডে ষষ্ঠ কণ্ডিকা সমাপ্ত

তৃতীয় কাণ্ড—সপ্তম কাণ্ডিকা (উতুল পরিমেহ)

(উতুল পরিমেহ কৃত্যটি বশীকরণ মূলক। উতুল কথার অর্থ দুর্বিনীতভৃত্য আর পরিমেহ শব্দটির অর্থ বশীকরণাভিষেক)।

১। উতূল পরিমেহঃ।১

অনু :—এখন দুর্বিনীত দাসকে বশীভূত করার বিধান সম্পর্কে বলা হচ্ছে।১

২। স্বপতো জীববিষাণে স্বঃ মূত্রমাসিচ্যাপসলবি ত্রিঃ পরিষিঞ্চন্ পরীয়াৎ। অরিত্বা গিরেরহ পরিমাতুঃ পরিস্বসুঃ পরিপিত্রোশ্চ ভ্রাত্রোশ্চ সখ্যেভ্যো বিসৃজাম্যহম্। উতূল পরিসীঢ়োঽসি পরিমাঢ়ঃ ক্ব গমিষ্যসীতি।২

অনু :—(যখন দুর্বিনীত ভৃত্যটি) নিদ্রিত অবস্থায় থাকে তখন কোন জীবন্ত পশুর দুইটি শিং নিজের মূত্রদ্বারা সিক্ত করে 'পরিত্বা……গমিষ্যসি'—মন্ত্রটি পড়তে পড়তে ঐ ভৃত্যের গায়ে ছিটাতে ছিটাতে বাঁদিক থেকে ডান দিকে তিনবার ঘুরতে হয়।

মন্ত্র—পরিত্বা……গমিষ্যসি।

মন্ত্রার্থ :—ওরে ভৃত্য! আমি তোকে পর্বত থেকে টেনে এনে মা, বাবা, ভাই, বোন, বন্ধু—সকলের থেকে পৃথক করে আমার নিজের অনুরক্ত করছি। এখন তুই মন্ত্রশক্তি দ্বারা পাশবদ্ধ হলি—কোথায় যাবি? (অর্থাৎ এখন তুই আর কোথাও যেতে পারবি না)।

(প্রজাপতি ঋষিঃ, ছন্দঃ—অনুষ্টুপ্, দেবতা—বায়ু, বিনিয়োগ—মূত্রসেচন!)

৩। স যদি ভ্রম্যাদ্দাবাগ্নিমুপসমাধায় ঘৃতাক্তানি কুশোণ্ডবানি

জনহন্যাৎ। পরি ত্বা হ্বলনো হ্বলনিবর্ত্তেন্দ্রবীরুধঃ। ইন্দ্রপাশেন সিত্বা মহ্যং মুক্ত্বা অথান্যমানয়েদিতি ।৩

অনু :—(এরপরও) যদি সে স্বচ্ছন্দ ভ্রমণ করে (তাহলে দ্বিতীয় প্রকার কর্ম হলো) (পঞ্চভূসংস্কার পূর্বক) দাবাগ্নি স্থাপন করে (আঘারাদি ১৪টি আহুতি-দানের পর) তিনটি কুশকুণ্ডলীকে ঘৃতাক্ত করে 'পরিত্ব হ্বলনো ……আনয়েৎ—মন্ত্রটি দ্বারা তিনটি আহুতি দেবে।

মন্ত্র — পরিত্বা হ্বলনো……আনয়েৎ স্বাহা।

মন্ত্রার্থ :—রে চঞ্চল পুরুষ! তুই প্রভুর নিয়ন্ত্রণ ত্যাগ করেছিস। অতএব এই প্রজ্বলিত অগ্নি ইন্দ্রপাশের দ্বারা তোকে বেঁধে অন্য জায়গায় বাঁধা তোর মনকে ওখানে থেকে সরিয়ে আমাতে যুক্ত করবে।

(দেবতা ইন্দ্র, অন্য পূর্ববৎ বিনিয়োগ—কুশকুশোণ্ডব হোম।

৪। ক্ষেম্যো হ্যেব ভবতি ।৪

অনু :—(এরূপ করা হ'লে) দাস নিশ্চিত বশীভূত হবে ।৪

তৃতীয় কাণ্ডে সপ্তম কাণ্ডিকা সমাপ্ত

তৃতীয় কাণ্ড—অষ্টম কাণ্ডিকা (শূলগবঃ)

[শূলগব অনুষ্ঠানটি যাগবিশেষ। স্বর্গকামী ব্যক্তিদের অনুষ্ঠেয় পশুযজ্ঞ।]

১। শূলগবঃ ॥১

অনুঃ—(এখন) শূলগব নামক অনুষ্ঠানে বিধি সম্পর্কে বলা হবে ।১

২। স্বর্গ্যঃ পশব্যঃ পুত্র্যো ধান্যো যশস্য আয়ুষ্যঃ ॥২

অনুঃ—(এই যজ্ঞের দ্বারা যজমান স্বর্গ, পশু, সন্তান, শস্য, যশ ও আয়ু লাভ করে।)

৩। ঔপাসনমরণ্যং হৃত্বা বিতানং সাধয়িত্বা রৌদ্রং পশুমালভেত ॥৩

অনুঃ—আবসথ্যাগ্নিকে বনে নিয়ে গিয়ে বিতান বিস্তার করে, রুদ্রদেবতার উদ্দেশে একটি পশুকে বলি দিতে হবে ।৩

৪। সাণ্ডম্ ॥৪

অনুঃ—পশুটি হবে অণ্ডবিশিষ্ট অর্থাৎ স্ত্রী বা নপুংসক হবে না।

৫। গৌর্বাশিবদাৎ ॥৫

অনুঃ—('শূলগবাঃ'—এই শিরো নামটিতে) 'গব, শব্দের উল্লেখ থাকায় ছাগ বা অন্য পশু আলভন হবে না।]

৬। বপাং শ্রপয়িত্বা স্থালীপাকমবদানানি চ রুদ্রায় বপামন্তরিক্ষায় বসাং স্থালীপাকমিশ্রান্যবদানানি জুহোত্যগ্নয়ে রুদ্রায়, শর্বায়, পশুপতয়ে উগ্রায়াশনয়ে ভবায় মহাদেবায় ঈশানায়েতি চ ॥৬

অনুঃ—বপা পাক করে স্থালীপাক এবং হৃদয়াদি নিয়ে স্থালীপাক মিশ্রিত হৃদয়াদি পাক রুদ্রায়বপাম্ এবং অন্তরিক্ষায় বসাম্ মন্ত্রে আহুতি দেওয়া হয়।

স্থালীপাকমিশ্রিত অবদানগুলি দিয়ে অগ্নয়ে স্বাহা, রুদ্রায় স্বাহা, শর্বায় স্বাহা, পশুপতয়ে স্বাহা, উগ্রায় স্বাহা, ঈশানায় স্বাহা, ভবায় স্বাহা, মহাদেবায় স্বাহা, ঈশানায় স্বাহা—মন্ত্রে নয়টি আহুতি দেওয়া হয়।

৭-৮। বনস্পতি স্বিষ্টকৃদন্তে ॥৭-৮

অনুঃ—তারপর বনস্পতির হোম (পৃষদান দ্বারা) তারপর স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির হোম।

৯। দিগ্ব্যাধারণম্ ॥৯

অনুঃ—তারপর দিকগুলি ব্যাধারণ হবে। (অর্থাৎ দিকগুলির নাম উল্লেখ করে ছয়টি আহুতি হবে। যথা—দিশঃ স্বাহা, প্রদিশ স্বাহা, আদিশয় স্বাহা বিদিশয় স্বাহা, উদ্দিশন স্বাহা, দিগ্ভঃ সাহা, (এই আহুতি বসা দ্বারা হবে।)

১০। ব্যাধারণান্তে পত্নীঃ সংযাজয়ন্তীন্দ্রাণ্যৈ রুদ্রাণ্যৈ শর্বাণ্যৈ ভবান্যা অগ্নিংগৃহপতিমিতি ॥১০

অনুঃ—দিশাভিধারণের পর পশুর জঙ্ঘাদ্বারা দেবপত্নীদের নামে পাঁচটি আহুতি দেওয়া হবে। যথা—ইন্দ্রাণ্যৈ স্বাহা, রুদ্রান্যৈ স্বাহা, শর্বান্যৈ স্বাহা, ভবান্যৈ স্বাহা, অগ্নয়ে গৃহপতয়ে স্বাহা, ১০

[এরপর মহাব্যাহৃতি থেকে প্রজাপত্যন্ত আহবনীয়াগ্নিতে হোম করে সংস্রব প্রাশন ও দক্ষিণা দান ক্রিয়া হবে।]

১১। লোহিতং পালাশেষু কুর্চেষু রুদ্রায় সেনভ্যো বলিং হরতি যাস্তে রুদ্র পুরস্তাৎসেনা স্তাভ্য এষ বলিস্তাভ্যস্তে নমো যাস্তে রুদ্র দক্ষিণতঃ সেনাস্তাভ্য এষ বলি স্তাভ্যস্তে নমো যাস্তে রুদ্র পশ্চাৎসেনাস্তাভ্য এষ বলিস্তাভ্যস্তে নমো যাস্তে রুদ্রোত্তরতঃ সেনাস্তাভ্য এষ বলি স্তাভ্যস্তে মমো যাস্তে রুদ্রোপরিষ্টাৎ সেনাস্তাভ্য এষ বলি স্তাভ্যন্তে নমো যাস্তে রুদ্রাসেনাস্তাভস্তে নাম ইতি ॥১১

অনুঃ—(তারপর) ঐ পশুর রক্ত পলাশ পাতায় কুশের উশর 'যাস্তে রুদ্র…ইত্যাদি ছয়টি মন্ত্র পাঠ করে করে রুদ্রকে এবং তাঁর সেনাদের ছয়টি বলি প্রদান করে হবে।

মন্ত্র (১) যাস্তে রুদ্র পুরস্তাৎ···তে নমঃ।
(২) ,, ,, দক্ষিণতঃ " "।
(৩) ,, ,, পশ্চাৎ ·· " "।
(৪) ,, ,, উত্তরতঃ··· " "।
(৫) ,, ,, উপরিষ্টাৎ " "।
(৬) যাস্তে রুদ্রাধঃ········" "।

মন্ত্রার্থ—যে সমস্ত রুদ্রসেনা রুদ্র পূর্বদিকে থাকেন সেই সমস্ত সেনা ও রুদ্রের উদ্দেশ্যে এই বলি দেওয়া হচ্ছে।

,, ,, ,, ,, দক্ষিণ দিকে ··· ···
··· ··· ··· ··· পশ্চিম দিকে ··· ···
··· ··· ··· ··· উত্তর দিকে ··· ···
··· ··· ··· ··· উপরে ··· ···
··· ··· ··· ··· অধোদেশে ··· ···

১২। উবধ্যং লোহিতলিপ্তমগ্নৌ প্রাস্যত্যধো বা নিখনতি ॥১২

অনুঃ—রক্তাক্ত উবধ্য (পোটী—পুরীষাধান) আহবনীয় অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে অথবা ভূমিতে পুঁতে দেওয়া হবে।১২

১৩। অনুবাতং পশুমবস্থাপ্য রুদ্রৈরুপতিষ্ঠতে প্রথমোত্তমাভ্যাং যা অনুবাকাভ্যাম্ ॥১৩

অনুঃ—পশুর শরীরের বাকি অংশ বায়ুর অনুকূল স্থানে রেখে 'রুদ্রধ্যায়ের মন্ত্র-গুলি দ্বারা অথবা রুদ্রাধ্যায়ের প্রথম ও শেষ অনুবাক দ্বারা স্তুতি করা হয়।১৩

১৪। নৈতস্য পশোর্গ্রামিং হরন্তি ॥১৪

অনুঃ—ঐ রুদ্রসম্পর্কিত পশুর মাংস (যাজ্ঞিকেরা) গ্রামে থাকে না।১৪
অর্থাৎ কর্মাতিরিক্ত মাংস বনের মধ্যেই ফেলে আসে।)

১৫। এতেনৈব গোযজ্ঞো ব্যাখ্যাতঃ ॥১৫

অনুঃ—এই 'শূলগব' কর্মের বিধানের দ্বারাই 'গোযজ্ঞ' ব্যাখ্যা করা হয়েছে।১৫
(অর্থাৎ শূলগব কর্মবিধি দ্বারা 'গোযজ্ঞ' বিধিও জানা গেল।)

১৬। পায়সেনানর্থলুপ্তঃ ॥১৬

অনুঃ—পায়সের দ্বারা 'শূলগব' কর্মে প্রধান দেবতাদের হোম লুপ্ত হবে না।

(অর্থাৎ পশুবিষয়ক কৃত্য হ'লেও শূলগবের প্রধান দেবতাদের হোম পারসচরুদ্বারাও হবে।)

১৭। তস্য তুলবয়া গৌর্দক্ষিণা ॥১৭

অনু ঃ—'শূলগব' কর্মে দেয় পশুর সমবয়স্কা গাভী দক্ষিণা হিসাবে ব্রাহ্মণীকে দিতে হয় ।১৭

[হরিহরের মতে অনুরূপ মূল্য ও দক্ষিণা হিসাবে দেওয়া যায়।]

তৃতীয় কাণ্ডে অষ্টম কণ্ডিকা সমাপ্ত

তৃতীয় কাণ্ড—নবম কণ্ডিকা (বৃষোৎসর্গ)

[শূলগব' কর্মের মধ্যে গো যজ্ঞ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে ; অর্থাৎ পশু যজ্ঞ দ্বারা স্বর্গাদি ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত কর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তথাপি বৃষোৎসর্গ থেকেও স্বর্গ পশু পুত্র ধন যশ আয়ুষ্য লাভ করা যায় বলেই এই প্রকরণে বৃষোৎ-স্বর্গের বিধান দেওয়া হয়েছে।]

১। অথ বৃযোৎসর্গঃ ॥১

অনু ঃ—অতঃপর অর্থাৎ 'শূলগব' কর্মের বিধি নির্দেশ করার পর এখন বৃষোৎ-সর্গ সম্পর্কে বলা হবে ।১

২। গোযজ্ঞেন ব্যাখ্যাতঃ ॥২

অনু ঃ—গোযজ্ঞেই এর বিধান ব্যাখ্যা করা হয়েছে অথবা এই কর্মদ্বারা গোযজ্ঞের সমান ফল পাওয়া যায়—বুঝতে হবে।

৩। কার্তিক্যাং পৌর্ণমাস্যাং রেবত্যাং বাশ্বযুজস্য ॥৩

অনু ঃ—(বৃষোৎসর্গের বিহিত কাল সম্পর্কে নির্দেশ করা হচ্ছে) কার্তিক মাসের পূর্ণিমায় অথবা আশ্বিন মাসে রেবতী নক্ষত্র বিশিষ্ট দিনে (এই অনুষ্ঠান করতে হয়।) ৩

৪। মধ্যে গবাং সুসমিদ্ধমগ্নিং কৃত্বাজ্যং সংস্কৃত্যেহরতিরিতি ষট্ জুহোতি প্রতিমন্ত্রম্ ॥৪

অনু ঃ—গুরুটিকে মধ্যস্থলে রেখে অগ্নিকে প্রজ্বলিত করে এবং আজ্যসংস্কার করে 'ইহরতি……প্রভৃতি প্রতিমন্ত্র পাঠ করে করে (একটি একটি করে) ছয়টি আহুতি দিতে হয় ।৪

মন্ত্র—ইহ রতিঃ স্বাহা। (১)

ইহ রমধ্বম্ স্বাহা। (২)

ইহ ধৃতিঃ স্বাহা। (৩)

ইহ স্বধৃতিঃ স্বাহা। (৪)

উপসৃজন্ ধরুণং মাত্রে ধরুণো মাতরং ধয়ন্ স্বাহা। (৫)

রায়স্পোষমস্মাসু দীধরৎ স্বাহা।

মন্ত্রার্থ—(১) (হে গাভীগণ) তোমাদের রতি হোক, (তোমরা সংহত হও।)

(২) „ এখানে তোমরা আনন্দ লাভ কর („ „ „)

(৪) „ তোমাদের সন্তোষ থাকুক („ „ „)

(৪) " নিজেদের ধৈর্য এখানে থাক („ „ „)

(৫) মাতা পৃথিবীর ধারক অগ্নিকে নিকটে এনে হবি ভক্ষণ করেন। (তোমরা সংহত হও)।

(৬) ধারক অগ্নি আমাদের ধনের পুষ্টি ধারণ করুন। (সংহত হও)।

৫। পূষা গা অন্বেতু নঃ পূষা রক্ষত্বর্বতঃ। পূষা ব্যাজং সনোতু নঃ স্বাহা ইতি পৌষ্ণস্য জুহোতি ॥৫

অনু:—'পূষা গা…ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে একটি আহুতি পূষনকে, দিতে হয়।৫

[এই আহুতি পিষ্টময় চরুদ্বারা করতে হয়]।৫

মন্ত্র—পূষাগা……সনোতু নঃ স্বাহা।

মন্ত্রার্থ:—পূষনদেব আমাদের গো এবং অন্নদান করুন। পূষা আমাদের প্রাণটিকে সর্বপ্রকারে সুস্থ রাখুন।

[ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দ—গায়ত্রী, দেবতা—পূষা, বিনিয়োগ—পিষ্টচরু হোম]।

৬। রুদ্রান্ জপিত্বৈক বর্ণং দ্বিবর্ণং বা যো বা যূথং ছাদয়তি যং বা যূথং ছাদয়েদ্ রোহিতো বৈব স্যাৎ সর্বাঙ্গৈ রূপেতো জীববৎসায়াঃ পয়স্বিন্যাঃ পুত্রো যূথে চ রূপস্বিত্তমঃ স্যাত্তমলংকৃত্য যূথে মুখ্যাশ্চতস্রো বৎসর্যস্তা শ্চালংকৃত্য এতং যুবানং পতিং বো দদামি তেন ক্রীড়ন্তীশ্চরথ প্রিয়েণ ॥ মানঃ সাপ্তজনুষাহসুভগা রায়ুস্পোষেণ সমিষা মদেমেত্যেতয়ৈবোৎসৃজেরন্ ॥৬

অনু:—রুদ্রাধ্যায়ের মন্ত্র জপ করে এক বর্ণবিশিষ্ট বা দুবর্ণবিশিষ্ট একটি বৃষ—যে দলকে রক্ষা করে বা যাকে দল রক্ষা করে অথবা লোহিতবর্ণই হয় (লোহিত বর্ণ

সর্ব বর্ণাপেক্ষা প্রশস্ত) (আবার সে) সর্বাবয়ব বিশিষ্ট, জীববৎসা গাভীর সন্তান এবং দলে সর্বাপেক্ষা সুন্দর—এমন একটি বৃষকে (বস্ত্রমাল্য অনুলেপ হেমপট্ট প্রভৃতি দ্বারা) অলংকৃত করে দলের মধ্যস্থিত চারটি (রূপে গুণে) শ্রেষ্ঠ বৎসতরীকে (অনুরূপ) সাজিয়ে এতং যুবানং…ইত্যাদি মন্ত্রটি পাঠ করে উৎসর্গ করতে হয়।৬

মন্ত্রঃ—এতং যুবানং……মদমেত্যতয়ৈব।

মন্ত্রার্থঃ—বৎসতরীগণ। আমি তোমাকে এই বৃষটিকে যুবক পতিরূপে দিচ্ছি। তুমি (তোমার) এই প্রিয় পতির সঙ্গে ক্রীড়া করতে করতে স্বচ্ছন্দ বিহার কর বা যথেচ্ছ বিচরণ কর। এ তোমার সাত জন্মের সাথী, তুমি সৌভাগ্যবতী—তোমার কৃপায় আমরা সম্পদ ও অন্ন লাভ করে তৃপ্ত হব।

প্রজাপতি ঋষি, ত্রিষ্টুপ ছন্দ, বৎসতরী দেবতা, গাবউৎসর্গে বিনিয়োগ।

৭। নভ্যস্থমভিমন্ত্রয়তে ময়োভূরিত্যনুবাকশেষেণ ॥৭

অনুঃ—বৎসতরীগুলির মধ্যস্থিত বৃষটিকে 'ময়োভূ…স্বর্ণসূর্য'—এই শেষ অনুবাকটি পাঠ করে অভিমন্ত্রিত বা স্তুতি করা হয়।৭

মন্ত্র ঃ (১) ময়োভূরভিমাবাহি স্বাহা। মারুতোহসি মরুতাংগণঃ শম্ভূর্ময়োভূরভিমা বাহি স্বাহা। অবস্যুরসি দুবস্বাঞ্জভূর্ময়োভূরভি মা বাহি স্বাহা॥ যজু. ১৮।৪৫

মন্ত্রার্থ—পারলৌকিক তুমি আমার সামনে এস তুমি সুহুত হও। শুক্রজ্যোতি প্রভৃতি মরুতের শ্রেষ্ঠ মরুৎ, তুমি অন্তরিক্ষ লোকে থাক, ইহলোক ও পরলোকের সুখ দাও তুমি সুহুত হও। হে ভূলোকের অন্নদাতা বায়ু, তুমি সুহুত হও।

মন্ত্র (২)—যাস্তে অগ্নে সূর্যে রুচো দিবমাতন্বতি রশ্মিভিঃ। তাভির্নো অদ্য সর্বাভী রুচে জনায় নস্কৃধি। ঐ ১৮।৪৬

মন্ত্রার্থঃ—হে অগ্নি, তোমার যে কান্তি সূর্যমণ্ডল থেকে স্বকিরণে দ্যুলোক আলোকিত করে সেই দ্যুলোক প্রকাশিকা কান্তি আজ আমাদের ও পুত্রদের দাও।

মন্ত্র (৩) - যা বো দেবাঃ সূর্যেরুচো গোশ্বশ্বেষু যা রুচঃ। ইন্দ্রাগ্নী তাভিঃ সর্বাভী রুচং নো ধত্ত বৃহস্পতে। ঐ ১৮।৪৭

মন্ত্রার্থঃ—হে দেবগণ, ইন্দ্র, অগ্নি ও বৃহপতি তোমাদের যে দীপ্তি সূর্যমণ্ডলে আছে, যা গাভী ও অশ্বে আছে, সেগুলি দ্বারা আমাদের কীর্তি বর্ধন কর।

মন্ত্র (৪)—রুচং নো ধেহি ব্রাহ্মণেষু রুচং রাজসু নস্কৃধি। রুচং বিশ্যেযু শূদ্রেষু ময়িধেহি রুচা রুচম্।ঐ ১৮।৪৮

মন্ত্রার্থ ঃ—হে অগ্নি, ব্রাহ্মণ আমাদের দীপ্তি দাও। আমাদের রাজন্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয়দের—দীপ্তি দাও, আমাদের বৈশ্য ও শূদ্রদের দীপ্তি দাও এবং আমায় অবিচ্ছিন্ন দীপ্তি দাও।

মন্ত্র (৫)—তত্ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদা শাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ। অহেড়মানো বরুণেহ বধ্যুরুশংস মা ন আয়ুঃ প্র মোষী। ঐ ১৮।৪৯

মন্ত্রার্থ ঃ—হে বরুণ! হে করুণাময়! যজমান তোমায় হবিদান করে, যজমানের সেই অভীষ্ট আমি বেদ দ্বারা তোমার স্তুতি করে চাইছি। হে বহুস্তুত আপনি ক্রোধ না করে আমার প্রার্থনা শোন। আমাদের আয়ু চুরি করো না।

মন্ত্র (৬)—স্বর্ণ ঘর্ম স্বাহা স্বর্ণার্কঃ স্বাহা স্বর্ণ শুক্রঃ স্বাহা স্বর্ণ-জ্যোতিঃ স্বাহা স্বর্ণ সূর্যঃ স্বাহা। ঐ১৮।৫০

মন্ত্রার্থ ঃ—দিনের মত আদিত্যকে অগ্নিতে স্থাপন করছি, সূর্যের মত অগ্নিকে স্থাপন করছি! স্বর্ণের মত জ্যোতির্ময় অগ্নিকে অগ্নিতেই স্থাপন করছি, সর্বদেব-রূপ সূর্যকে উত্তম করছি।৬

৮। সর্বাসাং পয়সি পায়সং শ্রপয়িত্বা ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ॥৮

অনু ঃ—(যার যতগুলি দুগ্ধবতী গাভী আছে) সমস্ত গাভীর দুধ পাক করে যথাশক্তি সংখ্যক ব্রাহ্মণদের ভোজন করাতে হয়।৮

৯। পশুমপ্যেকে কুর্বন্তি।৯

অনুঃ—(কোন কোন আচার্যের মত) একটি পশু—ছাগর আলভন করা হয়।৯

১০। তস্য শূলগবেন কল্পো ব্যাখ্যাতঃ।১০

অনু ঃ—পশু আলভন বিষয়টি শূলগব প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা হ'য়েছে।

তৃতীয় কাণ্ডে নবম কণ্ডিকা সমাপ্ত

তৃতীয় কাণ্ড—দশম কণ্ডিকা (উদক কর্ম)

['উদককর্ম'টিও একটি পুরুষ সংস্কার কর্ম। এই উদককর্ম দ্বারা। অশৌচাদি-যম নিয়ম উপলক্ষিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মনুবচন হলো—'আদিষ্টো নোদকং কুর্যাদা-ব্রতস্য সমাপনাৎ। সমাপ্তেতুদকং কৃত্বা ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ॥']

১। **অথোদক কর্ম ।১**

অনু ঃ—এখন উদককর্ম (জলাঞ্জলি দানের বিধান করা হচ্ছে) ।১

২। **অদ্বিবর্ষে প্রেতে মাতাপিত্রোরশৌচম্ ।২**

অনু ঃ—দুবছর বয়সের পূর্বে মারা গেলে (কেবল) মাতা পিতার অশৌচ হয় ।২

৩। **শৌচমেবেতরেষাম্ ।৩**

অনু ঃ—অন্যান্য ব্যক্তিদের (সে সময় স্নান মাত্রেই) শুদ্ধি হয় ।৩

৪। **একরাত্রং ত্রিরাত্রং বা ।৪**

অনু ঃ—মাতা-পিতার একরাত্রি অথবা তিনরাত্রি অশৌচ থাকে। (হরিহরের মতে—চূড়াকরণের পূর্বে মৃত সন্তানের মাতা-পিতার একদিন এবং চূড়াকরণের পর কিন্তু দুবছরের পূর্বে মৃত সন্তানের মাতা-পিতার তিনদিন অশৌচ হয় ।৪

৫। **শরীরমদগ্ধবা নিখনন্তি ।৫**

অনু ঃ—(দুবছর বয়সের পূর্বে মৃতকে) আগুনে না পুড়িয়ে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয় ।৫

৬। **অন্তঃসূতকে চেদোত্থানাদাশৌচং সূতকবৎ ।৬**

অনু ঃ—জননাশৌচ একটির মধ্যে যদি অন্য একটি জননাশৌচ হয় তাহলে পূর্বের অশৌচের সঙ্গে শুদ্ধ হয়। (শেষের জন্য আর পৃথক অশৌচ হয় না)।

৭। **নাত্রোদক কর্ম।**

(দুবছরের কম বয়সে মৃতের জন্য) জলাঞ্জলি অর্থাৎ তর্পণাদি ক্রিয়া করা হয় না ।৭

৮। **দ্বিবর্ষ প্রভৃতি প্রেতমাশ্মশানাৎ সর্বেহনুগচ্ছেয়ুঃ ।৮**

অনু ঃ—দুবছরের পর থেকে মৃত সন্তানের (সৎকারের জন্য) জ্ঞাতি-সপিণ্ড সকলেই শ্মশানভূমিতে গমন করবে ।৮

[শ্মশানভূমি পর্যন্ত সকলে অনুগমন করবে—এ কথা উল্লেখ করায় উক্ত মৃতের দাহ করা হবে বুঝা যায়।]

৯। যমগাথাং গায়ন্তো যমসূক্তং চ জপন্ত ইত্যেকে।

অনু ঃ—কোন কোন আচার্যের মত যে, শবানুগমনকারীরা যমগাথা গাইতে গাইতে এবং যমসূক্ত জপ করতে করতে অনুগমন করবে।৯

যমগাথা—[কর্ক, জয়রাম এবং হরিহর ভাষ্যে যমগাথা উল্লেখ করেন নি, বিশ্বনাথ তাঁর ভাষ্যে নিম্নোক্ত যমগাথাটি উল্লেখ করেছেন—

অহরহনীয়মানো গামশ্বং পুরুষং ব্রজম্।
বৈবস্বতো ন তৃপ্যতি সুরাপা ইব দুর্মতিঃ ॥

অর্থ ঃ—যমরাজ যদিও প্রতিদিন মানুষ, গরু, অশ্ব প্রভৃতি সকলকে নিয়ে যাচ্ছেন তথাপি তৃপ্ত হচ্ছেন না, যেমন মন্দবুদ্ধি মদ্যপ অহরহ সুরা পান করেও তৃপ্তি পায় না।

যমসূক্ত—[যজু. সং. ৩৫ অধ্যায়] এই অধ্যায়ের অর্থাৎ

১। অপেতো যন্ত পণয়ো সুম্না দেবপীয়বঃ, অস্য লোকঃ সুতাবতঃ।
দ্যুভিরহোভিরক্তুভির্ব্যক্তং যমো দদাত্ববসানমস্মৈ।১

[আদিত্য ঋষি, ছন্দঃ—গায়ত্রী, দেবতা—দেবগণ]

অর্থ ঃ—অসুখকর, দেবতাদের হিংসক, অসুরগণ দূর হোক। এস্থান সোম অভিষবকারী যজমানদের। যম এই যজমানের ঋতু, দিন রাতের দ্বারা স্পষ্টীকৃত স্থান দিক।১

২। সবিতা তে শরীরেভ্যঃ পৃথিব্যাং লোকমিচ্ছতু।
তস্মৈ যুজ্যন্তামুস্রিয়াঃ ॥

অর্থ ঃ—হে যজমান! সবিতা তোমার শরীরের জন্য পৃথিবীতে স্থান (পেতে) ইচ্ছা করুক। সে সবিতার উদ্দেশে বৃষগুলি যুক্ত হোক।২

[ঋষি—আদিত্য, ছন্দ—গায়ত্রী, দেবতা—সবিতা।

৩। বায়ুঃ পুনাতু সবিতা পুনাত্বগ্নেভ্রাজসা সূর্যস্য বর্চসা।
বি মুচ্যন্তামুস্রিয়াঃ ॥

অর্থ ঃ—হে পৃথিবী, বায়ু তোমাকে (পুনাতু) বিদীর্ণ করুক, সবিতা অগ্নির দীপ্তি ও সূর্যের তেজের দ্বারা তোমাকে বিদীর্ণ করুক। বৃষগুলিকে মুক্ত করে দাও।৩

ঋষি-আদিত্য, ছন্দ-উষ্ণিক, দেবতা-বৃষ

৪। অশ্বত্থে বো নিষদনং পর্ণে বো বসতিষ্কৃতা।
গোভাজ ইৎকিলাসথ যৎসনবথ পুরুষম্ ॥

অর্থ ঃ—হে ওষধিসকল, যেহেতু তোমরা যজমানকে পোষণ করে থাক, সেজন্য অশ্বত্থে ও পলাশে তোমাদের স্নান নির্ধারণ করা হয়েছে (অধ্বর্যু কর্তৃক)। তোমরা এভাবে পৃথিবীর সেবা করে থাক।৪

আদিত্য-ঋষি, অনুষ্টুপ ছন্দঃ, ওষধি দেবতা।

৫। সবিতা তে শরীরাণি মাতুরুপস্থ আবপতু।
তস্মৈ পৃথিবী শং ভব॥

অর্থ—হে যজমান! সবিতা তোমার শরীর পৃথিবীর ক্রোড়ে স্থাপন করুক। হে পৃথিবী! তুমি যজমানের সুখরূপা হও।৫

আদিত্য ঋষি, অনুষ্টুপ ছন্দঃ, সবিতা দেবতা।

৬। প্রজাপতৌ ত্বা দেবতায়ামুপোদকে লোকে নি দধাম্যসৌ।
অপ নঃ শোশুচদঘম্॥

অর্থ—হে যজমান! জলের সমীপস্থ প্রজাপতি দেবতাতে তোমাকে স্থাপন করছি! সে প্রজাপতি তোমাদের পাপ দগ্ধ করুক।৬

আদিত্য ঋষি, গায়ত্রীছন্দঃ, দেবতা—প্রজাপতি।

৭। পরং মৃত্যো অনু পরেহি পন্থাং যস্তে অন্য ইতরো দেবযানাৎ।
চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্।

অর্থ—হে মৃত্যু! তুমি দেবযান পথ থেকে পরাঙ্মুখ হ'য়ে অন্য পিতৃযান পথে যাও। তোমার না দেখা বা না শোনা কিছু নাই। হে মৃত্যু তুমি আমাদের সন্ততি ও পুত্রদের হিংসা করোনা।৭

সংকিংসুক ঋষি, ত্রিষ্টুপছন্দঃ, মৃত্যুদেবতা।

৮। শংবাতঃ শং হি তে ঘৃণিঃ শংতে ভবন্তিষ্টকাঃ।
শং তে ভবন্ত্বগ্নয়ঃ পার্থিবাসো মা ত্বাভি শূশুচন্॥

অর্থ—হে যজমান! বায়ু তোমার সুখরূপ হোক, এরূপ সূর্যকিরণ সকল দিক ও অগ্নি তোমার সুখরূপ হোক। পার্থিব অগ্নি যেন তোমাকে তাপ না দেয়।৮

সংকিংসুক ঋষিঃ, অনুষ্টুপ ছন্দ, বাসগ্নিদেবতা

৯। কল্পন্তাং দিশস্তুভ্যমাপঃ শিবতমাস্তুভ্যং ভবন্তু সিন্ধবঃ।
অন্তরিক্ষং শিবং তুভং কল্পন্তাংতে দিশঃ সর্বাঃ॥

অর্থ—হে যজমান। দিকসকল তোমার যোগ্য হোক, জলগুলি তোমার কল্যাণ-হোক, এরূপ সমুদ্র ও অন্তরিক্ষ তোমার কল্যাণকর হোক, সমস্ত দিক তোমার যোগ্য হোক।৯

সকিংসুক ঋষি, বৃহতীচ্ছন্দ দিগ্‌দেবতা।

১০। অশ্বন্বতী রীয়তে সং রভধ্বমুত্তিষ্ঠত প্রতরতা সখায়ঃ।

অত্রা জহীমোঽশিবা যে অসঞ্ছিবান্বয়মুত্তরেমাভি বাজান্‌॥

অর্থ—মিত্রগণ, এখানে পাষাণবতী নদী প্রবাহিত হচ্ছে, তোমরা পার হবার চেষ্টা কর, তোমার সামনের দিকের নদী পার হও। যে স্থানে দুষ্ট রাক্ষসেরা আছে, আমরা তাদের ত্যাগ করছি, তাহলে আমরা সুখকর অন্ন লাভ করব।১০

সুচীক ঋষি, ত্রিষ্টুপ ছন্দ, বিশ্বদেবতা।

১১। অপাঘমপ কিল্বিষমপ কৃত্যামপো রপঃ।

অপামার্গ ত্বমস্মদপ দুঃস্বপ্ন্যং সুব॥

অর্থ—হে অপমার্গ, তুমি আমাদের মনের পাপ দূর কর, সেরূপ কীর্তিনাশক কায়িক ও বাচিক্ পাপ দূর কর। দুঃস্বপ্ন থেকে উৎপন্ন অমঙ্গল আমাদের থেকে দূর কর।১১

শুনঃশেপ ঋষি, অনুষ্টুপ্‌ ছন্দ, অপমার্গ দেবতা।

১২। সুমিত্রিয়া ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু দুর্মিত্রিয়াস্তস্মৈ সন্তু যোঽস্মান্‌-দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দিষ্মঃ॥

অর্থ—যারা আমাদের মিত্র, জল ও ওষধিসকল তাদের সুমিত্র হোক। যারা আমাদের দ্বেষ করে, আমরাও যাদের বিদ্বেষ করি, জল ও ওষধি সকল তাদের অমিত্র হোক।১২

শুনঃশেপ ঋষি, অনুষ্টুপ ছন্দঃ, অপো দেবতা।

১৩। অনড্বাহমন্বারভামহে সৌরভেয়ং স্বস্তয়ে।

স ন ইন্দ্র ইব দেবেভ্যো বহ্নিঃ সন্তারণো ভব॥

অর্থ—আমাদের মঙ্গলের জন্য সুরভীর পুত্র অনড্বাহকে স্পর্শ করছি। সে আমাদের দুঃখনাশক হোক ও শত দেবগণের বাহক হোক।১৩

শুন শেপ ঋষি, অনুষ্টুপ্‌ ছন্দ, দ্যোদেবতা।

১৪। উদ্বয়ং তমসস্পরি স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরম্‌।

দেবং দেবতা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্‌॥

অর্থ—তমোবহুল এ লোক থেকে নির্গত হ'য়ে আমরা উৎকৃষ্টতর স্বর্গ ও দেবলোকে সূর্য দেখে উত্তম জ্যোতি (ব্রহ্মরূপ) প্রাপ্ত হ'য়েছি ।১৪

প্রস্কন্ব ঋষি, অনুষ্টুপ ছন্দ, সবিতা দেবতা ।

১৫ । ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামি মৈষাং নু গাদপরো অর্থমেতম্ ।
শতং জীবন্তু শরদঃ পুরূচীরন্তর্মৃত্যুং দধতাং পর্বতেন ॥

অর্থ—মানুষের জন্য এ পরিধি স্থাপন করছি, তাদের মধ্যে কেহ যেন নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে যমলোকে না যায় । তারা দান অধ্যয়নাদির দ্বারা শতায়ুঃ হোক এবং মৃত্যুকে ঢিল দিয়ে তাড়িয়ে দিক ।১৫

সকিংসুক ঋষি, ত্রিষ্টুপ ছন্দ, গৃহদেবতা ।

১৬ । অগ্ন আয়ূংসি পবস আ সুবোর্চমিষং চ নঃ ।
আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাম্ ॥

অর্থ—হে অগ্নি, আয়ুপ্রাপক কর্ম করাও, আমাদের ধান্য, দধি প্রভৃতি দাও । দূরে স্থিত দুষ্ট কুকুরের মত দুর্জনদের নাশ কর ।১৬

বৈখানস ঋষি, গায়ত্রীছন্দঃ, অগ্নিদেবতা ।

১৭ । আয়ুষ্মানগ্নে হবিষা বৃধানো ঘৃতপ্রতীকো ঘৃতযোনিরেধি ।
ঘৃতং পীত্বা মধু চারু গব্যং পিতেব পুত্রমভিরক্ষতাদিমান্ স্বাহা ॥

অর্থ—হে অগ্নি । তুমি চিরজীবী হও । হবির দ্বারা বর্ধিত হয়ে তুমি ঘৃতমুখ ও ঘৃতের উৎপত্তির স্থান হও । তুমি মধুর সুগন্ধি গব্য ঘৃত পান করে পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করে, সেরূপ এই জীবদের রক্ষা কর ।১৭

বৈখানস ঋষি, অনুষ্টুপ ছন্দ, অগ্নিদেবতা ।

১৮ ॥ পরীমে গামনেষত পর্যগ্নিমহৃষত ।
দেবেষ্বক্রত শ্রবঃ ক ইমাঁ আদধর্ষতি ॥

অর্থ—এই সমস্ত লোকেরা গাভী এনেছে, অগ্নিসংগ্রহ করেছে, ঋত্বিকদের দক্ষিণা দিয়েছে, এ সকল কর্মের কৃতকৃত্য এদের কে পরাস্ত করতে পারে ?১৮

শিরিম্বিঠ ভরদ্বাজ ঋষি, অনুষ্টুপ ছন্দ, ইন্দ্রদেবতা ।

১৯ । ক্রব্যাদমগ্নিং প্র হিনোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ ।
ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্ ॥

অর্থ—পুরুষের দাহকারী ক্রব্যাদ্ অগ্নিকে দূরে ফেলে দিচ্ছি, ঐ পাপনাশক বা

মৃত দগ্ধকারী অগ্নি যমরাজ্যে থাক। অপর জাতবেদা অগ্নি নিজের অধিকার জেনে এই গৃহে দেবতার উদ্দেশ্যে হব্য বহন করুক।১৯

দমন ঋষি, ত্রিষ্টুপ ছন্দ, অগ্নিদেবতা।

২০। বহবপাং জাতবেদঃ পিতৃভ্যো যত্রৈনান্বেত্থ নিহিতান্ পরাকে।
মেদসঃ কুল্যা উপ তান্ স্রবন্তু সত্যা এষামাশিষঃ সং নমন্তাং স্বাহা॥

অর্থ—হে জাতবেদা অগ্নি, তুমি পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে বপ বহন কর, দূরে যেখানে তাঁরা থাকেন তা তুমি জান, তাদের দিকে মেদের নদীসকল প্রবাহিত হোক। দাতাদের মনোরথ সত্য হোক। যাগ সম্পন্ন হোক।২০

ত্রিষ্টুপছন্দঃ, জাতবেদাদেবতা।

২১। স্যোনা পৃথিবি নো ভবানৃক্ষরা নিবেশী।
যচ্ছা নঃ শর্ম সপ্রথাঃ। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ।।

অর্থ—হে পৃথিবী! তুমি আমাদের সুখরূপা হও। দুঃখরহিত জনগণের প্রতিষ্ঠাতা, সকলদিকে বিস্তৃত তুমি আমাদের আশ্রয় দাও। এ জল আমাদের পাপ শোধন করুক।২১

মেধাতিথি ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, পৃথিবী দেবতা।

২২। অস্মাত্ত্বমধি জাতোহসি ত্বদয়ং জায়তাং পুনঃ।
অসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহা ।।

অর্থ—হে অগ্নি! তুমি এই যজমান থেকে উৎপন্ন হ'য়েছ, এ যজমান আবার তোমার থেকে স্বর্গালোক প্রাপ্তির জন্য উৎপন্ন হোক। আমাদের যাগ সম্পন্ন হোক।২২

গায়ত্রীছন্দ, অগ্নিদেবতা।

১০। যদ্যুপেতো ভূমিজেষণাদিসমানমাহিতাগ্নেরোদকান্তস্য গমণাৎ।১০

অর্থ—মৃত যদি উপনীত হ'য়ে থাকে, তাহ'লে ভূমিযোজনাদি (ভূমিসংস্কার) থেকে উদকাঞ্জলিদান পর্যন্ত সমস্ত কর্ম আহিতাগ্নিবিধানে হবে।১০

১১। শালাগ্নিনাদহন্ত্যেনমাহিতশ্চেৎ।১১

অর্থ—মৃত যদি আহিতাগ্নি হয় (অর্থাৎ গৃহ্যাগ্নি স্থাপন কর্ম সমাপ্ত করে থাকে) তাহ'লে তাকে শালাগ্নি—অবসথ্যাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করা হয়।১১

১২। তূষ্ণীং গ্রামাগ্নিনেতরম্ ।১২

অর্থ—অন্যপ্রকার মৃত হ'লে (বিনা মন্ত্রে) লৌকিক অগ্নিতে দগ্ধ করা হয় ।১২

১৩। সংযুক্তং মৈথুনং বোদকং যাচেরন্নুদকং করিষ্যামহ ইতি ।১৩

অর্থ—কোন যৌন সম্বন্ধ বিশিষ্ট (অর্থাৎ পত্নীর ভাই—শ্যালক) মারা গেলে তার জন্য 'উদকং করিষ্যামহ'—'উদক কর্ম করব' এরূপ বলে উদক কর্মের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করতে হয় ।১৩

১৪। কুরুধ্বং মা চৈবং পুনরিত্যশতবর্ষে প্রেতে ।১৪

অর্থ—(ঐ প্রকার অনুমতি চাওয়ার পর) মৃতব্যক্তির আয়ু একশত বৎসরের কম হলে (প্রত্যুত্তর হবে) এবার কর কিন্তু পুনরায় করবে না ।১৪

১৫। কুরুধ্বমিত্যেবেতরস্মিন্ ।১৪

অর্থ—আর যদি মৃতের আয়ু একশবছর বা তার অধিক হয়, তাহলে (উত্তর হবে) কর ।১৫

১৬। সর্বে জ্ঞাতয়োঽপো ভ্যবয়ন্ত্যাসপ্তমাৎপুরুষাদ্ দশমাদ্বা ॥১৬

অর্থ—(পূর্বোক্ত বিধানে দাহ সৎকারের পর জলাশয়ের নিকট গিয়ে) সাতপুরুষ বা দশপুরুষ পর্যন্ত সমস্ত জ্ঞাতি (স্নান করার জন্য) জলে প্রবেশ করবে ।১৬

১৭। সমান গ্রামবাসে যাবৎ সম্বন্ধমনুস্মরেয়ুঃ ।১৭

অর্থ—এই গ্রামে বাস করলে মৃতের সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কিনা স্মরণ করতে হয়। (স্মরণ হ'লে জলে নেমে স্নান করতে হয়) ।১৭

১৮। একবস্ত্রাঃ প্রাচীনাবীতিনঃ ।১৮

অর্থ—(শবযাত্রী সকলে) এক কাপড় পরবে এবং প্রাচীনাবীতি হবে অর্থাৎ ডান কাঁধে পৈতা রাখবে ।১৮

১৯। সব্যস্যানামিকয়া অপনোদ্যাপনঃ শোশুচদঘমিতি ॥১৯

অর্থ—'অপ নঃ শোশুচদঘম্' (যজু ৩৫।৬) মন্ত্রটি বলতে বলতে বাঁ হাতের অনামিকার দ্বারা জলকে অপসারণ করে ।১৯

২০। দক্ষিণামুখা নিমজ্জন্তি ।২০

অর্থ—দক্ষিণমুখ হ'য়ে ডুব দেবে ।২০

২১। প্রেতায়োদকং সকৃৎ প্রসিঞ্চন্ত্যঞ্জলিনা ঽসাবেতত্ত উদকমিতি ।২১

অর্থ—[স্নানের পর জলে দাঁড়িয়েই] '(অসৌ) অমুক প্রেত এতৎতে উদকম্'—এই মন্ত্র বলে প্রেতের উদ্দেশ্যে এক অঞ্জলি করে সকলে জল দেবে। [হরিহরের মতে —শুদ্ধভূমিতে জলাঞ্জলি দেবে] ।২১

২২। উত্তীর্ণান্ ছুচোদেশে শড্বসবত্যুপাবিষ্টাংস্তত্রৈতানপবদেয়ুঃ ।২২

অর্থ—জল থেকে উঠে কোন সবুজ তৃণময় পবিত্র স্থানে বসবে; সেখানে (মৃতের স্বজন ব্যতীত অন্য সহযাত্রিগণ) মৃতের গুণের কথা বলে বলে শোক অপনোদন করবে ।২২

২৩। অনবেক্ষমাণা গ্রামমায়ান্তি রীতিভূতাঃ কনিষ্ঠপূর্বাঃ ।২৩

অর্থ—(তারপর) পিছনদিকে না তাকিয়ে (দৃষ্টিপাত করে) ছোটদের আগে রেখে—পঙ্‌ক্তিবদ্ধ হ'য়ে গ্রামে আসে ।২৩

২৪। নিবেশদ্বারে পিচুমন্দপত্রাণি বিদশ্যাচম্যোদকমগ্নিং গোময়ং গৌরসর্ষপাং স্তৈলমালভ্যাশ্মানমাক্রম্য প্রবিশন্তি ।২৪

অর্থ—গৃহের দ্বারদেশে (দাঁড়িয়ে) নিমপাতা দাঁতদিয়ে কেটে আচমন করে, জল, অগ্নি, গোময়, শ্বেতসরিষা ও তিলতেল স্পর্শ করে একটি পাথরে পা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করে ।২৪

২৫। ত্রিরাত্রং ব্রহ্মচারিনোঽধঃশায়িনো ন কিঞ্চন কর্ম কুর্যুঃন প্রকুর্বীরন্
(কুর্বন্তি ন প্রকুর্বন্তি) ।২৫

অর্থ—তিনরাত্রি ব্রহ্মচারী হ'য়ে ভূমিতে শয়ন করবে, কোন লৌকিক কর্ম নিজে করবে না অপরকে দিয়েও করাবে না ।২৫

২৬। ক্রীত্বা লব্ধ্বা বা দিবৈবান্নমশ্নীয়ুরমাংসম্ ।২৬

অর্থ—কিনে বা অপরের কাছ থেকে (না ভিক্ষা করে) পেয়ে কেবল দিনের বেলা অন্ন খেতে হয় এবং মাংস বিহীন ।২৬

২৭। প্রেতায় পিণ্ডং দত্ত্বা অবনেজনদানপ্রত্যবনেজনেষু নাম গ্রাহ্যম্ ।২৭

অর্থ—প্রেতকে পিণ্ডদান করে অবনেজন ও প্রত্যবনেজন দানেও প্রেতের নামোচ্চারণ করতে হয়। যথা—পিণ্ডদানের বেদিতে পিণ্ডদানের স্থানে কুশ বিছিয়ে অমুক গোত্র প্রেত অমুকশর্মন্ প্রেত অবনোক্ষ্ব বলে জল দিয়ে পিণ্ড এবং তার লপ প্রত্যনেনিক্ষ্ব দিতে হয় ।২৭

২৮। মৃন্ময়ে তাং রাত্রীং ক্ষীরোদকে বিহায়সি নিদধ্যুঃ প্রেতাত্র স্নাহীতি ।২৮

অর্থ—(মৃতের মৃত্যুদিনে) রাত্রিতে একটি মাটির পাত্রে (সরাতে) দুধ ও জল মিশিয়ে 'প্রেতাত্র স্নাহি' (অর্থ—হে প্রেত ! তুমি এখানে স্নান কর) বলে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখবে ।২৮

২৯। ত্রিরাত্রং শাবমাশৌচম্ ।২৯

অর্থ—মরণাশৌচ তিনরাত্রি পর্যন্ত থাকে ।২৯

৩০। দশরাত্রমিত্যেকে ।৩০

অর্থ—কোন কোন আচার্যের মত মরণাশৌচ দশরাত্রি পর্যন্ত ।৩০

৩১। ন স্বাধ্যায়মধীরন্ ।৩১

অর্থ—অশৌচকাল পর্যন্ত স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদের পঠন পাঠন করবে না ।৩১

৩২। নিত্যানি নিবর্তেরন্ বৈতানবর্জম্ ।।৩২

অর্থ—অশৌচকালে গার্হপত্যাগ্নিসাধ্য অগ্নিহোত্রানি কর্ম বাদে নিত্য কর্ম সন্ধ্যা-বন্দনাদি কর্ম করবে ।৩২

৩৩। শালাগ্নৌ চৈকে ।৩৩ ৩৪। অন্য এতানি কুর্যুঃ ।৩৪

অর্থ—কোন কোন আচার্যের মত গার্হপত্যাগ্নিসাধ্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম স্বয়ং করবে না কিন্তু অন্য লোককে দিয়ে করাবে।

৩৫। প্রেতস্পর্শিনো গ্রামং ন প্রবিশেয়ুরানক্ষত্রদর্শনাৎ ।৩৫

অর্থ—মৃতকে স্পর্শকারী অর্থাৎ শবানুগামিগণ নক্ষত্র না দেখা পর্যন্ত গ্রামে প্রবেশ করবেন না ।৩৫

৩৬। রাত্রৌ চেদাদিত্যস্য ।৩৬

অর্থ—আর রাত্রিতে শবস্পর্শ করলে সূর্যদর্শন না করা পর্যন্ত গ্রামে ফিরবে না ।৩৬

[অর্থাৎ দিনে শবদাহ করতে গেলে রাত্রিতে এবং রাত্রিত্রে শবদাহ করতে গেলে দিনে শ্মশান থেকে গ্রামে আসতে হয়]।

৩৭। প্রবেশনাদি সমানমিতরৈঃ ।৩৭

অর্থ—গ্রামে ও গৃহে প্রবেশাদি বিষয়ে মৃতের স্বজনদের সঙ্গে অন্য লোকদেয় ক্ষেত্রেও নিয়ম একপ্রকার ।—(কোন বৈষম্য নাই ।৩৭

৩৮। পক্ষং দ্বৌ বা আশৌচম্ ।৩৮

অর্থ—একপক্ষ—পনের দিন অথবা দুপক্ষ—একমাস অশৌচ হয়।

[এ নিয়ন বৈশ্য ও শূদ্রদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য]

৩৯। আচার্যে চৈবম্ ।৩৯

---

(১) এখানে স্মৃতিবচনস্মরণীয়—দশাহং শাবমাশৌচং সপিণ্ডেষু বিধীয়তে। অবাক্ সঞ্চয়নাদস্থাং ত্র্যহমেকাহমেব চ।

অর্থ—আচার্য অর্থাৎ যিনি উপনয়ন পূর্বক বেদাধ্যয়ন করান তাঁর মৃত্যুতেও পূর্ববৎ উদকাঞ্জলি দানাদি ৩দিন অশৌচ পালনান্ত কৃত্যগুলি করতে হয় ।৩৯

৪০ । মাতামহয়োশ্চ ।৪০

অর্থ—মাতামহী ও মাতামহের মরণেও অনুরূপ ৩ দিন অশৌচপালন প্রভৃতি কৃত্যগুলি করণীয় ।৪০

৪১ । স্ত্রীণাং চাপ্রত্তানাম্ ।৪১

অর্থ—অবিবাহিত কন্যার মরণেও উদকাঞ্জলি দানাদি সমস্ত কৃত্য করতে হয় ।৪১

৪২ । প্রত্তানামিতরে কুর্বীরন্ ।৪২ ৪৩ । তাশ্চ তেষাম্ ।৪৩

অর্থ—বিবাহিত কন্যার পারলৌকিক ক্রিয়া সমূহ [ইতরে] পতিকুলের ব্যক্তিরা করবে । এবং বিবাহিত কন্যারা পতিকুলের কার্য করবে ।৪৩

৪৪ । প্রোষিতশ্চেৎ প্রেয়াচ্ছ্রবণ প্রভৃতি কৃতোদকাঃ কালশেষমাসীরন্ ।৪৪

অর্থ—যদি কেহ প্রবাসে থেকে মারা যায়, তাহলে তার মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর থেকে অবশিষ্ট অশৌচ কালের মধ্যে উদক দানাদি কৃত্যগুলি করবে ।৪৪

৪৫ । অতীতশ্চেদেকরাত্রং ত্রিরাত্রং বা ।৪৫

অর্থ—যদি (মৃত্যু সংবাদ) অশৌচকাল শেষ হওয়ার পর আসে তাহলে (শোনার পর) একরাত্রি বা তিন রাত্রি অশৌচ পালন করবে ।৪৫

[এ সম্পর্কে স্মৃতিশাস্ত্রে সময় সীমা অনুসারে অশৌচকালের পার্থক্য দৃষ্ট হয় ।]

৪৬ । অথকামোদকান্যৃত্বিক্শ্বশুরসখিসম্বন্ধিমাতুল ভাগিনেয়ানাম্ ।৪৬

অর্থ—(অবশ্য কর্তব্য সম্পর্কে বলার পর এখন বলা হচ্ছে নিজের ইচ্ছানুসারে করা সম্পর্কে) পুরোহিত, শ্বশুর, বন্ধু, দূরসম্পর্কীয়, মাতুল ও ভাগিনেয়দের ইচ্ছা হ'লে উদকাঞ্জলি দানাদি কৃত্য করবে ।৪৬

৪৭ । প্রত্তানাং চ ।৪৭

---

(২) এই মত স্বয়ং পারস্কর মানেন না। সমাজে পারস্করের মতই স্বীকৃতি পেয়েছে। যদিও অপর আচার্যদের মতানুসারী বিধিবাক্যও দৃষ্ট হয়—'বৈতানিকং স্বয়ং কুর্যাৎ তৎত্যাগোন বিধীয়তে।' এই বাক্য অশৌচ ব্যতিরিক্ত কালে স্বীকার্য ।

অর্থ—বিবাহিত কন্যার ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান ।৪৭

৪৮। একাদশ্যাময়ুগ্মান্ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা মাংসবৎ ।৪৮

অর্থ—একাদশ দিনে অযুগ্মসংখ্যক ব্রাহ্মণকে সমাংস অন্ন ভোজন করাবে ।৪৮

৪৯। প্রেতায়োদ্দিশ্য গামপ্যেকে ঘ্নন্তি ।৪৯

অর্থ—কোন কোন আচার্যের মতে—প্রেতের উদ্দেশ্যে ঐ দিন একটি গরুকে বলি দেওয়া হয় ।৪৯

(কিন্তু পারস্কর এ মত পোষণ করেন না বলেই সূত্রে 'একে' পদটি যুক্ত করেছেন ।)

৫০। পিণ্ডকরণে প্রথমঃ পিতৃণাং প্রেতঃ স্যাৎ পুত্রবাংশ্চেৎ ।৫০

অর্থ—সুত্রবান পিতার মৃত্যু হলে পিতার সপিণ্ডীকরণের পর (পার্বণশ্রাদ্ধকালে) প্রথমে পিতার নামোল্লেখ হবে ।৫০

৫১। নিবর্তেত চতুর্থঃ ।৫১

অর্থ—(সপিণ্ডীকরণের পর বা পার্বণশ্রাদ্ধে পিতা আদি তিনজনকে পিণ্ডদান করা হবে) চতুর্থ জনকে পিণ্ডদান করা হবে না ।৫১

৫২। সংবৎসরং পৃথগেকে ।৫২

অর্থ—কোন কোন আচার্য বলেন, মৃত্যুর পর এক বৎসর যাবৎ পৃথক পিণ্ড দেওয়া হবে। (সমাজে এই নিয়মই প্রচলিত আছে। সপিণ্ডীকরণের পূর্ব পর্যন্ত মাসে মাসে প্রেতকে একটি করে পিণ্ড দেওয়া হয়, তখন সপিণ্ড পিতামহাদিকে পিণ্ড দেওয়া হয় না।)৫২

৫৩। ন্যায়স্তু ন চতুর্থঃ পিণ্ডো ভবতীতি শ্রুতেঃ ।৫৩

অর্থ—পূর্বে যে পৃথক পিণ্ডের কথা বলা হ'য়েছে, সে ক্ষেত্রে পিতার এবং তদূর্ধ্ব তিন পুরুষের পৃথক পৃথক পিণ্ডদানকে নিষিদ্ধ করে বলা হচ্ছে,—এটিই ন্যায়তঃ সিদ্ধ। চতুর্থ পিণ্ড হবে না—ইহাই শ্রুতির নির্দেশ ।৫৩

৫৪। অহরহরন্নমস্মৈ ব্রাহ্মণায়োদকুম্ভং চ দদ্যাৎ ।৫৪

অর্থ—মৃত্যুর এক বৎসর পর্যন্ত প্রতিদিন (পুত্র) মৃতের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণকে অন্ন এবং জলপূর্ণকলস দান করবে ।৫৪

৫৫। পিণ্ডমপ্যেকে নিপৃণন্তি ।

অর্থ—কোন কোন আচার্যের মতে ঐ একবৎসর কাল প্রতিদিন প্রেতকে একটি করে পিণ্ডদানও করবে ।৫৫

তৃতীয় কাণ্ডে দশম কণ্ডিকা সমাপ্ত

তৃতীয় কাণ্ড—একাদশ কণ্ডিকা (পশ্বালম্ভন)

[পূর্ববর্তী কণ্ডিকায় 'গামপ্যেকে ঘ্নন্তি' বলে যে অন্য আচার্যের মতের উল্লেখ করা হ'য়েছে, এখানে সেই মতের সঙ্গে কিছুটা সঙ্গতিপূর্ণ অন্য বিধানের নির্দেশ করা হয়েছে ।]

১। **পশুশ্চেদাপ্লাব্যাগামগ্রেণাগ্নীন্ পরীত্য পলাশ শাখায়াং নিহন্তি ।১**

অর্থ—যদি স্মার্ত পশুকর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহলে গরু বাদে অন্য পশুকে স্নান করিয়ে অগ্নি-প্রদক্ষিণ করিয়ে অগ্নির পূর্বদিকে পলাশ ডালে[১] বাঁধা হয় ।১

২। **পরিব্যয়ণোপাকরণ নিযোজনপ্রোক্ষণান্যাবৃতা কুর্যাদ্যচ্চান্যং ২**

অর্থ—(পরিব্যয়ন) ত্রিগুণরশি দ্বারা শাখা বেষ্টন, (উপাকরণ নিযোজন) কুশনির্মিত দ্বিগুণ রাশি দ্বারা পশুর শিংএ বেধে পলাশ শাখায় বন্ধন করে প্রোক্ষনী পাত্রের জল (পশুর গায়ে) ছিটান—এই সমস্ত কাজ এবং অন্য পশুসংস্কার, (পশু প্রকরণের বিধান অনুসারে) বিনা মন্ত্রে করা হবে। (২। এখানে 'আবৃতা' পদটি দ্বারা বিনা মন্ত্রে পশুসংস্কার, পশুসমঞ্জন, পর্যগ্নিকরণ প্রভৃতি ক্রিয়াগুলিকে নির্দেশ করা হ'য়েছে ।)

৩। **পরিপশব্যে হুত্বা তুষ্ণীমপরাঃ পঞ্চ ।৩**

অর্থ—(পরিপশব্যে হুত্বা)—পশু আলম্ভনের পূর্বেও একটি করে মোট দুটি আহুতি দিয়ে—(এক্ষেত্রে ভাষ্যকার স্বাহা দেবেভ্যঃ এবং দেবেভ্যঃ স্বাহা—এই দুটি মন্ত্র উল্লেখ করেছেন) বিনা মন্ত্রে পাঁচটি আহুতি দিতে হয় ।৩

৪। **বপোদ্ধরণং চাভিধারয়েদ্দেবতাং চাদিশেৎ ।৪**

অর্থ—(যথোক্ত রীতিতে পশুর উদর বিদীর্ণ করে) বপা বাহির করে পূর্বের মত অভিধারণ করে দেবতাকে অর্পণ করতে হয়। (অর্পণের রীতি হলো—অমুষ্মৈ ত্বা উপাকরোমি, অমুষ্মৈ ত্বা নিযুনজ্মি, অমুষ্মৈ ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি—বলে বলে অর্পণ করা হয় ।৪)

---

১) এই পলাশডালই পরবর্তীকালে যূপ নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

The brauch replaces the saerificial post (Yupa) of the srauta ritual. As to Agrena, Comp. Katy-sruata VI.2.II and the comantary. S. B. the East. Vol.XXIX. Poet. pag. 360.

৫। উপাকরণনিযোজনপ্রোক্ষণেষু স্থালীপাকে চৈবম্ ।৫

অর্থ—উপকরণে, নিযোজনে প্রোক্ষণে এবং স্থালীপাকে দেবতাদের নামোল্লেখ হবে ।৫

৬। বপাং হুত্বা অবদানান্যবদ্যতি ।৬

অর্থ—বপার আহুতি দিয়ে পশুর অন্য অঙ্গ কাটা হয় ।৬

৭। সর্বাণি ত্রীণি পঞ্চ বা ।৭

অর্থ—সমস্ত অঙ্গ (যেমন—হৃদয়, জিহ্বা, ক্রোড়, বামবাহু, দুইপাশ, যকৃৎ, বৃক্ক প্রভৃতি) অথবা তিনটি অঙ্গ (হৃদয়, জিহ্বা ও ক্রোড় ।) অথবা,

পাঁচটি অঙ্গ (হৃদয়, জিহ্বা, ক্রোড়, বামবাহু ও ডানপাশ) কাটা হয় ।

৮। স্থালীপাকমিশ্রাণ্যবদানানি জুহোতি ।৮

অর্থ—এই অবদানগুলিকে স্থালীপাকের সঙ্গে মিশিয়ে হোম করা হয় ।৮

৯। পশ্বঙ্গং দক্ষিণা ।৯

অর্থ—দক্ষিণাস্বরূপ পশুর অঙ্গ দান করা হবে ।৯

১০। যদ্দেবতে তদ্দৈবতং যজেত্তস্মৈ চ ভাগং কুর্যাত্তং চ ব্রূয়াদিমমনু-প্রাপয়েতি ।১০

অর্থ—যে দেবতার উদ্দেশে (পশুকর্ম করা হয়) সেই দেবতার যজন করতে হবে এবং (তস্মৈ) আচার্যাদির অর্ঘ্যের জন্য কিছু অঙ্গ ভোগ করতে হবে । উক্ত ভাগদানের সময় 'ইদমনুপ্রাপয়'—মন্ত্র বলতে হবে ।১০

১১। নদ্যন্তরে নাবং কারয়েন্নবা ।১১

অর্থ—নদীমধ্যস্থিত কোন দ্বীপে (নাবং) একাদশাহ শ্রাদ্ধ (পশ্মালম্ভন অনুষ্ঠান) করা যায় অথবা না করাও যায় । (অর্থাৎ পশ্বালম্ভন অনুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য নয় ।)১১

তৃতীয় কাণ্ডে একাদশ কণ্ডিকা সমাপ্ত

তৃতীয় কাণ্ড—দ্বাদশ কণ্ডিকা—(অবতীর্ণ প্রায়শ্চিত্ত)

[পূর্ব কণ্ডিকায় পশু আলম্ভনের অনিবার্যতা উল্লেখ করে পুনরায় নৈমিত্তিক অনন্য পশুর আলম্ভন ব্যাখ্যা করতে হয় ইচ্ছা করে অবকীর্নি প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে বলছেন।]

১। অথা তো অবকীর্ণি প্রায়শ্চিত্তম্।

অর্থ—(অথ) এখন (অতঃ) যেহেতু পশুর বিষয় বলা হ'য়েছে সেজন্য অবকীর্নির অর্থাৎ যে ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ হ'য়েছে তার প্রায়শ্চিত্ত—শুদ্ধি সম্পাদক কর্ম সম্পর্কে বলা হচ্ছে।১

২। অমাবস্যায়াং চতুষ্পথে গর্দভং পশুমালভতে।২

অর্থ—(ব্রহ্মচারীর পর স্ত্রীগমনাদি পাপ কর্মদ্বারা নিজের ব্রত ভঙ্গ করে শুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে ইচ্ছা করলে) অমাবস্যা তিথিতে চৌরাস্তায় একটি গর্দভকে আলম্ভন করবে (বলি দেবে)।২

৩। নির্ঋতিং পাকযজ্ঞেন যজেত।৩

অর্থ—(এই পশুর দ্বারা) পাকযজ্ঞবিধানে নির্ঋতি দেবতার হোম করবে।৩

৪। অপ্সবদান হোমঃ।৪

অর্থ—(এখানে বিশেষ হলো যে) জলে অবদানের (পশুর কাটা অঙ্গগুলির) হোম করা হবে। (অর্থাৎ জলে নিক্ষেপ করা হবে, অগ্নিতে নয়)।৪

৫। ভূমৌ পশুপুরোডাশ শ্রপণম্।৫

অর্থ—ভূমিতে পশুরপুরোডাশ পাক করা হবে। (কোন পাত্রে নয়)।৫

৬। তাং ছবিং পরিদধীত।৬

অর্থ—(অবকীর্ণি) সেই মৃত গাধার চর্মটি দ্বারা নিজেকে আবৃত করবে।৬

৭। ঊর্ধ্ববালামিত্যেকে।

অর্থ—কোন কোন আচার্যের মতে লেজটিকে উপর দিক করে পরবে।৭

৮। সংবৎসরং ভিক্ষাচর্যং চরেৎ স্বকর্ম পরিকীর্তয়ন্।৮

অর্থ—এক বৎসর কাল নিজের পাপ কর্ম বলে বলে ভিক্ষা করে কাটাবে।৮

৯। অথাপরমাজ্যাহুতী জুহোতি॥ কামাবকীর্ণোঽস্ম্যবকীর্ণোঽস্মি

কামকামায় স্বাহা। কামাভিদ্রুগ্ধোঽস্ম্যভিদ্রুগ্ধোঽস্মি কামকামায় স্বাহেতি।৯

অর্থ—এরপর অন্য প্রায়শ্চিত্তে বলা হচ্ছে—

'কামাবকীর্ণোঽস্মি……এবং কামাভিদ্রুগ্ধোঽস্ম্যভি……ইত্যাদি দুইটি মন্ত্র পাঠ করে দুইটি আজ্যাহুতি দিতে হয়। (এই আহুতির পূর্বে আঘারাদি ১৪টি আহুতি হবে এবং উক্ত দুটি আহুতিতে প্রত্যাহুতি হবে 'ইদং কামায়' মন্ত্রে)।৯

মন্ত্রার্থ—(১) কামাবকীর্ণঃ… …কামায় স্বাহা।

হে কামক্ষোভক। তোমার দ্বারা আমি ক্ষুব্ধ হয়ে নিজের ব্রত নষ্ট করেছি। অতএব কাম শোধনের জন্য হবির অভিলাষী তোমার উদ্দেশ্যে এই হবি প্রদত্ত হোক।

(২) কামাভিদ্রুগ্ধঃ… …কামায় স্বাহা।

আমি তোমার দ্বারা ক্ষুব্ধ হয়ে ছি, আমি ক্ষুব্ধ হ'য়েছি বা পাপ করেছি। অতএব……(উক্ত দুটি মন্ত্রেরই ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দ—অনুষ্টুপ, দেবতা—কাম ও বিনিয়োগ—আজ্যহোম।)

১০। অথোপতিষ্ঠতে, সংমা সিঞ্চন্তু মরুতঃ সমিন্দ্রঃ সংবৃহস্পতিঃ। সংমায়মগ্নিঃ সিঞ্চতু প্রজয়া চ ধনেন চেতি।১০

অর্থ—হোমের পর উপস্থাপন করা হয়। দাঁড়িয়ে সংমাসিঞ্চন্তু ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করবে।

মন্ত্রার্থ—মরুতদেবতাগণ, ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও অগ্নি আমাকে সিঞ্চন করুক অর্থাৎ অভীষ্ট ফলদানের দ্বারা সমৃদ্ধ করুক এবং পুত্রাদি ধর্মানুকুল সমৃদ্ধি দ্বারা আমাকে ঋদ্ধ করুক।

প্রজাপতি ঋষি, অনুষ্টুপ ছন্দ, দেবতা—ইন্দ্র, বৃহস্পতি—মরুৎ ও অগ্নি, বিনিয়োগ—উপস্থান। (—এরূপ কাজ এক বৎসর যাবৎ প্রতি দিন করতে হয়)।১০

১১। এতদেব প্রায়শ্চিত্তম্।১১

অর্থ—এই হ'লো প্রায়শ্চিত্ত।

তৃতীয় কাণ্ডে দ্বাদশ কণ্ডিকা সমাপ্ত

দ্বিতীয় কাণ্ড—ত্রয়োদশ কণ্ডিকা (সভাপ্রবেশ)

[অবসথ্যাগ্নি সাধ্য কর্মগুলির বিধান দানের সাধারণ কর্মবিধি নির্দেশের প্রথমেই সভাপ্রবেশ বিধি নির্ণয় করা হচ্ছে।]

১। **অথাতঃ সভাপ্রবেশনম্ ।১**

অর্থ—(অথ) অবসথ্যাগ্নিসাধ্য কর্মবিধানের পর যেহেতু সাধারণ কার্যবিধি বলা আবশ্যক সেজন্য এখন সভাপ্রবেশ কর্ম সম্পর্কে বলা হচ্ছে ।১

২। **সভামভ্যেতি সভাঙ্গিরসি নাদিনর্মাসি ত্বিষির্নামাসি তস্যৈ তে নম ইতি।২**

অর্থ—দ্বিজ সভাঙ্গিরসি·····ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে সভার অভিমুখে গমন করেন ।২

মন্ত্রার্থ—সভাঙ্গি······নমঃ ।

হে অঙ্গিরাদেব ! তুমি দীপ্তিময়ী এবং নাদশীলা সভার অধিষ্ঠাতা—তোমাকে প্রণাম ।

ঋষি—অঙ্গিরা, ছন্দ—গায়ত্রী, দেবতা—সভা, বিনিয়োগ—সভাভিগমন ।

৩। **অথ প্রবিশতি সভা চ মাসমিতিশ্চোভে প্রজাপতের্দুহিতরৌ সচেতসৌ যো মা ন বিদ্যাদুপ মা স তিষ্ঠেৎ স চেতনো ভবতু শংসথে জন ইতি ।৩**

অর্থ—(দ্বিজ সভার নিকট গিয়ে) 'সভা চ······জনঃ—মন্ত্রটি পাঠ করে সভায় প্রবেশ করেন ।৪

মন্ত্রার্থ—প্রজাপতির দুই কন্যা সভা আর সমিতি উৎকৃষ্ট জ্ঞানদাত্রী আমাকে রক্ষা করুন। সভাসদ্দের প্রতি সভার বচন হ'লো, যে আমার ব্যবহার জানে না অর্থাৎ সভার শিষ্টাচার জানে না সে ব্যক্তি সভায় থাকবে না। সভাসদ হ'তে হলে সুবুদ্ধি ও বাক্পটু হ'তে হয় ।

প্রজাপতি ঋষি, ত্রিষ্টুপ ছন্দ, সভা সমিতি দেবতা, প্রবেশনে বিনিয়োগ ।

৪। **পর্ষদমেত্য জপেদাভিভূরহমাগমবিরাডপ্রতিবাশ্যাঃ। অস্যাঃ পর্ষদ ঈশানঃ সহসা সুদুষ্টরো জন ইতি ।৪**

অনুঃ—সভায় প্রবেশ করে 'অভিভূরহ······জনঃ' মন্ত্রটি জপ করবেন ।৪

মন্ত্রার্থ—অপর ব্যক্তির অভিভবকারী এবং অপ্রতিরোধ্য শক্তিসম্পন্ন আমি প্রতিবাদি-শূন্য এই সভায় উপস্থিত হয়েছি। এই সভার অধ্যক্ষ যদি দুষ্ট হয় তাহ'লে সে আমার প্রতি সৌজন্য পূর্ণ ব্যবহার করবে।

প্রজাপতি ঋষি, অনুষ্টুপ, ছন্দঃ, পর্যৎসভোপস্থানে বিনিয়োগ।

৫। স যদি মন্যতে ক্রুদ্ধোঽয়মিতি তমভিমন্ত্রয়তে, যা ত এষা ররাট্যা তনূর্মন্যোঃ ক্রোধস্য নাশনী, তান্দেবা ব্রহ্মচারিণোঃ বিনয়ন্তু সুমেধসঃ। দ্যৌরহং পৃথিবী চাহং তৌ তে ক্রোধং নয়ামসি গর্ভমশ্বতর্যসহাসাবিতি।৫

অনুঃ—যদি তিনি মনে করেন যে এই ব্যক্তি আমার উপর ক্রুদ্ধ হ'য়েছে তাহলে 'যাতে ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তাকে অভিমন্ত্রিত করা হয়।

মন্ত্রার্থ—হে সভাপতি! তোমার ললাটে অংকিত ক্রোধের রেখাগুলিকে মেধাবী, ব্রহ্মচর্যব্রতধারী দেবতাগণ মুছে দিন। আমি দ্যুলোক আর পৃথিবীর সমন্বিত শক্তির প্রতীক, আমার মন্ত্রশক্তি দ্বারা তোমার ক্রোধ কে দূর কয়ে দেওয়া হবে যেমন গর্ভ ভার সহ্য করতে না পেরে ঘোড়ী তার ভার দূরে সরিয়ে দেয়!

প্রজাপতি ঋষি, অনুষ্টুপ ছন্দ, মেধাবী দেবগণ দেবতা, ক্রোধাপনয়নে বিনিয়োগ!

৬। অথ যদি মন্যতে দ্রুগ্ধোঽয়মিতি তমভিমন্ত্রয়তে তাং তে বাচম্যস্য আদত্তে হৃদয় আদধে যত্র যত্র নিহিতা বাক্তাং তত্তস্তুত আদদে যদহং ব্রবীমি তৎসত্যম্—বরো মত্তাংদ্যস্বেতি।৬

অনুঃ—এরপর যদি দ্বিজ মনে করেন যে, সভাপতি দ্রোহকারী, তাহলে 'তাং তে ......ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তাকে অভিমন্ত্রিত করবে।৬

মন্ত্রার্থ—হে সভাপতি! আমার প্রতি দ্রোহকর তোমার যে বাক্যগুলি মুখে আসছে, সে স্থানগুলিকে আমি তোমার হৃদয়ে রেখে দিচ্ছি! যেখানে যেখানে বাক-শক্তি আছে সে স্থানগুলিকে আমার বশীভূত করছি! আমি যা বলছি সমস্ত সত্য হোক! তুমি আমার থেকে নীচ বা অধম এখন তুমি আমার আপন হও।

প্রজাপতি ঋষি, অনুষ্টুপ ছন্দ, ঈশ দেবতা, বশীকরণে বিনিয়োগ।

৭। এতদেব বশীকরণম্।

অর্থ—এটিই হ'লো বশীকরণ।৭

তৃতীয় কাণ্ডে ত্রয়োদশ কাণ্ডিকা সমাপ্ত

তৃতীয় কাণ্ড—চতুর্দশ কণ্ডিকা—(রথারোহন)

১। অথাতো রথারোহণম্ ।১

অনু ঃ—সাধারণ ব্যবহারিক কার্য সম্পাদনের জন্য স্থানান্তরে যাওয়ার আবশ্যক থাকে বলেই এখন 'রথারোহন' কর্ম সম্পর্কে বলা হচ্ছে।

২। যুঙ্ক্তোক্তি রথং সংপ্রেষ্য যুক্ত ইতি প্রোক্তে সাবিতাড়িত্যেত্য চক্রে অভিমৃশতি ।২

অনু ঃ—(তার দিকে) রথ যোজনা কর বলে আদেশ করার পর (সারথি) রথ যোজনা করা হয়েছে, বললে 'সা বিরাড়ু' মন্ত্র বলে চাকা দুটিকে স্পর্শ করবে ।২

৩। রথন্তরমসীতি দক্ষিণম্ ।৩

অনু ঃ—'রথান্তর মসি' এই মন্ত্র বলে ডান চাকাটি (স্পর্শ করবে ।৩)

৪। বৃহদসীত্যুত্তরম্ ।৪

অনু ঃ—'বৃহদসি'—এই মন্ত্র বলে বাম চাকাটি (স্পর্শ করবে ।৪)

৫। বামদেব্যমসীতি কুবরীম্ ॥৫

অনু ঃ—'বামদেব্যমসি'—এই মন্ত্র বলে কুবরী অর্থাৎ যুপকাষ্ঠ (জোয়াল) স্পর্শ, করবে ।

৬। হস্তেনোপস্থমভিমৃশতি অংকৌ ন্যঙ্কাবভিতো রথং যৌ ধ্বান্তং বাতাগ্র মনুসঞ্চরন্তম্ দূরেহেতির্নিদ্রিয় বানুপতত্রি তে নোহগ্নয়ঃ পপ্রয়ঃ পারয়ন্ত্বিতি ।৬

অনু ঃ—'অংকৌ ন্যঙ্কাবভিতঃ……ইত্যাদি মন্ত্র পড়তে পড়তে হাত দিয়ে রথের মধ্যভাগ স্পর্শ করবে ।৬

মন্ত্রার্থ—অঙ্ক নামক দুই অগ্নি এবং ন্যঙ্ক নামক দুই অগ্নি রথটির সর্বতোভাবে রক্ষকরূপে থেক বায়ুকে আগে আগে রেখে যেতে থাকলে বৃহজ্জান তথা ইন্দ্ররথ এবং পক্ষিকুলের অনুগ্রহকারী অন্য অগ্নি সকল আমার রথকে নির্বিঘ্নে যথাস্থানে পৌঁছে দিক ।৬

প্রজাপতি ঋষি, ত্রিষ্টুপ ছন্দ, অগ্নি দেবতা, রথাঙ্গাভিমর্শনে বিনিয়োগ ।

৭। নমো মাণিচরায়েতি দক্ষিণং ধুর্যং প্রাজতি ।৭

অনু ঃ—'নমোমাণিচরায়'…(মানিচর হলো রথাধিষ্ঠাত্রী দেবতা) মন্ত্র বলে

ডাইনের জোয়ালে যোতা ঘোড়াটিকে চালিত করবে। (বামপাশের ঘোড়াটিকে চালনার জন্য কোন মন্ত্রোচ্চারণের নির্দেশ নাই।৭)

৮। অপ্রাপ্য দেবতাঃ প্রত্যবরোহেৎ সম্প্রতি ব্রাহ্মণান্ মধ্যে গা অভিক্রম্য পিতৃন্।৮

অনু ঃ—দেবতাদের দেখে দূরে থেকেই নেমে পড়তে হয়; ব্রাহ্মণের নিকটে ও গাভীদের মধ্যে এসে পড়লেও রথ থেকে নামতে হয় এবং পিত্রাদি গুরুজনদের সামনেও নেমে পড়তে হয়।৮

৯। ন স্ত্রীব্রহ্মচারিণৌ সারথী স্যাতাম্।৯

অনু ঃ—স্ত্রী এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীকে সারথি করবে না।৯

১০। মুহূর্তমতীয়ায় জপেদিহরতিরিহ রমধ্বম্।১০

অনু ঃ—(পূর্বোক্ত দেবতা, ব্রাহ্মণ গাভী ও পিত্রাদি গুরুজন সামনে পড়ায় রথ থেকে নেমে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে 'ইহরতি রিহরমধ্বম্' মন্ত্র জপ করতে হয়।১০

১১। একে মাস্তিহরতি রিতি চ।১১

অনু ঃ—কোন কোন আচার্যের মতে 'ইহরতিরিহরমধ্বম্' মন্ত্র জপ করতে হয় না।১১

১২। স যদি দুর্বলো রথঃ স্যাত্তমাস্থায় জপেদয়ং বামশ্বিনা রথে মা দুর্গে মাস্তরোরিষাদিতি।১২

অনু ঃ—(আর যদি চলতে চলতে) রথ দুর্বল অর্থাৎ ক্ষীণ হ'য়ে যায় তাহ'লে রথে বসেই 'অয়ং বামশ্বিনা……ইত্যাদি মন্ত্র জপ করবে।১২

মন্ত্রার্থ—হে অশ্বিদ্বয়! এটি তোমাদের রথ, এটিকে দুর্গমে উদ্ধার কর, আমাকে হিংসা করো না।

প্রজাপতি ঋষি, অনুষ্টুপ, অশ্বিদ্বয় দেবতা, জপে বিনিয়োগ।

১৩। স যদি ভ্রম্যাৎস্তম্ভমুপস্পৃশ্য ভূমিং বা জপেদেষ বামশ্বিনা রথো মা দুর্গে মাস্তরোরিষাদিতি।১৩

অনু ঃ—আর যদি বাঁকা ভাবে চলতে থাকে তাহলে রথের পতাকা দণ্ড বা ভূমি স্পর্শ করে 'বামশ্বিনা……মন্ত্রটি জপ করতে থাকবে।১৩

১৪। তস্য ন কাচনার্তির্ন রিষ্টি র্ভবতি।১৪

অনু ঃ—(পূর্বোক্ত ক্রিয়াগুলি করলে) রথারোহীর কোনরূপ কষ্ট বা হানি হয় না।১৪

১৫। যাত্বাধ্বানং বিমুচ্য রথং যবসোদকে দাপয়েদেষ উহ বাহনস্যা-পন্ হব ইতি শ্রুতেঃ ।১৫

অনু ঃ—পথ অতিক্রম করে (যথস্থানে গিয়ে রথ যুগমুক্ত করে ঘোড়াকে ঘাস জল দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। শ্রুতিবাক্য হ'লো, এটিই বাহনের কাছে অপরাধ মার্জন ।১৫

তৃতীয় কাণ্ডে চতুর্দশ কণ্ডিকা সমাপ্ত

তৃতীয় কাণ্ড—পঞ্চদশ কণ্ডিকা (হস্ত্যারোহণ)

১। অথাতো হস্ত্যারোহণম্ ।১

অনু ঃ—(অথ) রথারোহণের পর (স্থানান্তরে যাওয়ার জন্য হাতীকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করার আবশ্যকতা থাকায় এখন 'হস্ত্যারোহণ সম্পর্কে' বলা হচ্ছে ।১

২। এত্য হস্তিনমভিমৃশতি হস্তিযশসমসি হস্তিবচসমসীতি ।২

অনু ঃ—হাতীর কাছে গিয়ে 'হস্তি যশসমসি……ইত্যাদি বলে হাতীটিকে স্পর্শ করবে ।২

মন্ত্রার্থ—হে গজরাজ ! তুমি যশস্বী এবং তেজস্বী।

ঋষি—ব্রহ্মা, ছন্দ—যজুঃ, দেবতা—হস্তী, বিনিয়োগ—গজস্পর্শন।

৩। অথারোহতীন্দ্রস্য ত্বা বজ্রেনাভিতিষ্ঠামি স্বস্তি মা সংপারয়েতি ।৩

অনু ঃ—তারপর 'ইন্দ্রস্য ত্বা……ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে হাতীর উপর চড়তে হয় ।৩

মন্ত্রার্থ—ইন্দ্রের বজ্রনামক অস্ত্রটির সঙ্গে আমি ইন্দ্রস্বরূপ হ'য়ে তোমার উপর চড়ছি, তুমি আমাকে কল্যাণের সঙ্গে অর্থাৎ নির্বিঘ্নে পেঁছে দাও ।৩

ঋষি—ব্রহ্মা, ছন্দঃ—যজুঃ, দেবতা—ইন্দ্র, বিনিয়োগ—হস্ত্যারোহণ।

৪। এতেনৈব অশ্বরোহণং ব্যাখ্যাতম্ ।৪

অনু ঃ—এই মন্ত্র পাঠ দ্বারাই অশ্বারোহণ হবে। (দ্বিতীয় সূত্রে প্রযুক্ত 'হস্তী' স্থলে 'অশ্ব' প্রয়োগ করা হবে।)

৫। উষ্ট্রমারোক্ষ্যন্নভিমন্ত্রয়তে ত্বাষ্ট্রোঽসি ত্বষ্টৃদৈবত্যঃ স্বস্তি মা সংপারয়েতি ।৫

অনু ঃ—উটে চড়তে ইচ্ছা করলে 'ত্বাষ্ট্রোঽসি……ইত্যাদি মন্ত্র বলে উটকে সম্বোধন করা হয় ।৫

মন্ত্রার্থ—তুমি ত্বষ্টৃর সন্তান, তোমার অধিষ্ঠাতা দেবতা ত্বষ্টৃ, তুমি আমাকে নির্বিঘ্নে পৌঁছে দাও।

ঋষি—পরমেষ্ঠী, ছন্দ—যজুঃ, দেবতা—উষ্ট্র, বিনিয়োগ—উষ্ট্র্যারোহণ।

৬। রাসভমারোক্ষ্যন্নভিমন্ত্রয়তে শূদ্রোঽসি শূদ্রজন্মাগ্নেয়ো বৈ দ্বিরেতাঃ স্বস্তি মা সংপারয়েতি।৬

অনুঃ—গর্দভের উপর চড়তে ইচ্ছা করলে 'শূদ্রোঽসি……ইত্যাদি মন্ত্র বলে গর্দভকে সম্বোধন করতে হয়।৬

মন্ত্রার্থ—হে গর্দভ। তুমি শূদ্র, তুমি শোকাবহ জন্ম সম্পন্ন, তোমার অধিদেবতা অগ্নি, অশ্বের বীর্যে গর্দভীর গর্ভে তোমার জন্ম, তুমি আমায় নির্বিঘ্নে পৌঁছে দাও।

বিশ্বামিত্র ঋষি, পঙ্‌ক্তি ছন্দঃ, রাসভ দেবতা, রাসভারোহণে বিনিয়োগ।

৭। চতুষ্পথমভিমন্ত্রয়তে নমো রুদ্রায় পথিষদে স্বস্তি মা সংপারয়েতি।৭

অনুঃ—'নমো রুদ্রায়……ইত্যাদি মন্ত্র বলে চৌরাস্তাকে সম্বোধন করা হয়।৭

মন্ত্রার্থ—সকল পথের আবাসস্থল রুদ্র তোমাকে প্রণাম করি। তুমি আমাকে নির্বিঘ্নে নিয়ে চলো।

পরমেষ্ঠী ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, রুদ্রদেবতা, রক্ষণে বিনিয়োগ।

৮। নদীমুত্তরিষ্যন্নভিমন্ত্রয়তে নমো রুদ্রায়াপ্সুষদে স্বস্তি মা সংপারয়েতি।৮

অনুঃ—নদী পার হতে ইচ্ছা করলে 'নমো রুদ্রায়……' ইত্যাদি মন্ত্র বলে নদীকে সম্বোধন করা হয়।৮

মন্ত্রার্থ—সকল জলের নিবাসস্থল, রুদ্রকে প্রণাম করি; তুমি আমায় নির্বিঘ্নে পার কর।

৯। নাবমারোক্ষ্যন্নভিমন্ত্রয়তে সুনাবমিতি।৯

অনুঃ—নৌকায় চড়তে ইচ্ছা করলে সুনাবম্……ইত্যাদি মন্ত্রটি বলে নৌকাকে সম্বোধন করা হয়।৯

মন্ত্র…সুনাবমা রুহেয়ম স্রবন্তীমনাগসম্। শতারিত্রাং স্বস্তয়ে।

যজুঃ ২১।৭

মন্ত্রার্থ—সংসার সাগর উত্তরণের জন্য অচ্ছিদ্র, সর্বদা মঙ্গলপ্রদ, শত শত অরিত্রযুক্ত যজ্ঞরূপ সুন্দর নৌকায় আমরা আরোহণ করব।

ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দঃ—গায়ত্রী, দেবতা—যজ্ঞ, বিনিয়োগ—অভিমন্ত্রণ।

১০। উত্তরিষ্যন্নভিমন্ত্রয়তে সুত্রামাণমিতি।১০

অনু ঃ—নৌকায় চড়ে পার হবার ইচ্ছা করলে 'সুত্রামানম্……ইত্যাদি মন্ত্র বলে সম্বোধন করা হয়।১০

মন্ত্র—সুত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিম্।
দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগসমস্রবন্তী মা রুহেমা স্বস্তয়ে।
যজুঃ ২১।৬

মন্ত্রার্থ—সুরক্ষক, বিশাল, স্বর্গতুল্য, ক্রোধরহিত, সজ্জনের আশ্রয়, অখণ্ডিত, সুষ্ঠুপ্রাপনকারী' জরিত্রযুক্ত যজ্ঞরূপ নৌকায় আমরা আরোহণ করব।

ঋষি—গয়াপ্ছাৎ, ছন্দঃ,—ত্রিষ্টুপ, দেবতা—অদিতি, বিনিয়োগ—অভিমন্ত্রণ।

১১। বনমভিমন্ত্রয়তে নমো রুদ্রায় বনসদে স্বস্তি মা সংপারয়েতি।১১

অনু ঃ—(বনের মধ্য দিয়ে গেলে) বনকে সম্ভাষণ করা হয় 'নমো রুদ্রায়…… ইত্যাদি মন্ত্রে অর্থাৎ রুদ্র তোমাকে প্রণাম করি, তুমি বনের নিবাসস্থল, তুমি আমায় নির্বিঘ্নে নিয়ে চল।১১

১২। গিরিমভিমন্ত্রয়তে নমো রুদ্রায় গিরিষদে স্বস্তি মা সংপারয়েতি। ১২

অনু ঃ—(পর্বত আরোহণ বা অতিক্রম করতে হলে) পর্বতকে সম্ভাষণ করা হয়, "নমো রুদ্রায় ইত্যাদি মন্ত্রে। অর্থাৎ রুদ্রকে প্রণাম করি, যিনি সমস্ত পর্বতের আস্পদ। তুমি আমায় নির্বিঘ্নে পার কর।১২

১৩। শ্মশানমভিমন্ত্রয়তে নমো রুদ্রায় পিতৃষদে স্বস্তি মা সংপারয়েতি।১৩

অনু ঃ—(প্রয়োজন বশতঃ শ্মশানে যেতে হ'লে) শ্মশানকে সম্বোধন করতে হয় "নমো রুদ্রায়……ইত্যাদি মন্ত্রে। অর্থাৎ রুদ্রকে প্রণাম করি, যিনি পিতৃগণের নিবাসস্থল। তুমি আমাকে নির্বিঘ্নে নিয়ে চল।১৩

১৪। গোষ্ঠমভিমন্ত্রয়তে নমো রুদ্রায় শকৃৎপিণ্ডসদে স্বস্তি মা সংপারয়েতি।১৪

অনু ঃ—(প্রয়োজনবশতঃ গোচারণ ভূমি বা গোশালায় গেলে) গোষ্ঠকে সম্বোধন করতে হয় 'নমো রুদ্রায়……ইত্যাদি মন্ত্রে। অর্থাৎ রুদ্রকে প্রণাম করি, যিনি গোসমূহের আস্পদ। তুমি আমাকে নির্বিঘ্নে নিয়ে চল।১৪

১৫। যত্র চান্যত্রাপি নমো রুদ্রায়েত্য ব্রুয়াদ্রুদ্রো হ্যেবেদং সর্বমিনি শ্রুতে।১৫

অনু ঃ—অন্যত্র যেখানে যাওয়া হয় (সেখানে) 'নমো রুদ্রায়' (রুদ্রকে প্রণাম করি) এই মন্ত্রটি বলা উচিত। যেহেতু শ্রুতি প্রামাণ্য যে, এই সমস্তই রুদ্র, অর্থাৎ সবেরই অধিষ্ঠাতা রুদ্র।১৫

১৬। সিচাহবধূতোহভিমন্ত্রয়তে সিগমসি ন বজ্রোহসি নমস্তে অস্তু মা মাহিংসীরিতি।১৬

অনু ঃ—বস্ত্রের প্রান্ত ভাগ যদি (বাতাসে) উড়ে যায়, তাহলে বস্ত্রপ্রান্তকে সম্বোধন করা হয় 'সিগমসি……ইত্যাদি মন্ত্র বলে। অর্থাৎ তুমি বস্ত্রপ্রান্ত, তুমি বজ্র নও, তোমাকে প্রণাম করি, আমাকে হিংসা করো না বা কষ্ট দিও না।১৬

১৭। স্তনয়িত্নুমভিমন্ত্রয়তে শিবা নো বর্ষাঃ সন্ত্ব শিবা নঃ সন্তু হেতয়ঃ। শিবা নস্তাঃ সন্তু যাস্ত্বং সৃজসি বৃত্রহন্নিতি।১৭

অনু ঃ—গর্জনশীল মেঘকে সম্বোধন করা হয় 'শিবো নো……ইত্যাদি মন্ত্রে।১৬

মন্ত্রার্থ—হে বৃত্রহন্তা ইন্দ্রদেব! বর্ষা আমাদের জন্য মঙ্গলময়ী হোক, তোমার অস্ত্রগুলি আমাদের কল্যাণকর হোক, তুমি যা কিছু সৃষ্টি করেছ সে সমস্ত আমাদের কল্যাণকর হোক।

প্রজাপতি ঋষি, রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, ইষ্টদেবতা, অভিমন্ত্রণে বিনিয়োগ।

১৮। শিবাংবাশ্যমানানামভিমন্ত্রয়তে শিবো নামেতি।১৮

অনু ঃ—শব্দকারী শৃগালকে সম্বোধন করা হয়। 'শিবো নাম……ইত্যাদি মন্ত্র বলে।১৮

মন্ত্র—শিবো নামাসি স্বধিতিস্তে পিতা নমস্তে অস্ত মামা হিংসীঃ।

যজুঃ ৩।৬৩

মন্ত্রার্থ—হে আমার সত্ত্বভাব, তুমি কার্য পরম্পরায় শান্ত, বা কামনা বিনাশক, তার তুমি পিতৃস্থানীয়, তোমাকে নমস্কার, আমার প্রতি বিরূপ হও না।

১৯। শকুনিং বাশ্যমানামভিমন্ত্রয়তে হিরণ্যপর্ণ শকুনে দেবানাং প্রহিতঙ্গম। যমদূত নমস্তেহস্তু কিংত্বাকার্কারিণো ব্রবীদিতি।১৯

অনু ঃ—(শকুনি) কালো কাক 'কা-কা' শব্দ করতে থাকলে তাকে সম্ভাষণ করা হয় 'হিরণ্যপর্ণ ইত্যাদি মন্ত্র বলে।

মন্ত্রার্থ—হে (হিরণ্যপর্ণ) শীঘ্রগামী কালো কাক! তুমি দেবতাদের প্রেরিত স্থানে যাও অথবা দেবাদেশ পেয়ে শুভাশুভ জানতে পার। হে যমদূত! তোমাকে নমস্কার। তুমি যখন কা-কা শব্দ করছিলে তখন যমরাজ তোমায় কি বললেন?

২০। লক্ষণ্যং বৃক্ষমভিমন্ত্রয়তে মা ত্বাঽশনির্মা পরশুর্মা বাতো মা রাজপ্রেষিতো দণ্ডঃ। অঙ্কুরাস্তে প্ররোহন্তু নিবাতে ত্বাঽভিবর্ষতু। অগ্নিষ্টেমূলং মাহিংসীৎস্বস্তি তেঽস্তু বনস্পতে স্বস্তিমেঽস্তু বনস্পত ইতি। ২০

অনু ঃ—মাঙ্গলিক বা প্রসিদ্ধ বৃক্ষকে অভিমন্ত্রণ করা হয়—'মা ত্বা……ইত্যাদি মন্ত্র বলে।২০

মন্ত্রার্থ—হে বৃক্ষরাজ। বজ্র তোমায় নাশ করতে পারে না কুঠার অনিষ্ট করতে পারে না, রাজদণ্ড তোমার ক্ষতি করতে পারে না, বায়ু তোমায় নষ্ট করতে পারে না, তোমার অঙ্কুর উদ্গত হোক, ইন্দ্র নির্বাত বাতাবরণে বর্ষণ করুক, অগ্নি তোমায় মূলকে নষ্ট না করুক, হে বনস্পতি তোমার এবং আমার কল্যাণ হোক।

প্রজপতি ঋষি, অনুষ্টুপ ছন্দঃ, বনস্পতি দেবতা, তদ্রক্ষণে বিনিয়োগ।

২১। স যদি কিঞ্চিল্লভেত তৎপ্রতিগৃহ্ণাতি দ্যৌস্ত্বা দদাতু পৃথিবীত্বা প্রতিগৃহ্ণাত্বিতি সাঽস্য ন দদতঃ ক্ষীয়তে ভূয়সী চ প্রতিগৃহীতা ভবতি। অথ যদ্যোদনং লভেত তৎপ্রতিগৃহ্য দ্যৌস্ত্বেতি তস্য দ্বিঃপ্রাশ্নাতি ব্রহ্মা ত্বাশ্নাতু ব্রহ্মাত্বা প্রাশ্নাত্বিতি।২১

অনু ঃ—(স) স্নাতক যদি কিছু লাভ করেন তাহলে 'দ্যৌস্ত্বা……ইত্যাদি মন্ত্র বলে গ্রহণ করবেন। (এ প্রকার দানের দক্ষিণা গাভী) সেই দক্ষিণা দাতাকে বর্দ্ধিত করে এবং প্রতিগ্রহিতার প্রচুরতর (সমৃদ্ধি) হয়। অর্থাৎ সেই দক্ষিণা দাতা ও প্রতি গ্রহিতা উভয়ে কল্যাণকারিণ হয়। এরপর স্নাতক যদি অন্ন লাভ করেন তাহলে তা নিয়ে দ্যোস্ত্বা ইত্যাদি মন্ত্রটি বলে 'ব্রহ্মা ত্বা প্রাশ্নাতু (ব্রহ্মা তোমাকে ভক্ষণ করুক) বলতে বলতে দুবার খাবেন।২১

মন্ত্র—দ্যৌস্ত্বা……প্রতিগৃহ্ণাতু।

মন্ত্রার্থ—স্বর্গ তোমাকে দান করুক পৃথিবী তোমায় গ্রহণ করুক। মর্মার্থ হলো যজমান দেবরূপ হয়ে দান করুক। আর সর্বংসহা পৃথিবী মনুষ্যরূপী হ'য়ে গ্রহণ করুক।

২২। অথ যদি মন্থংলভেত তং প্রতিগৃহ্য দ্যৌস্ত্বেতি তস্য ত্রিঃ প্রাশ্নাতু ব্রহ্মাত্বা প্রাশ্নাতু ব্রহ্মা ত্বা পিবত্বিতি।২২

অনু ঃ—এরপর (স্নাতক) যদি মন্থ) দধি দুগ্ধ জল মিশ্রিত সক্তু পায় তাহ'লে তা নিয়ে দ্যোস্ত্বা……ইত্যাদি মন্ত্রটি বলে 'ব্রহ্মা ত্বা অশ্নাতু (ব্রহ্মা তোমাকে ভক্ষণ

করুক) ব্রহ্মা ত্বা প্রাশ্নাতু (ব্রহ্মা তোমাকে ভালভাবে ভক্ষণ করুক) ব্রহ্মা ত্বা পিবতু (ব্রহ্মা তোমাকে পান করুক) বলতে বলতে তিনবার ভক্ষণ করে ।২২

২৩। অথাতো অধীত্যানিরাকরণং প্রতীকংমে বিচক্ষণ জিহ্বা মে মধু যদ্বচঃ কর্ণাভ্যাং ভূরিশুশ্রুবে মা ত্বং হার্ষীঃ শ্রুতং ময়ি। ব্রহ্মণঃ প্রবচনমসি ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠানমসি ব্রহ্মকোশোঽসি সনিরসি শান্তিরস্যনিরাকরণমসি ব্রহ্ম-কোশং মে বিশ। বাচা ত্বা পিদধামি বাচা ত্বা পিদধামীতি (তিষ্ঠ প্রতিষ্ঠ) স্বরকরণ কণ্ঠ্যৌরসদন্তৌষ্ঠ্য গ্রহণ ধারণোচ্চারণ শক্তির্ময়ি ভবতু আপ্যায়ন্তু মেঽঙ্গানি বাক্প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং যশোবলম্। যন্মে শ্রুতমধীতং তন্মে মনসি তিষ্ঠতু তিষ্ঠতু ।২৩

অনু ঃ—এরপর (বলা হচ্ছে যে) প্রতিদিন অধ্যয়ন করে তা পরিত্যাগ করবে না, বরং 'প্রতীকং……তিষ্ঠতু মন্ত্রটি পড়বে ।২৩

মন্ত্রার্থ—হে বেদপুরুষ ! আমার মুখ বিশিষ্ট বর্ণ উচ্চারণ করতে সমর্থ হোক। মধুর বাক্য (উচ্চারিত) হওয়ার মতো জিহ্বা মধুমতী হোক, কান দুটি প্রচুর শুনবে, অর্থাৎ তীক্ষ্ন শ্রবণ শক্তিসম্পন্ন হোক। আমার অর্জিত বিদ্যাকে হরণ করো না, তুমি বেদের অধ্যয়ন, তুমি বেদের আধার, তুমি বেদের সোপান গৃহ, তুমি সম্ভজনীয়, তুমি শান্তি, তুমি অপ্রমাদ, তুমি আমার বিদ্যাকোশে প্রবেশ কর, আমি সত্য বাক্য দ্বারা তোমাকে রক্ষা করছি, তোমার বাণী আবৃত্তি করছি। উদাত্তাদি স্বর, হৃদয়াদি বাণীর আট উৎপত্তিস্থান এবং কণ্ঠ্য, হৃদ্য, দন্ত্য, ওষ্ঠ্য ধ্বনির গ্রহণ করার ধারণ করার উচ্চারণ করার মত আমার সামর্থ্য হোক, আমার সকল অবয়ব, বাণী, প্রাণ. চক্ষু, কর্ণ যশ এবং শক্তি সুরক্ষিত হয়ে পরিপূর্ণ থাকুক। আমার সমস্ত শ্রুত ও অধীত বিদ্যা আমার মধ্যে বিরাজ করুক, নষ্ট না হোক।

তৃতীয় কাণ্ডে পঞ্চদশ কণ্ডিকা সমাপ্ত

পারস্কর গৃহ্যসূত্র সমাপ্ত

পরিশিষ্টম্

অথ বাপী-কূপ-তড়াগাদি স্থাপন বিধিঃ (পুষ্করিণী-কূপ-জলাশয়াদি-প্রতিষ্ঠার নিয়ম)

অথাতো বাপীকূপ তড়াগারাম দেবতায়তনানাং প্রতিষ্ঠাপনং ব্যাখ্যাস্যামঃ। তত্রোদগয়নং আপূর্যমাণ পক্ষে পুণ্যাহে তিথিবার নক্ষত্রকরণে চ গুণান্বিতে তত্র বারুণং যবময়ং চরুং-শ্রপয়িত্বাজ্য ভাগাবিষ্ট্বা আজ্যাহুতীর্জুহোতি ত্বং নো অগ্ন ইমং মে বরুণ তত্বায়ামি যে তে শতময়াশ্চাগ্ন উদুত্তমুরুং হি রাজা বরুণস্যোত্তম্ভনমগ্নে রনীকমিতি দশর্চং হুত্বা স্থালীপাকস্য জুহোত্যগ্নয়ে স্বাহা সোমায় স্বাহা বরুণায় স্বাহা যজ্ঞায় স্বাহা উগ্রায় স্বাহা ভীমায় স্বাহা শতক্রতবে স্বাহা ব্যুষ্টৈ স্বাহা স্বর্গায় স্বাহেতি যথোক্তং স্বিষ্টকৃৎ প্রাশনান্তে জলচরানি ক্ষিপ্ত্বা অলংকৃত্য গাং তারয়িত্বা পুরুষসূক্তং জপন্নাচার্যায় বরং দত্বা কর্ণবেষ্টকৌ বাসাংসি ধেনুর্দক্ষিণা ততো ব্রাহ্মণভোজনম্ ॥

বঙ্গানুবাদ— (এখানে অতঃ শব্দটি মঙ্গলবাচকও) অনন্তর পুষ্পরিণী, কূপ, জলাশয়, উদ্যান ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করব। (এখানে 'অতঃ' শব্দটি প্রয়োগ সম্পর্কে হরিহর প্রভৃতি ভাষ্যকারের অভিমত হ'লো যে, অপ্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণী, কূপ প্রভৃতি অমঙ্গলজনক; সে কারণ এগুলির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা কর্তব্য)

প্রতিষ্ঠা কাল— সূর্যের উত্তরায়ণকালে শুক্লপক্ষে তিথি,বার নক্ষত্র ও করণ শুভগুণ বিশিষ্ট হলে পুর্ন্যদিনে (উক্ত প্রতিষ্ঠা কার্য হবে।)

প্রয়োগ বিধি— (পূর্বনির্ধারিত দিনে প্রথমে অগ্ন্যাধান কর্মকরে বরুণ সম্বন্ধীয় যবের চরু কুশকুশণ্ডিকোক্ত বিধিতে) পাক করে আঘার আজ্যভাগ আহুতি দিয়ে 'ত্বংনো অগ্নে'...., 'সত্বংনো অগ্নে'....., 'ইমংমে বরুণ'...., 'তত্বায়ামি'.....,'যে তে শতম্'....., 'অয়শ্চাগ্নে'......, 'উদুত্তমম্'......, 'উরুংহিরাজা'....., 'বরুণস্যোত্তম্ভনম'......., 'অগ্নেরনীকম্'......, — এই দশটি মন্ত্র পাঠ করে দশটি আজ্যাহুতি দিয়ে স্থালীপাকের অর্থাৎ চরুদিয়ে আহুতি দিতে হবে; মন্ত্রযথা— ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা — (প্রত্যাহুতি) ইদমগ্নয়ে, ওঁ সোমায় স্বাহা— ইদংসোমায়, ওঁ বরুণায় স্বাহা— ইদং বরুণায়, ওঁ যজ্ঞায় স্বাহা— ইদং যজ্ঞায়, ওঁ ভীমায় স্বাহা— ইদং ভীমায়, ওঁ শতক্রতবে স্বাহা— ইদং শতক্রতবে, ওঁ ব্যুষ্টৈ স্বাহা— ইদং ব্যুষ্টৈ, ওঁ স্বর্গায় স্বাহা— ইদং স্বর্গায় (শেষে যথারীতি অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে চরু দিয়ে) ওঁ অগ্নেয় স্বিষ্টকৃতে স্বাহা— ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে। [প্রয়োগকালে এখানে পুনরায় আরও নয়টি আহুতির বিধান আছে; মহাব্যহৃতি মন্ত্রে ৩টি এবং ত্বংনো অগ্নে ইত্যাদি ছয়টি মন্ত্রে মোট নয়টি আহুতি দিতে হয়।) তারপর সংশ্রব প্রাশনের শেষে (ব্রহ্মাকে পূর্ণপাত্র দান করে) মৎস্যাদি জলচরগুলিকে (সম্ভব হ'লে প্রকৃত জলচর ; অভাবে তাদের প্রতিমূর্তি) জলে ক্ষেপণ করে (স্বর্ণশৃঙ্গ, রৌপ্যক্ষুর, তাম্র ক্রোড় প্রভৃতি দ্বারা) একটি গাভীকে সজ্জিত করে 'পুরুষ সূক্ত'

(সহস্রশীর্ষা প্রভৃতি ১৬টি ঋক্) পাঠ করতে করতে গাভীটিকে জলাশয় পার করিয়ে আচার্য ব্রাহ্মণকে দান করতে হবে। (তারপর) আচার্যকে বরণ করে দক্ষিণা স্বরূপ কর্ণ-কুণ্ডল, বস্ত্রাদিএবং একটি গাভী দান করে ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হয়।

বাপীকূপ তড়াগাদি স্থাপন বিধি সমাপ্ত।

অথ শৌচ সূত্রম্

অথাতঃ শৌচবিধিং ব্যাখ্যাস্যামো দূরংগত্বা দূরতরংগত্বা যজ্ঞোপবীতং শিরসি দক্ষিণকর্ণে বা ধৃত্বা তৃণমন্তর্ধান কৃত্বোপবিশ্যাহনীত্যুত্তরতো নিশায়াং দক্ষিণত উভয়োঃ সন্ধ্যায়োরুদঙ্মুখো নাগ্নৌ ন গো সমীপে নাপ্সু নাগে বৃক্ষমূলে চতুষ্পথে গবাঙ্গোষ্ঠে দেবব্রাহ্মণসন্নিধৌ দহনভূমিং ভস্মাচ্ছন্নং দেশং ফালকৃষ্টভূমিং চ বর্জয়িত্বা মূত্রপুরীষং কুর্যাৎ। ততঃ শিশ্নং গৃহীত্বোত্থাদ্ভিঃ শৌচংগন্ধলেপহরং বিদধ্যাৎ। লিঙ্গে দেয়া সকৃন্মৃদ্বে ত্রিবারং গুদে দশধা বামপাণাবুভয়োঃ সপ্তবারং মৃত্তিকাং দদ্যাৎ। করয়োঃ পাদয়োঃ সকৃৎ সকৃদেব মৃত্তিকা দেয়েতি শৌচং গৃহস্থানাং দ্বিগুণং ব্রহ্মচারিণাং ত্রিগুণং বনস্থানাং চর্তুগুণং যতীনামিতি।।

যদ্দিবা বিহিতং শৌচং তদর্ধং নিশায়াং ভবতি মার্গে চেত্তদর্ধমাত্রশ্চেদ্ যথাশক্তি কুর্যাৎ ॥ ১ ॥

প্রক্ষালিত পাণিপাদঃ শুচৌ দেশ উপবিশ্য নিত্যং বদ্ধশিখী যজ্ঞোপবীতী প্রাগুদঙ্মুখো বা ভূত্বা জান্বোর্মধ্যে করৌ কৃত্বা অশূদ্রানীতোদকৈর্দ্বিজাতয়ো যথাক্রমং হৃৎকণ্ঠতালুগৈরাচমন্তি। ন তদ্ভিন্নোষ্ঠেন ন বিরলাঙ্গুলি র্ন তিষ্ঠন্নৈব হসন্নাপি ফেনবুদ্বুদযুতম। ব্রাহ্মতীর্থেন ত্রিঃপিবেৎ দ্বিঃ পরিমৃজেৎ।ব্রাহ্মণহস্তে পঞ্চতীর্থানি ভবন্তি অঙ্গুষ্ঠমূলে ব্রহ্মতীর্থং কনিষ্ঠিকাঙ্গুলিমূলে প্রজাপতিতীর্থং তর্জন্যঙ্গুষ্ঠমধ্যমূলে পিতৃতীর্থমঙ্গুল্যগ্রে দেবতীর্থং মধ্যে অগ্নিতীর্থমিত্যেতানি তীর্থানি ভবন্তি ॥২ প্রথমং যৎ পিবতি তেন ঋগ্বেদং প্রীণাতি দ্বিতীয়ং যৎপিবতি তেন যজুবেদং প্রীণাতি তৃতীয়ং যৎ পিবতি তেন সামবেদং প্রীণাতি চতুর্থং যদি পিবেৎ তেনাথর্ববেদাতিহাস পুরাণানিপ্রীণন্তি যদঙ্গুলিভ্যঃস্রবতি তেন নাগযক্ষকুবেরাঃ সর্বে বেদাঃ প্রীণন্তি যৎ পাদাভ্যুক্ষণং পিতরস্তেন প্রীণন্তি যন্মুখমুপস্পৃশত্যগ্নিস্তেন প্রীণাতি যন্নাসিকে উপস্পৃশতি বায়ুস্তেন প্রীণাতি যচ্চক্ষুরুপস্পৃশতি সূর্যস্তেন প্রীণাতিচ্ছোত্রমুপস্পৃশতি দিশস্তেন প্রীণন্তি যন্নাভিমুপস্পৃশতি ব্রহ্মা তেন প্রীণাতি যদ্ধৃদয়মুপস্পৃশ্তি তেন পরমাত্মা প্রীণাতি মধ্যমানামিকয়া মুখং তর্জন্যঙ্গুষ্ঠেন নাসিকাং মধ্যমাঙ্গুষ্ঠেন চক্ষুষী অনামিকাঙ্গুষ্ঠেন শ্রোত্রং কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেন নাভিং হস্তেন হৃদয়ং সর্বাঙ্গুলিভিঃ শির ইত্যসৌ সর্বদেবময়ো ব্রাহ্মণো দেহিনামিত্যাহ ইত্যেবং শৌচবিধিং কৃত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ইত্যাহ ভগবান্ কাত্যায়নঃ।।

ইতি কাত্যায়নকৃতং পরিশিষ্ট শৌচসূত্রং সমাপ্তম্।

বঙ্গানুবাদ—অতঃপর (যেহেতু শ্রৌত অথবা স্মার্ত কর্ম অপবিত্র থেকে করা যায় না) সেজন্য শৌচ বিধি বিষয়ে ব্যাখ্যা করব। দূরে বা অধিকতর দূরবর্তী স্থানে গিয়ে যজ্ঞোপবীতটিকে মস্তকে বা দক্ষিণকর্ণে তুলে রেখে তৃণের (অথবা কোন গাছের) অন্তরালে দিনে হ'লে উত্তরমুখে, রাত্রিতে দক্ষিণমুখে এবং দিন ও রাত্রির সন্ধিকালে উত্তরমুখে বসে আগুনে নয়, গরুর নিকটে নয়, জলে নয় তাছাড়াও নাগ, বৃক্ষমূল, চৌরাস্তা, গোচারণভূমি, দেবতা ও ব্রাহ্মণের নিকটবর্তী স্থান, শ্মশানভূমি এবং ভস্মাবৃত স্থান পরিত্যাগ করে মলমূত্র ত্যাগ করতে হয়। (অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থানগুলিতে মলমূত্র ত্যাগ করতে নাই ।)[মলমূত্র ত্যাগের পর] লিঙ্গটিকে (হাতদিয়ে) ধরে উঠে জল দিয়ে শুদ্ধ এবং পরিষ্কার করতে হয়। [পরিষ্কার বিধি]— (কিছু মাটি নিয়ে) লিঙ্গে একবার , মলদ্বারে তিনবার, বামহাতে দশবার, দুইহাতে সাতবার মাটি লাগাতে হয়। (এরপর) দুই হাতে ও দুই পায়ে একবার করে মাটি লাগাতে হয়— এই শৌচপ্রক্রিয়া গৃহস্থরা একবার করবেন; ব্রহ্মচারীদের দুইবার, বানপ্রস্থাবলম্বীদের তিনবার এবং সন্ন্যাসীদের চারবার করতে হয়। দিনে বিহিত এই শৌচপ্রক্রিয়া রাত্রিকালে অর্ধেক, পথে তারও অর্ধেক এবং পীড়িত হলে যথাশক্তি করবেন ॥১॥

আচমন বিধি— দ্বিজগণ প্রতিদিন হাত-পা ধুয়ে পবিত্র স্থানে বসে শিখা বেঁধে বাঁ কাঁধে যজ্ঞোপবীত রেখে পূর্ব বা উত্তরমুখ হয়ে দুইজানুর মধ্যে হাত রেখে অশূদ্র আনীত জলদ্বারা হৃদয় কণ্ঠ ও তালুতে যায়- এমন ভাবে আচমন করবেন। আচমন করার সময় ঠোঁট দুটি ফাঁক হবে না, আঙ্গুলগুলিও ফাঁক হবে না; দাঁড়িয়ে বা হাসতে হাসতে আচমন করবেন না; আচমনের জলটি ফেনাও বুদ্বুদযুক্ত হবে না। ব্রাহ্মতীর্থে তিনবার জল পান করবেন, দুইবার (অধর ও ওষ্ঠ) মার্জন করবেন। ব্রাহ্মণের ডানহাতে পাঁচটি তীর্থ আছে— অঙ্গুষ্ঠমূলে ব্রাহ্মতীর্থ, কনিষ্ঠামূলে প্রজাপতি তীর্থ, তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যমূলে পিতৃতীর্থ, অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগে দেবতীর্থ এবং মধ্যস্থানে অগ্নিতীর্থ— এই (পাঁচটি) তীর্থ ॥২॥

আচমনের ফল বা উপযোগিতা— প্রথমবার যে (জলটি) পান করা হয় তার দ্বারা ঋগ্বেদ প্রসন্ন হন, দ্বিতীয়বার যে জল পান করা হয় তার দ্বারা যজুর্বেদ প্রসন্ন হন, তৃতীয়বার যা পান করা হয় তার দ্বারা সামবেদ প্রসন্ন হন, যদি চতুর্থবার কেহ (জল) পান করেন, তাহলে তার দ্বারা অথর্ববেদ, পুরাণইতিহাসসমূহ প্রসন্ন হন, আঙ্গুলগুলি থেকে যে জল ঝরে পড়ে তার দ্বারা নাগ, যক্ষ, কুবের এবং সমস্তবেদ প্রসন্ন হন, যে পাদাভ্যুক্ষণ করা হয় তাতে পিতৃগণ প্রসন্ন হন, মুখস্পর্শে অগ্নি প্রসন্ন হন, নাসিকাদ্বয় স্পর্শদ্বারা বায়ু প্রসন্ন হন, চক্ষুস্পর্শ দ্বারা সূর্য প্রসন্ন হন, কর্ণস্পর্শে দিকসমূহ প্রসন্ন হন, নাভিস্পর্শ দ্বারা ব্রহ্মা প্রসন্ন হন, হৃদয়স্পর্শ দ্বারা পরমাত্মা প্রসন্ন হন; মস্তকস্পর্শ দ্বারারুদ্র প্রসন্ন হন, বাহুস্পর্শ দ্বারা বিষ্ণু প্রসন্ন হন; মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা মুখ, তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা নাসিকা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দুই চক্ষু, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কর্ণ, কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাভি, হস্ত (হাতের তালু) দ্বারা হৃদয়, সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা মস্তক (স্পর্শ করতে হয়) সমস্ত দেহধারীদের মধ্যে ব্রাহ্মণকে সর্বদেবময় বলা হয়, ভগবান কাত্যায়ন বলেনযে, এইরূপ শৌচবিধি পালন করে ব্রাহ্মণ অবশ্যই ব্রহ্মালোকে মহিমান্বিত হবেন।

কাত্যায়নকৃত পরিশিষ্ট শৌচসূত্র সমাপ্ত।

নিত্য স্নান সূত্রম্

অথাতো নিত্যস্নানং নদ্যাদৌ মৃদ্‌গোময় কুশতিল সুমনস আহৃত্যোদকান্তং গত্বা শুচৌ দেশে স্থাপ্য প্রক্ষাল্য পাণি পাদং কুলোপগ্রহো বদ্ধশিখী যজ্ঞোপবীত্যাচম্যোরুং হীতি তোয়মামন্ত্র্যাবর্তয়েদ্ যে তে শতমিতি সুমিত্রিয়ান ইত্যপোহঞ্জলিনাদায় দুর্মিত্রিয়া ইতি দ্বেষ্যং প্রতি নিষিঞ্চেৎ কটিং বস্ত্যূরু জঙ্ঘে চরণৌ করৌ মৃদা ত্রিস্ত্রিঃ প্রক্ষাল্যাচম্য নমস্যো দকমালভেদঙ্গানি মৃদেদং বিষ্ণুরিতি সূর্যাভিমুখো নিমজ্জেদাপো অস্মানিতি স্নাত্বোদিদাভ্য ইত্যুন্মজ্য নিমজ্যোন্মজ্যাচম্য গোময়েন বিলিম্পেন মানস্তোক ইতি ততো ভিষিঞ্চেদিমম্মে বরুণেতি চতসৃভির্মাপ উদুত্তম মুঞ্চন্ত্ববভৃথেত্যন্তে চৈতন্নিমজ্যোন্মজ্যাচম্য দর্ভৈঃ পাবয়েদাপো হিষ্ঠেতি তিসৃভিরিদমাপো হবিষ্মতীর্দেবীরাপ ইতি দ্বাভ্যা মপোদেবাদ্রুপদাদিব শান্নো দেবী রপা রসমপোদেবীঃ পুনন্তুমেতি নবভিশ্চিৎপতি র্মেত্যোঙ্কারেণ ব্যাহৃতিভির্গায়ত্র্যা চাদাবন্তে চান্তর্জলে অঘমর্ষণং ত্রিরাবর্তয়েদ্ দ্রুপদাদিবায়ঙ্গৌ রিতি বা তৃচং প্রাণায়ামং বাস শিরসমোমিতি বা বিষ্ণোর্বা স্মরণম্ ॥১॥

বঙ্গানুবাদ— অনন্তর (যা কিছু শ্রৌত বা স্মার্ত কর্ম আছে, সে সমস্ত সম্পাদন করার পূর্বেই স্নান অবশ্য কর্তব্য) এইজন্য নিত্যস্নান (সম্পর্কে বলা হয়েছে) নদী প্রভৃতি (জলাশয়ে) মৃত্তিকা, গোময়, কুশ, তিল, পুষ্প আহরণ করে জলের নিকট গিয়ে পরিষ্কার জায়গায় (মৃত্তিকাদি দ্রব্যগুলি) রেখে হাত পা ধুয়ে বামহাতে কুশধারণ করে শিখা বেঁধে বামকাঁধে যজ্ঞোপবীত রেখে আচমন করে 'উরুং হি রাজা.....' এই (ঋক্‌টি পাঠ করে) জলকে আমন্ত্রণ করে 'যে তে শতম্.....' ঋকটি (পাঠ করতে করতে জলটিকে হাত দিয়ে একবার) আলোড়ন করতে হয়, 'সুমিত্রিয়া ন আপঃ এই (যজুঃ মন্ত্র দ্বারা) দুইহাতে করে এক অঞ্জলি জল নিয়ে 'দুর্মিত্রিয়াস্তস্মৈ সন্তু'— এই (যজুঃমন্ত্র দ্বারা) শত্রুর উদ্দেশে নিক্ষেপ করতে হয়, (তারপর) কোমর, বস্তি, জানু, জঙ্ঘা, পা ও হাত মাটি দিয়ে তিনবার-তিনবার করে ধুয়ে আচমন করে (উদকায় নমঃ) বলে জলকে নমস্কার করে 'ইদং বিষ্ণু.......',(ঋকটি) পাঠকরে (নাভি থেকে পা পর্যন্ত) সমস্ত অঙ্গে মৃত্তিকা লেপন করবেন। (তারপর জলাশয়ে প্রবেশ করে) সূর্যাভিমুখী হয়ে অবগাহন করে 'আপো অস্মান্.......',মন্ত্র (বলে) স্নান করে 'উদিদাভ্য........',মন্ত্র বলে জলের ভিতর থেকে মাথা তুলে আবার ডুব দিয়ে উঠে আচমন করে গোময় দ্বারা 'মানস্তোক.......', ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গ লেপন করবেন।

তারপর 'ইমংমে বরুণ.......', 'তত্ত্বায়ামি........', 'ত্বন্নো অগ্নে........', সত্বন্ন এই চারটি ঋক্মন্ত্র দ্বারা (মস্তক) অভিষিঞ্চিত করে পুনরায় 'মা পো মৌষধীর্হিংসীঃ......', 'উদুত্তমম্.......','মুঞ্চন্তু মা....', এবং 'অবভৃথনিচুম্পুণ'— চারটি মন্ত্রদ্বারা অভিষিঞ্চন করবেন। এইপ্রকার স্নানের পর আবার ডুব দিয়ে উঠে আচমন করে তিনটি কুশ দ্বারা 'আপ হিষ্ঠা.......', ইত্যাদি তিনটি ঋক্ইদমাপো.......','হবিষ্মতীদেবীরাপ..... এই দুইটি মন্ত্র; অপোদেবা.... দ্রুপদাদিত.... 'শন্নোদেবী....', অপাং রসম্.........', 'অপোদেবী.........',এবং 'পুনন্তমা........', এই মোট নয়টি মন্ত্র পাঠ করতে

করতে নিজেকে পবিত্র করবেন। তারপর ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই তিনটি ব্যাহৃতির সঙ্গে আদিতে গায়ত্রী আদিতে ও অন্তে 'চিৎপতির্মা' মন্ত্র যোগ করে জলের মধ্যে দাঁড়িয়েই অঘমর্ষণ করবেন। তারপর 'দ্রুপদাদিব....'; অথবা 'অয়ং গৌ' মন্ত্র দ্বারা প্রাণায়াম করবেন অথবা ওঁ কার জপ করবেন অথবা ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করবেন।

ইতি নিত্যস্নান প্রয়োগ বিধি

ব্রহ্মযজ্ঞ বিধি

উত্তীর্য ধৌতে বাসসী পরিধায় মৃদোরুকরৌ প্রক্ষাল্যাচম্য ত্রিরাযম্যাসূন্ পুষ্পাণ্যম্বুমিশ্রাণ্যূর্ধ্বং ক্ষিপ্তেধর্ধ্ববাহুঃ সূর্যমুদীক্ষন্নুদ্বয়মুদুত্যং চিত্রং তচ্চক্ষুরিতি গায়ত্র্যা চ যথাশক্তি বিভ্রাড়িত্যনুবাক্ পুরুষ সূক্ত শিবসঙ্কল্পমণ্ডল ব্রাহ্মণৈ রিত্যুপস্থায় প্রদক্ষিণীকৃত্য নমস্কৃত্যোপবিশেৎ দর্ভেষু দর্ভপাণিঃ স্বাধ্যায়ং চ যথাশক্ত্যাদাবারভ্য বেদম্ ॥২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ— (পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে স্নানের পর জলাশয় থেকে) উঠে এসে ধোয়া কাপড় ও উত্তরীয় পরে মাটি এবং জল দিয়ে পা হাত ধুয়ে আচমন করে তিনবার প্রাণায়াম করে জলযুক্ত পুষ্প অঞ্জলিতে নিয়ে উপরে (সূর্যের দিকে মুখ করে নিবেদন বিধিতে) নিক্ষেপ করে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে সূর্যকে দর্শন করতে করতে 'উদ্বয়ম্......', 'উদুত্যম্....', 'চিত্রংদেবা........', 'তচ্চক্ষুঃ......', — এই চারটি ঋক্মন্ত্র, যথাশক্তি গায়ত্রীমন্ত্র 'বিভ্রাড়' অনুবাক্ পুরুষসূক্ত, শিবসঙ্কল্পসূক্ত, মণ্ডলব্রাহ্মণ (যদেতন্মণ্ডলং তপতি.... প্রভৃতি) দ্বারা সূর্যের স্তুতি করে প্রদক্ষিণ এবং প্রণাম করে কুশাসনে (পূর্বমুখে বা উত্তরমুখে) উপবেশন করবেন। তারপর হাতে কুশ ধারণ করে বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করে যথাশক্তি স্বাধ্যায় অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞ করবেন ॥২॥

ইতি ব্রহ্মযজ্ঞ বিধি।

তর্পণ বিধিঃ

ততস্তর্পয়েদ্ ব্রহ্মাণং পূর্বং বিষ্ণুং রুদ্রং প্রজাপতিং দেবাং শ্ছন্দাংসি বেদান্ ঋষীন্ পুরাণাচার্যান্ গন্ধর্বানিতরাচার্যান্ সংবৎসরং চ সাবয়বং দেবীপ্সরসোদেবানু গান্নাগান্ সাগরান্ পর্বতান্ সরিতো মনুষ্যান্ যক্ষান্ রক্ষাংসি পিশাচান্ৎসুপর্ণান ভূতানি পশূন্ বনস্পতীনোষধীর্ভূত গ্রামশ্চতুর্বিধ স্তপ্যতামিতি ওঁ কারপূর্বং ততো নিবীতী মনুষ্যান্। সনকং চ সনন্দনং তৃতীয়ং চ সনাতনম্।

কপিলমাসুরিঞ্চৈব বোঢুং পঞ্চশিখং তথা। ততোঽপসব্যং তিলমিশ্রং কব্যবাড়নলং সোমং যমমর্যমণমগ্নিষ্বাত্তান্ সোমপো বর্হিষদো যমাংশ্চৈকে। যমায় ধর্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ। বৈবস্বতায় কালায় সর্বভূতক্ষয়ায় চ। ঔদুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে। বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নম ইতি 'একৈকস্য তিলৈর্মিশ্রাং স্ত্রীং স্ত্রীন্ দদ্যাজ্জলাঞ্জলীন্। যাবজ্জীবকৃ তং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি, জীবৎপিতৃকোঽপ্যেতানন্যাংশ্চেতর উদীরতামঙ্গিরস আয়ন্তুন ঊর্জং বহন্তী পিতৃভ্যো যে চেহ মধুব্বাতা ইতি তৃচঞ্জপন্ প্রসিঞ্চেৎ তৃপ্যধ্বমিতি ত্রির্নমো ব ইত্যুক্ত্বা মাতামহানাং চৈব গুরুশিষ্যর্ত্বিজ্ঞাতি বান্ধবা ন তর্পিতা দেহাদ্ রুধিরং পিবন্তি বাসো নিষ্পীড্যাচম্য ব্রাহ্মবৈষ্ণবরৌদ্র সাবিত্রমৈত্রবারুণৈ স্তল্লিঙ্গৈরর্চয়েদদৃশ্রং হংস ইত্যুপস্থায় প্রদক্ষিণীকৃত্য দিশশ্চ দেবতাশ্চ, নমস্কৃত্যোপবিশ্য ব্রহ্মাগ্নি পৃথিব্যোষধিবাগ্ বাচস্পতি বিষ্ণুমহদ্‌ভ্যোঽদ্‌ভ্যোহ পাংপতয়ে বরুণায় নম ইতি সর্বত্র সংবর্চসেতি মুখং বিমৃষ্টে দেবাগাতুবিদ ইতি বিসর্জয়েদেষ স্নানবিধি রেষ স্নান বিধিঃ॥৩॥

ইতি শ্রীকাত্যায়নোক্তং ত্রিকণ্ডিকাসূত্রং সমাপ্তম্

বঙ্গানুবাদ ঃ—তারপর (স্বাধ্যায়ের পর) প্রথম ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে বিষ্ণু, রুদ্র, প্রজাপতি, দেবতাগণ, ছন্দসমূহ, বেদগণ, ঋষিগণ, পুরাণাচার্যগণ, গন্ধর্বগণ, অন্যান্য আচার্যগণ, সাঙ্গ সংবৎসর, দেবীগণ, অপ্সরাগণ, দেবানুযায়িগণ, নাগগণ, সাগরসমূহ, পর্বতসমূহ, নদীসমূহ, মনুষ্যগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, পিশাচগণ, সুপর্ণগণ, ভূতগণ, পশুগণ, বনস্পতিসমূহ , ওষধিসমূহ এবং চারপ্রকার ভূতগ্রামের তর্পণকরতে হয়। [প্রত্যেকের তর্পণের সময় ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতাম, ওঁবিষ্ণুস্তৃপ্যতাম্-এইভাবে বলে বলে জলাঞ্জলি দিতে হয়।]

(দেব তর্পণের) পর নিবীতী হয়ে অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতটিকে মালার মত করে (দিব্য) মনুষ্য তর্পণ করা হবে।

(দিব্যমনুষ্য হলেন)- সনক,. সনন্দন, সনাতন, কপিল, আসুরি, বোঢু এবং পঞ্চশিখ। তারপর দক্ষিণ স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত ধারণ করে তিলযুক্ত জল নিয়ে কব্যবাহন অগ্নি, সোম, যম, অর্যমা, অগ্নিস্বাত্ত প্রভৃতি পিতৃগণ সোমপ পিতৃগণ ও বর্হিষদ্ পিতৃগণের তর্পণ করা হবে। কোন কোন আচার্যের মতে যম তর্পণ 'যমায় ধর্মরাজায় প্রভৃতি শ্লোকে বর্ণিত যমের প্রতি নামে তর্পণ করতে হয়। (এরপর পিতৃতর্পণ সম্পর্কে বলা হয়. প্রত্যেককে তিনবার করে সতিল জলাঞ্জলি দিতে হয়।

তর্পণের ফলঃ— সমগ্রজীবনব্যাপী কৃত সমস্ত পাপ বা অশুভ তর্পণ করা মাত্র নষ্ট হয়ে যায়। জীবৎপিতৃক অর্থাৎ যাঁর পিতা জীবিত আছেন তিনিও (দেবতর্পণ থেকে যমতর্পণ পর্যন্ত) করবেন। তাভিন্ন অর্থাৎ যাঁর পিতা মৃত তিনি শেষপর্যন্ত অর্থাৎ পিতৃতর্পণ পর্যন্ত করবেন। (পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহের তর্পণ করে 'প্রসেক'নামক কর্মটি করতে হয়— এসম্পর্কে বলা হয়েছে,— 'উদীরতাম ইত্যাদি ছয়টি ঋকমন্ত্র, এবং মধুব্বাতা'ঃ এই ঋকমন্ত্রটি উপাংশু পাঠ করতে করতে 'প্রসেক' করবে অর্থাৎ সতিল জলাঞ্জলি নিয়ে (পিতৃতীর্থে) জলপাত্রে'তৃপ্যধ্বম্'বলে বলে ঢালবেন। (তিনবার করে করতে হয়।) 'নমো বঃ পিতরো রসায়' ইত্যাদি মন্ত্র বলে মাতা পিতা পিতামহ এবং

প্রপিতামহের নামে তিন তিন জলাঞ্জলি দ্বারা তর্পণের পর এক এক অঞ্জলি দ্বারা গুরু, ঋত্বিক, সপিণ্ড, সগোত্র বন্ধবদের তর্পণ করা হবে।

তর্পণ না করার কুফল— পূর্বোক্ত বিধিতে তর্পণ করা না হলে (তর্পনীয়গণ) তার শরীরের রক্ত পান করেন। তারপর বস্ত্র নিঙড়ে আচমন করে- ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র সবিতা, মিত্র এবং বরুণের লিঙ্গাত্মক মন্ত্রে আবাহনাদি পূজা করে 'আদৃশ্রমস্য কেতব......' এবং 'হংসশুচিষদ্......' দুইটি ঋকমন্ত্রে ভগবান সূর্যের পূজা ও প্রদক্ষিণ করে পূর্বাদি দিকসমূহ ও দেবতাদের প্রণাম করে বসে ব্রহ্মা থেকে বরুণ পর্যন্ত দেবতাদের প্রণাম করে 'সংবর্চসা' মন্ত্রটি পাঠ করে অঞ্জলি করে জল নিয়ে মুখ শোধন করে দেবতাদের বিসর্জন করবেন। এইটিই স্নান বিধি।

স্নান বিধি সমাপ্ত তথা কাত্যায়নোক্ত ত্রিকণ্ডিকাসূত্র সমাপ্ত।

শ্রাদ্ধসূত্রম্

শ্রাদ্ধসূত্রম্ কণ্ডিতা—১

অপরপক্ষে শ্রাদ্ধং কুর্বীতোর্ধ্বং বা চতুর্থ্যা যদহঃ সংপদ্যেত তদহব্রাহ্মণানামন্ত্র্য পূর্বেদ্যুর্বা স্নাতকানেকে যতীন্ গৃহস্থান্ সাধূন্ বা শ্রোত্রিয়ান্ বৃদ্ধাননবদ্যান্ৎস্বকর্মস্থানভাবেহপি, শিষ্যান্ৎস্বাচারান্ দ্বি নগ্নশুক্লবিক্লিধশ্যাবদন্তবিদ্ধ প্রজনন ব্যাধিত ব্যঙ্গি শ্বিত্রিকুষ্ঠিকুনখিবর্জ মনিন্দ্যেনামন্ত্রিতো নাপক্রামেদামন্ত্রিতো বাহন্যদন্নং ন প্রতিগৃহনীয়াৎ স্নাতাঙ্শুচীনাচান্তান্ প্রাঙ্মুখানুপ্বেশ্য দৈবে যুগ্মানযুগ্মান্ যথাশক্তি পিত্র্যে একৈকস্যো দঙ্মুখান্দ্বৌ বা দৈবে ত্রীন্ পিত্র্য একৈকমুভয়ত্র বা মাতামহানাঞ্চৈবং তন্ত্রং বা বৈশ্বদেবিকম্। শ্রদ্ধান্বিতঃ শ্রাদ্ধং কুর্বীত শাকেনাপি নাপরপক্ষমতিক্রমেন্ মাসি মাসি বোশনমিতি শ্রুতেস্তদহঃ শুচিরক্রোধনো ত্বারিতো প্রমত্তঃ সত্যবাদী স্যাদধ্বমৈথুন শ্রমস্বাধ্যায়ান্ বর্জয়েদাবাহনাদি বাগ্যত ওপস্পর্শনাদামন্ত্রিতাশ্চৈবম্ ॥১॥

বঙ্গানুবাদ — কৃষ্ণপক্ষে শ্রাদ্ধ করা বিধেয়। সেটি চতুর্থীর পর (অর্থাৎ পঞ্চমী থেকে) অথবা (কারও মতে চর্তুদশী বাদে অন্য তিথিতে যেদিন সম্পাদন করা সম্ভব সেদিন ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করে শ্রাদ্ধ করা হবে। অথবা কৃষ্ণপক্ষে মৃত্যুতিথিতে বা তার পূর্বদিন স্নাতকগণকে কোন কোন আচার্যের মতে সন্ন্যাসিগণকে, গৃহস্থদিগকে, সাধুদিগকে , বেদনিষ্ঠ বৃদ্ধগণকে অনিন্দিত ব্যক্তি গণকে এবং স্বকর্মেনিরত ব্যক্তিগণকে (শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করতে হয়) এরূপ ব্যক্তি না পাওয়া গেলে স্বকীয় আচারনিষ্ঠ শিষ্যগণকে (আমন্ত্রণ করা হবে।)

আমন্ত্রণের অযোগ্য— যার পিতা নাই অথবা যে স্বাধ্যায় ও অগ্নিহোত্র বর্জিত সেরূপ ব্রাহ্মণ, যে অত্যন্ত শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট, যে অত্যন্ত দাঁতাল, ক্লীব, রুগ্ন, বিকলাঙ্গ, শ্বিত্ররোগী, কুষ্ঠরোগী ও

কুনখী এদের বাদ দিয়ে (অন্য ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করা উচিত)। তাছাড়া নির্দোষ ব্যক্তিরা আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা বা লঙঘন করবে না, অথবা অপরের অন্নগ্রহণ করবে না। স্নাত-শুদ্ধ-আচান্ত ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেবপক্ষের জন্য যুগ্ম অর্থাৎ দুইজনকে পূর্বমুখে বসিয়ে পিতৃপক্ষে এক একজনকে উত্তরমুখে বসিয়ে (শ্রাদ্ধ করতে হয়)। (বিশেষ ভাবে বলা হচ্ছে যে) পিতার জন্য এক, পিতামহের জন্য এক, প্রপিতামহের সর্বসমেত পিতৃপক্ষের জন্য তিনজন ব্রাহ্মণ অথবা পিতৃপক্ষ ও মাতামহ পক্ষ উভয়স্থলেই একজন করে এবং দেবপক্ষের জন্য একজন ব্রাহ্মণকে (বসিয়ে শ্রাদ্ধ করবেন)। শ্রদ্ধাবান্ হয়ে শ্রাদ্ধ করতে হয়। (যদি গৃহে অন্ন না থাকে তাহলে) কেবল শাক দিয়েও শ্রাদ্ধ করা যায়, কিন্তু শ্রাদ্ধ ছাড়াই কৃষ্ণপক্ষ যেন অতীত হয়ে না যায়। (প্রজাপতি পিতৃগণকে বলেছিলেন) প্রতিমাসে তোমাদের জন্য আহার (নির্দিষ্ট করা হয়েছে) এ রূপ শ্রুতিবাক্য(পাওয়া যায়)। শ্রাদ্ধদিনে (শ্রাদ্ধকর্তা)শুদ্ধ, ক্রোধশূন্য, ধীর, সাবধান এবং সত্যবাদী থাকবেন। পথগমন, মৈথুন, শ্রমসাধ্য কর্ম এবং স্বাধ্যায় করবেন না। (শ্রাদ্ধকর্তা) আবাহন কাল থেকে শেষ পর্যন্ত (মন্ত্রভিন্ন) কথা বলবেন না। আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ উক্ত বিধি ও নিষেধ পালন করবেন।

শ্রাদ্ধসূত্র কণ্ডিকা—২

দৈবপূর্বং শ্রাদ্ধং পিণ্ড পিতৃযজ্ঞবদুপচার পিত্র্যে দ্বিগুণাস্তু দর্ভাঃ পবিত্রপাণি র্দদ্যাদাসীনঃ সর্বত্র প্রশ্নেষু পঙ্‌ক্তিমূর্ধন্যং পৃচ্ছতি সর্বান্ বাসনেযু দর্ভানাস্তীর্য বিশ্বান্ দেবানাবাহয়িষ্য ইতি পৃচ্ছত্যাবাহয়েত্যনুজ্ঞাতো বিশ্বেদেবাস আগতেত্যনয়া আবাহ্যাবকীর্য বিশ্বে দেবাঃ শৃণুতেমমিতি জপিত্বা বা পিতৃনাবাহয়িষ্য ইতিপৃচ্ছত্যাবাহয়েত্যনুজ্ঞাত উশন্তস্ত্বেত্যনয়া আবাহ্যা বকীর্যায়ন্তু ন ইতি জপিত্বা যজ্ঞিয়বৃক্ষ চমসেযু পবিত্রান্তর্হিতেম্বে কৈকস্মিন্নপ আসিঞ্চতি শন্নো দেবীরিত্যেকৈকস্মিন্নেব তিলনাবপতি তিলোহসি সোমদৈবত্যো গোসবো দেব নির্মিতঃ। প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃস্বধয়া পিতৃল্লোঁকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহেতি সৌবর্ণরাজতৌদুম্বরখড়গ মনিময়ানাং পাত্রাণামন্যতমেষু যানি বা বিদ্যন্তে পত্রপুটেষু বৈকৈকস্যৈকৈকেন দদাতিসপবিত্রেষু হস্তেযু যা দিব্যা আপঃ পয়সা সংবভূবুর্যা আন্তরিক্ষা উত পার্থবীর্যাঃ। হিরণ্য বর্ণা যজ্ঞিয়াস্তান আপঃ শিবঃ শংস্যোনাঃ সুহবা ভবন্তি ত্যসাবেষতেহর্ঘ ইতি প্রথম পাত্রে সংস্রবান্‌ৎসমবনীয় পিতৃভ্যঃ স্থানমসীতি ন্যুব্জং পাত্রং নিদধাত্যত্র গন্ধপুষ্প ধূপদীপ বাসসাং চ প্রদানম্ ॥২॥

বঙ্গানুবাদ— শ্রাদ্ধ হবে দৈবপূর্বক। (অর্থাৎ শ্রাদ্ধে প্রথমে দেবপক্ষের কর্ম হবে,) পিতৃপক্ষের কর্ম পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের অনুরূপ হবে। (এ সময় অপসব্য, প্রাচীনাবীতী, দক্ষিণামুখ, বামজানুপাতাদি কর্মের অতিদেশ করা হয়)। [পিতৃ কর্মে] দর্ভ হবে দুগুণ। সবসময় (অর্থাৎ দৈবপক্ষ, পিতৃপক্ষ, মাতামহপক্ষ-সকলক্ষেত্রেই) যা কিছু দিতে হবে সমস্ত কুশহস্তে এবং বসে দিতে হয়, সমস্ত প্রশ্ন করা হবে (আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের মধ্যে পঙ্‌ক্তিতে প্রথমোপবিষ্ট ব্রাহ্মণকে অথবা সকলকে। আসনগুলিতে কুশ পেতে 'বিশ্বান্ দেবান্ আবাহয়িষ্যে'—প্রশ্ন করবেন, 'আবাহয়'— এই অনুজ্ঞা পেয়ে 'বিশ্বেদেবাস আগত' এই ঋকমন্ত্রে আবাহন করে (বৈশ্বদেব ব্রহ্মাণের সম্মুখে যব) বিকীরণ

করে 'বিশ্বেদেবা শৃণতেমম্'—মন্ত্রটি পাঠ করে 'পিতৃনাবাহয়িষ্যে' বলে প্রশ্ন করবেন, (ব্রাহ্মণের) অনুজ্ঞা লাভ করে 'উশন্ত স্ত্বা.........', মন্ত্রে আবাহন ও (তিল বিকীরণ করে 'আয়ন্তুনঃ.....,' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে যজ্ঞীয় কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত কুশাচ্ছাদিত চমসগুলিতে 'শন্নোদেবী....', মন্ত্রে জল দেবেন, (তারপর) 'তিলোইসি সোম দৈবত্য গোসবো দেবনির্মিতঃ। প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্ত স্বধয়া পিতৃল্লোঁকান্ পৃণাহি নঃ স্বাহা মন্ত্র পাঠ করে করে এক একটি পাত্রে তিল নিক্ষেপ করতে হয়; সোনা রূপা, খড়গ বা মণি নির্মিত পাত্রগুলির যা থাকবে (অথবা অভাবে) পত্র-নির্মিত বিশ্বদেবাদিরএক একজনের এক একটি পাত্র দ্বারা পবিত্র যুক্ত হাতে 'যা দিব্যা......ভবন্তু'; মন্ত্র পাঠ করে (অমুক দেবশর্মন্) এব তে অর্ঘঃ বলে দান করে প্রথম পাত্রে(পিতৃ অর্ঘ-পাত্রে) অবশিষ্ঠ জলবিন্দু নিক্ষেপ্ করতে হয়, তারপর পিতৃভ্যঃ স্থানমসি' বলে পাত্রটিকে অধোমুখে রাখতে হয়। (এরপর ব্রাহ্মণদের) গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ এবং বস্ত্র দান করতে হয়।

শ্রাদ্ধসূত্র কণ্ডিকা—৩

উদ্ধৃত্য ঘৃতাক্তমন্নং পৃচ্ছত্যগ্নৌকরিষ্য ইতি কুরুষ্বেত্যনুজ্ঞাতঃ পিণ্ডপিতৃযজ্ঞবদ্ধুত্বা হুতশেষং দত্ত্বা পাত্রমালভ্য জপতি পৃথিবী তে পাত্রং দৌরপিধানং ব্রাহ্মণস্য মুখে অমৃতে অমৃতং জুহোমি স্বাহেতি বৈষ্ণব্যর্চা যজুষা বাঙ্গুষ্ঠমন্নে অবগাহ্যাপহতা ইতি তিলান্প্রকীর্যোষ্ণং স্বিষ্টমন্নং দদ্যাচ্ছক্ত্যো বাশ্নৎসু জপেদ্ব্যাহৃতি পূর্বাঙ্গায়ত্রীং সপ্রণবাং সকৃৎ ত্রির্বা রাক্ষোঘ্নীঃ পিত্র্যমন্ত্রান্ পুরুষ সূক্তম-প্রতিরথমন্যানি চ পবিত্রাণি তৃপ্তান্ জ্ঞাত্বাঅন্নং প্রকীর্য সকৃৎসকৃদপো দত্ত্বা পূর্ববদ গায়ত্রী জপিত্বা মধুমতী মধুমধিবতি চ তৃপ্তাঃ স্থেতি পৃচ্ছতি তৃপ্তাঃস্ম ইত্যনুজ্ঞাতঃ শেষমন্নমনুজ্ঞাপ্য সর্বমন্নমেকতোদ্ধৃত্যোচ্ছিষ্ট সমীপে দর্ভেষু ত্রীংস্ত্রীন্ পিণ্ডানবনেজ্য দদ্যাদাচান্তে ষ্বিত্যেক আচান্ত্যে-যূদকং পুষ্পাণ্যক্ষতানক্ষয্যোদকং চ দদ্যাদঘোরাঃ পিতরঃ সন্তু সন্ত্বিত্যুক্তে গোত্রং নো বর্ধতাং বর্ধতামিত্যুক্তে দাতারো নোহভিবর্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মাব্যগমদ্ বহুদেয়ঞ্চ নোস্ত্বিত্যাশিষঃ প্রতিগৃহ্য স্বধা বাচনীয়ানৎসপবিত্রান্ কুশানাস্তীর্য স্বধাং বাচয়িষ্য ইতি পৃচ্ছতি বাচ্যতামিত্যনুজ্ঞাতঃ পিতৃভ্যঃ পিতামহেভ্যঃ প্রপিতামহেভ্যো মাতামহেভ্যঃ প্রমাতামহেভ্যো বৃদ্ধপ্রমাতামহেভ্যশ্চ স্বধোচ্যতামিত্যস্তু স্বধেত্যুচ্যমানে স্বধাবাচনীয়েষ্বপো নিষিঞ্চতি উর্জমিত্যুত্তানং পাত্রং কৃত্বা যথাশক্তি দক্ষিণাং দদ্যাৎ ব্রহ্মণেভ্যো বিশ্বে দেবাঃ প্রীয়ন্তামিতি দৈবে বাচয়িত্বা বাজে বাজে বতেতি বিসৃজ্যামাবাজস্যেত্যনুব্রজ্য প্রদক্ষিণী কৃত্যোপবিশেৎ ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ঘৃতমিশ্রিত অন্ন তুলে 'অগ্নৌ করিষ্যে' এই প্রশ্ন করা হয়, 'কুরুষ্ব'— এরূপ অনুজ্ঞা লাভকরে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের অনুরূপ হোম করে হুত্যবশেষ (ব্রাহ্মণদের জন্য স্থাপিত অন্ন পাত্রে) দিয়ে পাত্র স্পর্শ করে 'পৃথিবী.....স্বাহা' মন্ত্র পাঠ করা হয়। তারপর 'ইদং বিষ্ণুঃ' এই বৈষ্ণবী ঋক্ অথবা 'বিষ্ণো হব্যং রক্ষস্ব' এই যজুর্মন্ত্রপাঠ করে অন্নে অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করে 'অপহতা' মন্ত্রে তিল (অন্নপাত্রে) তিল নিক্ষেপ করে উষ্ণ পক্ক অন্ন রুচি ও সামর্থ্য অনুসারে দেওয়ার পর ব্রাহ্মণগণ ভোজন করতে থাকলে ওঁকার সহ ব্যাহৃতি পূর্বক গায়ত্রী একবার বা তিনবার পাঠ করে রক্ষোঘ্নী

মন্ত্র, পিত্র্যমন্ত্র পুরুষসূক্ত, 'অপ্রতিরথ আশুঃ শিশান্' প্রভৃতি ঋক্মন্ত্রগুলি সেই সঙ্গে রুদ্রী আদি মন্ত্র পাঠ করেন। ব্রাহ্মণগণকে তৃপ্ত জেনে অন্ন বিকীরণ করে একবার একবার করে জল দিয়ে পূর্বের ন্যায় গায়ত্রী জপ করে 'মধুমতী' এবং 'মধুব্বাতা ঋতায়ন্তে' প্রভৃতি পাঠ করে ব্রাহ্মণগণকে প্রশ্ন করেন 'তৃপ্তাস্থ'। 'তৃপ্তাঃ স্মঃ ' এই উত্তর পেয়ে শেযমন্নম্ ইষ্টায় বা ইষ্টেভ্যো দীয়তাম' —এরূপ অনুজ্ঞা পেয়ে সমস্ত অন্ন একটি পাত্রে রেখে উচ্ছিষ্ট স্থানের নিকটে কুশের উপর অবনেজন পূর্বক তিনটি তিনটি পিণ্ডদান করেন। কোন কোন আচার্যের মত,— ব্রাহ্মণ আচমন করে (পিণ্ডদন করবে)। (পিণ্ডদানের পর) আচমন করে ব্রাহ্মণকে জল, পুষ্প, অক্ষত এবং অক্ষয্যোদক দান করতে হয়। (এরপর শ্রাদ্ধকর্তা) অঘোরাঃ পিতরঃ মন্ত্র বললে এবং গোত্রংনো বর্ধতাম্ বলার পর প্রতিবচন হবে বর্ধতাম্। (এবার শ্রাদ্ধকর্তা) 'দাতারো নোহভি......' নোহস্ত্বিতি' বলে আশিষ গ্রহণ করে 'স্বধাবাচনীয়' নামক পবিত্রযুক্ত কতকগুলি কুশ (পিণ্ডের নিকটস্থ ভূমিতে) ফেলে 'স্বধা বাচয়িষ্যে' এই প্রশ্ন করবেন, 'বাচ্যতাম্' অনুজ্ঞা লাভকরে 'পিতৃভ্যঃ.... স্বধোচ্যতাম' বলবেন; প্রতিবচনে ব্রাহ্মণগণ 'অস্তু স্বধা' বললে 'উর্জং' প্রভৃতি মন্ত্রটি পাঠ করে 'স্বধাবাচনীয়' কুশগুলি উপর উত্তানপাত্র দ্বারা জল সেক করবেন। তারপর ব্রাহ্মণগণকে যথাশক্তি দক্ষিণা দিয়ে দৈবপক্ষে 'বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তাম্' বলে 'বাজে বাজে বত.........' ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রাহ্মণগণকে বিসর্জন করে 'আ মা বাজস্য' মন্ত্র পাঠ করতে করতে (কিছুদূর পর্যন্ত) ব্রাহ্মণদের অনুগমন করে ফিরে এসে বসবেন ॥ ৩ ॥

শ্রাদ্ধসূত্র কণ্ডিকা—৪

একোদ্দিষ্ট বিধিঃ

অথৈকোদ্দিষ্ট মেকোহর্ঘ এবং পবিত্রমেকঃ পিণ্ডো নাবাহনং নাগ্নৌকরণং নাত্র বিশ্বেদেবাঃ স্বদিতমিতি তৃপ্তিপ্রশ্নঃ। সুস্বদিতমিতীতরে ব্রূয়ুরুপতিষ্ঠ তামিত্যক্ষয্যস্থানেহভিরম্যতামিতি বিসর্গোভিরতাঃ স্ম ইতীতরে ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ [শ্রাদ্ধকণ্ডিকায় প্রথমে প্রকৃতিভূত পার্বণ শ্রাদ্ধ বিধি নির্দেশ করে এই চতুর্থ কণ্ডিকায় বিকৃতিভূত একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ বিধি সম্পর্কে নির্দেশ করছেন।] একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে একটি অর্ঘ, একটি পবিত্র এবং একটি পিণ্ড হবে। এক্ষেত্রে আবাহন নাই, অগ্নৌকরণ নাই, এবং 'বিশ্বে দেবাঃ স্বদিতম্'— এই তৃপ্তিপ্রশ্ন ও নাই। অন্যন্য ব্রাহ্মণগণ 'সুস্বদিতম্' বলবেন। অক্ষয্যস্থানে 'উপতিষ্ঠতাম্' এবং বিসর্জনে (যজমান)' অভিরম্যতাম্' বললে ব্রাহ্মণগণ 'অভিরতাঃ স্মঃ বলবেন।

শ্রাদ্ধসূত্র কণ্ডিকা—৫

সপিণ্ডীকরণ বিধি

ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে ত্রিপক্ষে দ্বাদশাহে বা যদহর্বা বৃদ্ধিরাপদ্যেত চত্বারি পাত্রাণি সতিল গন্ধোদকানি পূরয়িত্বা ত্রীনি পিতৃণামেকং প্রেতস্য। প্রেতপাত্রং পিতৃপাত্রেষ্বাসিঞ্চতি, যে সমানা

ইতি দ্বাভ্যাম্। এতেনৈব পিণ্ডো ব্যাখ্যাতঃ। অতঊর্দ্ধ্বং সংবৎসরে সংবৎসরে প্রেতায়ান্নং দদ্যাৎ যস্মিন্নহনি প্রেতঃ স্যাৎ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ তারপর সংবৎসর পূর্ণ হলে অথবা ত্রিপক্ষে অর্থাৎ পয়তাল্লিশ দিনে অথবা বারোদিনে অথবা যেদিন বৃদ্ধিশ্রাদ্ধজনক কর্ম উপস্থিত হয় (সেদিন গুলিতে সপিণ্ডীকরণ হবে)। (সপিণ্ডীকরণে) চারটিপাত্র চন্দনযুক্ত সতিলজলে পূর্ণ করে পিতৃপক্ষের জন্য তিনটি পাত্র এবং একটি পাত্র প্রেতের জন্য স্থাপন করে পিতৃপাত্রগুলিতে 'যে সমানা..' ইত্যাদি দুটি মন্ত্র পাঠ করে অর্ঘজল সেচন করতে হবে। ঐ প্রকার পিণ্ড (মিশ্রণ করা হবে)। এরপর প্রতিবৎসর মৃত্যুদিনে (অর্থাৎ মৃত্যু তিথিতে অন্ন প্রদান করা উচিত ॥ ৫ ॥

শ্রাদ্ধসূত্র কণ্ডিকা—৬ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ বিধিঃ

আভ্যুদয়িকে প্রদক্ষিণমুপচারঃ পূর্বাহ্ণে পিত্র্যমন্ত্রবর্জং জপ ঋজবো দর্ভা যবৈস্তিলার্থাঃ সম্পন্নমিতি তৃপ্তিপ্রশ্নঃ সুসম্পন্নমিতীতরে ক্রয়ুদধিবদরাক্ষতমিশ্রা পিণ্ডা নান্দীমুখান্ পিতৃনাবাহয়িষ্য ইতি পৃচ্ছতি বাচ্যয়ত্যনুজ্ঞাতো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তামিত্যরক্ষয্য স্থানে নান্দীমুখান্ পিতৃন্বাচয়িষ্য ইতিপচ্ছতি বাচ্যতামিত্যনুজ্ঞাতো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ পিতামহাঃ প্রপিতামহাঃ মাতামহাঃ প্রমাতামহাঃ বৃদ্ধপ্রমাতা মহাশ্চ প্রীয়ন্তামিতি ন স্বধাং প্রযুঞ্জীত যুগ্মানাশয়েদত্র ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে(কর্তা) পূর্ব বা উত্তরমুখে বসবেন, পূর্বাহ্ণে পিতৃমন্ত্রসমূহ বাদে মন্ত্রপাঠ হবে। কার্যে কুশগুলি সরল হবে, তিলের পরিবর্তে যব 'সম্পন্নম্' প্রশ্নে (ব্রাহ্মণদেরপ্রতিবচন) হলো 'সম্পন্নম্' পিণ্ড হবে দধি কুল ও অক্ষত মিশ্রিত 'নান্দীমুখান্ পিতৃনাবাহয়িষ্যে বলে জিজ্ঞাসা করে 'আবাহয়' এই অনুজ্ঞালাভ করবে। অক্ষয্যস্থানে 'নান্দীমুখাঃপিতরঃ প্রীয়ন্তাম্ বলা হবে। 'নান্দীমুখান্পিতৃন্ বাচয়িষ্যে— এই প্রশ্নে 'বাচ্যতাম্'এই অনুজ্ঞা লাভ করে 'নান্দীমুখাঃ পিতরঃ ...... বৃদ্ধপ্রমাতামহাশ্চ প্রীয়ন্তাং বলা হবে। এক্ষেত্রে 'স্বধা'উচ্চারিত হবে না। এস্থানে যুগ্ম (দুই বা চার জন) ব্রাহ্মণকে ভোজন করাতে হয় ॥ ৬ ॥

শ্রাদ্ধসূত্র কণ্ডিকা —৭ তৃপ্তিপ্রকরণম্

অথ তৃপ্তি গ্রাম্যাভিরোযধীভির্মাসং তৃপ্তিস্তদভাবআরণ্যাভির্মূলফলৈরোয ধিভির্বা সহান্নেনোত্তরা স্তর্পয়ন্তি ছাগোস্র মেধানালভ্যক্রীত্বা লব্ধা বা ন স্বয়ং মৃতানাহৃত্য পচেন্মাসদ্বয়ং তু মৎস্যৈর্মাসত্রয়ং তু হাবিণেন চতুর ঔরভ্রেণ পঞ্চ শকুনেন ষট্ ছাগেন সপ্ত কৌর্মেণাষ্টৌ বারাহেণ নব মেযমাংসেন দশ মাহিযৈরেকাদশ পার্যতেন সংবৎসরং তু গব্যেন পয়সা পায়সেন বা বাধ্রীণসমাংসেন দ্বাদশ বর্ষাণি ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—[শ্রাদ্ধকণ্ডিকায় পূর্বে পার্বণ প্রভৃতি শ্রাদ্ধে যে 'তৃপ্তাঃস্থ' প্রশ্ন করা হয়েছে, সেজন্য এখানে অনেক দ্রব্য দ্বারা তার প্রতিপাদন করা হচ্ছে।] (পিতৃগণ) একমাস ব্যাপী (গ্রাম্য) চাল, তিল প্রভৃতি শস্য এবং (ওষধি) ফল, জল প্রভৃতি দ্বারা তৃপ্তি হন। গ্রাম্য দ্রব্যের অভাবে বন্য ফল, মূল বা ওষধি দ্বারা (উহঁাদের তৃপ্ত কারা যায়। অথবা পূর্ব কথিত ছাগাদি খাদ্য ফল মূল ও ওষধি সমূহের সঙ্গে দান করা যায়, তার দ্বারাও তাঁরা তৃপ্ত হন। ছাগ, শিংরহিত ছাগাদি পশু এবং মেষ ক্রয় করে বা লাভ করে(পিতৃগণের উদ্দেশ্যে পাক করতে হয়, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ঐ পশু) যেন স্বয়ং অর্থাৎ নিজেই মৃত না হয়। [অর্থাৎ মরা পশু পাক করা হবে না]। মৎস্য দ্বারা দুই মাস, হরিণমাংস দ্বারা তিনমাস, বন্যমেষমাংস দ্বারা চারমাস, পক্ষিমাংস দ্বারা পাঁচমাস, ছাগমাংস দ্বারা ছয়মাস, কূর্মমাংস দ্বারা সাতমাস, বরাহমাংস দ্বারা আটমাস, মেষমাংস দ্বারা নয়মাস, মহিষমাংস দ্বারা দশমাস, চিত্রমৃগমাংস দ্বারা এগারমাস এবং সংবৎসর পর্যন্ত দুগ্ধ দ্বারা ও দুগ্ধজাত দ্রব্য দ্বারা অথবা রক্তবর্ণীয় ছাগমাংস দ্বারা পিতৃগণ তৃপ্ত হন ॥ ৭ ॥

শ্রাদ্ধসূত্র কণ্ডিকা—৮ অক্ষয় তৃপ্তি প্রকরণম্

অথাক্ষয্যতৃপ্তিঃ খড়গমাংসং কালশাকং লোহচ্ছাগমাংসং মদু মহাশল্কো বর্ষাসু মঘাশ্রাদ্ধং হস্তিচ্ছায়ায়াঞ্চ, মন্ত্রাধ্যায়িনঃ পূতাঃ শাকাধ্যায়ী ষড়ঙ্গবিজ্জ্যেষ্ঠ সামর্গো গায়ত্রী সারমাত্রোহপি পঞ্চাগ্নিঃ স্নাতক স্ত্রিণাচিকেত স্ত্রিমধু স্ত্রিসুপর্ণী দ্রোণপাঠকো ব্রহ্মোঢ়াপুত্রো বাগীশ্বরো যাজ্ঞিকশ্চ নিযোজ্যা অভাবেপ্যেকং বেদবিদং পঙ্ক্তিমূর্ধনি নিযুঞ্জ্যাৎ, আসহস্রৎ পঙ্ক্তিং পুনাতীতি বচনাৎ ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদঃ— অনন্তর অক্ষয়তৃপ্তি (সম্পর্কে বলা হচ্ছে-) গণ্ডার মাংস বা শিংযুক্ত পশুর মাংস, কালশাক, লাল ছাগলের মাংস, মধু, মহাশল্ক মৎস্য, দ্বারা বর্ষাকালে মঘানক্ষত্রে গজচ্ছায়ায় [১]শ্রাদ্ধ (করা হলে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তিকর হয়)। (উক্ত শ্রাদ্ধে) বেদমন্ত্র অধ্যয়নকারী, আচারনিষ্ঠ বেদের কোন একটি শাখা অধ্যয়ন কারী, শিক্ষাদি ষড়ঙ্গবিদ্, জ্যেষ্ঠ নামক সামবেদের গায়ক, গায়ত্রীজপ নিষ্ঠ, অগ্নিহোত্রী, স্নাতক ত্রিণাচিকেত[২], ত্রিমধু[৩], ত্রিসুপর্ণী-অধ্বর্যুবেদভাগের অর্থসহ অধ্যয়নকারী, ধর্মশাস্ত্র পাঠক, ব্রাহ্মবিবাহে পরিণতী ব্রাহ্মণ দম্পতীর পুত্র, বিদ্বান, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণকে (শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণ হিসাবে) নিয়োগ অর্থাৎ আমন্ত্রণ করতে হয় অভাবে পঙ্ক্তির মুখ্যভাগে একজন বেদজ্ঞব্রাহ্মণ নিয়োগ করতে হয়। এরূপ বচন পাওয়া যে সহস্র সংখ্যক ব্রাহ্মণের পঙ্ক্তিকে একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পবিত্র করেন ॥ ৮ ॥

১। গজচ্ছায়া— হংসে হস্তস্থিত যা স্যাদমাবস্যা করান্বিতা। সা জ্ঞেয়া কুঞ্জরচ্ছায়া ইতি বোধায়নী স্মৃতিঃ।

২। ত্রিণাচিকেতঃ— যজুর্বেদ ভাগস্তদ্ ব্রতং চ তদুভয়ং যোহধীতে যশ্চকরোতি সোহপি তদ্‌যোগাৎ ত্রিণাচিকেত। গদাধরভাষ্য।

৩। ত্রিমধু-ঋগ্বেদৈকদেশঃ তদধীতে তদ্‌ব্রতং চরতি যঃ সঃ ত্রিমধুঃ। গদাধর ভাষ্য।

শ্রাদ্ধসূত্র কণ্ডিকা—৯

কাম্যশ্রাদ্ধ প্রকরণম্

অথ কাম্যানি ভবন্তি স্ত্রিয়োঽপ্রতিরূপাঃ প্রতিপদি দ্বিতীয়ায়াং স্ত্রীজন্মাশ্বাস্তৃতীয়ায়াং চতুর্থ্যাং ক্ষুদ্রপশবঃ পুত্রাঃ পঞ্চম্যাং দ্যূতর্দ্ধিঃ ষষ্ঠ্যাং কৃষিঃ সপ্তম্যাং বাণিজ্যমষ্টম্যামেকশফং নবম্যাং দশম্যাং গাবঃ পরিচারিকা একাদশ্যাং ধনধান্যানি দ্বাদশ্যাং কুপ্যং হিরণ্যং জ্ঞাতিশ্রৈষ্ঠ্যং চ ত্রয়োদশ্যাং যুবানস্তত্র ম্রিয়ন্তে শস্ত্রহতস্য চতুর্দশ্যামমাবস্যায়াং সর্বমিত্যমাবস্যায়াং সর্বমিতি ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ —[শ্রাদ্ধ কণ্ডিকায় বিভিন্ন প্রকার শ্রাদ্ধবিধি নির্দেশ করার পর ভগবান কাত্যায়ন এখানে কাম্য শ্রাদ্ধ সম্পর্কে অর্থাৎ বিভিন্ন তিথিতে যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা হয়, তার ফল সম্পর্কে নির্দেশ করেছেন।]

প্রতিপদে (শ্রাদ্ধ করলে শ্রাদ্ধকর্তা) অপরূপা সুন্দরী পত্নী(লাভ করেন), দ্বিতীয়ায় শ্রাদ্ধ করলে কন্যা লাভ হয়, তৃতীয়ায় অশ্ব, চতুর্থীতে (ছাগাদি) ক্ষুদ্র জন্তু, পঞ্চমীতে পুত্র, ষষ্ঠীতে পাশাখেলায় সম্পদ প্রাপ্তি, সপ্তমীতে কৃষিসম্পদ, অষ্টমীতে বাণিজ্যফল, নবমীতে একশফ বিশিষ্ট পশু, দশমীতে গোধন, একাদশীতে দাসদাসী, দ্বাদশীতে ধনধান্য, ত্রয়োদশীতে তাম্র, সুবর্ণ, এবং জ্ঞাতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব, চতুর্দশীতে যাদের অকাল মৃত্যু হয়েছে অথবা শস্ত্রাঘাতাদি দ্বারা দুর্মরণ ঘটেছে (তাদের ঊর্ধ্বগতি বা সদ্‌গতি লাভ হয়) অমাবস্যায় শ্রাদ্ধে (প্রতিপদ থেকে চতুর্দশী পর্যন্ত যে সমস্ত কামনাপূর্তির উল্লেখ আছে) সে সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়।

সপরিশিষ্ট পারস্কর গৃহ্যসূত্র সমাপ্ত।

পারস্কর গৃহ্য সূত্রে বিনিযুক্ত মন্ত্র সমূহের বর্ণানুক্রমিক সূচী—

অ

মন্ত্র-সূচক	কাণ্ড	কণ্ডিকা
১) অক্ষন্বন্ পরিবপ	২	১
২) অগ্নির্ভূতানামধিপতি	১	৫
৩) অগ্নিরৈতু প্রথমো দেবতানাম্	১	৫
৪) অগ্নয়ে স্বাহা	১	৯
৫) অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে	১	১১
৬) অগ্নে সুশ্রবঃ সুশ্রবসম্	২	৪
৭) অগ্নয়ে সমিধমহার্ষম্	২	৪
৮) অগ্নিঃ প্রথমঃ প্রশ্নাতু	৩	১
৯) অগ্নিমিন্দ্রং বৃহস্পতিম্	৩	৪
১০) অঘোর চক্ষুরপতিঘ্নেধি	১	৪
১১) অঙ্কৌ ন্যঙ্কাবভিতো রথম্	৩	১৪
১২) অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি	১	১৮
১৩) অচ্যুতায় ভৌমায়	৩	৪
১৪) অথ পশ্চাৎ	২	১৭
১৫) অথ দক্ষিণতঃ	২	১৭
১৬) অথোত্তরতঃ	২	১৭
১৭) অদ্ভ্যঃ সংভৃতঃ(যজু ৩১/১৭)	১	১৪
১৮) অদ্ভঃ নমঃ	২	৯
১৯) অন্ন্যাদ্যায়	২	৬
২০) অন্তরিক্ষায় নমঃ	২	৯
২১) অন্নপতেহন্নস্য নো(যজু ১১/৮৩)	৩	১
২২) অনুজামনুজাম্	৩	৩
২৩) অন্নচত্বা ব্রাহ্মণশ্চ	৩	৪
২৪) অপশ্বেত পদাজহি	২	১৪
২৫) অপ নঃ শোশুচদঘম্	৩	১০
২৬) অভূন্মম সুমতৌ	৩	৩
২৭) অভিভূরহমাগমবি	৩	১৩
২৮) অমীবহা বাস্তোষ্পতে	৩	৪
২৯) অমো হমস্মি	১	৬
৩০) অয়াশ্চাগ্নে (কা. শ্রৌ. ১/১)	১	২

পারস্কর গৃহ্য সূত্রে বিনিযুক্ত মন্ত্র সমূহের বর্ণানুক্রমিক সূচী

মন্ত্র-সূচক	কাণ্ড	কণ্ডিকা
৬০) ইন্দ্রস্য ত্বে	১	৫
৬১) ইমং মে বরুণ (যজুঃ ২১/১)	১	১৬
৬২) ইমামগ্নিস্ত্রায়তাম্	১	১৬
৬৩) ইমাঁল্লাজানাবপমি	১	
৬৪) অমং স্তনমূর্জ	৩	
৬৫) ইমামুচ্ছ্রয়ামি ভুবনস্য	১	
৬৬) ইয়ং নার্যুপব্রতে		
৬৭) ইয়মোষধী ত্রায়মাণা	৩	৫
৬৮) ইয়ং দুরুক্তংপরিবাধমানা		৮
৬৯) ইষিরো বিশ্বব্যচা (যজুঃ ১৮/৪১)	১	১০
৭০) ইহ গাবো নিষীদন্তু	১	
৭১) ইহ রতিরিহ রমধ্বমিহ (যজুঃ ৫/৮১)	৩	১৪

উ

মন্ত্র-সূচক	কাণ্ড	কণ্ডিকা
৭২) উদকং করিষ্যামহে	৩	১০
৭৩) উদাযুষা স্বাযুষোৎ	৩	২
৭৪) উদুত্তমং বরুণপাশম্ (যজু ১২/১২)	১	
৭৫) উদ্যান্‌ভ্রাজভৃষ্ণঃ	২	
৭৬) উগ্রশ্চ ভীমশ্চ	২	১৫
৭৭) উভা কবী যুবা	২	১১
৭৮) উষসে নমঃ	২	৬

ঊ

মন্ত্র-সূচক	কাণ্ড	কণ্ডিকা
৭৯) ঊন মে পূর্যতাম	২	১৫
৮০) ঊর্ক চ ত্বা সুনৃতা		

ঋ

মন্ত্র-সূচক	কাণ্ড	কণ্ডিকা
৮১) ঋতং প্রপদ্যে শিবংপ্রপদ্যে	৩	
৮২) ঋতস্য গর্ভঃ প্রথমা	৩	

মন্ত্র-সূচক	কাণ্ড	কণ্ডিকা
	ধ	
১২৫) ধর্মস্থূনা রাজম্	৩	৪
১২৬) ধাতারং চ বিধাতারম্	৩	৪
১২৭) ধাত্রে নমঃ	২	৯
১২৮) ধানাবন্তং করম্ভিণম্ (যজুঃ ২০/২৯)	২	১৪
১২৯) ধ্রুবমসি ধ্রুবংত্বা	১	৮
১৩০) ধ্রুবায় ভীমায়	২	১৪
	ন	
১৩১) ন নাময়তি ন রুদতি	১	১৬
১৩২) নমঃ শ্যাবাস্যায়ান্নশনে	১	৩
১৩৩) নমঃ স্ত্রিয়ৈ নমঃ পুংসি	১	১২
১৩৪) নমোহস্ত সর্পেভ্যঃ (যজুঃ ১৩/৬-৮)	২	১৪
১৩৫) নমো মনিচরায়	৩	১৪
১৩৬) নমো রুদ্রায় পথিষদে	৩	১৫
	ন	
১৩৭) নমো রুদ্রায়াপ্সুষদে	৩	১৫
১৩৮) নমো রুদ্রায় বনসদে	৩	১৫
১৩৯) নমো রুদ্রায় গিরিষদে	৩	১৫
১৪০) নমো রুদ্রায় পিতৃষদে	৩	১৫
১৪১) নমো রুদ্রায় শকৃৎপিণ্ডসেদে	৩	১৫
১৪২) নমো বৈ পূবেতপ্স	২	১৪
	প	
১৪৩) পঞ্চ ব্যুষ্টীরনু	৩	৩
১৪৪) পরি ত্বা গিরেরহ পরিমাতু	৩	৬
১৪৫) পরি ত্বা হ্বলনো হ্বল	৩	৬
১৪৬) পরং মৃত্যো অনুপরেহি (যজুঃ ৩৫/৭)	১	৫
১৪৭) পরিধাস্যৈ	২	৬

মন্ত্র-সূচক	কাণ্ড	কণ্ডিকা
১৪৮) পিতরঃ শুন্ধধ্বম্	২	৬
১৪৯) পিতৃভ্যঃ স্বধা নমঃ	২	৯
১৫০) পুমাংসাবশ্বিনাবুভ্যা	১	৯
১৫১) পুররস্তাদ্যো ত আসতে	২	১৭
১৫২) পূর্বাহ্নমপরাহ্নম্ চোভৌ	৩	৪
১৫৩) পূষা গা অন্বেতু	৩	৯
১৫৪) পৃথিব্যৈ নমঃ	২	৯
১৫৫) পৃথিবী দ্যৌঃ প্রদিশঃ	২	১৭
১৫৬) প্রজাপতির্জয়ানিন্দ্রায়	১	৫
১৫৭) প্রজাপতয়ে স্বাহা	১	৯
১৫৮) প্রজাপতেষ্ট্বা	১	১৮
১৫৯) প্রজাপতির্বিশ্বকর্মা (যজুঃ ১৮/৪৩)	১	৫
১৬০) প্রজাপতয়ে	২	১
১৬১) প্রতিক্ষত্র	১	১০
১৬২) প্রতিক্ষত্রেপ্রতিতিষ্ঠামি (যজুঃ২০/১০)	১	১০
১৬৩) প্রতিষ্ঠেস্থো	২	৬

প

মন্ত্র-সূচক	কাণ্ড	কণ্ডিকা
১৬৪) প্রতীকং মে বিচক্ষণ	৩	১৫
১৬৫) প্রাচৈ নমঃ	২	৯
১৬৬) প্রাণৈস্তে প্রাণান্	১	১১
১৬৭) প্রাণাপানৌ	২	৬

ব

মন্ত্র-সূচক	কাণ্ড	কণ্ডিকা
১৬৮) বৃহস্পতে	২	৬
১৬৯) বৃহদসি	৩	১৪
১৭০) ব্রহ্মণে নমঃ	২	৯
১৭১) ব্রহ্মাস্নাশাতু ব্রহ্মা	৩	১৫

মন্ত্র-সূচক	কাণ্ড	কণ্ডিকা
১৯৬) যন্মে কিঞ্চিদস্ত্যু	৩	৪
১৯৭) যমগাথা (অহররর্ণীয়মানঃ)	৩	১০
১৯৮) যমসূক্ত (যজুঃ ৫/১-২২)	৩	১০
১৯৯) যস্যৈ তে যাজ্ঞীয়ঃ (যজুঃ ৮/২৯)	১	১৬
২০০) যা অকৃন্তন্নবয়ম্	১	৪
২০১) যা তে পতিঘ্নী	১	১১
২০২) যাহরজ্জমদগ্নিঃ	২	৬
২০৩) যা প্রথমা বৌচ্ছৎসা	৩	৩
২০৪) যা ত এষা রারট্যা	৩	১৬
২০৫) যাস্তে রুদ্র পুরস্তাৎ	৩	৮
২০৬) যাস্তে রুদ্রদক্ষিণতঃ	৩	৮
২০৭) যাস্তে রুদ্র পশ্চাৎ	৩	৮
২০৮) যাস্তে রুদ্রোত্তরতঃ	৩	৮
২০৯) যাস্তে রুদ্রোপরিষ্টাৎ	৩	৮
২১০) যাস্তে রুদ্রাধস্তাৎ	৩	৮
২১১) যাং জনাঃ প্রতিনন্দন্তি	৩	২
	২	
২১২) যুবা সুবাসা	২	৬
২১৩) যে তে শতম্ (কা. শ্রৌ. সূ. ২৫/১/২)	১	২
২১৪) যেনাবপৎ	২	১

য

মন্ত্র-সূচক	কাণ্ড	কণ্ডিকা
২১৫) যেন ভুরিশ্চরা	২	১
২১৬) যেনেন্দ্রায় বৃহস্পতি	২	২
২১৭) যেহপ্স্বন্তরগ্নয়মঃ	২	৬
২১৮) যেন শ্রিয়ম্	২	৬
২১৯) যে চত্বারঃ প্রথমো দেবযানা	৩	১
২২০) যেমে দণ্ডঃ	২	২
২২১) যো বা শিবতমঃ (যজু ১১/৫১)	২	৬

মন্ত্র-সূচক	কাণ্ড	কণ্ডিকা
র		
২২২) রথান্তরমসি	৩	১৪
২২৩) রোচিষ্ণু	২	
২২৪) রুদ্রাধ্যায়		
ব		
২২৫) বর্ষ্মোহস্মি সমানা	১	৩
২২৬) বহ বপাং জাতবেদঃ	৩	৩
২২৭) বাঙ্‌ম আস্যে	১	৩
২২৮) বাজো নো অদ্য প্রসুবতি (যজুঃ ১৮/৩৩)	১	
২২৯) বাৎসপ্রাদি অনুবাক্ (যজুঃ ১২/১৮-২৮)	১	
২৩০) বাস্তোষ্পতে প্রতিজানীহি	৩	৪
২৩১) বাস্পোষ্পতে প্রতরণো	৩	৪
২৩২) বাস্তোষ্পতে শগ্ময়া	৩	৪
২৩৩) বামদেব্যমসি	৩	১৪
২৩৪) বিরাজো দোহোহসি	১	১
২৩৫) বিশ্বাভ্যো মা	২	৬
২৩৬) বিধাত্রে নমঃ	২	৯
২৩৭) বিশ্বেভ্যো ভূতেভ্যঃ	২	৯
২৩৮) বিশ্ব রূপানি প্রতিমুঞ্চতে(যজু ১২/৩)		
২৩৯) বিশ্বে আদিত্যা বসবশ্চ	৩	৩
২৪০) বিতস্য	২	৬
২৪১) বেদ তে ভূমি হৃদয়ম্	১	১৬
শ		
২৪২) শতায়ুধায় শতধীর্যায়	৩	১
২৪৩) শণ্ডামর্কা উপবীর	১	১৬
২৪৪) শন্নে ভবন্তু বাজিনঃ (যজু ৯/১৬)	২	১০
২৪৫) শিবো নামাসি স্বধিতিস্তে (যজুঃ ৩/৬৩)	২	
২৪৬) শিবা নো বর্ষাঃ	৩	১৫
২৪৭) শিবো নাম		১৫

মন্ত্র-সূচক	কাণ্ড	কণ্ডিকা
২৪৮) 'শুক্রজ্যোতি' (যজু ১৭/৮০-৮৬)	৩	১০
২৪৯) শুনং সুফালা (যজুঃ ১২/৬৯)	২	১৩
২৫০) শুক্রঋষভা নভ্সা	৩	৩
২৫১) শূদ্রোহসি শূদ্রজন্মা	৩	১৫
২৫২) শ্রীশ্চ ত্বা যশশ্চ	৩	৪
২৫৩) শান্তা পৃথিবী	৩	৩

স

মন্ত্র-সূচক	কাণ্ড	কণ্ডিকা
২৫৪) সত্বংনোহগ্নে (যজু ২১/৪)	১	২
২৫৫) সদসস্পতিমদ্ভুত (যজুঃ ৩২/১৩)	২	১০
২৫৬) সভাঙ্গিরসি	৩	১৩
২৫৭) সভা চমা সমিতিশ্চ	৩	১৩
২৫৮) সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবা	১	৪
২৫৯) সমুদ্রংবো প্রহিণোমি	১	৩
২৬০) সরস্বতি প্রেদমব	১	৭
২৬১) সর্পদেবজনান্	৩	৪
২৬২) সাধত্রা প্রসূতা দৈব্যা	২	১
২৬৩) সংহিতো বিশ্বসামা (যজুঃ ১৮/৩৯)	১	৫
২৬৪) সবনোবস্তু	২	১০
২৬৫) সংপত্তিভূতিভূমি	২	১৭
২৬৬) সংবৎসরায় প্রতিমায়াতাম্	৩	২
২৬৭) সংবৎসরায় প্রতিবৎসরায়	৩	২
২৬৮) সাবিরাড়	৩	১৪

স

মন্ত্র-সূচক	কাণ্ড	কণ্ডিকা
২৬৯) সিপসি ন	৩	১৫
২৭০) সীরা যুঞ্জন্তি (যজুঃ ১২/৬৭)	২	১৩
২৭১) সুগন্তু পন্থাম্	১	৫
২৭২) সুমঙ্গলীরিয়ং বধূঃ	১	৮
২৭৩) সুষুম্নঃ সূর্যরশ্মি (যজুঃ ১৮/৪০)	১	৫

হ

আধারগ্রন্থমালা—অনুক্রমণিকা

ঃ বেদ ঃ

১। সামবেদ সংহিতা—পণ্ডিত রামস্বরূপ বর্মাগৌড় সম্পাদিত। চৌখাম্বা বিদ্যাভবন।

২। ঋগ্বেদ সংহিতা—N. S. Sontakke + C. G. Kashikor
বৈদিক সংশোধন মণ্ডল পুনা।

৩। শুক্লযজুর্বেদ সংহিতা—পণ্ডিত জগদীশলাল সম্পাদিত। মতিলাল বেনারসীদাস।

৪। অথর্ববেদ সংহিতা—বিশ্ববন্ধু। হোসিয়ারপুর।

ঃ ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ ঃ

৫। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ—

৬। ঐতরেয় ব্রাহ্মণম্—সং সুধাকর মালব্য। তারা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বারাণসী।

৭। শতপথ ব্রাহ্মণ—সং বিদ্যাধর শর্মা। অচ্যুত গ্রন্থমালা, বারাণসী।

৮। মন্ত্রব্রাহ্মণ—সং সি বর্ণেল।

ঃ সংখ্যায়ন আরণ্যকঃ

৯। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ—নির্ণয়সাগর সংস্করণ।

১০। মৈত্রায়ণী উপনিষৎ—ঐ

১১। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—ঐ

১২। মুণ্ডকোপনিষৎ—ঐ

ঃ শ্রৌতসূত্র ঃ

১৩। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র—এ. বেবর, লণ্ডন।

১৪। পারস্কর গৃহ্যসূত্র পঞ্চভাষ্য সমেত—সং মহাদেব গঙ্গাধর বাক্রে।
মণিলাল ইছারাম দেশাই। গুজরাট।

১৫। পারস্কর গৃহ্যসূত্র—সং ওমপ্রকাশ পাণ্ডে। চৌখাম্বা অমরভারতী প্রকাশন ১৯১৭

১৬। আপস্তম্বগৃহ্যসূত্র—সং চিন্নস্বামীশাস্ত্রী। চৌখাম্বা সংহত সংস্থান।

১৭। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র—আনন্দাশ্রম।

১৮। গোভিল গৃহ্যসূত্র—সত্যব্রত সামাশ্রমিকৃত ব্যাখ্যাসহ। চৌখাম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান।

১৯। কাত্যায়ন গৃহ্যসূত্র—যুধিষ্ঠির মীমাংসক। রামলাল কপুর ট্রাস্ট।

ঃ বিভিন্ন ঃ

২০। সেক্রেড বুকস্ অব দি ইষ্ট সিরিজ। এফ ম্যাক্সমুলর খণ্ড ২৯. ৩০

২১। ইণ্ডিয়া অফ বেদিক কল্প সূত্রস্—রামগোপাল। মতিলাল বেনারসী দাস

২২। ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্য—সং বীরেন্দ্র কুমার বর্মা। চৌখাম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান

২৩। হিন্দুসংস্কার—ডা. রাজবলী পাণ্ডে। চৌখাম্বা বিদ্যাভবন।

২৪। মহাভারত—সং হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, বিশ্ববাণী।

২৫। মনুসংহিতা—সং উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বসুমতী।

২৬। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি (বিজ্ঞানেশ্বরকৃত মিতাক্ষরা সমেত) নাগ পাবলিশার্স।

২৭। পরাশর স্মৃতি—

ঃ সুশ্রুতসংহিতা ঃ

ঃ চরক সংহিতা ঃ

২৮। যমস্মৃতি—

২৯। গৌতমধর্মসূত্র—সং ডঃ উমেশচন্দ্র বর্মা। চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ

৩০। পাণিনীয় শিক্ষা—

৩১। গৃহ্যসংগ্রহ পরিশিষ্ট—

৩২। কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্র— রাধানাথ বসাক

৩৩। চাণক্য নীতি—সং রামচন্দ্র বর্মা

৩৪। হিতোপদেশ

৩৫। বিষ্ণুপুরাণ—সং পঞ্চানন তর্করত্ন

৩৬। মৎস্যপুরাণ—ঐ

৩৭। বীরমিত্রোদয় ; মিত্রমিশ্রকৃত—চৌখাম্বা সং সিরিজ

৩৮। ভবদেব পদ্ধতি—সং শ্যামাচরণ বিদ্যাবারিধি

ঃ ইতিহাস ঃ

৩৯। **History of Indian Literature**—M. Winternitz.

৪০। **A History of Sanskrit Literature**—A. Macddell

৪১। **History of Sanskrit Literature**—S. N. Dasgupta & S. K. De

৪২। সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা— বিমান বিহারী ভট্টাচার্য।

৪৩। সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা— সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য

৪৪। বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা—ডঃ শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৫। বেদের পরিচয়—ডঃ যোগীরাজ বসু

৪৬। বাঙ্গালার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৭। বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়

ঃ অভিধান ঃ

৪৮। শব্দকল্পদ্রুম—

৪৯। বাচস্পত্যম্—

৫০। অমরকোষ—

৫১। বঙ্গীয় শব্দকোষ—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়